



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
December 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা যদিও এখানে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছেন তবুও তোমাদের ওঁনাকে শান্তিধামে স্মরণ করতে হবে-- তোমাদের বুদ্ধিযোগ সর্বদা যেন উপরের দিকে যুক্ত থাকে"

প্রশ্ন:- অহো ভাগ্য (পরম সৌভাগ্য) কোন্ বাচ্চাদের জন্যে বলা হবে এবং কেন ?

উত্তর :- যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান এসেছে, তাদের হল পরম সৌভাগ্য কারণ জ্ঞান প্রাপ্ত হলে সদগতি হয়। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। আর যতক্ষণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ কেউ যদি শিব বাবাকে নিজের দেহের আছতি দেয় তবুও সেই দানের প্রাপ্তি হবে অল্পকালের জন্যে। বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্তি হয় না। ভক্তিতে ভক্তি ভাবের মূল্য চানা সম প্রাপ্ত হয়, সদগতি হয়না।।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের মনে সর্বদা এই কথাই থাকে যে বাবা এসে আমাদের পড়ান। এখানে তো সম্মুখে বিরাজিত আছেন। বুদ্ধিতে থাকে -- আমাদের বাবা এসেছেন। কল্প পূর্বে যেমন হয়েছিল ঠিক সেরকম আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এইসব তোমরা বাচ্চারা জানো। আমরা যত পুরুষার্থ করব ততই উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব। এই কথাটা বুদ্ধিতে থাকে। বাচ্চারা জানে এখন ভক্তি মার্গ শেষ হবে। ভক্তি ও জ্ঞান দুই একত্রে চলবেনা। যে মানুষ পূজা ইত্যাদি করে, শাস্ত্র পাঠ করে, সেসব কোনো জ্ঞান নয়। সে হল ভক্তি। বাবাও বলেন মিষ্টি বাচ্চারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করা, জপ তপ ইত্যাদি করা, এই যত রকমের ভক্তি ক্রিয়া অর্ধকল্প করে এসেছে সেসব জ্ঞান নয়। জ্ঞানের সাগর একমাত্র বাবা। তিনি তোমাদের একেবারে সঠিক পথ বাতলে দেন যে বাচ্চারা এখন আমায় স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবেনা। বুদ্ধিযোগ উপরের দিকে যুক্ত থাকা উচিত। এমন নয় যে বাবা তো এইখানে তো বুদ্ধিও এখানেই থাকবে। যদিও বাবা এখানে রয়েছেন তবুও তোমাদের বুদ্ধিযোগ শান্তিধামের দিকে যুক্ত থাকা উচিত। এই জ্ঞান হল এক সেকেন্ডের। ভক্তি তো অর্ধকল্প চলেছে এবং অর্ধকল্প তোমাদের স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। ভক্তি ও জ্ঞান একত্রে চলতে পারেনা। দিন ও রাত আলাদা আছে। এই হল বেহদের দিন ও রাত। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ বী. কে. দেব দিন। বাচ্চারা জানে যে আমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছি। সত্যযুগকে বলা হয় জীবনমুক্তিধাম। এই হল জীবনবন্ধ ধাম। এই সময়ে সবাই রাবণের বন্ধনে আছে, শোকবাটিকায় আছে। তোমরা এখন সবই জেনেছ -- শোক বাটিকা আর অশোক বাটিকা কাকে বলা হয়। ভক্তি হল অবনমন কলার মার্গ।

বাবা বলেন -- এখন মুক্তিধাম ফেরার সময়। এমন কেউ বলতে পারেনা বাচ্চারা এবারে সবাইকে মুক্তিধাম ফিরতে হবে অর্থাৎ জীবনবন্ধ থেকে উদ্ধার হবে। তবে সর্ব প্রথম কোন্ ধর্ম নিয়ে জীবনমুক্তিতে আসতে হবে ? এইসবও তোমরা বাচ্চারা জানো, খেলা তা সম্পূর্ণ ভারত জুড়ে। বাকি মধ্যখানে বাই প্লট রয়েছে। সেসবের সাথে আমাদের কোনো কানেকশন নেই। জ্ঞান ও ভক্তির কথা মানুষ বুঝতে পারেনা। তাদের পার্ট নেই। পার্ট আছে তোমাদের অর্থাৎ ভারত বাসীদের। সত্যযুগের আদি সময়ে দেবী দেবতারা ছিলেন, এখন কলিযুগে অনেক ধর্ম আছে। তোমাদের এই হল লীপ জন্ম, কল্যাণকারী জন্ম। এই হল সপ্তমের মনোরম যুগ কিনা। তোমরা জানো আমরা লৌকিক পিতার সন্তান তার সঙ্গে জীবিত অবস্থায় পারলৌকিক পিতারও সন্তান হয়েছি। লৌকিক পিতাও আছেন

পারলৌকিক পিতাও উপস্থিত আছেন। তোমাদের আত্মা বলে বাবা আপনি পরম ধাম থেকে এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলতে পারেন। যেমন আত্মাকে এই স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখা যায়না , তেমনই পরমাত্মাকেও দেখা যায়না। হ্যাঁ কিন্তু দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষাৎকার হতে পারে। দেখানো হয়েছে যে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার হয়েছিল যে রামকৃষ্ণের আত্মা বেরিয়ে তার ভিতরে মিলিত হল। কিন্তু আত্মা মিলিত হতে পারেনা। বাকি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মারও যথার্থ স্বরূপ হল বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু গায়ন রয়েছে তিনি হলেন হাজার হাজার সূর্যের চেয়েও তেজময়। অর্থাৎ পরমাত্মা যদি সাক্ষাৎকার না করান তাহলে কারো বিশ্বাস হবেনা। বিন্দু স্বরূপের সাক্ষাৎকার হলেও কেউ বুঝতে পারবেনা কারণ ওঁনাকে কেউ জানেইনা । এই নতুন কথা বাবা-ই বলে দেন। পরম আত্মা বৃহৎ বস্তু হতে পারেননা। তিনি হলেন সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম । ওনার চেয়ে সূক্ষ্ম কোনো কিছু হয়না। এইসবও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আত্মা ও পরমাত্মা বিন্দু স্বরূপ , যার ভিতরে সম্পূর্ণ পার্ট অন্তর্ভুক্ত আছে। আত্মাতে ৮৪ জন্মের নিজ নিজ পার্ট সমাহিত আছে। কথাটি কত বিচিত্র। বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারেনা। এইসব কথা তোমরা বিদেশী দের বোঝাও তাহলে তারা বিস্মিত হবে এবং তোমাদের কাছে আত্মা সমর্পণ করবে। প্রাচীন ভারতের এই জ্ঞান ও যোগ তোমরা-ই বোঝাতে পারো। সর্ব প্রথম বোঝাতে হবে আত্মা-পরমাত্মা কি বস্তু। আত্মাকে বলা হয় স্টার। পরমাত্মার জন্যে বলা হয়না যে উনি হলেন স্টার। আত্মা কখনও ছোট বড় হয়না। আত্মা হল এক বিন্দু , যে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো ড্রামায় যা কিছু হয় সেসব অন্তর্ভুক্ত আছে। চক্র ঘুরতে থাকে। এইসব বুদ্ধিতে প্রাক্টিক্যালি থাকে উচিত। দুনিয়া তো এইসব কথা জানেনা। সবচেয়ে তীর গতি হল আত্মার , এক সেকেন্ডে কথা থেকে কোথায় চলে যায়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। ফলে সেকেন্ডে আত্মাও সেখানে পৌঁছে যায়। আত্মা বলে আমার চেয়ে দ্রুততম আর কিছুই নয়। আমার চেয়ে সূক্ষ্ম আর কিছু নয়। সূক্ষ্ম আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান ভরা আছে। ওঁনাকে বলা হয় গড ইজ নলেজফুল। প্রথমে বলা হত ভগবান সব জানেন। এর মানে এই নয় যে বসে বসে প্রত্যেকের মনের কথা জানেন। এইসব তো ড্রামাতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

বাবা বোঝান আমি এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজ রূপ । বৃক্ষের বীজ যদি চৈতন্য হত তবে নিশ্চয়ই বলত যে আমি এইভাবে ভূমিতে বাস করি। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হয়। এই হল একমাত্র বীজ তাইনা। তোমরা আত্মারা এখানে শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে কর। বাবা কিভাবে এসে প্রবেশ করেন -- এইসব বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছ। বাবা এসে নলেজ প্রদান করেন , সর্বদা বসে থাকেননা। বাবা বুঝিয়েছেন যখন এই বৃক্ষের জর্জরিত অবস্থা হয়, তখন আমি আসি। এখন সহযোগের জন্যে অনেক যন্ত্রের আয়োজন হবে। এই হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। কৃষ্ণ জ্ঞান যন্ত্র হয়না। কৃষ্ণ তো দেবতা ছিলেন। দ্বাপরে আসতে পারেননা। অতঃপর দেবতার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পরিণত হয়। কৃষ্ণ দেবতা দ্বাপরে আসবেন কিভাবে ? রাবণ রাজ্যে দেবতাদের আগমন হয়না। তোমরা বাচ্চারা জানো আত্মা হল অবিনাশী। আত্মাতেই সংস্কার নিহিত থাকে। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। আত্মাতেই সুসংস্কার বা কুসংস্কার থাকে। এখন তোমরা বুঝতে পারো সকল মানুষ মাত্রই ড্রামা প্ল্যান অনুসারে পার্ট করে চলেছে। প্রথমে জানা ছিলনা যে এই সৃষ্টি কোন্ আধারে গতিশীল রয়েছে। ঈশ্বরের আধারে তো নয়। এইসব তো তৈরি করা খেলা যা অবিরাম ঘটে চলেছে। এমন নয় ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল। যেমন তোমাদের পার্ট আছে তেমনই ঈশ্বরেরও পার্ট আছে। সাক্ষাৎকারও আমি করাই। ভুক্তিমার্গে অল্পকালের জন্যে সবার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। যা কিছু দান পুণ্য ইত্যাদি

করে তার প্রতিফল রূপে অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। একটু খানি সুখের প্রাপ্তি হয় তারপরে এমন কর্ম করে যে ভোগ করতে হয়। বলে হয় ভবিতব্যের নগণ্য প্রাপ্তিও (চানা সম) অনেক। ভক্তিমার্গে পরিশ্রম করে , কি প্রাপ্ত হয় ? চানা বা নগণ্য । শিববাবার উদ্দেশ্যে নিজের দেহের বলিদান করে তবুও প্রাপ্তি হয় নগণ্য স্বরূপ , স্বর্গের অধিকার তো প্রাপ্ত হয়না। কাশীতে গিয়ে নিজেকে বলিদান করলে যদিও বিকর্মের বিনাশ হয় কিন্তু পুনরায় আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ ভক্তি ভাবের প্রতিফল স্বরূপ নগণ্য প্রাপ্তি হল কিনা। জ্ঞান মার্গে তোমাদের দেখ কতখানি প্রাপ্তি হয়। তোমরা একেবারে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। কারো বুদ্ধিতে যদি এই জ্ঞান থাকে তাহলে তো পরম সৌভাগ্য। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। একেই নলেজ বা জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান একমাত্র বাবা-ই দিতে পারেন আর কেউ নয়। অনেক শাস্ত্র পাঠ করে। কুশল দক্ষ হয়ে সেই সংস্কার নিয়ে যায়। আচ্ছা , তাদের কি প্রাপ্ত হয় ? নগণ্য চানা স্বরূপ , আর কিছুই নয়। পতন হতেই থাকে। ধরো কেউ রাজার ঘরে জন্ম নেয় , আনন্দ উৎসব পালন হয় যে সে হল রাজপুত্র, কিন্তু তোমরা বলবে তার চানা সমান নগণ্য প্রাপ্তি হয়েছে। কোথায় বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে বাদশাহী দিচ্ছেন , আর কোথায় সেসব চানা সমান নগণ্য প্রাপ্তি। কেউ অনেক দান করে। যদি রাজার কাছে গিয়ে জন্ম নেয় তবুও তোমাদের প্রাপ্তির সামনে তাদের প্রাপ্তি নগণ্য স্বরূপ। তাই এখন রাজা পদের প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করা উচিত, লৌকিক পিতাও সন্তানদের দেখে খুশী অনুভব করেন। এনারা হলেন বেহদের মাতা পিতা, যাঁদের কাছে ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত হয়। আজকাল দেখো দুনিয়ায় দুঃখ কেমন বেড়ে চলেছে। এখন হল দুঃখধামকে অন্ত সময়। পারলৌকিক পিতার কাছে বাচ্চাদের কি প্রাপ্তি হয় ? লৌকিক পিতার কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? তফাৎ আছে তাইনা। এখানে কর্মানুসারে কেউ দরিদ্র কেউ অন্য কিছু হয়। সেখানে দরিদ্ররাও সুখী থাকে । নাম-ই হল সুখধাম। এই হল দুঃখধাম। সন্ন্যাসীরা বলে আমরা ঘর সংসার ত্যাগ করি , পবিত্র হই , ভারতকে পবিত্র করে রাখার জন্যে। গভর্নমেন্ট তাদের অনেক খেয়াল রাখে। কিন্তু দুঃখধাম কে সুখধামে পরিণত করা -- বাবার-ই কর্তব্য। সর্বকৈ শান্তিধাম , সুখধাম নিয়ে যেতে হবে কারণ এটি তো হল সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রম্ন। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তখন দেবতা ছিল। বাবা রচনা লিখতে দেন , যুক্তি দিয়ে লেখা উচিত। দেবতারা ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে আসে, তারপর পুনরায় মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়। মানুষ থেকে দেবতায় বাবা-ই পরিণত করেন , আর কারো কাছে এই শক্তি নেই। সন্ন্যাসীদের সহযোগে ভারতের লাভ হয়। পবিত্র থাকে, প্রথমে রচয়িতা ও রচনা সম্বন্ধে বলা হত অন্তহীন, আমরা সঠিক জানিনা। এখন বলে দেয় আমরা-ই হলাম ভগবান। তবু কে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবেনা। বাবার মহাবাক্য হল মামেকম স্মরণ করো তবেই বিকর্মের বিনাশ হবে। আমি হলাম পতিত পাবন। আমি এসে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করি। সমস্ত দুনিয়ায় আগুন লাগবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী সমস্ত দুনিয়া হল নাস্তিক। বাবা বলেন আমি এসে সবাইকে আস্তিক অর্থাৎ ভগবান বিশ্বাসী করি । এখন যারা একেবারে তমপ্রধান হয়েছে তারা নিজেদেরকে ভগবান বলে দেয়। তোমরা তো এই সৃষ্টি চক্রের রহস্য জেনে চক্রবর্তী রাজা হও। মহাবীর হও। তোমরা তো প্রালঙ্ক রূপে অনেক কিছু প্রাপ্ত কর। তারা কি প্রাপ্ত করে ? চানা অর্থাৎ নগণ্য। তোমরা মাঝাকে পরাজিত কর। স্ব-দর্শন চক্র হল ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের। বিষ্ণুর মন্দিরকে নর নারায়ণের মন্দির বলা হয়। বাস্তবে লক্ষ্মী নারায়ণকে দুটি করে ভূজার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁদের চারটি ভূজা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণ দুই জন পৃথক কিনা। তারা যদি চার ভূজাধারী হয় তবে তাঁদের সন্তানরাও চার ভূজাধারী হবে। কিন্তু তেমন তো হয়না। দেখ , বাবা কত ভালো করে বোঝান। এখন তোমরা সচেতন , মাস্টার নলেজফুল হয়েছে। পতিতদের পবিত্র করতে হবে।

পরিবারজনদের তুলতে হবে। ঘরকে মন্দিরে পরিণত করতে হবে। বাচ্চারা বলে বাবা অমুকের বুদ্ধির তালা খোলো। এবারে আমি কি শুধু এই কাজ করার জন্যে বসে আছি ? তোমরা হলে ব্রাহ্মণী , কানের কাছে ভ্রমরের মতো ভুঁ ভুঁ তোমাদের করতে হবে। ব্রাহ্মণদের সার্ভিস করতে হবে। তোমাদের পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হবে। আমি নিষ্কাম সেবাধারী , অন্য কেউ নিষ্কাম হতে পারবেনা। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করি। আমি হই না। বাচ্চারা তোমাদের জন্যে গৃহ নির্মাণ করা হয়। আমি তো পুরাতন কুটিরে বসে আছি। এ হল আমার পুরাতন গৃহ , পুরাতন দেহ । শিব বাবা পুরাতন দেহে বাস করেন তাহলে ইনি কোথায় যাবেন ? নিষ্কাম সেবা একমাত্র বাবা-ই করতে পারেন। তোমরা জানো বাবার কাছে আমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত করি তাই খুশীতে ভরপুর থাকা উচিত। দেখো , কত উচ্চ এই জ্ঞান। ভক্তিতে কত কি দান পুণ্য , জপ তপ ইত্যাদি করতে হয়। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। বাবা এসে জ্ঞান ঘৃত ঢালেন। সত্যযুগে সবার জ্যোতি জাগ্রত থাকে। কিন্তু সেখানে এই জ্ঞান থাকেনা যে আমরা তমপ্রধান থেকে সতপ্রধান স্বরূপে পরিণত হয়েছি। সেসব হল প্রালঙ্ক , নতুন করে চক্র আরম্ভ হয়। এইসব হল অনাদি। সূর্য উদয় হয়, অস্ত হয়, এই হল পৃথিবীর চক্র । এমন নয় ঈশ্বর ঘুরিয়ে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের কে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি গৃহকে মন্দিরে পরিণত করতে হবে। পরিবার পরিজনের সেবাও করতে হবে। উচ্চ জ্ঞানের স্মরণ করে খুশীর ঝুলি ভরতে হবে।

২) কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না । নিজের বুদ্ধিকে উপরে (শান্তিধামে) যুক্ত করতে হবে। মনোরম সঙ্গম যুগে জীবিত অবস্থায় পারলৌকিক বাবার আপন হতে হবে।

বরদান :- জ্ঞান, গুণ ও শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে দান কর্তা স্বরূপ মহাদানী হও ।

ব্যাখা: সারা দিনে যত আত্মা সম্বন্ধ সম্পর্কে আসবে তাদের মহাদানী রূপে শক্তি, জ্ঞান ও গুণের দান কর। দান শব্দের রুহানী অর্থ হল সহযোগ দেওয়া। তোমাদের কাছে জ্ঞানের খাজানাও আছে তার সঙ্গে শক্তি ও গুণের খাজানাও আছে। এই তিনটিতেই সম্পন্ন স্বরূপ হও, কেবল একটিতে নয়। সে যেরকমই আত্মা হোক, গালাগালি করুক বা নিন্দা করুক -- তাকেও নিজের বৃত্তি বা স্থিতি দ্বারা গুণের দান কর।

স্নোগান - যে এক বাবার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তার উপরে অন্য কোনো আত্মার প্রভাব পড়তে পারবে না ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – শিব জয়ন্তী হল সবথেকে বড় পার্বন। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে খুব ধুমধাম করে এই পার্বন পালন করতে হবে, যাতে গোটা দুনিয়া বাবার অবতরণের ঘটনা জানতে পারে।”

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, কোন্ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে আলস্য ভাব আসা উচিত নয়? যদি আলস্য ভাব আসে, তাহলে তার কারণ কি?

উত্তর:- পড়াশুনা এবং যোগের বিষয়ে তোমাদের মধ্যে একটুও আলস্য ভাব আসা উচিত নয়। কিন্তু কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে যে, সবাই তো বিজয়মালাতে আসবে না, সবাই তো রাজা হবে না – তাই অলস হয়ে যায়। পড়াশুনাতে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু বাবার প্রতি যার সম্পূর্ণ ভালোবাসা আছে, সে যথাযথ ভাবে পড়াশুনা করবে, তার মধ্যে আলস্য ভাব আসবে না।

প্রশ্ন:- চলতে চলতে কিছু বাচ্চার টলমল অবস্থা হয়ে যায় কেন?

উত্তর:- কারণ বাবাকে ভুলে গিয়ে দেহ-অহংকারের বশীভূত হয়ে যায়। দেহ-অহংকারের জন্য একে অপরকে খুব বিরক্ত করে। চালচলন দেখেই বোঝা যায় যে সে দেবতা হওয়ার যোগ্যই নয়। কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। সকল ব্রাহ্মণরাই জানে যে শিব জয়ন্তী হল মুখ্য। আজকাল তো সকলের জন্মদিন পালন করে। কিন্তু শিব জয়ন্তীর তিথি-তারিখ কেউই জানে না। মানুষের তিথি-তারিখের গায়ন করে। যিশুখ্রিস্টের সাল জিস্টেস করলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। তার জন্মদিনও পালন করা হয়। আগে তোমরা এত ধুমধাম করে শিব জয়ন্তী পালন করতে না। এখন বাচ্চাদেরকে চিন্তন করতে হবে যে, কিভাবে দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। কারণ শিব জয়ন্তী আসছে। তাই এত ধুমধাম করে শিব জয়ন্তী পালন কর যাতে গোটা দুনিয়া জানতে পারে। পরিশ্রম করতে হবে। সব বাচ্চারা কিভাবে জানতে পারবে যে, এটা হল সমগ্র দুনিয়ার যিনি রচয়িতা, তাঁর জন্মদিন, তিনি এই সময়ে এখানে রয়েছেন। বাচ্চারা জানতে পারবে কিভাবে? অনেক খবরের কাগজ ছাপা হয়। ঐগুলোকে বলা হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট (বিজ্ঞাপন)। যার দ্বারা নাম সুপ্রসিদ্ধ হয়। খবরের কাগজে খরচাও অনেক হয়। শিব জয়ন্তী সন্মুখে তো সবাইকে জ্ঞাত হতে হবে। তোমাদেরকে সমগ্র দুনিয়ার কথা ভাবতে হবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। গায়ন আছে- বাচ্চারা ঘরে ঘরে বাবার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, বাবা অবতরিত হয়েছেন, যারা উত্তরাধিকার নিতে চান তারা এসে নিয়ে নিন। কিন্তু সে-ই নেবে যে আগের কল্পেও নিয়েছিল। আত্মা তো জানে। যখন সবাই জেনে যাবে তখন এখানে আসবে, কারণ অনেকেই অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। তোমরাও তো নিজেদেরকে দেবী-দেবতা মনে করতে না। শূদ্র ধর্মাবলম্বী ছিলে। বাবা এখন তোমাদেরকে বুদ্ধিয়েছেন। তোমরা এখন বুদ্ধিতে পার যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। তা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। তাই তাদের অবস্থাও একইরকম থাকে। দেবতা হওয়ার যোগ্য হয় না। কামবিকার কিংবা দেহ-অভিমানের ভূত থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। দেহী-অভিমानी হলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। বাবার সাথে ভালোবাসাও থাকবে এব যথাযথ ভাবে পড়াশুনা করবে। এইগুলো হল খুব মূল্যবান জ্ঞানরত্ন, যার প্রতি খুব নেশা থাকা উচিত। লৌকিক পড়াশুনাতেও রেজিস্টার থাকে। তার মধ্যে ম্যানার্স (চাল-

চলন) গণ্য করা হয়। গুড, বেটার এবং বেস্ট... এখানেও এইরকম। কেউ কেউ তো একদম কিছুই জানে না। হয়তো বাচ্চা হয়েছে, বাবার কাছেও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কারোর কারোর থেকে যারা ঘরে থাকে তাদের চালচলন ভাল। তবে তারা সার্ভিস করে। মুখ্য বিষয় হল সার্ভিস। তারা-ই বিজয় মালাতে আসবে। বাকিরা তো প্রজা হবে। অনেক প্রজা তৈরি হয়। কেউ কোনো বড় বাড়িতে জন্ম নিলে সবাই তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠায়। দুনিয়াতে তো অনেকেই জন্ম নেয়। তোমরা তো বাবার ওয়ারিশ হয়েছে। তাই সেই বেহদের বাবার জন্মদিন তো পালন করতে হবে, তাই না? ধুমধাম করে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করতে হবে। এমন কি করা যাবে, যার দ্বারা অনেকে জানতে পারবে? এই বিষয়ে চিন্তন করতে হবে। কেমন সার্ভিস করলে আমাদের আগের কল্লের ব্রাহ্মণকুলের আত্মারা পুনরায় আসবে। যুক্তি রচনা করা হয়। বাবা বলেন, খবরের কাগজ ছাড়া তো এটা মুশ্কিল কাজ। খবরের কাগজ সব জায়গায় যায়। খবরের কাগজে ২ - ৪ পেজ নিতে হবে। ওরা তো অতি সাধারণভাবে পাই-পয়সার রজত জয়ন্তী পালন করে। তোমাদের এই সুবর্ণ জয়ন্তী সবথেকে আলাদা। কেবল সুবর্ণ এবং রজত জয়ন্তী পালন করা হয়, তাম্র কিংবা লৌহ জয়ন্তী পালন করা হয় না। ৫০ বছর হয়ে গেলে তাকে সুবর্ণ জয়ন্তী বলা হয়। এখন তোমাদেরকে বাবার জয়ন্তী পালন করতে হবে, যাতে সবাই জানতে পারে। খবরের কাগজে দুটো পৃষ্ঠা ছাপিয়ে দিলে কোনো সমস্যা নেই। অনেকজনের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। খুবই খারাপ সময় আসছে। নাহলে পড়ে দেরি হয়ে যাবে। শিব জয়ন্তীর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। খবরের কাগজে দুটো পৃষ্ঠা নিয়ে ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ এবং বর্তমান সময়ের কয়েকটা বিষয় ছাপাতে হবে। গঙ্গাপ্লাবন করলে সদগতি হয় না। যেমন চার পৃষ্ঠার সাহিত্য হয়, সেইরকম সামনে পেছনে ছাপতে হবে। অবতরণ কলা এবং উত্তরণ কলার চিত্র এবং অন্যান্য মুখ্য চিত্র দিতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে যে কোন কোন ছবি গুলো মুখ্য? যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারবে যে বরাবর আমাদের দুর্গতি হয়েছে। বাবা বাচ্চাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন - বিচার সাগর মন্বন করা উচিত। খুব কম বাচ্চা-ই এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তন করে। যদি ৪-৫ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। অনেক বাচ্চা রয়েছে, বিন্দু বিন্দু জলকণা দিয়ে একটা জলাধার তৈরি হয়ে যাবে। তোমরা হয়তো জানো যে আগা খাঁ কে হীরা দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। ওটা তো কিছুই নয়। ইনি হলেন কল্যাণকারী বাবা, ওইসব পয়সা তো বিকারী কর্মে ব্যবহৃত হয়। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এই বিকারগুলো থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। তোমাদের মধ্যে না কামের হিংসা আছে, না ক্রোধের হিংসা আছে। যারা সেবাধারী বাচ্চা, যারা মনে করে যে আমরা সেবা করছি, তাদেরকে খবরের কাগজে ৪-৫ পৃষ্ঠা অবশ্যই নিতে হবে। প্রদর্শনী এবং প্রোজেক্টরের জন্য ছবি তৈরি হচ্ছে। যারা এইসব বিষয় নিয়ে বুদ্ধি চালায়, তাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন- বাচ্চার যদি সাহস থাকে তাহলে বাবা তো সাহায্য করার জন্য বসে আছেন। যারা বুদ্ধিমান এবং লেখাপড়া জানা বাচ্চা, তারা সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের জন্য বিষয়বস্তু লিখে তৈরি করবে। যখন খবরের কাগজে কিছু ছাপা হয় তখন তাদেরকে দৃষ্টিও দিতে হয়। এখনও শিব জয়ন্তীর দুই-আড়াই মাস বাকি। তোমরা অনেক কিছু করতে পারো। দুই-চারটে খবরের কাগজে ছাপতে হবে - হিন্দি এবং ইংরেজি হল মুখ্য। এই দুটো ভাষাতে ছাপতে হবে। এইভাবে শিব জয়ন্তী পালন করা উচিত। সমগ্র দুনিয়ার মিনি পিতা, তাঁর জন্মদিন - এটা যেন সবাই জেনে যায়। খবরের কাগজ তো অনেক দূর দূর যায়। যারা বিচক্ষণ সম্পাদক এবং ধর্মীয় মনোভাব সম্পন্ন, তারা কোনো পয়সা নেয় না। এটা তো সকলের কল্যাণের জন্য। হয়তো একটু খরচ হবে। বাচ্চার সাহস থাকলে বাবা সাহায্য করবেন। এইরকম চিন্তন করতে হবে। কল্যাণ এবং অকল্যাণ কাকে বলে সেটাই মানুষ জানে না। কে কল্যাণকারী উপদেশ দেন?

কিছুই বোঝে না। তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজন-ই বিজয়মালাতে আসবে। বাকিরা প্রজা হবে। এটা হল রাজযোগ - যার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। পড়াশুনা কিংবা যোগের ক্ষেত্রে যদি অলস হও তাহলে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারবে না। সীমা রয়েছে- এতজন রাজা হবে। অনেকজন হবে না। যারা সুবুদ্ধি সম্পন্ন তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে যে এই আত্মা রাজ পরিবারে আসবে কি না। সেন্টারে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়। বাবার অনেক বড় বড় দোকান আছে। সব সেন্টার (দোকান) তো একইরকম চলবে না। কোনো ম্যানেজার যদি দক্ষ হয়, তাহলে সে ভালোভাবে দোকান চালায়। কারোর ওপরে গ্রহের দশা বসলে ভালো ভালো বাচ্চাও ফেল হয়ে যায়। বাবা বলেন, এখন সময় এগিয়ে আসছে। যুদ্ধের প্রস্তুতিও হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে। খুব কম সময় আছে। যোগযুক্ত হওয়ার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হবে। যোগের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ করতে হবে। যদি যোগের দ্বারা স্বর্ণযুগ পর্যন্ত না পৌঁছাতে পার, তাহলে রাজ পরিবারে আসতে পারবে না। প্রজাতে চলে যাবে। যে ভাল পুরুষার্থী হবে, সে কখনো এইরকম বলবে না যে, যা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে। যারা এইরকম চিন্তা করে, তারা ড্রামা অনুসারে প্রজাদের মধ্যেও চাকর-বাকর হয়। উঁচু পদ পেতে হলে বিস্তারিত দিতে হবে। নাহলে অজুহাত দেবে। এইজন্য খবরের কাগজে দেওয়া হয়। ছবি এবং মুখ্য মুখ্য বিষয় ছাপাতে হবে। ত্রিমূর্তি এবং সৃষ্টিচক্রের ছবিও ছাপাতে হবে। অবতরণ এবং উত্তরণ কলার ছবিও দিতে হবে। ভারত-ই হল স্বর্গ, ভারত-ই হল নরক। স্বর্গে কত সময় থাক আর নরকে কত সময় থাক। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন। কেউ যদি মুরলি না শোনে, তাহলে সে এই নির্দেশগুলোও জানতে পারবে না। সহযোগী হতে পারবে না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন- এর বিষয়বস্তু কি তৈরি করা হয়েছে? সব জায়গায় বিচ্ছিন্ন বাচ্চাদের গুণগান করা হয়। কেউ কেউ অনেক সমস্যাও করে। দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। সেন্টারের হেড হব- যদি এইরকম দেহ-অভিমান চলে আসে, তাহলে তার মৃত্যু হয়। বাবার মধ্যে কখনো অহংকার আসে না। বাবা বলেন, আমি হলম বাধ্য সেবক। দেখ, এখানে কত বড় বড় ব্যক্তির আসে। তারা যখন দেখে যে এখানে নিজের হাতে বাসন মাজা হয়, তখন তারাও মাজতে শুরু করে। কিন্তু কয়েকজনের দেহ-অহংকার চলে আসে, খালা-বাটি ধুতে পারে না। এইরকম দেহ-অভিমান সম্পন্ন ব্যক্তির পড়ে যায়। নিজের-ই অকল্যাণ করে ফেলে। বাবা তো কখনো কারোর কাছ থেকে সেবা নেন না। শিববাবার তো কোনো শরীর-ই নেই যে সেবা নেবেন। তিনি তো সেবা করেন। বাবা দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দেন। বাচ্চারা কখনো মা-বাবাকে বাসন মাজতে দেয় না। কিন্তু মা-বাবার সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। আগে তো মা-বাবার মতো হতে হবে। তারাও তোমাদের সাথেই পড়াশুনা করে কিন্তু নিয়ম অনুসারে সাক্ষাৎকার হয়েছে যে এরাই প্রথম নম্বরে উত্তীর্ণ হবে। সেবার প্রতি অনেক শখ থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গীতা পাঠশালা খুললে বৃদ্ধি হবে। লিখে দিতে হবে - এখানে আসলে আপনাকে আপনার পারলৌকিক পিতার পরিচয় দেওয়া হবে। কিভাবে বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, সেটা এখানে এসে বুঝুন। এক সেকেন্ডে কিভাবে জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। কেউই এইরকম বুদ্ধিমান নয়, যে বুঝতে পারবে। তোমাদের ভেতরেও খুব কমজনের মধ্যেই জ্ঞানের গভীরতা আছে। যার মধ্যে জ্ঞানের নেশা আছে, সে তার মতামত দেবে। তোমরা বিভিন্ন স্লোগান এবং তার বিস্তারিত লিখতে পার। দিল্লি এবং বোম্বেতে অনেক সমঝদার বাচ্চা আছে, যাদের সাথে অনেকের পরিচয় আছে। তারা এই কাজটা করতে পারে। সম্পাদককেও বোঝাতে হবে। ওদের হাতে অনেক কিছু থাকে। অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশ দামে দিয়ে দেবে। ধর্মীয় বিষয় ক্রীতেও দিয়ে দিতে পারে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন- এই শিব জয়ন্তী খুব ধুমধাম করে পালন করার জন্য। এইভাবে তিনি প্রেরণা দিচ্ছেন। খরচ হলে সমস্যা নেই। ছবি ছাপাও। রঙিন সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ছোট ছোট হয়।

ওতে ছবিগুলো খুব স্পষ্ট হতে হবে। বাবা সেবাধারী বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সেবাধারী বাচ্চারাই জবাব দেবে। তাদের আইডিয়া লিখবে, ম্যাটার (বিষয়বস্তু) তৈরি করবে। আলাদাভাবে ম্যাটার তৈরি করে খবরের কাগজের সাথে দেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ে খবরের কাগজের লোকের সাথে কথা বলতে হবে। তারা খবরের কাগজের ভেতরে পর্চা (হ্যান্ডবিল) ঢুকিয়ে দেবে। আগে এইভাবে আলাদা কাগজে ছাপিয়ে অন্যের বিজ্ঞাপনকে খবরের কাগজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিত। এখন মনে হয় বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করলে হতে পারে। নাহলে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর বিষয়ে সবাই জানতে পারবে কিভাবে। প্রদর্শনী তো সাতদিন ধরে হয়। শিব জয়ন্তী তো মাত্র একদিন। খুব ধুমধাম করে পালন করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সহযোগী হয়ে, সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। জ্ঞানের নেশাতে থাকতে হবে।

২) দেহ-অহংকার ত্যাগ করে, দেহী-অভিমানী হতে হবে। অন্যের কাছ থেকে নিজের সেবা নেওয়া উচিত নয়। মা বাবার সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। তাদের সমান হতে হবে।

বরদান:- পরবশ আত্মাদেরকে ক্ষমার শীতল জল দ্বারা বরদান দিতে সমর্থ বরদানী মূর্ত হও।

যদি কেউ ক্রোধ অগ্নিতে জ্বলন্ত অবস্থায় তোমার সামনে আসে, তাহলে তাকে পরবশ মনে করে ক্ষমার শীতল জল দ্বারা বরদান দাও। তেল ছিটিও না। যদি কারোর প্রতি ক্রোধের ভাবনা রাখো, তাহলে সেটা হল তেল ছিটানো। তাই বরদানী মূর্ত হয়ে সহনশীলতার শক্তির বরদান দাও। যদি এখন চৈতন্য রূপে এই সংস্কার ধারণ কর, তাহলে জড় চিত্র দ্বারাও বরদানী মূর্ত হবে।

স্লোগান:- পরমাত্মা মিলন মেলার মস্তিতে থাকলে মায়ার ঝামেলা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

প্রথম এবং অন্তিম পুরুষার্থ

আজ বেহদের বাবা, বেহদের স্থিতিতে স্থিত, বেহদের বুদ্ধি, বেহদের দৃষ্টি, বেহদের বৃত্তি, বেহদের সেবাধারী এমন শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের সাথে সাকার স্বরূপে, সাকার বতনের বেহদ স্থানে এসেছেন। সমগ্র জ্ঞানের বা এই পড়ার চারটে সাবজেক্টের মূল সার একটাই, 'বেহদ'। বেহদ শব্দের স্বরূপে স্থিত হওয়াই ফার্স্ট আর লাস্ট পুরুষার্থ। প্রথমে বাবার হওয়া অর্থাৎ মরজীবা হওয়া (মরে বেঁচে থাকা)। এর আধার হলো হদের দেহভাব থেকে বেহদের দেহী স্বরূপে অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হওয়া। আর লাস্টে ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যাওয়া, এরও অর্থ হলো, হদের সব সম্বন্ধের উর্দ্ধে ফরিস্তা হওয়া। তাহলে আদি -অন্ত, পুরুষার্থ আর প্রাপ্তি, লক্ষণ আর লক্ষ্য, স্মৃতি আর সমর্থী এতসব যুগলের (জোড়া) স্বরূপে নয়তো কি থাকল? 'বেহদ'। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কি কি ধরণের হদ পার নাকি এখনও করতে হবে? এই লিস্ট তোমরা খুব ভালোভাবে জানো, তাই না! যখন সব হদের উর্দ্ধে বেহদ স্বরূপে, বেহদ ঘর, বেহদের সেবাধারী, সমস্ত হদের ওপর বিজয় প্রাপ্তকারী বিজয়রত্ন হও তখনই অন্তিম, কর্মাতীত স্থিতির অনুভবের প্রতিমূর্তি হয়ে যাও।

হদ অনেক, বেহদ এক। অনেক প্রকার হদ অর্থাৎ অনেক 'আমার' 'আমার' 'বোধ'। "আমার এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়" - বেহদের এই আমিষে হদের বিভিন্ন ধরণের আমিষ নিমজ্জিত হয়ে যায়। বিস্তার সারস্বরূপ হয়ে যায়। বিস্তার কঠিন নাকি সার অংশ কঠিন? তাহলে আদি আর অন্তের পার্থক্য কি হলো? বেহদ! এই অন্তিম লক্ষ্যের কত কাছে এসেছ, তা' চেক করো। হদের লিস্ট তোমার সামনে রেখে দেখ কতগুলো বিষয় তুমি পার করতে পেরেছ! লিস্টের উল্লেখ করার তো প্রয়োজন নেই। অনেকবার শোনা এই লিস্ট তোমাদের নোটবুকে সবাই নোট করেছ! ধনভাণ্ডারের সবচেয়ে বেশি ধন তোমাদের ডায়েরিতে অথবা নোটবুকে আছে। তোমরা জানো তো সবাই, এই সম্বন্ধে ভালো বলতেও পারো। জ্ঞাতাও তোমরা, বক্তাও তোমরা। বাকি আর কি থাকল? বাপদাদাও সব টিচার বা স্টুডেন্টদের ভাষণ শোনে। বাপদাদার কাছে ভিডিও কি নেই? এটা তো তোমাদের দুনিয়া থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছে। কিন্তু বাপদাদা শুরু থেকেই সূক্ষ্ম বতন থেকে সবকিছু দেখছেনও, শুনছেনও। বর্ণনা করার শ্রেষ্ঠ বিধি দেখে বাপদাদা অভিনন্দনও জানান কারণ তোমরা বাপদাদার একটা পয়েন্ট ভিন্ন ভিন্ন রূপে মনোরঞ্জক করে শোনাও। যেমন গাওয়া হয়ে থাকে, বাবা তো বাবাই কিন্তু বাচ্চারা বাবার শিরোভূষণ অর্থাৎ মাথার মুকুট। ঠিক এইভাবে শোনানোর ক্ষেত্রে তোমরা বাবার থেকেও রাজমুকুট পরো। তবে আর কি বাকি থাকল ফলো করার? তৃতীয় স্টেজ হলো, উর্ধ্বে যাওয়া। এতে কোনো না কোনো হদের প্রাচীর পার করতে গিয়ে কেউ সেই হদের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর কেউ আটকে পড়ে। অন্যান্যরা পার করে কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যের কাছে পৌঁছেছে দেখা যায়। হদের যেকোন রূপের উর্ধ্বে যাওয়ার কি লক্ষণ দৃশ্যমান হবে এবং কি অনুভব হবে? হদের কোনকিছুর উর্ধ্বে যাওয়ার লক্ষণ হলো উর্ধ্বে চলে যাওয়া, উপরম (বৈরাগ্য) হওয়া। সুতরাং উপরম হওয়াই উর্ধ্বে যাওয়ার লক্ষণ। উপরম স্থিতি অর্থাৎ উড়তি কলার লক্ষণ। তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে কর্মের এই কল্প বৃক্ষের ডালে আসবে। উড়তি কলার বেহদের সমর্থ স্বরূপ হয়ে কর্ম করলে আর উড়ে গেলে। কর্মরূপী বন্ধনের ডালে তোমরা জড়াবে না। কর্মবন্ধনের জালে জড়ানো অর্থাৎ হদের খাঁচায় আটকে পড়া। স্বাধীন থেকে তোমরা পরাধীন হও। খাঁচার পাখিকে তো আর

উড়ন্ত বিহঙ্গ বলা যাবেনা, তাই না ! এইরকম কল্প বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বাবার উড়ন্ত বিহঙ্গ শ্রেষ্ঠ আত্মারা কখনো কখনো দুর্বল নথরে শাখার বন্ধনে এসে পড়ে । তারা তখন আর কি করে ? তোমরা তো কাহিনী শুনেছ, তাই না ? একেই বলা হয়ে থাকে হদের উর্ধ্ব যাওয়ার শক্তি কম । এই কল্প বৃক্ষের ভিতরে চার রকম শাখা আছে । কিন্তু পঞ্চম রকমটা অধিক আকর্ষণীয় ! গোন্ডেন, সিলভার, কপার, আয়রণ চাররকম শাখা এইগুলোই, কিন্তু সঙ্গমযুগের শাখা ডায়মন্ডের । যতই হোক, হিরো হওয়ার পরিবর্তে তোমরা হীরের ডালে আটকা পড়ে যাও । সঙ্গমযুগের কর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই শ্রেষ্ঠ কর্মই সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ শাখা । যতই সঙ্গমযুগের কর্ম শ্রেষ্ঠ হোকনা কেন, তোমরা এখনও শ্রেষ্ঠ কর্মের বন্ধনজালে জড়িয়ে যাও, যাকে তোমরা অন্য কথায় বলা সোনার শেকল । শ্রেষ্ঠ কর্মে হদের কামনাও, সোনার শেকল । যদি শাখা হীরের হয় এবং শেকল সোনার হয় তবুও বন্ধন তো বন্ধনই হয় তাই না ! তোমরা সব উড়ন্ত বিহঙ্গদের বাপদাদা স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছেন - সমস্ত বন্ধনের উর্ধ্ব যাও অর্থাৎ সকল হদের উর্ধ্ব যাও ।

আজকের বিশেষ সংগঠন গো-পালকের মাতাদের । এতবড় সংগঠন দেখে গো-পালকও খুশি হচ্ছেন । বাপদাদাও মিষ্টি মিষ্টি মাতাদের বন্দে মাতরম্ বলেন, কারণ নতুন সৃষ্টির স্থাপনার কার্যে ব্রহ্মাবাবাও মাতা গুরুকে সবকিছু সমর্পণ করেছেন । এই ঈশ্বরীয় গুণের বিশেষত্ব এবং নবীনতা হলো শক্তির অবতারণা সামনে রাখা । মাতা গুরুর ধারা অব্যাহত রাখা, এই নবীনতা থাকার কারণে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গোমুখের গায়ন পূজন হয় । তোমরা হদের মাতা নও, কিন্তু বেহদের জগৎ মাতা । তোমাদের এই নেশা আছে, তাই না ! তোমরা জগতের কল্যাণ করো । জগৎ কল্যাণকারী অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণকারী । শুধু ঘর কল্যাণী তো নও, তাই না ? কখনো ঘরকল্যাণীর গীত শুনেছ কি ? বিশ্বকল্যাণীর শুনেছ । তাহলে এইরকম বেহদ-মাতাদের সংগঠন, শ্রেষ্ঠ হলো কিনা ! মাতারা তো অনুভাবীমুরত, তাই না ! কুমারীদের ভুলপথে চালিত না হওয়ার ট্রেনিং দিতে হয় । মাতারা অনুভাবী হওয়ার কারণে হদের কোনরকম প্রবঞ্চনায় তো আসো না, তাই না ? তোমাদের মেজরিটি (বেশিসংখ্যক)নতুন । নতুন নতুন ছোট বাচ্চাদের প্রতি অধিক স্নেহ থাকে । বাপদাদাও সব মাতাদের সুস্বাগতম বলে স্বাগত জানান । আচ্ছা ।

এইরকম সদা বেহদের স্থিতিতে স্থিত থেকে, সদা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়তি কলায় উড়ে, সদা অস্তিম ফরিস্তা স্বরূপের অনুভবকারী, সদা বাবা সমান কর্মবন্ধনের উর্ধ্ব, লক্ষ্যের কাছে আছে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের প্রতি:-

বাপদাদা সব নিমিত্ত সেবাধারী বাচ্চাদের সদা কোন্ রূপে দেখেন ? নিমিত্ত সেবাধারী অর্থাৎ যারা ফলো ফাদার করে । বাবাও এখানে সেবক হয়ে এসেছেন । ভিন্ন ভিন্ন যে সব রূপ, তাতে সেবার জন্য, তাই না ! সুতরাং বাবারও তো সেবার বিশেষ রূপ আছে । অতএব, নিমিত্ত আত্মা হওয়া অর্থাৎ ফলো ফাদার করা । বাপদাদা সব বাচ্চাদের এই নজরে দেখেন । বাপদাদার সেবাকার্যে তোমরা আদি রত্ন, তাই না ! তোমরা জন্মানোর সাথে সাথে গিফ্ট হিসেবে বাবা কি দিয়েছিলেন ? সেবাই তো দিয়েছিলেন , তাই না ? যারা সেবার গিফ্ট লাভ করেছে, তোমরা সেই আদি রত্ন । বাপদাদা সকলের বিশেষত্ব জানেন । জন্ম থেকে বরদান লাভ করা, এও ড্রামায় হিরো পার্ট । কার্যতঃ তোমরা সবাই সেবাধারী, কিন্তু জন্মানোর সাথে সাথে বরদান লাভ করা এবং প্রয়োজনের সময়ে নিমিত্ত হওয়া, এও

কারও কারও বিশেষত্ব । যারা আবশ্যিকতার সময় একইসঙ্গে সেবক এবং সাথী, সদাসর্বদা এইরকম আত্মার আবশ্যিকতা আছে । আত্মা - সবার মধ্যেই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে, কিন্তু বাবা যদি এক-এক করে প্রত্যেকের বিশেষত্বের বর্ণনা করেন তো কত সময় প্রয়োজন হবে ! কিন্তু বাপদাদার কাছে প্রত্যেকের বিশেষত্ব সদা সামনে আছে । তোমাদের সবার মধ্যে কত বিশেষত্ব ! কখনো নিজে নিজেকে দেখেছ ? সবার মধ্যে নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে, কিন্তু বাপদাদা বিশেষ আত্মাদের একটা কথাই বারেবারে মনে করিয়ে দেন । সেটা কি ? তোমাদের মধ্যে যে কেউই সেবাক্ষেত্রে আসো বা কোনও প্ল্যান বানিয়ে সেটা প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো, তখন সদা বাবা সমান স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রথমে কোনো প্ল্যান বানাও তারপর প্র্যাকটিক্যালি পরিণত করো । যেমন বাবা সবার, কেউ বলবেনা যে, ইনি অমুকের বাবা, অমুকের নয়, সবাই বলবে আমার বাবা । একইভাবে, নিমিত্ত সেবাধারীদের বিশেষত্ব এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সবাই উপলব্ধি করে এরা আমাদেরই । কারও এমন উপলব্ধি হওয়া ঠিক নয় যে তারা শুধু চার-ছ'জনের, অন্যদের নয় । সবার মুখ থেকে এই আওয়াজ যদি বার নাও হয় তবুও সংকল্পে যেন ইমার্জ হয় তারা আমাদের -একেই বলা হয়ে থাকে ফলো ফাদার । সবার আপন ভাবের ফিলিং হতে হবে । এটাই বাবার ফার্স্ট স্টেপ । এটাই তো বাবার বিশেষত্ব । সবার মনে এটা ইমার্জ হয় "আমার বাবা ।" কেউ কি বলে তোমার বাবা ? সুতরাং এই হলো আমার, বেহদের ভাই বা বোন, দিদি বা দাদী এই শুভ আশীর্বাদ সবার মন থেকে বার হওয়া উচিত । তোমরা কোথায় থাকো সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমরা সব বিশেষ আত্মারা তো বেহদের, তাই না ! সেবার্থে নিমিত্ত তোমরা যে কোনও জায়গায় থাকতে পারো, কিন্তু তোমরা বেহদ সেবার নিমিত্ত, তাই তো ! তোমরা বিশ্বের জন্য বেহদের প্ল্যান বানাও নাকি সবাই তোমরা নিজের নিজের স্থানের প্ল্যান বানাও ? এইরকম তোমরা করো না তো ? তোমরা বেহদের প্ল্যান বানাও, দেশ-বিদেশের সবার প্ল্যান বানাও, তাই না ! সুতরাং বেহদের ভাবনা এবং বেহদের শ্রেষ্ঠ কামনা থাকাই হলো ফলো ফাদার করা । এখন এটা প্র্যাকটিক্যাল উপায়ে অনুভব করো । এখন তোমরা পরিণত । পরিণত হওয়ার অর্থই হলো অনুভাবী । তোমরা অনেক ব্যাপারে অনুভাবী, তাই না ! কতো অনুভব আছে ! এক তো নিজের অনুভব, দ্বিতীয়, অন্যের অনুভবের আধারেও তোমরা অনুভাবী । অনুভাবী আত্মা অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মা । সাধারণতঃ, হদের হিসেবে কোনো পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি হলে তাকে বাবা, কাকা বলে । এইরকমভাবে বেহদের অনুভাবী অর্থাৎ সবার মধ্যে আপনত্বের অনুভব করানো ।

সহযোগী আত্মাদের বাপদাদা সদাই সহযোগের রিটার্নে স্নেহ দেন । তোমরা সহযোগী অর্থাৎ সদা স্নেহের সুযোগ্য পাত্র । সুতরাং তোমরা কি দেবে ? সবাইকে স্নেহই দেবে । সবাইকে এই ফিলিং করাও যে তুমি স্নেহের ভাণ্ডার । প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রত্যেকের দৃষ্টিতে স্নেহের অনুভব হোক । এটাই তো বিশেষত্ব, তাই না ! এইরকম প্ল্যান বানাও যা তোমাদের এখন করতে হবে । বিশেষ আত্মাদের বিশেষ কর্তব্য কি ? বিশেষ কর্ম কি, যা সাধারণের থেকে আলাদা হবে ? যদিও তোমাদের সবার সাথে সমান হওয়ার ভাবনা রাখতে হবে, কিন্তু প্রতীয়মান হতে হবে, এই বিশেষ আত্মা । প্রতি পদক্ষেপে বিশেষত্ব অনুভব করাতে হবে, তবেই তখন অন্যান্যরা তোমাকে সবাই বিশেষ আত্মা বলে মেনে নেবে । বিশেষ আত্মা অর্থাৎ যারা বিশেষ কিছু করে । শুধু কথা নয়, তোমরা এটা করো ।

মহাবীর বাচ্চারা সদা স্বাস্থ্যবান হয় কারণ তাদের মন সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক, তন তো এক শুধু খেলা করে । মনে যদি কিছু অসুস্থতা থাকে তবে মনকে অসুস্থ বলা হয় । নীরোগ মন, তো তুমিও সদা স্বাস্থ্যবান । বিষ্ণুর মতো শেষনাগের শয়্যা় শূণ্যে শুধু জ্ঞান মন্ডন করলে উৎফুল্ল থাকা যায় । এটাই

খেলা । যেমন সাকার বাবা পদ্মাসনে স্থিত হয়ে বিষ্ণুর সাথে খেলা করতেন, একইভাবে, কিছু হলে সেটাও শুধুমাত্র একটা খেলাই হতো । মন্বন করে মনন শক্তি দ্বারা সাগরের আরও গভীরে যাওয়ার চান্স পেয়ে যাও । যখন সাগরের গভীরে যাও তখন অবশ্যই উপরতল মিস হবে । সুতরাং তোমরা ঘরে নেই কিন্তু সাগরতলে আছ । নতুন নতুন রঙ্গ আনতে তোমরা সাগরতলে গেছ ।

কর্মভোগের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করে কর্মযোগীর স্টেজে স্থিত হওয়াকেই বলা হয়ে থাকে বিজয়ী রঙ্গ । সদা এই স্মৃতি থাকে যে এটা দুঃখভোগ নয়, কিন্তু নতুন দুনিয়ার জন্য পরিকল্পনা । তোমরা তো অবসর পাও, তাই না ! অবসর সময়ে কি কাজই বা করতে হয় ? শুধু নতুন নতুন কর্মসূচি বানাও । তোমাদের বিছানাও প্ল্যানিং-এর স্থান হয়ে গেছে ।

মাতাদের গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

তোমাদের ভাগ্য নক্ষত্রের চমক তোমরা সবাই অনুভব করো ? ঝিলমিলে যে তারাদের দেখে অন্যান্য আত্মারাও এইরকম হওয়ার প্রেরণা পায়, তোমরা তো সেইরকমই, তাই না ! কখনো নক্ষত্রের চমক কমে যায় না তো ! অবিনাশী বাবার অবিনাশী নক্ষত্র, তাই না ! সদা একরস স্থিতিতে থাকো নাকি কখনো উড়তি কলা তো কখনো অচল অবস্থা ? এটা সদা উড়তি কলার যুগ । উড়তি কলার সময়ে কেউ চড়তি কলার স্থিতিতে থাকলে সেটাও ভালো লাগেনা । যদি তোমরা প্লেনে চড়তে পাও বেড়ানোর জন্য, তোমাদের কি অন্য কিছু পছন্দ হবে ? সুতরাং যারা উড়তি কলার স্থিতির সময়ে আছ নিচে এসোনা, সদা উপরে থাকো । তোমরা খাঁচার পাখি নও ! খাঁচা ভেঙে গেছে নাকি দু'একটা শিক এখনো থেকে গেছে !

এমনকি তারও যদি থেকে যায় তো সেটা নিজের দিকে তোমাকে টানবে । যদি দশটা তার ভেঙে দাও আর একটা তার থেকে যায় তাও তোমায় টানবে । তাই সব দড়ি ছিঁড়ে হদের সবকিছু পার করে বেহদের উড়ন্ত বিহঙ্গ কখনো হদের জালে জড়িয়ে পড়েনা । ৬৩ জন্ম তোমরা আটকে পড়ে আছ । এখন এই এক জন্ম, হদের সবকিছু পার করে যাও । এই এক জন্মই হলো হদের সব পার করে যাওয়ার, তাহলে তো সময় অনুসারেই সব করতে হবে, তাই না ! এখন জাগার সময় কেউ ঘুমিয়ে থাকলে কি ভালো লাগবে ? এইজন্য সদা হদের উর্ধ্বে বেহদে যাও । মাতাদের অবিনাশী পতির তিলক লেগেছে, তাই না ! যেমন লৌকিকে বিবাহিতা হওয়ার চিহ্ন, তিলক (সিঁদুর), তেমনই অবিনাশী সুহাগ অর্থাৎ সদা স্মৃতির তিলক আঁকা হয়ে আছে । এইরকম সুহাগন সদা ভাগ্যবান । তোমরা কল্প কল্পের ভাগ্যবান আত্মা । এমন ভাগ্য যা তোমাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা । তোমরা সদা অধিকারী আত্মা, বিশ্বের মালিক, বিশ্বরাজ্য তোমাদের হয়ে গেছে । রাজ্য তোমাদের, ভাগ্য তোমাদের এবং ঈশ্বর তোমাদের । একেই বলা হয়ে থাকে অধিকারী আত্মা । তোমরা সর্বাধিকারী তাই অধীনতা নেই ।

প্রশ্ন:- তোমরা সব বাচ্চাদের আয় কিভাবে অক্ষয় এবং অবিনাশী ?

উত্তর:- তোমরা এমন আয় করো যা তোমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবেনা । কোনো জটিলতার সৃষ্টি হবেনা । অন্য আয়ের ক্ষেত্রে ভয় থাকে । এই উপার্জন তোমার থেকে কেউ কেড়ে নিতে চাইলেও তোমার আনন্দ হবে কারণ সেও উপার্জনশীল হয়ে যাবে । যদি কেউ লুটও করতে

আসে তখনও তুমি খুশি হবে, তাকে নেওয়ার জন্য বলবে ! এতে তোমার আরও সেবা হয়ে যাবে ।
এইরকম আয় করে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছ । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ - সেবার প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে এভার হেলদি, ওয়েলদি এবং হ্যাপি থেকে সদা আনন্দ-চিত্ত
ভব

সাকার দুনিয়ায় যেমন বলা হয়, তাজা ফল খেলে স্বাস্থ্যবান হবে ; হেলদি থাকার সাধন হিসেবে তারা
ফলের কথা বলে আর তোমরা বাচ্চারা তো প্রত্যক্ষ ফল খাও এইজন্য যদি তোমাকে কেউ কেমন
আছ বলে তোমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে, তুমি তাদের বোলো, আমি আনন্দ-চিত্ত, পরীর মতো
চলি, আমি হেল্দি, ওয়েল্দি আর হ্যাপিও । ব্রাহ্মণ কখনো উদাস হয়না ।

স্লোগানঃ - পবিত্র আত্মাই স্বচ্ছতা আর সত্যতার দর্পণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সদা এই কথা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, এ আমাদের ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্ম, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তারপর নিজের রাজ্যে আসতে হবে।"

প্রশ্ন :- বাবা পাকা ব্যবসায়ী, কিভাবে ?

উত্তর :- যারা এখন ব্যবসা করে, যাদের টাকার নেশা, বাবা বলেন, তোমরা এখানকার রাজস্বই সামলাও। এদের বাবা স্বীকার করেন না। গরীবদেরই বাবা উঁচুর থেকে উঁচু বানান। গরীবদের পাই - পাই সফল করে তাদের সাহকার বানিয়ে দেন তাই বাবাকে পাকা ব্যবসায়ী বলা হয়।

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে গাফিলতি করা একদম উচিত নয় ?

উত্তর :- কোনো কোনো বাচ্চা মুরলী শোনা বা পড়াতে গাফিলতি করে। মুরলী মিস্ করে দেয়। বাবা বলেন বাচ্চারা, এতে গাফিলতি করো না। তোমাদের একটি মুরলীও মিস্ করা উচিত নয়।

ওম শান্তি। বাচ্চাদের বেহদের বাবা জিপ্তোস করেন, আর যে সব গুরু গোঁসাই ইত্যাদি আছেন, তারা নিজের অনুসরণকারীদের বাচ্চা বলে না। আজকাল তো অনেক বড় বড় বিদ্বানও ভাষণ করে বা বয়স্ক মাতা অথবা পুরুষ, তাদের কোনো সাহসই হবে না যে বলবে ...হে বাচ্চারা। এই অক্ষর তারাই বলতে পারবে যারা গৃহস্থ ব্যবহারে আছে। বাচ্চা অক্ষর হলো পরিবারের। বাবা বলতে পারেন। ওই সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা তো পরিবারের হয় না। তারা নিবৃত্তি মার্গের। তাই গৃহস্থ ব্যবহারের খেয়াল বুদ্ধিতে আসে না। ইনি তো মাতা - পিতা তাই অবশ্যই বাচ্চা - বাচ্চা বলবে। তোমরাও বুঝতে পারো যে বেহদের বাবা আমরা বাচ্চাদের বসে বোঝান। বাবা জিপ্তোস করেন, বাচ্চারা তোমাদের ঘর কোথায় ? পরমধাম বললে কেউ বুঝবে না। বলা উচিত শান্তিধাম, নির্বাণধাম। তোমাদের নিজের ঘরকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন, আমাদের সাজিয়ে ঘরে নিয়ে যাবেন। তারপর আমরা সুখধামে আসবো। এখন তো এ হলো দুঃখধাম। তোমাদের এর সন্ন্যাস করতে হবে। এই বেহদের সন্ন্যাস এক পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউই শেখাতে পারে না। দুনিয়ায় তো হদের অর্থাৎ বাড়িঘরের সন্ন্যাস করানো হয়। ইনি তো মাতা - পিতা, তাই না। মাতা পিতা কিভাবে ঘরবাড়ি ত্যাগ করাবেন। ওদের ধর্ম তো নিবৃত্তি মার্গের। যেমন অন্য অনেক ধর্মে। আর্য সমাজী রাধা স্বামী কিন্তু রাধার স্বামী কে ? এ কেউই জানে না। বাস্তবে রাধা - কৃষ্ণ হলো প্রি়ম প্রি়মিস। তারা নিজেরা হলো সখা সখী। তাঁকে রাধার স্বামী বলা হবে না। যখন তিনি রাধার স্বামী হন তখন নাম পরিবর্তন হয়ে লক্ষ্মী - নারায়ণ নাম রাখা হয়। শ্রী নারায়ণ হলেন স্বামী। হ্যাঁ, যতক্ষণ বিয়ে না হয় ততক্ষণ স্বামী বলা হবে না। এ হলো বোঝার কথা।

বাবা বাচ্চাদের জিপ্তাসা করেন, তোমাদের শান্তিধাম, সুখধাম স্মরণে আছে কি ? এই রাবণপুরী হলো দুঃখধাম। পুরী হলো থাকার জায়গা। রাবণ পুরীতে রাম - সীতা থাকে না। এমনিতে তোমরা সবাই হলে সীতা আর বাবা বলেন আমি হলাম রাম। আমি সীতা রূপী তোমাদের এই রাবণের জেল থেকে উদ্ধার করি। এই যে সম্পূর্ণ দুনিয়া সমুদ্রের মাঝে আছে এর উপরই রাবণের রাজত্ব। রামরাজ্য তো সত্যযুগে ছিলো, যেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতেন। এই ভারতেই সেই রাজ্য

ছিলো । কিন্তু সেই সময় অন্য খণ্ড না থাকার কারণে বলা হতো এনারা বিশ্বের মালিক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন এই ভারতের মালিক, সেই সময় অন্য কোনো খন্ডের নাম নিশানা ছিলো না । তাই তারাই সম্পূর্ণ দুনিয়ার মালিক, সেখানে তোমাদের মিষ্টি জলের উপর রাজত্ব চলতো । তাই এই কথা এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা দরকার যে এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি । মানুষের বুদ্ধিতে এইসব কথা কিছুই আসে না । তারা শোনা কথাই বলে দেয় । তোমরা জানো যে আমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি । এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে । আবার নতুন করে এই চক্র শুরু হবে । পুরানো দুনিয়া কলিযুগ থেকে এই নতুন রাজত্ব শুরু হতে পারে না । নতুন চক্র আবার সত্যযুগ থেকে শুরু হবে । এইসব কথা বাচ্চারা, তোমাদেরই বুঝিয়ে বলা হয়, কিন্তু অনেক কথা বাচ্চারা ভুলে যায় । ধারণা না হওয়ার কারণে সেই খুশীর পারদ চড়তে পারে না । আমাদের এখন ৮৪ এবং অন্তিম জন্ম । এরপর আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাবো । যতক্ষণ না মানুষ পবিত্র হবে ততক্ষণ কেউই ফিরে যেতে পারবে না । জন্ম তো নিতেই হবে । তোমরা যারা প্রথমদিকে ছিলে তারাই শেষের দিকে আছো । অন্য ধর্মের লোকেরা এই অন্তিম সময়ে ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ এবং কালে আছে । গুরু নানক যিনি শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, তাঁর আত্মা এখন কোথায় আছে ? তিনিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছেন । সকলকেই সম্পূর্ণ অভিনয় করতে হবে । এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো ...নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য । শেষে সবাইকেই তাদের হিসেব নিকেশ শোধ করে ফিরে যেতে হবে । গুরু নানকের আত্মা আবার তাঁর সময় অনুসারেই আসবে । সত্যযুগ, ত্রেতা বা দ্বাপরে তিনি আসেন না । তিনি আসেন কলিযুগে । তাঁর নিজের সময় অনুসারে এসে ধর্ম স্থাপন করেন । ক্রমানুসারে অবতারেরা আসেন, যারা এসে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেন । এক নম্বর অবতার হলেন ভগবান । এখন নিরাকার কিভাবে অবতরিত হবেন । তিনি বলেন আমি এই বস্তুরূপী শরীরের আধার নিয়েছি । ইনি তাঁর নিজের জন্মকে জানেন না । এনার তো শরীর আছে । গায়নও আছে অন্য দেশ থেকে এসেছেন । আর সকলেই তাদের নিজের দেশ নিজের শরীরে আসে । হ্যাঁ, ধর্মস্থাপন অন্যের শরীরে আসতে পারে, তারপর তাঁর নাম হয় । পবিত্র আত্মা এসে প্রবেশ করে । প্রথম যে আত্মা থাকে, সে ধর্ম স্থাপন করে না, যে আত্মা প্রবেশ করে, সেই ধর্ম স্থাপন করে । প্রথমে আত্মারাই সহ্য করে । যেমন ক্রাইস্টের আত্মা এসেছিলেন, তিনি সত্যপ্রধান ছিলেন, তাঁকে কিছু সহ্য করতে হয় না । তাঁকে তো প্রথমে সত্যতেই আসতে হবে । তাই যে প্রথম আত্মা, সেই সহ্য করে । শরীরের সঙ্গে থেকে আত্মাই তো দুঃখের অনুভব করে । ধর্মরাজও শরীর ধারণ করিয়েই সাজা দেবেন । আত্মাদেরই অনুভব হয় যে সাজা খাচ্ছি তাই বলা হয় পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা । পাপ শরীর বা পুণ্য শরীর বলা হয় না । সন্ন্যাসীরা আবার বলে যে আত্মা নির্লিপ্ত, শরীরেই পাপ লাগে । অনেক প্রকারের গুরু আছে । ব্রহ্মাবাবা অনেক গুরুর অনুভব করেছিলেন । বাবা প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতেন – কেন সন্ন্যাস নিয়েছো ? বাড়িঘর কিভাবে ছাড়লে ? তারা উত্তর দিতো না । তখন আমি বলতাম, আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি করতে পারবো কিনা ? বাবা খুব বুঝে বুদ্ধির সঙ্গে এই কথা বলতেন । এখন বুঝতে পারো যে এই মনুষ্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ ঝাড়ের এখন জর্জরিভূত অবস্থা । এখন আবার নতুন করে শুরু হতে হবে । প্রলয় তো আর হয় না । শান্ত্রে মহাপ্রলয় দেখানো হয়েছে । তা তো হয় না । বলা হয়....শ্রীকৃষ্ণ সাগরে অশ্বখ পাতায় ভেসে এসেছিলেন । এ সবই হলো গল্পকথা ।

বাবা বলেন -- আমি আসিই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে । সবসময় প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ ...পালন ..এইভাবে বলা উচিত । এমন নয় যে প্রথমে স্থাপনা তারপর পালন

তারপরে বিনাশ বলবে । তো কোনো সচেতন মানুষ শুনলে বলবে, এই তিন হয়ে পড়ে রয়েছে । স্থাপনা, পালন তারপরে বিনাশ কিভাবে হবে ! তাই কায়দা করে সঠিক অক্ষর বলতে হবে । স্থাপনা - বিনাশ - পালনা । এখন উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তোমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন । তিনি দেন ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা যেই শরীর ফিঞ্চড থাকে । যারা সচেতন বাচ্চা, তাদের যদি কোনো রায় নেওয়ার থাকে তাহলে এই শ্রীমতই নেবে । শ্রীমত অনুযায়ী চললে কখনো ধোকা থাকে না । এই শ্রীমত শিববাবার । বাবা খোড়াই দূরে আছেন । বাবা দেখেন বাচ্চারা ভুল পথে চলে নাকি ঠিক পথে । প্রত্যেকেই সার্জনের রায় পেতে পারে । ইনি হলেন সবথেকে বড় সার্জন । কোনো বিষয়ে অসুবিধা হলেই মনে করবে বাবা বসে আছেন । শ্রীমত অনুযায়ী চলতে থাকো । মনে করো কোনো বাচ্চা গরীব, ধারণা ভালো সেবা পরায়ন, কিন্তু গরীব হওয়ার জন্য সে এসে মিলিত হতে পারবে না এমন নয়, এরাও টিকিট পেতে পারে । বাবা তো গরীবের ভগবান । বাবার তো এমনই বাচ্চার প্রয়োজন যারা গরীবের থেকেও গরীব হবে কিন্তু এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে তারা উঁচুর থেকেও উঁচু হতে পারে । আজকাল সবাই গরীব । দশ বা কুড়ি লাখ তো কিছুই নয় । দশ বা কুড়ি কোটি হলে সাহকার বলা হয় । বাবা বলেছেন - অতি বড়লোক বা ধনী ব্যক্তি এই আশীর্বাদী বর্ষা নিতে পারে না । তারা সবকিছু সমর্পণ করতে পারে না । না বাবা তার অনুমতি দেন । গরীবদের প্রতিটি অর্থ সফল হয় । দরকার নেই, বাবাও এক পাকা ব্যবসায়ী তাই ধনী ব্যবসায়ীরা আসেই না । বাবা বলেন, তোমরা এখানে তোমাদের রাজস্বই সামলাও ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসে তোমাদের সব বেদ, শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন । বাবা এও বুঝিয়ে বলেন - বিষ্ণুর ব্রহ্মা হতে পাঁচ হাজার বছর লাগে আর ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেন্ড আর কেউই এই কথা বুঝতে পারে না । বাবা কতো ভালো করে এই হিসেব বুঝিয়ে বলেন । বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ৮৪ জন্মের পরে ব্রহ্মা নির্গত হয় । এখন যাঁরা ব্রহ্মা সরস্বতী তারাই পরবর্তীতে লক্ষ্মী - নারায়ণ হন । প্রথমে সূর্যবংশী রাজস্ব তারপর চন্দ্রবংশী । এই সারা চক্র এখন আমাদের বুদ্ধিতে আছে । ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা এই বিষয় খুব সুন্দর । সমস্ত চক্রের রহস্য এর মধ্যে এসে যায় । এই সমস্ত বিষয় সচেতন বাচ্চারা খুব ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে আর পয়েন্ট লিখে তাকে কারেক্ট করতেও পারবে । যখন ভাষণ করে তখন কাউকেই স্মরণে থাকে না তাই কাগজ সামনে রাখে । বাচ্চারা তোমাদের মৌখিকভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে । ব্যারিস্টাররা খুব অভ্যাস করে । এরপর উকিল যখন প্রশ্ন করে তখন বই খুলে দেখে । তারপর বলে জজ সাহেব দেখো, অমুক আইনের বইয়ে এই কথা লেখা আছে । তাদের কাছে অনেক পয়েন্টস থাকে । ইঞ্জিনিয়ারদেরও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে । তাই আমাদের এমন এমন প্ল্যান তৈরী করতে হবে । তোমাদেরও বিচার করতে হবে । বিভিন্ন বিষয়ের লিস্ট তৈরী করতে হবে । এই বিষয়ের উপর এই এই পয়েন্ট বোঝাবো । এরপর সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যাবে তখন সঠিক ভাষণ করতে পারবে । হঠাৎ ভাষণ দিতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে । এও ক্রমানুসারে অভ্যাসের ব্যাপার । তাই তো যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, তাদের ডাকে ভাষণ করার জন্য । মনে করে, এরা আমাদের বড় বোন । ভাইদের মধ্যে জগদীশ খুবই হুঁশিয়ার । তাহলে বলবে, এ বড় ভাই, তাই সম্মান তো করতেই হবে । আর বড়র কাজ হলো ছোটদের শেখানো । স্কুলে তো আদব কায়দাও শেখানো হয় । এখানেও ব্যবহার খুব ভালো হওয়ার প্রয়োজন । দৈবগুণ ধারণ করতে হবে । মুড়ি হলে হবে না । কখনো মিষ্টি কথা, কখনো কুকথা এরা কখনোই সেবা করতে পারবে না । খুবই মিষ্টি হতে হবে । খুবই ভালোবেসে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে তখনই ভালো পদ পাবে । সবাইকেই খুশী রাখতে হবে, রাজীও করতে হবে । এ তো

তোমরা জানো যে বাবা এসেই সমস্ত মানুষকে খুশী করেন। তিনি হলেন সবার সঙ্গতি দাতা, সবার সুখ - শান্তির দাতা। তিনি হলেন প্রেমের সাগর আবার সুখেরও সাগর। ইনি তোমাদের বাবা তাই বাবার মতোই মিষ্টি হতে হবে। তোমরা কল্পে কল্পে বাবার প্রচার করো। তোমরা হলে শিবশক্তি পাওব সেনা, তোমরাই স্বর্গের স্থাপনা করো, এরজন্য সময়ও লাগে। যতক্ষণ না আসুরী গুণ পরিবর্তন হয়ে দৈবগুণ হয়ে যায়। আত্মার উপর যে জং লেগেছে তা কিভাবে দূর হবে? যোগবলের দ্বারা। যত বাবার স্মরণে থাকবে ততই এই জং দূর হবে। বাচ্চাদের একটা মুরলীও মিস্ করা উচিত নয়। অনেক বাচ্চাই এমন গাফিলতি করে যে কখনো মুরলী পড়ে না। মুরলীতে অনেক ভালো ভালো পয়েন্টস পাওয়া যায়। তাই কখনোই মুরলী মিস্ করা উচিত নয়। কিন্তু বাবা জানেন যে ভালো ভালো বাচ্চারাও অনেকসময় মুরলীর পরোয়া করে না। তারা নিজেরাই মনে করে, আমরা হুঁশিয়ার। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সবাইকেই খুশি রাখতে হবে। মুডি হওয়া চলবে না। ভালো ব্যবহার শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে।

২) প্রতি পদে সুপ্রীম সার্জনের মত নিতে হবে। শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। সচেতন হয়ে নিজে পয়েন্টস ধারণ করতে হবে।

বরদান :- মর্যাদার গণ্ডীর ভিতর থেকে ছত্রছায়ায় অনুভবকারী মায়াজিত, বিজয়ী হও।

ছত্রছায়া হল বাবার স্মরণের, যত স্মরণে থাকবে তাঁর সাথে অনুভব হবে। ছত্রছায়ায় থাকার অর্থ হল সর্বদা সুরক্ষিত থাকা। যারা সংকল্পেও ছত্রছায়ার বাইরে বের হয় তাদের উপরই মায়ার আঘাত আসে। ছত্রছায়ার নীচে, মর্যাদার গণ্ডীর ভিতর থাকলে কারোরই সাহস হবে না এর অন্দরে প্রবেশ করার। কিন্তু যদি গণ্ডীর বাইরে বের হও, মায়া খুবই হুঁশিয়ার, তাই বাবার সাথে অনুভব করে মায়াজিত হও।

স্লোগান :- অশরীরী হওয়ার অভ্যাসই সমাপ্তির সময় নিকটে আনার আধার।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের লৌকিক অলৌকিক পরিবারে থেকে নিজের সর্ব প্রকার কর্তব্য পালন করতে হবে, কিন্তু কারো প্রতি কোনো রকম মোহ অনুভব করবেনা, মোহ জিত হতে হবে"

প্রশ্ন:- এই সময়টি হল বিনাশের সময় অথবা ন্যায় নির্ণয়ের সময়, তাই বাবার কোন্ শ্রেষ্ঠ মতামতটি সবাইকে শোনাবে ?

উত্তর :- বাবার শ্রেষ্ঠ মতামত শোনাও যে বিনাশের এই নির্ণায়ক সময়ের পূর্বে নিজের পাপের হিসাব নিকেশ মিটিয়ে নাও। নিজের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ করতে বাবার কাছে সমর্পিত হও। বিনাশের এই নির্ণায়ক মুহূর্তে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত করো। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এখনই করতে হবে। বাবার কাছে সব কিছু সমর্পণ করলে ২১ জন্মের জন্যে অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবার আপন হয়ে পদে পদে ডাইরেকশন নিতে থাকো ।

ওমশান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন তোমাদের তিনজন পিতা, তাদের প্রতি নিজের সর্ব প্রকার কর্তব্য পালন করতে হবে। ভক্তিমার্গে দুইজন পিতার প্রতি কর্ম কর্তব্য পালন করতে হয়। সত্যযুগে একজন পিতার প্রতি কর্তব্য করতে হয়। ঠিক তাই তো ? এই হিসেব বুদ্ধিতে আছে ? যার আপন হবে , তার প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে তাই বাবা বলেন লৌকিক আত্মীয় স্বজন পরিবারের প্রতি কর্তব্য করে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। কোনো লৌকিক আত্মীয়কে চিঠি লিখলে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সেই চিঠি যায় । এখানেও বেহদের বাবাকে চিঠি লেখ , শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। এই সব কথা গুলো তোমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবেনা। এখানে কোনো নতুন লোক এসে বসলে বাবা যদি বলেন তোমার তিনটি পিতা , তবে তো সে কিছুই বুঝবেনা। এক হল লৌকিক পিতা। দ্বিতীয় -- অলৌকিক পিতা এবং তৃতীয় পারলৌকিক পিতা হলেন সকলেরই পিতা। ভক্তিমার্গেও আছেন এখনো আছেন। এইসব কেউ জানেনা। শুধু ওনার গায়ন পূজন করে তারা। তোমরা বাচ্চারা তিনজন পিতার জীবন কাহিনী জানো। কত কথা বোঝাতে হয়।

সত্যযুগে সবাই সদগতিতে থাকে। সুখী সর্ব সুখী। সবাই সুখধামে, শান্তিধামে থাকে। রাবণ রাজ্যে সবাই দুঃখে থাকে। দেবতাদের বাম মার্গে গিয়ে পতন হয়। দেখানো হয় স্বর্ণ দ্বারিকা জলের তলায় চলে গেছে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। নতুন উপরে এলে পুরানো নীচে চলে যাবে। আবার সত্যযুগে নীচে গেলে কলিযুগ উপরে এসে যাবে। পুনরায় সত্যযুগ উপরে কবে আসবে ? পাঁচ হাজার বছর পরে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞান আছে। জ্ঞান তো সহজ। শুধু যোগে পরিশ্রম করতে হয়। কেউ বেশি স্মরণ করে, কেউ কম। তাই মাতা পিতা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন -- লৌকিক আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে হবে। আজ নয়তো কাল তাদের বুদ্ধিতেও থাকবে। দেখবে এই কথাটা ঠিক। এক বাবাকে সমেন করতে হবে। কোনো সাধু সন্ত গুরু ইত্যাদিকে স্মরণ করতে হবেনা। স্মরণ চৈতন্যকেও করে জড় বস্তুকেও করে। সত্যযুগে কারো প্রতি মোহ থাকেনা। সেখানে মোহজিত থাকে সবাই। এখানে সবার প্রতি মোহ থাকে। তফাৎ হল কিনা। ড্রামাতে প্রত্যেকেটি যুগের নিজস্ব নিয়ম আছে। এইসব বাবা বসে বোঝান কারণ বাবা হলেন নলেজফুল। ইনিও হলেন পিতা , উনিও হলেন পিতা। উনিও ক্রিয়েট করেন , ইনিও ক্রিয়েট করেন। ব্রহ্মা দ্বারা ক্রিয়েট করেন অর্থাৎ রচনা করেন। এডপ্ট করেন। এডপ্ট করা অর্থাৎ আপন করা। শুদ্ধ ধর্মীয়জন দের অনেক জন্মের

শেষ জন্মে বাবা তাদের এডপ্ট করেন। তোমরা বাচ্চারা জানো এবং বাবার দ্বারা সৃষ্টি চক্র কে জেনেছ। বাবার কাছে কি অধিকার প্রসপ্ট হয় , সেসবও তোমরা জেনেছ। তোমরা উপযুক্ত , তবেইতো এডপ্ট হয়েছে। বুদ্ধিমত্তা না থাকলে অ্যাডপ্ট হবে কিভাবে। কারো নিজের সন্তান না হলে অন্যের সন্তান এডপ্ট করে। বিত্তবানদের সন্তান হতে চায়। দারিদ্রের সন্তান কেউ হতে চায় নাকি। বাবা বলেন আমার সন্তান চাই। তার জন্যে নিশ্চয় অ্যাডপ্ট করতে হবে। এও তোমরা জানো -- তাদেরই অ্যাডপ্ট করা হবে যাদের কল্প পূর্বে করা হয়েছে। কল্প পূর্বে যে পার্ট চলেছে , সেই পার্ট রিপিট হতে থাকবে। যখন আমার আপন হবে তখন তাদের পড়াশোনা করাই। বাবাকে এবং পরমধামকে স্মরণ কর। সুখধাম ও শান্তিধামকে স্মরণ করা খুবই সহজ। কিন্তু তার জন্যে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। ছোট বাচ্চারা বুঝবেনা। তারা শুধু বাবা , বাবা বলবে কিন্তু কেউ কাছে আসবেনা। এখানেতো সব কথাই হল গুপ্ত। বুঝতে হবে -- বুদ্ধি তীক্ষ্ণ চাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হলে স্বর্ণ স্বরূপ বুদ্ধি হয়ে যায়। কেউ দুর্বল থাকলে তাকে স্বর্ণ মিশ্রিত ঔষধ পান করানো হয়। স্বর্ণের জলও তৈরি হয়। এখানেতো তোমরা রুহানী নলেজ প্রাপ্ত করছ। এই নলেজটি হল ইনকাম। নলেজ তো সবাইকে সমান দেওয়া হয় , তারপর যে যেরকম পুরুষার্থ করে। তাতে সংশয় গ্রস্ত বা আশঙ্কিত হওয়ার কথা নেই। শুধু বাবার আপন হতে হবে। বাবার দ্বারা প্রদত্ত স্বর্ণের অধিকারের কথা স্মরণ করতে হবে। সারা দিন নিরন্তর স্মরণ করা অসম্ভব। ব্যবসা ইত্যাদিও করতে হবে। কারো কোনো ব্যবসা নেই , তবুও স্মরণ করতে পারেনা। যতক্ষণ কর্মাজীত অবস্থা হয়নি , পুরুষার্থ করে যেতে হবে। সেই পরিবেশ দৃশ্যমান হবে। বুঝবে এখন সময় এসে গেছে। যখন অতিরিক্ত দুঃখ অনুভব হবে তখন ভগবানকে স্মরণ করবে। মৃত্যুকে সামনে দেখবে। তোমরাও সকলে নিজের অবস্থার বিষয়ে জানবে যে আমাদের উপার্জন কত কম। যোগ থাকলে আত্মার খাদ উন্মূলিত হবে। তখন বাবাও বুদ্ধির তালা খুলে দেবেন। মানুষ রোগ হলে ঈশ্বরকে স্মরণ করে , ভয় থাকে । সবাই ওনাকে স্মরণ করিয়ে বলে -- রাম বলো , রাম বলো। বাবাও বলেন বাবাকে এবং স্বর্ণের অধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। একে অপরকে সাবধান করে উল্লিখিত পথে অগ্রসর হতে হবে। এমন নয় পুরুষ এগোবে, স্ত্রীকে এগিয়ে নিয়ে যাবেনা। যুগল অর্থাৎ হাফ-পার্টনার , যদিও আজকাল হাফ-পার্টনার কেউ ভাবেনা। কেউ আবার সম্মানও করে। নাহলে আজকালকার সন্তান এমন যারা পিতার সম্পত্তি উড়িয়ে দেয় , মা-এর খেয়াল রাখেনা। ঐখানে এইসব হয়না, কখনও দুঃখ হয়না। এখানে প্রথমে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, বিবাহের পরে কাম রূপী তলোয়ারের আঘাত লাগে। দেবীদের হাতে তলোয়ার ইত্যাদি দেখানো হয়। বাস্তবে এইসবই হল জ্ঞানের অলঙ্কার। স্ব-দর্শন চক্র দেবতাদের নয়। এইসব তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের। গদা রূপী অস্ত্রও হল তোমাদের প্রতীক। জ্ঞানের গদা রূপী অস্ত্র প্রয়োগ করে তোমরা মায়াকে পরাজিত করো। যদিও স্বর্গে এইসব অস্ত্রের প্রয়োজন হয়না। সেখানে সবাই খুব আনন্দে হরষে বাস করে। তপস্যা করারও প্রয়োজন নেই। স্বর্গে বাস করা তো তপস্যার-ই ফল। সূক্ষ্ম বতনে বাস করে ফরিস্তারা। ঐ হল ফরিস্তাদের দুনিয়া। এখানে ফরিস্তা বাস করেনা। দেবতাদের দেবতা বলা হবে। ওই হল ফরিস্তা এবং এখানে হল মানুষ। সবারই আলাদা আলাদা সেকশন আছে। সত্যযুগে দেবতারা রাজ্য করেন। ওই হল টকি দুনিয়া বা কথার জগৎ। সূক্ষ্ম বতনে আছে মুন্ডি দুনিয়া বা অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা সংকেতের জগৎ। তিন প্রকারের জগৎ আছে , মূল বতন , সূক্ষ্ম বতন ও স্থূল বতন। ত্রিলোক বলা হয় কিনা। তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব প্রাক্টিক্যাল আছে। মানুষ তো শোনা কথায় চলে। তোমরা ভালো করে জানো যে এই দুনিয়ার চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। ত্রি-লোকের সম্বন্ধে জানা আছে। বাবা ছাড়া আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য কেউ বলে দিতে পারেনা। কেউ এইখানে ত্রিকালদর্শী নয়। এই কথাটি খোড়াই কেউ জানে যে মূল বতনে আত্মারা কোথায় , কিভাবে বাস

করে। তোমরা জানো সেখানে আত্মাদের বৃক্ষ আছে। সেখান থেকে ক্রমানুসারে পৃথিবীতে নেমে আসে। আমরা সবাই সন্তান শিববাবার মালা স্বরূপ। যেমন বংশাবলী তৈরি হয়। খ্রিস্টীয়ানজনও বৃক্ষনির্মাণ করে। আনন্দ উৎসব পালন করে। ক্রাইস্টের জন্ম দিবস পালন করে। তোমরা এখন কাঁর জন্ম দিবস পালন করবে ? মানুষ তো জানেনা আমাদের ধর্ম স্থাপক কে ? অন্য সব ধর্মের ধর্ম স্থাপকদের তিথি তারিখের হিসাব রাখে। দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছে , এই কথা কারো জানা নেই। বাবা বসে বোঝান , মেজরিটি হল মাতাদের। শক্তির মান রাখা উচিত। এমন নয় দেহ অভিমান এসে যাবে যে , আমরা বেশি চতুর। না। মাতাদের সম্মান রাখতে হবে। নাম হল ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ব বিদ্যালয়। জ্ঞানের কলস রাখার ভার মাতাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। সরস্বতীর হাতে বীণা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ ও সরস্বতীর কানেকশন যে কি , তা জানা নেই। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা সন্তান। এই কথাটিও অনেকে জানেনা। প্রতিটি কথা খুব ভালো করে বোঝান হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন -- এই জ্ঞান ও যোগ ছাড়া কেউ মুক্তি জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত করতে পারবেনা। অন্যরা তো এইসব পড়বেনা। প্রত্যেক কে নিজের হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে। পাপের দন্ড ভোগ তো করতেই হবে। দুনিয়ার লোক এই কথা জানেনা যে এই সময় হল বিনাশের ন্যায় নির্ণায়ক সময়। তোমাদের সব পাপ কর্মের হিসেব করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য এতখানি জমা করতে হবে যাতে অর্ধকল্প কেটে যায়। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এখনই করতে হবে। বাবা বলেন সব কিছু সমর্পণ করো তার ফল ২১ জন্মে প্রাপ্ত করবে। গরিব মানুষ চট করে এই সওদা করে। যাদের কাছে লক্ষ কোটি আছে , তাদের বুদ্ধিতে এই কথা টিকবেনা। বাবা কিছু নেন না। বলেন -- তোমরা ট্রাস্টি হয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কর। শ্রীমৎ অনুসারে চলো। আমি তো সর্বদা জীবিত। কেউ জীবিত থেকেই সবকিছু ট্রাস্টে দান করে দেয়। ভাবে যদি হঠাৎ মারা যাই তবে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগে যাবে। বাবাও জীবিত থেকে ট্রাস্টি রূপে বসে আছেন। বলেন -- বাবার আপন হয়ে ডাইরেক্টর নাও। এইটি করব কি করবনা। বাবা যদিও পরামর্শ দেবেন এইটি করো -- প্রত্যেকের স্থিতির উপরে নির্ভর করছে। কেউ উইল তৈরি করে রাখে। অনেকের প্রতি মোহ আছে , যারা নিজেরা সক্ষম তাদেরও দিয়ে যাবে। বাবার কাছে অনেক চালাক আত্মারাও আছে -- সন্তানদের মধ্যে বিতরণ করে নিজের জন্যেও রাখে। এই নিয়েই জীবন যাত্রা চলবে। এরকমও করে অনেকে। ইনি হলেন বেহদের বাবা। প্রতিটি বাচ্চাকে জানেন , ড্রামাকেও জানেন। সবাই ভাবে এখানে টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই। ওই মিলিটারির জন্যে সরকার অনেক খরচ করে। তোমাদের কোনো খরচ নেই। রাত দিনের তফাৎ আছে। তোমরা জানো এই সম্পত্তি ইত্যাদি শেষ হবে। আমাদের নতুন সতপ্রধান ধরিণী চাই। এখন হল তম প্রধান। লক্ষ্মীর আহবান যখন করা হয় তখন সম্পূর্ণ গৃহ পরিষ্কার করা হয়, যাতে শুদ্ধ গৃহে দেবীর আগমন হয়। বাবা বুঝিয়েছেন দেবতারা এই দুনিয়ায় অবতরণ করেন না। তাঁরা কেবল সাক্ষাৎকার করান। সাক্ষাৎকারে এই দুনিয়ায় অবতরণ করতে হয়না। মীরা কল্পনা শক্তির দ্বারা দর্শন করেছিল। এখানে দেবতাদের অবতরণ অসম্ভব। দেবতারা সত্যযুগে থাকেন , কলিযুগে থাকে সবকিছুই তাঁদের বিরুদ্ধে। দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ হয়নি। বাস্তবে এই যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে। যোগবলের দ্বারা মায়াকে পরাজিত করতে পারেন , সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সর্ব প্রথমে হয় রুদ্র মালা। স্বর্গে এই মালার কথা কেউ জানেনা। তোমরা সঙ্গম যুগেই জানো যে ব্রাহ্মণদের মালা হতে পারেনা। পরবর্তীকালে হয় বিষ্ণুর মালা। এইসব হল বিস্মৃত রূপ। কেউ বলে আমাদের ধারণা হয়না। আত্মা কোনো ব্যাপার নয়। বাবাকে স্মরণ করা তো সহজ

তাইনা। তোমরা বাবাকে কিভাবে ভুলে যাও । যিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন । এই হল অতি উচ্চ মানের আমদানি । তবুও মায়া বুদ্ধির যোগ ভঙ্গ করে দেয়। প্রিয়তম যিনি নিজের প্রিয়তমাদের শৃঙ্গার করিয়ে মহারানী স্বরূপে পরিণত করেন , এমন প্রিয়তমকে তোমরা ভুলে যাও। অর্ধকল্প মায়ার রাজত্ব চলে। এখন তোমরা মায়াকে পরাজিত করে জগৎ জিত হয়ে যাও।

এই সম্পূর্ণ দুনিয়া কিভাবে ক্রমাগত চলায়মান হয় -- সেই বিষয়ে তোমরা আদি থেকে অন্ত কাল পর্যন্ত জানো। নাটক দেখে এলে জানা থাকে যে নাটকে পরের সীন কি হবে। এই বিষয়ে এমন নয়। তোমরা জানো সেকেন্ড সেকেন্ড যা কিছু হয় সবই ড্রামা। ড্রামার পয়েন্টে দৃঢ় থাকতে হবে। যা কিছু হয়ে যাক , সবই ড্রামা। মন খারাপের কোনো প্রশ্ন নেই। কেউ যদি দেহ ত্যাগ করে তাকে অন্যত্র নিজের পার্ট প্লে করতে হবে । একটি দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্ব-দর্শন চক্র টি ঘোরা উচিত। তোমাদের শঙ্খ ধ্বনি করতে হবে , বাবার পরিচয় দিতে হবে। হাতে চিত্র রাখবে যে এনারা হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ, ভারতের মালিক। এখন হল কলিযুগ। বাবা পুনরায় এসেছেন -- রাজ্য ভাগ্য প্রদান করতে। আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা পড়াশোনা করছি, ঠাকুদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। তোমাদেরও নিতে ইচ্ছে হলে নাও। এই হল তোমাদের নিমন্ত্রণ, তারপরে অনেকে আসবে, বুদ্ধি হতে থাকবে। শিব জয়ন্তীতে ভালো রকম ধ্বনিত হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ড্রামার পয়েন্টে দৃঢ় থাকতে হবে। কোনো কথায় মন খারাপ করবেনা। সর্বদা রাজি থাকতে হবে।

২) একে অপরকে সাবধান করে উল্লতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- সেবার বন্ধন দ্বারা কর্ম-বন্ধন সমাপ্তকারী বিশ্ব সেবাধারী হও ।

ব্যাখা: প্রবৃত্তি অর্থাৎ গৃহস্থ থেকে কখনও এইরকম ভাববেনা যে এ হল হিসাব - নিকেশ বা কর্ম-বন্ধন বরং ভাববে যে এও হল সেবা। সেবার বন্ধনে যুক্ত হলে কর্ম বন্ধন শেষ হয়ে যায়। যতক্ষণ সেবার ভাব থাকেনা ততক্ষণ কর্ম বন্ধন অনুভব হয়। কর্ম বন্ধন থাকলে দুঃখের অনুভূতি হবে আর সেবার ভাব থাকলে খুশীর অনুভূতি হবে তাই কর্ম-বন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিণত কর। বিশ্ব সেবাধারী বিশ্বে যে স্থানেই থাকুক, তা হল বিশ্ব সেবার্থে।

শ্লোগান - নিজের দৈবী স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলে তোমাদের প্রতি কারো ব্যর্থ দৃষ্টি পড়বে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে আর চক্রে স্মরণ করো, মুখে কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এই নরক থেকে শুধু তোমাদের মন সরিয়ে নাও। তোমরা এভার নীরোগ হবে।"

প্রশ্ন:- বাবা এসে ডিরেক্ট তোমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদের প্রারব্ধ বানাতে কি নির্দেশ দেন ?

উত্তর:- বাচ্চারা, এখন তোমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিছুই কাজে আসবেনা, এইজন্য সুদামার মতো তোমাদের ভবিষ্যতের প্রারব্ধ বানিয়ে নাও। বাবা ডিরেক্ট যখন এসেছেন, তখন তোমার নিজের সবকিছু সফল করে নাও। হাসপিটাল কাম কলেজ খোলো যাতে অনেকের কল্যাণ হয়। সবাইকে পথ দেখাও। শ্রীমতে সদা চলতে থাকো।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বেহদের বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। যারা জ্ঞানহীন তাদেরই বোঝানো যায়। তোমরা জানো যে প্রকৃতপক্ষে সবাই পতিত এবং তারা পতিতপাবন বাবাকে স্মরণ করে। পতিত মানুষকে অবশ্যই জ্ঞানহীন বলা হবে। সবাই ডাকে -পতিতপাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো। ভারতবাসী জানে, সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। এই সময় যা পতিত গৃহস্থ অধর্ম। যারা পবিত্র তাদের ধর্মাত্মা বলা হবে। এই ভারতে পাঁচ হাজার বছর আগে যখন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন একে পবিত্র রাজ্য বলা হতো। নরনারী উভয়েই পবিত্র ছিল। বাবা এখানে বসে বোঝান অর্ধেক কল্প ভক্তি মার্গ চলেছে। জপ-তপ ইত্যাদি করা, বেদ অধ্যয়ন, এই সবই ভক্তিমার্গের, এর থেকে কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবেনা। তারা আমাকে অর্থাৎ তাদের বাবাকে চেনেনা। তারা সবাই তাদের টাইম এবং এনার্জি নষ্ট করছে। দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তিমার্গের শুরু। দেবতারা পুনরায় বামমার্গে চলে যায়। লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারা দেবতাদের মন্দির বানায়। সোমনাথ মন্দির কত হীরে জহর দিয়ে সাজানো ছিল! সেই সময়ের হিসেব অনুসারে তাদের হয়তো কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়নি, কারন সেই সময় হীরে জহর প্রভৃতি রত্নের মূল্য প্রায় কিছুই ছিলনা। এই সময় যদি ওই মন্দির হতো তো বহু কোটি মূল্যের সম্পত্তি লাগতো। বাবা এখন বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা, বেদ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হলো ভক্তি; এটাকে কখনো জ্ঞান বলা যাবেনা। সত্যযুগে তারা তীর্থ ইত্যাদি মানেনা। গঙ্গা যমুনা নদী তো সত্যযুগেও ছিল আর এখনও আছে। সত্যযুগে তীর্থ করার জন্য কোনো নদী ছিলনা। বাবাই তো জ্ঞান সাগর। তিনি এখানে বসে তোমাদের জ্ঞান দেন। অর্ধেক কল্প এই ভক্তি চলতে থাকে। প্রথমে অব্যাভিচারী ভক্তি ছিল। সেই সময় তারা একমাত্র শিবেরই পূজা করতো। তারপর দেবতাদের, এখন ভক্তি ব্যাভিচারী হয়ে গেছে। ভক্তিতে তারা ক্রমাগত শাস্ত্র পড়তে পড়তে ভক্ত হয়ে গেছে। সব সজনীরা, এক আমি-সাজনকে স্মরণ করে। ভক্তের রক্ষক ভগবান। সুতরাং ভক্তিতে অবশ্যই কষ্ট হয়, তাইতো তারা ডাকে, এসো! আমাদের লিবারেট করো। দুঃখ থেকে মুক্ত করো। আমাদের গাইড হয়ে আমাদের মুক্তিধামে নিয়ে চলো। তারা জানেনা ভগবান কে! তারা শিব-শঙ্করের মন্দিরে যায়, তারা শিব এবং শঙ্করকে এক করেছে, যদিও তাঁরা উভয়েই আলাদা আলাদা। এক তিনি নিরাকার আর উনি সৃষ্টি শরীরধারী। তিনি মূল বতনবাসী আর ইনি সৃষ্টি বতনবাসী। বাবা বোঝান, মন্দিরে তারা ষাঁড়কে দেখায়, তারা বিশ্বাস করে শিব-শঙ্কর ষাঁড়ের পিঠে চড়তেন। তারা এটাও বলে শিব সর্বব্যাপী, এইরকম বলবে না শিব-শঙ্কর সর্বব্যাপী। এক পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারকেই তারা সর্বব্যাপী বলে। বাবা এখন বুঝিয়ে দেন, দেখ, আমি নিরাকার কিভাবে তোমাদের পড়াই! ষাঁড়ের

ওপর কি সত্যিই কেউ সওয়ার হয় ! যাঁদের ওপর আমাকে সওয়ার কেন দেখিয়েছে ? আমি যখন আসি, আমি তো সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করি ! আমি বসে তোমাদের ঐর ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই । তোমরাও এসে ব্রহ্মার মুখবংশাবলী হয়েছ । এনার নাম ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ কারণ প্রথমে ইনি সবকিছু শোনেন । ইনি সৌভাগ্যশালী । সত্যযুগে খুব কমসংখ্যক থাকে । বাকি সব আত্মারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে, তাদের ঘরে ফিরে যায় । এটা কর্মক্ষেত্র । সৃষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে । মূলবতন, সূক্ষ্ম বতনে এই সত্য বা ত্রেতাযুগ হয়না । ড্রামার এই চক্র এখানেই ঘোরে । অর্ধেক কল্পে জ্ঞান, সত্যযুগ ত্রেতা, এবং পরের অর্ধেক কল্প ভক্তি, দ্বাপর আর কলিযুগ । সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল । তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্য ফার্স্ট, লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্য সেকেন্ড এইভাবে রাজত্ব চলতে থাকে । ত্রেতায় চন্দ্রবংশী রামের ডিনায়স্টি । সত্যযুগে ৮ জন্ম, ত্রেতায় ১২ জন্ম । এই ৮৪ জন্মের কাহিনী বাবাই বোঝান । বাবা তাঁর ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথেই মিলিত হন অন্য কারো সাথে নয় । একমাত্র যখন তুমি তাঁর বাচ্চা হও, তিনি তোমাকে পড়ান । বাবা বলেন, আমি তোমাদের বাবা -টিচার -সদগুরু । সদগতি প্রদান করে আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাই । পবিত্র হওয়ার খুব সহজ বিধি আমি তোমাদের বলি । এখানে বসে তোমরা কি করছ ? বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি । আপনার নির্দেশ, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো তো এই যোগাঙ্গি দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তারপর তোমরা পবিত্র এবং সতঃপ্রধান হবে । তোমরা এখন তমঃপ্রধান, যোগের দ্বারা তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে । কষ্টের কোনো প্রশ্নই নেই । এভার নীরোগ হওয়ার জন্য কত সহজ যুক্তি ! দেবতারা কখনো অসুস্থ হননা । এই স্মরণেই তোমরা নীরোগ হবে । তোমাদের পাপ ভস্ম হলে তোমরা পবিত্র হবে । এটা এমনই বড় আয় ! তোমরা ঘোরো ফেরো, কিন্তু শুধু আমাকে স্মরণ করো । সবার আগে এটা প্র্যাকটিস করো । স্মরণের অভ্যাসে ২১ জন্মের জন্য তোমরা নীরোগ হবে । কষ্টের কোনো ব্যাপার নেই । শুধু একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । বাবা আত্মাদের বলেন, হে আত্মারা, তোমরা শুনছ ? বাবা মুখে (ব্রহ্মাবাবার মুখ দ্বারা) বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো । এই নরক এখন বিনাশের মুখে এবং তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে । ভোজন বানানোর সময়ও স্মরণের পুরুষার্থ করো । তুমি কর্মযোগী হলেও কমপক্ষে স্মরণের ৮ ঘন্টার স্থিতিতে পৌছাও । পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আধঘন্টা এইভাবে তোমার চার্ট বাড়তে থাকে । লাগাতার খেয়াল রাখো কতক্ষণ তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছ, যাঁর থেকে তোমরা স্বর্গের রাজত্ব লাভ করো এবং একুশ জন্মের জন্য সদা নীরোগ হও ! কত সহজ এই বিধি ! চক্রের নলেজ তোমাদের বোঝানো হয়েছে, ব্রাহ্মণ উচ্চশিক্ষা, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- এই চক্রের স্মরণ করতে হবে । বীজ এবং ঝাড় স্মরণ করো । তোমরা এখন জানো যে এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে আর অন্য ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । সত্যযুগে এক ধর্ম । এতেই তোমাদের মেহনতের প্রয়োজন । বাবা বলেন, আমি-বীজকে স্মরণ করো আর ঝাড়কে স্মরণ করো ! স্থাপনা, বিনাশ, পালনা; এটা খুব সহজ ! সহজযোগ আর সহজ জ্ঞান । তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে, কিভাবে বীজ থেকে ঝাড় বেড়ায় । তোমরা গৃহস্থ সংসারে থাকলেও কিন্তু তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে । এটাতো ভালো, তাই না ! বাবা বলেন, ৬৩ জন্ম তোমরা নিজেদের নরকের মধ্যে রোধ করে রেখেছিলে । তোমরা পাপ করেছ, এখন একেবারে পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছ । রাবণের মতানুসারে চলে এসেছ । গান্ধীও রামরাজ্য চাইতেন । তাহলে তো এর অর্থ হলো তিনি রাবণরাজ্যে ছিলেন । মানুষের বুদ্ধি এত মলিন হয়ে গেছে যে তারা কোনকিছু বোঝেনা । এই দুনিয়া কবে স্বর্গ ছিল কারও জানা নেই । কেউ জানেনা যে পাঁচ হাজার বছর আগে পর্যন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণের অস্তিত্ব ছিল । সত্যযুগের আয়ু লক্ষ লক্ষ বছরের বলে দেয় । অর্ধকল্প জ্ঞান, অর্ধকল্প ভক্তি, তারপর দুনিয়া যখন

পুরানো হয়ে যায় তখন আসে বৈরাগ্য । আর এই বৈরাগ্যই পুরানো দুনিয়া থেকে তোমাদের মন সরিয়ে দেয় । তোমরা এখানে বসে বসে অনেক উপার্জন করছ । বাবা বলেন, তোমরা রাজচক্রবর্তী শাসক । এটা তোমাদের অস্তিম ৮৪ তম জন্ম, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে । মৃত্যুলোকের বিনাশ আর অমরলোকের স্থাপনা হচ্ছে । অমরনাথ বাবার থেকে আমরা সত্য-নারায়ণ হওয়ার সত্যকথা শুনছি । মাত্র একটা ধর্মীয় কাহিনী আছে, কিন্তু তারা কত শাস্ত্র ইত্যাদি বানিয়েছে । সেসবের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে, কিন্তু সেগুলো সবই মিথ্যা । বাবা তোমাদের সত্য বলে সত্যখণ্ড স্থাপনা করেন । সবকিছু তোমাদের কত ভালোভাবে বোঝানো হয় । অবলা, গণিকা, অহল্যা অর্থাৎ যারা পাথর বুদ্ধি, বতারাও স্বর্গের মালিক হতে পারে । তোমাদের কাছে এখন কি আছে ? আমেরিকার কাছে কি আছে ? বড় বড় মহল আছে । সেগুলো সব এখন ভেঙে পড়ার মুখে । স্বর্গে অগাধ ধনসম্পদ ছিল । এখানে তো ধনই নেই ! আমেরিকার হোয়াইট হাউজ তারা কি লুণ্ঠ করবে ? কিছুই তো নেই ! ওখানে অতি গরীবেরও মহল এখানের থেকে ভালো হবে । সোনা-রূপায় জড়ানো হবে । ওখানে সবকিছু সম্ভা হয়, সবার নিজের নিজের জমি থাকে । সুদামার উদাহরণ আছে, ভক্তিমার্গে তোমরা ঈশ্বরের নামে দু'মুঠো দিয়ে থাকো । কেউ পাঁচ -দশ -একশ টাকাও দান করে, যার রিটার্ন পরের জন্মে প্রাপ্ত হয়, এইজন্যই মানুষ দান পুণ্য ইত্যাদি করে । কেউ হাসপিটাল খুললে পরের জন্মে সুস্বাস্থ্য লাভ হয় । কোনও অসুখবিসুখ হয়না । কেউ যদি কলেজ বানায় তবে পরের জন্মে পড়াশোনা করে তারা দক্ষ হয় ; তারা এক জন্মের ফল পরের জন্মে লাভ করে । পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা হলেন দাতা । বাবা বলেন, বাচ্চারা, একটা হাসপিটাল কাম কলেজ খোলো, এর থেকে অনেক লোকের কল্যাণ হবে ! ২১ জন্মের জন্য এর ফল লাভ করবে । সেটা ইন্ডাইরেস্ট এক জন্মের জন্য আর এটা হলো ডাইরেস্ট, ২১ জন্মের জন্য তোমরা প্রারব্ধ লাভ করবে, কারণ বাবা এখন ডাইরেস্ট বসে আছেন । তিনি বোঝান, তোমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । মহলাদি সব ধুলায় মিশে যাবে, এইজন্য তোমরা এখন উপার্জন করে নাও, যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের কাজে আসে । যেই আসুক তাকে রাস্তা বলে দাও, বাবাকে স্মরণ করো, তোমাদের ওপরে জমে থাকা জং সরে যাবে । পারলৌকিক বাবা অর্থাৎ এই দুনিয়া থেকে যিনি উর্ধ্ব । বাবা বলেন, শ্রীমং অনুসরণ করে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারো, পারসবুদ্ধি হতে পারো । তিনি তোমাদের কত যুক্তি বোঝাতে থাকেন । প্রত্যেকের কর্মের হিসাব যার যার নিজের । বাবা এখানে বসে কর্ম অকর্ম বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেন । তোমাদের যদি কোনরকম অসুবিধে বা কষ্ট থাকে তাহলে সার্জনের কাছে এসে শ্রীমং নাও । অহল্যা, কুন্ডা সকলকে রাস্তা দেখাও । পবিত্রতার কারণেই হাস্যামা হয়ে আসছে । বিষ যদি বা না দিলো তো তারা অবলাদের মারতে পিটতে শুরু করে । ঘর থেকে বার করে দেয় । কত হাস্যামা করে । বাবা বলেন, এই গুণান যশ্বে অসুরদের থেকে অনেকরকম বিঘ্ন আসবে । অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হবে । অন্য কোনো সংসঙ্গে কখনো অত্যাচার হয়না । এখানেই বিঘ্ন ! বাবা বলেন, মানুষ কত পতিত হয়ে আছে ! তোমরা এখন পবিত্র হচ্ছে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে । বাবার নির্দেশ হলো, এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে । একেই বলা হয় সহজ রাজযোগ আর অন্য কোনও শাস্ত্রে এই যুক্তির কথা বলা নেই । গীতায় বলা হয়, দেহ সম্বন্ধীয় সব ত্যাগ করে এক আমাকে অর্থাৎ তোমাদের নিজের বাবাকে স্মরণ করো । এখানে কৃষ্ণ তো ভগবান নন । ভগবান সব আত্মাদের এক এবং একমাত্র বাবা । তিনি এই শরীর(ব্রাহ্মবাবার) লোন নিয়েছেন , ইনি তাঁর ভাগ্যশালী রথ । তাঁর খুশি হয়, ভগবান তাঁর শরীর কাজে লাগাচ্ছেন । বাবা এই শরীরে এসে সকলের কল্যাণ করেন । যাই হোক, ষাঁড় ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই ! নতুনেরা এইসব বিষয় কি বুঝবে ! আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং ।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে বাবার স্মরণেই থাকতে হবে । এই পতিত দুনিয়া থেকে মন সরিয়ে নাও ।

২) স্ব-দর্শন চক্রধারী হও । হাসপিটাল কাম কলেজ খুলে অনেকের কল্যাণ করতে হবে । প্রতি পদক্ষেপে সুপ্রিম সার্জনের থেকে শ্রীমৎ নিতে হবে ।

বরদানঃ- স্ব-দর্শন চক্রের টাইটেলের স্মৃতি দ্বারা পরদর্শন মুক্ত হয়ে মায়াজিৎ ভব

সঙ্গমযুগে স্বয়ং বাবা বাচ্চাদের আলাদা আলাদা টাইটেল দেন । সেই টাইটেলগুলো স্মৃতিতে রাখলে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে সহজেই স্থিত হয়ে যাবে । শুধু বুদ্ধি দিয়ে বর্ণন কোরো না, কিন্তু সেই সীটে নিজে সেট হয়ে যাও, যেমন টাইটেল সেই অনুসারে তোমার স্থিতি হবে । যদি স্ব-দর্শন চক্রধারীর টাইটেল স্মৃতিতে থাকে তবে তুমি পরদর্শন করবেনা । স্ব-দর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ মায়াজিৎ । মায়ী তাদের সামনে আসার সাহসও করে না । স্ব-দর্শন চক্রের সামনে কেউই থাকতে পারেনা ।

স্লোগানঃ - বাণপ্রস্থ স্থিতির অনুভব করো এবং অন্যকে অনুভব করাও, তাহলে শৈশবের খেলা শেষ হয়ে যাবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – এখানে ওখানে বসে, ফালতু কথাবার্তা বলে নিজের সময়ের অপচয় কোরো না।
বাবার স্মরণে থাকলে সময় ফলদায়ক হয়ে যাবে।”

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা বাবার নাম সুপ্রসিদ্ধ করতে পারবে?

উত্তর:- যে বাবার সমান সেবা করে। যদি প্রত্যেক কর্ম-ই বাবার সমান হয়, তাহলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানানোর জন্য পুরুষার্থে করছেন।

প্রশ্ন:- কাকে অন্তর্মুখী বলা যাবে? তোমাদের অন্তর্মুখতা হল সবথেকে আলাদা – কিভাবে?

উত্তর:- অন্তর্মুখী হওয়া মানে সোল কনসাস হয়ে থাকা। অন্তরে যে আত্মা রয়েছে, তাকে বাবার কাছ থেকেই সবকিছু শুনতে হবে, কেবল বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে গুণী হতে হবে। এটাই হল সবথেকে আলাদা অন্তর্মুখিতা।

গীত:- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান অর্থাৎ বাবার মহিমা শুনল। এখন বাচ্চারা বাবার মহিমা করার ফল পাচ্ছে। বাচ্চারাই বাবার নাম উচ্ছল করে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব যখন বাচ্চারা তাঁর মতো সেবা করবে। এইরকম বাচ্চারা খুব ভালো পুরস্কারও পাবে। তোমরা এখন সত্যি সত্যিই বাবার বাচ্চা হয়েছ। ভক্তরা তো কেবল গায়ন করে। তোমরা জানো যে এই সঙ্গমযুগে বাপদাদা এখন আমাদের সামনে বসে আছেন। বাবা তো নিশ্চয়ই দাদার শরীরের মাধ্যমেই কথা বলবেন। বাচ্চাদের মধ্যে দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে আমরা পুরুষার্থ করে অবশ্যই বাবার সমান হব। বাবা হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। তাঁর থেকে তোমাদের মতো পতিত-পাবনী জ্ঞান-গঙ্গাসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। ‘গঙ্গাসমূহ’ কেন বলা হয়? কারণ তোমরা সকলেই হলে প্রিয়তমা। তোমাদের সবাইকেই জ্ঞান-গঙ্গা বলা হয়। এটা ভেবে বাচ্চাদের নেশা হয় যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে সুখ দিতে পারব। বাবা এখন সবাইকে সদগতি দেওয়ার জন্য এসেছেন, যেটা তিনি বাচ্চাদের দ্বারা দিচ্ছেন। কারণ তিনি হলেন করন-করাবনহার। তাই এইরকম বাবার শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে। বাবা বলেন, যে সেবা করবে এবং যত বেশি সেবা করবে – সে ২১ জন্মের জন্য উত্তম ফল পাবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কিছুই করে না। এটা তো আসলে খুবই সহজ। দিন প্রতিদিন বাবা ভাল ভাল পয়েন্টস বলছেন। বাবা বলেন, যত পার ঝুলি ভর্তি করে নাও। এটা নিজেই বুঝতে পারবে যে আমি আমার ঝুলি ভালোভাবে ভর্তি করছি, না কি কোনোভাবে সময় নষ্ট করছি। ভক্তিমার্গে তো অনেক সময় এবং শক্তির অপচয় করেছ। তার সাথে অর্থের অপচয় করেছ এবং অযথা অনেক পরিশ্রম করেছ। দেখ, ওরা কত পরিশ্রম করেছে। জপ, তপ, দান, তীর্থ ইত্যাদি কত কিছুই না করেছে। এইগুলো সব ড্রামা অনুসারে হচ্ছে। এখন তো পুরুষার্থ করতে হবে। যেটা হয়ে গেছে সেটা তো আর বদলাবে না। সঠিক সময়ে সেটার পুনরাবৃত্তি হবে। বাবা

এখন বলছেন, শ্রীমৎ অনুসারে চল। এখানে ওখানে নিজের সময়ের অপচয় করো না। বাবার স্মরণের দ্বারা সময়কে ফলদায়ক বানাও। অনেক বাচ্চারা এই বাবার কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। যে ভালভাবে ধারণ করবে, সে অবশ্যই অন্যের সেবা করবে, কোথাও সময় নষ্ট করবে না। অনেক বাচ্চা সারাদিন বহিমুখী থাকে। বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করে অন্তর্মুখী হতে হবে। আত্মা তো অন্তরেই রয়েছে। এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে-ই বাবা সোল কনসাস হয়ে থাকতে বলছেন। এটাকেই সত্যিকারের অন্তর্মুখিতা বলা হয়। আমাদের এই অন্তর্মুখিতা একেবারে অন্যরকম। অন্তরে যে আত্মা রয়েছে, তাকে সবকিছু বাবার কাছ থেকেই শুনতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বারবার ভালোবেসে বোঝাচ্ছেন। মাতা-পিতা এবং যারা অনন্য ভাই-বোন, যারা খুব ভালভাবে সেবা করে, তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে শিখতে হবে। হয়তো এখনো সবার মধ্যেই কমবেশি খারাপ গুণ আছে। গায়ন করে- আমার মতো গুণহীনের মধ্যে কোনো গুণ নেই...। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে গুণী হতে হবে। সেটা তখনই সম্ভব যখন বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করবে। মায়া তো অনেক বিভ্রান্ত করবে। বাচ্চারা পড়ে যায়, তারপর আবার উঠতে থাকে। যারা বড়ি কনসাস থাকে তারা পড়ে যায়। যারা সোল কনসাস থাকে, তারা পড়ে যায় না, ওরা তো বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে আমি এটা করেই দেখাব। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়েই দেখাব। অন্তরে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকা উচিত যে আমি বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। কোথাও অযথা সময় নষ্ট করব না। বাচ্চাদেরকে শরীর নির্বাহও করতে হবে। ঘরবাড়ি ত্যাগ করা তো হঠযোগীদের কাজ। তোমাদেরকে তো নিজের রচনার সম্পূর্ণ দেখাশোনা করতে হবে আর অন্তরে এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে যে, এই চোখ দিয়ে আমরা যা কিছু দেখছি সব বিনাশ হয়ে যাবে। এইসবের প্রতি মমত্ব রাখলে নিজের-ই লোকসান করবে। কেবল বাবার সাথেই মমত্ব রাখতে হবে। পবিত্রতা-ই হল মুখ্য বিষয়। এর কারণে অনেক হাঙ্গামা হয়। ত্রোদ্বোধ জন্ম এত হাঙ্গামা হয় না। বাবা বলছেন, কাম বিকার তো এখন সবার মধ্যেই আছে। সবকিছু এই বিকার থেকেই উৎপন্ন হয়। তোমরা বোঝাতে পার যে আমরা ব্রহ্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে সাহায্য করছি। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সোল কনসাস হতে হবে, পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আহ্বান করে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। তিনি এসে কি করবেন? নিশ্চয়ই পবিত্র বানাবেন। এখানে গঙ্গাস্নান ইত্যাদি করতে হয় না। বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর, আর কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নির দ্বারা-ই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হবে, আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন এজ-এ চলে যাবে। একটাই উপায়, অন্য কোনো উপায় নেই। সকল রোগের একটাই ওষুধ, বাবার স্মরণ। এর দ্বারা-ই সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকারও স্মরণে আসবে। বাবা মানেই উত্তরাধিকার। লৌকিক বাবা যতই গরিব হোক, সামান্য টাকা-পয়সা, থালা-বাসন ইত্যাদি কিছু না কিছু উত্তরাধিকার তো অবশ্যই দেবে। অতএব তোমাদেরকে প্রথমে বাবাকে এবং তারপর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন 'মন্মনা ভব' এবং 'মধ্যাজি ভব'। বাবা তোমাদেরকে সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা বোঝাচ্ছেন। অন্য কেউ এইসব সারকথা জানে না। বাবা সরাসরি বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা দেহ-অভিমান ত্যাগ কর। তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে বাবা আমাদের সাথে অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। নিরাকার বাবা নিরাকার বাচ্চাদেরকে-ই বলছেন যে তোমরা আত্মারা কানের দ্বারা শুনছ। তুমিই সবকিছু করছ। কোনো পরিস্থিতিতেই বাচ্চাদেরকে দেহ-অভিমানী হওয়া যাবে না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। তার সাথে সার্ভিসও কর। কারণ শরীরের দ্বারাই সব কাজ করা হয়। সেগুলো তো করতেই হবে। কেউ কেউ কিছু সময়ের জন্য আনকনসাস অর্থাৎ বেহুঁশ হয়ে যায়। কিন্তু সেটা তো কোনো জ্ঞানের

বিষয় নয়। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হবে। এতেই মায়া অনেক বাধা দেয়। তোমরা জানো যে আমরা বাবার কোলে আশ্রয় নিয়েছি, তাই বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। ভোগ বানানোর সময়েও বাবাকে স্মরণ কর। আগে ভোগ বানানোর সময়ে কৃষ্ণকে, রামকে অথবা গুরু নানককে স্মরণ করত, গুরুবাণী পড়ত। স্মরণে থেকে বানালে তবেই তো শুদ্ধ হবে। করতে করতে প্র্যাকটিস হয়ে যায়। এখানেও বাবাকে স্মরণ করা অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। ভোগ বা ভোজন বানানোর সময়ে যতটা সম্ভব অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। ভাঙরা-তে (ভোজন বানানোর স্থান) একে অন্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করে ভোজন বানাও। এইভাবে দূর অভ্যাস হয়ে যাবে। যার অভ্যাস হবে না, সে কখনো স্মরণ করবে না। ব্রহ্মাভোজনের যখন এত মহিমা তখন কিছু না কিছু তো অবশ্যই হবে। দেবতাদেরও ব্রহ্মাভোজন খাওয়ার ইচ্ছা থাকে। তাই স্মরণে থেকে ভোজন বানালে নিজেরও কল্যাণ হয় এবং যারা আসে তাদেরও কল্যাণ হয়। স্মরণে থাকার কারণে এটা বুদ্ধিতে এসে যায় যে আমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি। কিন্তু বাচ্চারা স্মরণ করে না। এটা হল দুর্বলতা। ভবিষ্যতে এমন সন্তান আসবে যে বাবার স্মরণে একদম মগ্ন থাকবে। স্মরণে থেকেই ভোজন বানাবে। যেমন মদের জন্য নেশা হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে এই রুহানি বাবার জন্য এইরকম নেশা থাকা উচিত, এতে অনেক লাভ। প্রিয়তম কিংবা বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তিনি অত্যন্ত মিষ্টি বাবা। তাঁর মত মিষ্টি আর কেউই নেই। বাইরের কেউ তো এইসব কথা জানেই না। দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা-ই এটা বুঝতে পারবে। তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা... -এটা তো কেবল নিরাকার বাবার-ই মহিমা। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এইরকম বলা যাবে না। নিশ্চয়ই বাবা এত মহান কর্তব্য করেছেন, তাই তো আমরা পরে ভক্তিমার্গে তাঁর এত মহিমা করি। বাবা এখন বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও। সমগ্র দুনিয়া থেকে, এমনকি নিজের দেহ থেকেও বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। তাহলেই তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে। এটা খুবই সস্তা চুক্তি। কিন্তু যারা নেবে তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম আছে। এটাও ড্রামাতে রয়েছে। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। বাচ্চারা শোনে, কেউ কেউ ভালোভাবে ধারণও করে। আবার কেউ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এখানে সামনাসামনি শুনে বাচ্চারা রিফ্রেশ হয়ে যায়। তারপর বাইরে গেলে ভুলে যায়। কিছুই মনে থাকে না। কেউ কেউ ভালোভাবে রিপটি করে। বাবা যা কিছু বুঝিয়েছেন, সেইসব বাস্তবে করব। ভোরবেলা উঠে তোমরা বাবার স্মরণে ভোজন বানালে, সেই ভোজনে শক্তি থাকবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে সমগ্র মনুষ্য কুলের উদ্ধার করার নেশা থাকতে হবে। মনুষ্য কুলের-ই উদ্ধার করতে হবে। এমন নয় যে জানোয়ারদেরকেও উদ্ধার করতে হবে। ড্রামাতে ওদের ভূমিকাই এইরকম। যে মানুষ যেরকম হয়, তার আসবাব পত্রও সেইরকম হয়। সত্যযুগে কোনো ময়লা-জঞ্জাল থাকে না। তোমাদের জন্য প্রচুর বৈভব থাকে। সেখানে পশুপাখি সবাই রাজকীয় হয়। যে মানুষ যেরকম হয়, তার সামগ্রীও সেইরকম হয়। গরিব মানুষের সামগ্রী কেমন হবে? ধনী ব্যক্তির সামগ্রী কত রাজকীয় হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা আমাদেরকে অনেক শ্রেষ্ঠ উপার্জন করান। এরপর যে যেমন করবে। পার্ক্রম তো সবার জন্যই সমান। সবাই ক্রমানুসারে পদ পাবে। রাজা-রানী, প্রজা, ধনী ব্যক্তির চাকর-বাকর, গরিব ব্যক্তির চাকর-বাকর - সব রকম থাকবে। বুদ্ধিতে আছে যে আমরা যোগবলের দ্বারা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। এক্ষেত্রে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এইসব এই সময়ের কথা। যোগবলের দ্বারা তোমরা রাজত্ব পাচ্ছ। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণী অর্থাৎ শক্তিসেনা। সত্যযুগে দেবীদের কোনো অস্ত্র থাকবে না। এইসব হল এই সময়ের কথা - জ্ঞান তলোয়ার বা জ্ঞান খড়গ। এইগুলোকেই

ভক্তিমাগে স্থূলভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাদের চেহারা এবং চরিত্র দুটোই পরিবর্তিত হচ্ছে। কালো থেকে ফর্সা হচ্ছে। সর্বগুণ সম্পন্ন এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। যে যতটা পুরুষার্থ করবে তার ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে অসং উপায়ের কোনো স্থান নেই। অন্তরে যদি কিছু কালো থাকে তবে বাইরে থেকেও কালো দেখা যাবে। বাবা বলছেন, তোমরা এত মিষ্টি স্বভাবের হও যাতে সবাই বুঝতে পারবে যে এদেরকে কে এইরকম বানিয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। এই চক্রকে জানলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বোর্ড লাগিয়ে দাও যে, বাবা-ই হলেন রচয়িতা, তিনিই সমস্ত জ্ঞান দেন। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। তোমাদের এই জাত সকলের থেকে আলাদা। তোমাদের মতো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরকেই বাবা জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তাই শিববার সাথে তোমাদের কত ভালোবাসা থাকা উচিত। কিন্তু ভালো ভালো ফার্স্টক্লাস বাচ্চারাও যোগের বিষয়ে ফেল হয়ে যায়। জ্ঞান তো খুবই সহজ। মূরলিও ভালো পড়ে, কিন্তু যোগের বিষয়ে পরিশ্রম করতে হয়। যোগের দ্বারা বিকর্মের বিনাশ করার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। এতেই অনেক বাচ্চা ফেল হয়ে যায়। ভগবানুবাচ হল - তোমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা, পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্যই আমি এসেছি। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। তাই জ্ঞানের সাগরকে অবশ্যই জ্ঞান দিতে হবে। জলের সাগর কিংবা নদী কি কখনো পবিত্র করতে পারে? তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পার যে আমরা আমাদের জন্য রাজধানী স্থাপন করছি। আত্ম-অভিমানী হচ্ছে। আমরা বাবার কাছ থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে যাব। কোথায় ওদের বুদ্ধি আর কোথায় তোমাদের বুদ্ধি। ওরা সবাই বিনাশের জন্য কাজ করছে আর তোমরা স্থাপন করার কাজ করছ - এই কথাটা ভুলে যেও না। কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে সে ধারণ করে না। উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আমরা ভালো নম্বর নিয়ে পাস হব - তোমাদের এইরকম ইচ্ছা আছে, কিন্তু ততটা পরিশ্রম কর না। এটা হল বেহদের পড়া। বাবা তো বিশ্বের বাদশাহী দেন। কি আশ্চর্য, তাই না? কত ভালোবেসে বোঝান। বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ কর। প্রচুর স্মরণ করতে হবে। পুনরায় বাবা এসেছেন। আমরা অবশ্যই বাবার মত অনুসারে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। বাবা, আমরা তোমাকে চিনেছি। বাবাকে হয়তো দেখেই নি। ঘরে বসেই টাচিং হয়ে যায়। কারোর ক্ষেত্রে তো সামান্য কিছু শুনেই নেশা চড়ে যায়। ভাগ্যও সহায়তা করে। কেউ কেউ আবার সঙ্গদোষের কারণে পড়া ছেড়ে দেয়। রাবণের মত অনুসরণকারীরা আলাদা এবং ঈশ্বরীয় মত অনুসরণকারীরা আলাদা। তোমরা বাচ্চারা জানো যে কিভাবে যোগবলের দ্বারা রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। বাহুবল অনেক রকমের হয় কিন্তু যোগবল কেবল এক রকমের হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১)

অন্তর্মুখী হয়ে কেবল বাবার কথা-ই শুনতে হবে। কেবল বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে গুণী হতে হবে। বাহ্যমুখী হওয়া যাবে না।

২) রুহানি বাবার স্মরণের নেশাতে থেকে ভোজন বানাতে এবং খেতে হবে। পাক্ষা যোগী হতে হবে।

বরদান:- প্রবৃত্তিতে থেকেও লৌকিকতা থেকে পৃথক থেকে প্রভুর ভালোবাসা প্রাপ্ত করে বন্ধনমুক্ত হও।

প্রবৃত্তিতে থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য রাখো যে, সেবাস্থানে সেবার জন্য কিংবা যেখানেই আছ সেখানকার বাতাবরণ যেন সেবাস্থানের মতো হয়। প্রবৃত্তির অর্থ হল সবকিছুর থেকে ওপরে থাকার বৃত্তি। অর্থাৎ কোনো কিছুই আমার নয়, সবকিছুই বাবার - এটাই হল প্রবৃত্তি। যে কোনো ব্যক্তি আসলেই যেন অনুভব করে যে ইনি হলেন সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত এবং প্রভুর প্রিয়। কোনো কিছুতেই যেন আকর্ষণ না থাকে। বাতাবরণ লৌকিক নয়, অলৌকিক হতে হবে, বাণী এবং কর্ম সমান হতে হবে। তবেই নম্বর ওয়ান পাওয়া যাবে।

স্লোগান:- সর্বদা খাজনাতে ভরপুর এবং সন্তুষ্ট থাকলে, পরিস্থিতি আসলেও সেটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবা এইসময় তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছেন, সর্ব প্রথম তোমাদের এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে আমাদের স্বয়ং শিববাবা পড়াচ্ছেন, কোনো দেহধারী নয়"

প্রশ্ন:- বাবাকে কোন্ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা অর্থাৎ বাবার অপমান করা?

উত্তর :- বাচ্চারা বাবাকে প্রশ্ন করে -- বাবা এই দেহে আপনার আগমন আর কত দিন চলবে বা বিনাশ হবে? বাবা বলেন এই কথা জিজ্ঞাসা করা মানে আমার অপমান করা। এ যেন অতিথিকে জিজ্ঞাসা করা কত দিন থাকবে? এটা তো অপমান করা হল তাইনা! বলো আমি কি তোমাদের বোঝা হয়ে গেছি! শিববাবা যত দিন এইখানে আছেন তত দিন তোমরা বাচ্চারা খুশীতে থাকো তাইনা! তার জন্যে এমন প্রশ্ন বাবাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।"

ওম্ শান্তি বাবা বসে ব্রহ্মা দ্বারা নিজের বাচ্চাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারীদের বোঝাচ্ছেনা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা বুঝতে পারে যে নিরাকার বাবা ব্রহ্মা দ্বারা বোঝাচ্ছেনা বাবা হলেন নিরাকার। কাউকে সাক্ষাৎকার করাতে হলে ব্রহ্মার দেহটি সামনে থাকবে। নিজের সাক্ষাৎকার করলে কেউ বুঝবেনা। তিনি তো এক বিন্দু স্বরূপ। এবারে যেরকম আত্মা হল স্টার, পরম আত্মা হলেন বিন্দু। এইসব বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে। যদি সাক্ষাৎকার হয়েও যায়, তবু স্বরূপ তো সেই বিন্দুই দেখবে অন্য কিছু নয়। মাঝে মাঝেই অনেককে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার করানো হয় যে ওনার কাছে যাও। ক্ষুদ্র বস্তু কেউ বুঝবেনা। ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা বসে বোঝান , নলেজ দেনা বলেন -- বাচ্চারা আমি এই সাধারণ মানুষের দেহের আধার নিয়ে থাকি। ব্রহ্মা হলেন বিখ্যাত। বুঝবে বাবা এনার মধ্যে আছেন। ইনি হলেন শিববাবার রখা বাবা না থাকলে ব্রহ্মা থাকবেন কিভাবে। এবং এই বী. কে রা থাকবে কিভাবে। বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে। তোমরা বুঝতে পারো এই জ্ঞান পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারেনা। নিরাকার হলেন নলেজফুল। অর্গান ছাড়া জ্ঞান দেবেন কিভাবে? বাচ্চাদের এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে এই সময় বাবা উপস্থিত আছেন। বুদ্ধি বোঝে বাবা এনার ভিতরে উপস্থিত আছেন , যাতে বসে নলেজ দেনা পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়না।

তোমরা বাচ্চারা জানো ভক্তি মার্গে যে উৎসব ইত্যাদি পালন হয় সেসব এই সময়ের স্মৃতি স্বরূপ। শিব জয়ন্তী এই সময়েরই উৎসব। ত্রিমূর্তি শিব , পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করেন। কৃষ্ণ খোড়াই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করবে। ব্রাহ্মণ কুল পরম্পরা ধরে চলছে। তারা জানেনা যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতায় পরিণত হয়। ব্রহ্মার সন্তান তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। সব ধর্মের মানুষ মাত্রই এই কথা বোঝে যে আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হলেন ব্রহ্মা, যাঁকে আদম বিবি অথবা আদি দেব , আদি দেবী বলা হয়। তিনিও হলেন শিববাবার রচনা। বাবা রচনা করেন কিভাবে? এডপ্ট করেন। এই হল এক নম্বর কথা। অল্ট্র এর পরে আসে বো এই কথা যে ভালো ভাবে বুঝতে পারে সে-ই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝ মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে। কল্প পূর্বেও যখন আগুন লেগেছিল সবাই জেগে-ই ছিল। সেই সীন আবার রিপিট হবে। হতেই হবে। অন্য ধর্মীয় জন এই কথা বুঝতে পারবেনা , আর না-ই পুরুষার্থ করবে। সত্যযুগে এত মানুষ আসতে পারবেনা। সেখানে খুব কম জন থাকবে , যারা সূর্যবংশী রাজ্যে রাজত্ব করবে। সব ড্রামার বন্ধনে বাঁধা হয়ে আছে। বাবা বলেন আমিও এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছি। কোনো কথার উত্তর দেওয়া যদি ড্রামায় থাকে, তবেই দেবা ড্রামার সম্পূর্ণ রহস্য এখনই খোড়াই জানাব। আমারও পাট অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন ইমার্জ হবে, বোঝাতে থাকবে। সবকিছু ড্রামা অনুসারেই হয় , তাতে কোনো তফাৎ হয়না। ড্রামায় না থাকলে কোনো রেসপন্স করা হবেনা। এমন নয় সব এখনই বলে দেব এখনো এত বছর বাকি আছে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- বাবা এই শরীরে আরো কত দিন যাত্রা করবেন? বলবেন না। ড্রামায় বলার নেই , কি করা যাবে ড্রামায় থাকলে বলবে। আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদের পড়াতে। আমি তোমাদের পিতা। তোমরা গান কর তুমি মাতা পিতা সেই পাট-ই প্লে করছি। আমার কর্তব্য হল তোমাদের শিক্ষা প্রদান করা। আমায় জ্ঞানের সাগর

বলা হয়, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপা চৈতন্য বীজ সবকিছু বলবে তাইনা। এই বৃক্ষটির জন্যে বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। তোমরা দেখছ দেবী দেবতা ধর্ম এখন নেই। বাকি সব ধর্ম আছে। এখন এই সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর নিজের সময় মতন এসে স্থাপনা করবো। আমি দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। যখন এই ধর্মটি লুপ্ত প্রায়, যেমন চিত্রে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেবী দেবতা ধর্ম কখন ছিল কেউ জানেনা। কোথায় হারিয়ে গেছে। শুধু বলবে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল। দ্বাপরে কৃষ্ণ এসেছিলেন, গান শুনিয়েছিলেন, ব্যস। এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তির জন্যে। দ্বাপরে বসে শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেছে। সত্যথও কেবল দেবতার রাজ্য করতেন। এইটি হল মিথ্যা খন্ড। সেখানে কোনো পাপ কর্ম হয়না। এখন বাবা তোমাফের পুণ্য আত্মায় পরিণত করছেন। ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে। রাবনরাজ্যে ভক্তি, শাস্ত্র ইত্যাদি আরম্ভ হয়। এই অনাদি ড্রামা রেকর্ড হয়ে আছে। এই হল মিথ্যা জগৎ। ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা কথাই বলে। ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কিছু প্রাপ্ত হয়েছে। বাবার কাছে কি প্রাপ্ত হয়? তিনি হলেন সর্বের সদগতি দাতা। সর্বজনকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। রাবণও হল খুব শক্তিশালী। অর্ধকল্প রাবণের রাজ্য চলো। রাবণ দুঃখ দেয় তাই সব মানুষ বাবাকে স্মরণ করে। রাবণ তোমাদের সম্পূর্ণ স্বর্গের রাজধানী কেড়ে নেয়, এতটাই শক্তিশালী। এখন তোমরা জানতে পেরেছ -- বাবা আমাদের স্বর্গের অধিকার দেন, রাবণ অভিষাপ দেয়। মানুষ জানেনা বাবা কখন অধিকার প্রদান করেন। কৃষ্ণের নাম লিখে গীতা-কে মিথ্যা করে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল এইটাই। এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাও নারায়ণের পাক্ষা ভক্ত ছিলেন, গীতা পাঠ করতেন। গীতা পাঠ না করে কোনো কাজ করতেন না। যখন সাক্ষাৎকার হয় তখন বুঝলেন এই গীতা হল মিথ্যা, একবারে ত্যাগ করলেন। বাবা আমাদের এই (লক্ষ্মী নারায়ণের) স্বর্গের অধিকার দেন। এখন তো অনেক কিছু বুঝেছ, শিববাবা বোঝাতেই থাকেন। কখনো কোনো শাস্ত্র হাতে নেন না। বাবা শোনাচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবা বলেন আমিও শুনি। কখনও শিববাবা না থাকলে ব্রহ্মাবাবাও শোনান। এনার মধ্যে বাবা (নিরাকার শিব) আসেন, তাই ব্রহ্মার এত নাম নেই। আজমের শহরে একটি মন্দির আছে, কিন্তু কিছুই বোঝেনা। কৃষ্ণকে মুরলি দেওয়া হয়েছে এবং সরস্বতী কে বীণা। সরস্বতী কে জ্ঞানের দেবী বলা হয়। জ্ঞানের দেবতা ব্রহ্মার বদলে কৃষ্ণ বলে দিয়েছে। ফলে সবাই কনফিউজড হয়েছে।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন ত্রিমূর্তির চিত্রে কৃষ্ণ তো নেই। যদিও আছে কিন্তু গুপ্ত রূপে। রাধে-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হয়, এই কথাটি কারো জানা নেই। যে পরম পিতা পরমাত্মা বুঝিয়ে ছিলেন। এখনও বোঝাচ্ছেন। সাধু সন্ন্যাসী এই কথা বুঝলে তো এখানে সবার ভিড় জমা হয়ে যাবে। কিন্তু ড্রামায় এইরকম নেই। বাবা বলেন -- আমি সঙ্গমে এসে রাজ যোগ শেখাই, যারা পাস করে তারা সূর্য বংশী হয়, যারা ফেল করে তারা চন্দ্রবংশী। সূর্যবংশী দের প্রজাও হবে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী দের প্রজা হবে চন্দ্রবংশী। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ। এই হল সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল। তোমরা হলে সেবধারী। তোমরা গুপ্ত বেশে ভারতকে যোগ বলের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করা। তোমাদের স্বর্গ নিশ্চয়ই চাই। পুরানো দুনিয়াকে শেষ হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা নিজের রাজধানী স্থাপন করছ। যাদব বংশের রাজত্ব সমাপ্ত হবে। পাণ্ডবরা রাজত্ব স্থাপন করছে -- নতুন দুনিয়ার জন্যে। পুরানো দুনিয়াকে আগুন লাগবো। এই কথাটি বুঝেছ -- আর কত দিন বাকি আছে? খুব কম। কত সময় বাকি আছে? এই কথাটি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারবনা। অতিথিকে প্রশ্ন করা হয়না, আপনি কতদিন থাকবেন? ভাববে আমি কি বোঝা হয়েছে। শিববাবা বলেন -- আমি এইখানে আছি। তাতে তোমরা খুশি হয়েছে তো? তাহলে জিজ্ঞাসা কেন কর যে কতদিন আগমন হবে? এই কথা জিজ্ঞাসা করা অর্থাৎ অপমান করা, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। এইরকম জিজ্ঞাসা করার অর্থ হল বাবা শীঘ্র ফিরে গেলেই ভালো, তাই এমন প্রশ্ন বাবাকে জিজ্ঞাসা করা যাবেনা। এমন বাবা তো হতে পারেনা। বাচ্চারাই বাবাকে জেনেছে। কৃষ্ণের জন্যে এমন বলা যাবেনা যে কৃষ্ণের মধ্যে পর আত্মা আছেন। কৃষ্ণের স্মৃতি আস্তে থাকবো। পরম আত্মার স্মৃতি আসবেনা। কৃষ্ণকেই সবাই দেখবো। শিবকে কেউ স্মরণ করবেনা। তাই বাচ্চারা তোমাদের বোঝান হয়েছে যে শিববাবাকে স্মরণ করো। দেহ অভিমানে থেকো না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কোনো কম নয়।

বাবা বলেন আমায় পরদেশে, পুরাতন দেহে আসতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ তো রাবণের দেশে আসতে পারবেনা। এখন তোমরা জানো যে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুনর্জন্ম নিয়ে এখন এই শরীরে বাস করে। এই অন্তিম শরীরে। এই আবার এক নম্বর পবিত্র শরীরে পরিণত হয়। এইসব কথা আর কারো বুদ্ধিতে আসবেনা। রাবণের চিত্র তৈরি করে কিন্তু বোঝেনা যে রাবণ কবে প্রবেশ করেছে? রাবণ দহন করতেই থাকে। মরে গেলে তো রাবণ দহন বন্ধ হবে, কিন্তু রাবণের মৃত্যু হয়না। প্রতি বছর দহন করা হয়। এইসব হল ভক্তি মার্গ। বাবা বলেন আমি তোমাদের সূর্য বংশী, চন্দ্রবংশী তে পরিণত করি। তাহলে তোমরা শূদ্র বংশী হও কিভাবে? এখন আবার তোমাদের সূর্য বংশী, চন্দ্রবংশীতে পরিণত করছি। এখন তোমরা জানো আমরা বিশ্বকে জয় করি তারপরে পরাজিত হই। যখন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্য ধর্ম ছিলনা। এখন পুনরায় সেই ধর্ম স্থাপন হবে।

তখন অন্য সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবো তোমরা লক্ষণ দেখতে পাবো সাইন্সের কত আবিষ্কার হচ্ছে। খুশীর উৎসব পালন হচ্ছে। এমন এরোপ্লেন তৈরি হবে যে ৩-৪ ঘন্টায় লন্ডন পৌঁছে দেবে। আজকাল এরোপ্লেনে হাতি, বানর ইত্যাদি সবাই যাত্রা করে। এই সুবিধা সুখের জন্যে সে সূত্রে দুঃখের জন্যেও আছে। সেখানে বিমানে যাত্রা করে। এখন তোমরা ভাগ্য উঁচু করতে এসেছ। তোমরা সেই দেবী দেবতায় পরিণত হচ্ছে। স্বর্গের নাম গায়ন আছে কিন্তু জানেনা স্বর্গ কবে ছিল? বলে স্বর্গে গেছে তার মানে নিশ্চয়ই নরকে ছিল। কিন্তু যদি সোজাসুজি বল যে তোমরা নরকবাসী তাহলে ক্রুদ্ধ হবে। এখন তোমাদের কাছে শক্তি আছে। তোমরা বলতে পারো তোমরা পতিত পাবনকে ডাকো অর্থাৎ পতিত হয়েছ নিশ্চয়ই। বাবা বলেন -- এখন বৃক্ষটি জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। মহাভারী যুদ্ধ জগতে বিখ্যাত। তোমরা জানো আমরা এসেছি রাজত্ব প্রাপ্ত করতে। আমরা হলাম স্থাপনায় নিমিত্ত। ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী, মহাত্মারা তোমাদের কথা মানবে, এইসব ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) গুপ্ত রূপে যোগবল দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করতে হবে, রুহানী সেবাধারী হতে হবে।

২) এ হল আমাদের সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ কুল, আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। এই নেশাতেই থাকতে হবে। কোনো কথায় সংশয়গ্রস্ত হবেনা।

বরদান :- পাওয়ারফুল ব্রেক দ্বারা সেকেন্ডে ব্যক্ত ভাব থেকে অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ অশরীরী হও।

ব্যাখ্যা: চারিপাশে শোরগোলের পরিবেশ হোক কিন্তু তোমরা এক সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগিয়ে ব্যক্ত ভাব থেকে বহুদূরে স্থিত হয়ে যাও, একবারে ব্রেক লাগলে তবুই বলা হবে অব্যক্ত ফরিস্তা বা অশরীরী। এখন এইরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন আছে কারণ আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বুদ্ধি যেন অন্যত্র না যায়, শুধু বাবা আর আমি, বুদ্ধিকে যেখানে স্থির করতে চাইবে সেখানে যেন স্থির হয়ে যায়। এরজন্যে সমাধিত করার এবং গুটিয়ে নেওয়ার শক্তির প্রয়োজন আছে, তবুই উড়ন্ত কলায় স্থিত হতে পারবে।

স্লোগান - খুশীর খোরাক খেতে থাকলে মন ও বুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে যাবে।

০৯-১২-১৭ : প্রাতঃমুরলী
ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবনা

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মনে খুশীর জোয়ার আসা উচিত কারণ বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে এখন আবার নিজের ঘর শান্তিধামে গিয়ে তারপরে সুখধামে ফিরে আসবে

প্রশ্ন :- এই সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ দিশায় নিরন্তর এগিয়ে যা লক্ষ্যে কি এমন সতর্কতা অবলম্বন করা অতি আবশ্যিক ?

উত্তর :- কেউ যদি কখনও কোনও ব্যর্থ বা শয়তানী কথা-বার্তা কিছু শোনায়, তার সাথে বন্ধুত্ব করবে না মোটেই। তার কথায় সায দিয়ে বাবার গ্লানি শোনার অর্থ - বাবার অবাধ্য বাচ্চা হওয়া। বরঞ্চ তার কু-স্বভাবের প্রতি করুণাশীল হয়ে, তার সেই স্বভাবকে পরিবর্তন করতে হবে। এইভাবেই বাবার আজ্ঞাকারী বাচ্চা হতে হবে। জ্ঞানের-অজ্ঞানে (কাজলে) নিজেকে সুসজ্জিত করতে হবে। যদিও এই দিশা খুব সূক্ষ্ম ও কঠিন, তাতে খুব সতর্ক থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।



গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে

- . *সেখানে নিয়ে চলো বাবা*
- . *যেখানে কেবল*
- . *সুখ-শান্তিই বিরাজ করো*

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি বাচ্চারা- তোমরা এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বুঝদার হয়েছো। তাই অনুভব করতে পারো, আগে এই তোমরাই কতটা বোকা ও অবুঝ ছিলো। অথচ পূর্বে এই সাধারণ কথাটাও তোমরা বুঝতে পারতে না যে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা কি ভীষণ পতিত দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। যেখানে এই ভারত ভূ-খন্ডেই একদা দেবী-দেবতাদের কত সুন্দর পবিত্র সেই সুখের রাজ্য ছিল, যেখানে তারা রাজত্ব করতো। যেখানে দুঃখের কোনও নাম-গন্ধও ছিল না তখন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই আবার এই নিশ্চয়তাও নেই যে, স্বর্গ-রাজ্য মানে - সর্বদা সেখানে সুখ বিরাজ করবেই। স্বর্গ-রাজ্যের প্রকৃত ধারণাটা কিন্তু কারওরই জানা নেই। সাধারণ মানুষেরা তো ভেবে থাকে, স্বর্গেও দুঃখ থাকলেও থাকতে পারে। যা একেবারেই অবুঝের মতন কথা। বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বুঝদার হয়েছো। যেহেতু বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের এসব বোঝাচ্ছেন, এবং এর সাথে বাবার শ্রীমৎ অনুসারেও চলছ তোমরা। কথার সূত্রে মানুষেরা তো বলেই থাকে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন পাপীদের দুনিয়া। অথচ স্বর্গ-রাজ্য কত পবিত্র দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতেও যদি দুঃখের ব্যাপার থাকে, তবে তো সব দুনিয়াই দুঃখের দুনিয়া বলেই অভিহিত হবে। আর গীতটাও মিথ্যা বলে ধার্য্য করবে। মুরলীর গীতে তো স্পষ্ট করেই বলা আছে- "বাবা, আমাদের এমন কোনও জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে সর্ব প্রকারের আরাম, সুখ, শান্তি, এসব আছে।" বাচ্চারা, তোমরা তো এও জানো যে, স্বর্গ-রাজ্যের আকাশে সোনার পাখীরাই উড়তে থাকে মনের আনন্দে। সেখানে রাজ্য-পাঠ চালায় দেব-দেবীরা। যারা কখনও কোনও প্রকারের ঝগড়া-ঝাঁটি করে না এবং একে অপরের দুঃখের কারণও হয় না। কিন্তু তবুও কি করে যে লোকেরা বলে, সুখ-দুঃখ তো একই সাথে পরস্পরায় চলে আসছে বহু যুগ ধরেই। এমন কি কৃষ্ণের নামেও কত কলঙ্ক দিয়ে, তার প্রতিও কত প্রকারের গঞ্জনা-লাঞ্ছনার অভিযোগ করে লোকেরা। তাই তো এইসব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে, যার যেমন দৃষ্টি (অলীক কল্পনার ধারণা) তেমনই তার সৃষ্টি (অভিব্যক্তির ভাব প্রকাশ)। তাদের ধারণা এমনই যে, সব কালেই, সব সৃষ্টিতেই পাপ অবশ্যই থাকে। যেহেতু বর্তমান সময়কালে তাদের দৃষ্টি যে পাপে ভরা। তাই তারা সমস্ত দুনিয়াকেই পাপী বলে। যার স্ব-পক্ষে যুক্তি খাঁড়া করে প্রচার করে, যুগ-যুগান্ত ধরে পরস্পরায় এই পাপও একই ভাবেই চলে আসছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন ধীরে ধীরে নিজেরাই তা বুঝতে পারছো। অবশ্য সেই বোধ তোমাদের নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুসারে।

তোমরা আত্মারা তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার থেকে নিয়মিত নির্দেশাবলী পেয়ে থাকো। যা আত্মাদের বাবা পরমাত্মা স্বয়ং বসে তোমাদের তা বোঝাতে থাকেন। বর্তমান সময়ে সব আত্মাই পতিত অবস্থায়। তাই এই অপবিত্র পতিত আত্মাদেরকেই পাপী-আত্মা বলা হয়। বাবা তাই আত্মাদের বলছেন- "ওহে আমার বাচ্চারা, তোমরা সবাই অবিনাশী আত্মা। তোমরাই মাম্মাকে মাম্মা-বলে ডাকতে থাকো। এই পতিত দুনিয়ায় কারওকেই পিতাশ্রী বলে সম্মোদন করা যায় না। যেহেতু শ্রী-র অর্থ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় তো এমন একজনও মানুষ নেই, যাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। সেই মহিমা কেবল একজনের (পরমাত্মার) প্রতিই করা যায়। যদিও এই সম্মোদনে বর্তমান সময়ে তোমরা কেবল এই একজনকেই তা বলতে পারো। যেহেতু তিনিই তোমাদেরকে (জগৎ সংসারে থেকেই) সন্ন্যাস করিয়েছেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ বানাবার উদ্দেশ্যে। তোমরা এখন এও বুঝতে পারছো যে, তোমরাই প্রকৃত ফরিস্তা হতে যাচ্ছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হবার লক্ষ্যে, সেই পথে চলতে চলতে, মায়া-রাবণ ঝট করে চড়-থাপ্পুর লাগিয়ে ভ্রষ্ট বানিয়ে দেয়া ভ্রষ্ট হলে তো আর তাকে শ্রেষ্ঠ বা শ্রী বলা চলে না। যেমন দেবতাদের ক্ষেত্রে : শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাধা, শ্রী কৃষ্ণ বলা হয়ে থাকে। ওনারা এমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই তো ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে তাদের মহিমার এত গুণ-গান করো। কিন্তু লোকেরা নিজেদেরকে কোনও মতেই শ্রেষ্ঠ বলতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন এও বুঝতে পেরেছো, এই ভূ-খণ্ডই একদা শ্রেষ্ঠ ভারত ছিল। তখন সবাই কত পবিত্র ছিল, সবার বসন-অলংকারাদিও কত মনোরম ছিল। সবকিছুই ছিল খুব শুদ্ধ, অতি পবিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছিল। আর এসব শ্রেষ্ঠ কর্ম করেন এই বাবা। তাই তো ওনার এত মহিমা। আত্মা-বাচ্চাদের নোংরা বসনকে পরিষ্কার করে সুন্দর কাঞ্চন-কায়া করে দেন। যেখানে বর্তমানে সবাই এখন পতিত অবস্থায় রয়েছে। জানার কথা হলো, বর্তমানের এই নোংরা দুনিয়াটাই যে রাবণের দুনিয়া। যদিও মানুষেরা প্রতি বছরই রাবণের কুশপুতলিকা জ্বালিয়ে থাকে - কিন্তু প্রকৃত অর্থে রাবণ তো আর জ্বলে না। তাই আবার রাবণ তার স্ব-মহিমায় সর্বদাই এই জগতেই উপস্থিত হয়। এই সাধারণ কথাটাও কিন্তু মানুষদের বোধে আসে না। একবার যখন তাকে জ্বালিয়েই দিল, তবে আবার প্রতি বছরই নতুন করে রাবণের কুশপুতলিকা বানাতেই বা হবে কেন? আর এতেই তো প্রমাণ-সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, রাবণ-রাজ্য আদৌ ধ্বংস হয়নি।

স্বর্গ-রাজ্যে যখন রাম-রাজ্যের রাজত্ব চলে, তখন সেখানে রাবণের কোনও কুশ-পুতলিকা তৈরী হয় না। এ কথা তো প্রচলিতই আছে যে, রাবণকে শেষ করা মানেই লঙ্কা-রাজ্যের ধ্বংস হওয়া। লোকেরা আবার লঙ্কা-রাজ্যকে (দেশকে) সোনার লঙ্কা বলে অভিহিত করে। কিন্তু বাস্তবে তো আর তা নয়। বর্তমানের পুরো দুনিয়াটাই তো লঙ্কা-রাজ্য। আর যে লঙ্কার কথা বলা হয়, তা একটা দ্বীপ-রাজ্য। আসলে বর্তমান দুনিয়ায় সর্বত্রই তো এখন রাবণেরই রাজত্ব চলছে। যা তোমরা বি.কে.-রা খুব ভালই তা জানো। কলেজে যদি কোনও অনাড়ী-বোকা ক্লাসে গিয়ে বসে, তবে সে আর কি বা বুঝতে পারবে ক্লাসের পঠন-পাঠনের? --কিছুই না। অথথাই সে তার সময়কে নষ্ট করবে মাত্র। আর তোমাদের এটা তো ঈশ্বরীয় কলেজ। এখানকার পঠন-পাঠনের ধরণ-ধারণ নতুন কেউ বুঝতেই পারবে না। তাই অন্যদের সাথে যাতে ছোঁয়া-ছুঁয়ে না লাগে, সে কারণে তাদেরকে ৭ দিন পৃথক করে বসানো হয়, যতদিন না সে ক্লাসের উপযুক্ত হচ্ছে। তবুও জ্ঞানী-ব্যক্তি অথবা ধর্মীয় ভাবধারার লোকেরা হলে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো - পরমপিতা পরমাত্মা সম্পর্কে, তিনি তোমার কে হন? পরমাত্মা হলেন আত্মাদের পিতা এবং প্রজাপিতাও কিন্তু পিতা। এটা খুবই সুন্দর পয়েন্ট। অবশ্য এতে বাচ্চাদের তেমন আল্লাদিত হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের কত নতুন নতুন পয়েন্ট শুনিতে থাকি, যাতে তোমাদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও জাগে। ফলে তোমরাও অন্যদেরকে আরও যুক্তি সহকারে এসব বোঝাতে পারবে। তোমরা এখানকার ফর্ম ভরিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইতে পারো, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের কি সম্বন্ধ? হয়ত তারা বলবে, পরমপিতা যখন - তখন তো তিনি পিতাই হবেন। হয়ত আবার সেই সময়ে সে তার সেই জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে বলবে, --উনি সর্বত্রই। কিন্তু তোমরা যখন তাদেরকে প্রশ্ন করবে, অবশ্যই তখন বলবে, উনি তো তোমাদের বাবা, তোমরা সবাই ওনার সন্তান। তারা একথার সঠিক অর্থ বুঝতে পেরে স্বীকার করলে, তাদেরকে দিয়ে তা লিখিয়েও নেবো। তারাও তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর তখন শিব হবে তাদের দাদা অর্থাৎ দাদু। আর ইনি (ব্রহ্মা) হবেন বাবা। যেহেতু একমাত্র এই শিববাবাই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন, অতএব ওনার থেকেই সেই আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই পেতে হবে। বোঝাবার জন্য সহজ থেকেও সহজ কথা ভেবে বের করতে হবে। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকেও বোঝাতে হবে। এই বোঝানোটা তোমাদের কাছে এক ধরনের নেশার মতন। তবেই তো তোমরা বাপদাদার আশীর্বাদী-বর্সা পাবে। মাতার থেকে এই বর্সা পাওয়া যায় না। যেহেতু একমাত্র বাবা-ই যে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। তিনিই সব কিছুর মালিক।

লৌকিকে যেমন দাদু-ঠাকুরদার সম্পত্তির অধিকার পায় নাতি/নাতিনীরা, সেই প্রকারে শিব যখন দাদু হচ্ছেন, তাই ব্রহ্মাবাবার বাচ্চারা, অর্থাৎ বি.কে.রাও ওনার সম্পত্তি অর্থাৎ আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হয়। তাই তো নিরাকার শিববাবা বলছেন, একমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতো এমন কিন্তু মোটেই বলেন না যে, কোনও দেহধারীকে স্মরণ করতো বাবা স্বয়ং তোমাদের সন্মুখে বসেই তা জানাচ্ছেন। কল্প পূর্বেও ঠিক এভাবেই বুঝিয়েছিলেন তোমাদেরকে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের যে দেহ-অভিমান চলে আসে খুব। আবার দেহধারীদের সাথেই তোমাদের যত প্রম-ভাবা বাবা তাই আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন - "ওহে অশরীরি আত্মা-বাচ্চারা, তোমরা তো অশরীরির ভাবেই এসেছিলে এখানে, ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পাট করার জন্য, যা এখন সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই এখন তোমাদের জানাচ্ছি - এখন ঘরে ফেরার পালা। অতএব লাগাতর আমাকে স্মরণ করো, যাতে তোমাদের বিকর্মগুলি বিনাশ হয়ে ভগ্ন হয়ে যায়। কোনও দেহধারীকে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হয় না। যদিও তোমরা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, বাবা আমরা কেবল আপনাকেই স্মরণ করবো। এই পুরোনো দুনিয়াতে এখন আর থাকার দরকার নেই তোমাদের। যেখানে কোনও শান্তিই নেই। তাই তো তোমরাও তা বলে থাকো, তোমাদের এমন কোথাও নিয়ে যেতে, যেখানে সুখ ও শান্তি আছে। তোমরা বি.কে.-রা এও জানো যে, তোমাদের এই বাবা প্রথমে তোমাদেরকে নিয়ে যান শান্তিধামে। যেখানে সুখের কথা ভাবতেই হয় না। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। তারপর সেখান থেকে পৌঁছে দেন সুখধামে। যেখানে আবার কেউ শান্তির কথা ভাবেই না। কারণ, দুঃখ এলেই তো তখন অশান্তির কথা আসতে পারে। আর সুখ থাকলে তা তো কেবল শান্তি আর শান্তি। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের সেই সুখধামকে শান্তিধাম বলা হয় না। শান্তিধাম তো আলাদা ধাম। সেই শান্তিধাম আত্মাদের প্রিয় মিষ্টি ধাম। একমাত্র বাবা এসবের আদি-মধ্য-অন্ত সবকিছুই জানেন। তাই *বাচ্চারা - এখন তোমাদের একমাত্র কাজ হলো নিজেরা যেমন মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়বে, অন্যদেরকেও তা পড়াতে হবে, তার সাথে সাথে নিজের শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করে যেতে হবে।*

*তোমরা বি.কে.-রা জানো যে, এই মৃত্যুলোক থেকে তোমরা অমরলোকে পৌঁছবে ভায়া শান্তিধাম ঘুরে। যতক্ষণ না অমরলোকে পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে। যতক্ষণ না নিজের এই জ্ঞান পাঠের রেজাল্ট ফলাফল বের হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের মৃত্যু হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পড়া তো পড়তেই হবে। এই সহজ কথাটা তো মনের বুদ্ধিতে স্মরণে রাখতে পারো যে, এখন তোমাদের নিজের ঘরে ফিরে যাবার পালা। এই দুনিয়া এবং দুনিয়ার যা কিছু, সবকিছুকেই ত্যাগ করতে হবে যা আর এটাই তোমাদের কাছে খুশীর সংবাদ। বেহদের এই অবিনাশী নাটকের রহস্যগুলিকেও তোমরা জানতে পেরেছো। এই হদের দুনিয়ার নাটক এখন সম্পূর্ণ হবার মুখে, অতএব তোমাদের এই দেহরূপী পোশাককে ত্যাগ (পাল্টে) করে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে তাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, ঠিক সেভাবেই এই দুনিয়ার সবকিছুকেই ত্যাগ করে যেতে হবে তোমাদেরকে। যেহেতু বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে ৮৪- জন্ম-চক্রের পাট পুরো হয়ে শেষ হবার সময় এটা। তাই তো তোমরা স্মরণ করো সেই পতিত-পাবনকে। তাকেই ডাকতে থাকো, বাবা এসো এবার। অর্থাৎ স্মরণ একমাত্র শিববাবাকেই করতে হবে।

তোমরা একদিকে বলো পতিত-পাবন আবার অন্যদিকে সেই তোমরাই বলো যে তিনি সর্বব্যাপী। এমন কথার তো কোনও অর্থই দাঁড়ায় না। বাবা এসব বি.কে. বাচ্চাদেরকে কত সহজ-সরল রীতিতে সবকিছুই বোঝান। উনি বলেন, তোমরা মনোযোগ সহকারে শান্তিধামকে স্মরণ করতে থাকো। এই দুনিয়াকে একদমই ভুলে থাকো - যেহেতু এই দুনিয়া এখন কেবলই দুঃখধামে পর্যবেশিত হয়েছে। অতএব অতি শীঘ্রই এর বিনাশ অবসম্ভাবী। বর্তমান দুনিয়ায় এখন যা চলছে, সেটাই কিন্তু প্রকৃত মহাভারতের যুদ্ধ। সেই হিসেবে ইউরোপ-বাসীরা যাদবকুল আর কৌরব-পাণ্ডবরা ভাই-ভাই। আমাদের উভয়েরই একই কূলে একই ভূখণ্ডে যে জন্ম। ভাই-ভাইএর সাথে এভাবে যুদ্ধ তো আর হতে পারে না। এখানে কিন্তু সেই স্থূল যুদ্ধের ব্যাপার নেই। কিন্তু মানুষের ধান্দাই থাকে একের সাথে অপরের লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়া। এটাই তাদের এক ধরনের রীতি-রেওয়াজ। ফলে এখন সবাই একে অপরের শত্রুতে পরিণত। এমন কি এই সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানও এখন নিজের পিতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মৃত্যুলোকের রীতি-নীতিই যার যার নিজের মত করে বানিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু শিববাবার প্লান দেখো - কি আশ্চর্যের ! সবারই সব প্লান-প্রোগ্রাম ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে এই দুঃখের মৃত্যুধামেই সুখধামের স্থাপনা করান। আর সেই নিমিত্তেই তো সকলকে শান্তিধামে পাঠান।

বাচ্চারা - তোমরা এখন জানতে পেরেছ, কার সামনে বসে আছো তোমরা। তোমাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই রয়েছে যে, উনিই পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর। তিনিই তোমাদেরকে এই জ্ঞানের বাণী শোনাচ্ছেন - ব্রহ্মাবাবার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা আর কোনও সংসঙ্গে এমনটা হয় না। শিববাবা স্বয়ং সামনে বসে বাচ্চাদেরকে এই সবার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। আর এ কথা তো তোমরা বিলক্ষণ জানো যে, পরমাত্মা বাবা তার আত্মা বাচ্চাদের (তোমাদের) সাথেই কথা বলে থাকে। তোমরা তোমাদের কান (ইন্দ্রিয়) দিয়ে তা শোনো। আর শিববাবা এই দাদুর (ব্রহ্মার) মুখ (ইন্দ্রিয়) দ্বারাই তা বলেন। যেভাবে এই জ্ঞান-রত্ন বাবার মুখ থেকে বেরোয়, ঠিক তেমন ভাবেই তোমাদের মুখ থেকে তা বেরোনো উচিত। তোমাদের মুখ থেকেও সর্বদাই এই জ্ঞান-রত্নই বেরোনো উচিত। বেকার ও ফালতু শয়তানী কথাবার্তা শোনা উচিত নয়। যদিও কেউ কেউ খুব আনন্দের সাথেই বসে অনেক সময় ধরে তা শুনতেও থাকে। বাবা সব বাচ্চাদের উদ্দেশ্যেই জানাচ্ছেন, এমন যদি কেউ থাকে তো, তোমরা তার নাম জানাও বাবাকে, বাবা তাকে তখন তা বুঝিয়ে বলবেন। তা না হলে তারাও একদিন সেরকমেরই হয়ে যাবে। যদিও এমনটা হয় অনেক। যদিও অন্যেরা বাবাকে জানায় না যে, অমুকে সেখানে বসে সেইসব বেকার ও ফালতু কথা শুনছে। কিন্তু উপযুক্ত সময়কালে তাকে যদি নিষেধ করা যায়, তবে তার সেই বদ-অভ্যাস দূর হয়ে যায়। বাবা যদি সভার মাঝেই তাদেরকে তা বলেন, তাতেও আবার কেউ কেউ তাদেরই মিত্র হয়ে যাবে। মায়া এমনই যে, খুব ভাল স্বভাবের বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরকেও নির্বোধ বানিয়ে ছাড়ে। যেহেতু তারা বাবার আজ্ঞাকারী হয় না। অথচ এই রাস্তা যে অতি সংকীর্ণ। তাই প্রতি পদেই চলতে হয় খুবই সতর্কতার সাথে।

তোমাদের খুবই দয়াবান ও ক্ষমাশীল হয়ে অন্যের খারাপ স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আগ্রহভরে তার সব কথায় মোটেই সায় দেবে না এবং শুনবেও না। যে বাবা তোমাদের সুখধামের মালিক বানায়, সেই বাবার গ্লানি কখনই শুনবে না তুমি। তোমার তো কেবল শিববাবার আশীর্বাদী-বর্ষা নিতে হবে, অন্য সব বিষয়ে তবে কেনই বা বেকার মাথা ঘামাবে। কেউ তা মানুক বা না মানুক, তুমি কেবল জ্ঞান-অজ্ঞানে জ্ঞানী হবার লক্ষ্যেই থাকবে। তোমাদের মধ্যেই কেউ হয়ত জ্ঞান-অজ্ঞানে জ্ঞানী হচ্ছে, আবার কেউ হয়ত কেবল ধুলা-ই ঘাটছে। ধুলাতে তো আর জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র উন্মোচিত হবে না। বাবা তো কত সহজ করেই তা বোঝায়। তাতে সে যেমনই রুগী হোক, অন্ধ হোক, ল্যাংড়া হোক না কেন, অনায়াসেই তা বুঝতে পারবে। *সমস্ত কিছুর মূলে তো কেবল এই দুই-অক্ষর - 'অঙ্ক' আর 'বে' (পরমাত্মা আর আত্মা)।* বাবা বুঝিয়ে বলছেন - বাচ্চারা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবার সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। সবার সাথেই মিষ্ট ব্যাবহার করে তাদের প্রিয় হবে। তবেই তো সবাইকে বাবার পরিচয় জানাতে পারবে। তোমার কাজই হলো বাবার পরিচয় জানানো। কেউ তোমার শত্রু হলেও তার সাথেও বন্ধুত্ব রেখে খুবই মিষ্ট ব্যাবহার করতে হবে। বাবা এবার জানাচ্ছেন- তোমরা যখন আসুরী মতে ছিলে, তখন ওনাকে কতই না গালমন্দ করেছো, কত অপকার করেছো ওনার, তবুও উনি তোমাদের কত উপকার করেন। অবশ্য *ঈশ্বরের এই অপমান, এটাও এই অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের চিত্রপট অনুসারেই হয়। তাই তো বলা হয়, "যদা যদা হী ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতা অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম। পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতামা ধর্মসংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগো।"* তাই বাবা এখন এসেছেন এই ভারতেই, এবং এই *'মুরলী-গীতা'* বোঝাচ্ছেনও তার সন্তানদের। অতএব বাচ্চারা, প্রত্যেকটি কথাই খুব মনোযোগ সহকারে বুঝতে হবে তোমাদের। আর যদি কারও ভাগ্যে তা না থাকে, তবে সে আসুরী কার্য-কলাপই করতে থাকবে। এখান থেকে বাইরে গেলেই এসব কথা বিলকুল সবকিছুই ভুলে যাবে তারা। ঈশ্বরের গ্লানি করতে করতে আজ এই করুণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তারা। অতএব, এখন এই নিন্দা-চর্চা করা ছাড়ে। *এখন তোমার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে ব্রহ্মাকুমার/ব্রহ্মাকুমারী হিসাবে। তাই লোকেরাও ভাববে, তোমরা এখন শিববাবার নাতি-নাতনি। অতএব স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্ষা তোমরা পাবেই পাবে।* এই ভারত ভূখণ্ডই পূর্বে সেই বর্ষায় শ্রেষ্ঠতম ছিল, যা এখন আর নেই, কিন্তু আবারও তা পূর্বের মতনই হতে চলেছে।

সত্যযুগে কেবল সূর্যবংশীরাই থাকে। এখন তোমরা যদি লাগাতর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তবে তোমাদের বিকর্মগুলি বিনাশ হতে থাকবে এবং সেখানেও পৌঁছতে পারবে। কত সুন্দর রীতিতে এসব বোঝানো হয়ে থাকে। অতএব বাচ্চারা, তোমাদেরও সেই অনুসারে সেবার কার্য করা উচিত। কিন্তু সর্বপ্রথমে যার যার নিজের মনোবৃত্তিকে ভাল করতে হবে। কেবলমাত্র জ্ঞানে পণ্ডিত হলেই চলবে না। পাকাপোক্ত যোগী, রাজস্বয়ী হতে পারলেই তো অন্যদেরও জ্ঞানের তীর লাগাতে পারবে। কিন্তু *নিজের মধ্যেই যদি কোনও কিছুর ঘাটতি থাকে, তবে আর অন্যদের তা বলবে কিভাবে। নিজেরই তখন লজ্জা আসবে। নিজের পাপ নিজেকেই বিদ্ধ করতে থাকবে।* বাবা তো প্রতিটা বিষয়েই কত

ভাল করে বুঝিয়ে দেনা পূর্ব কল্পেও ঠিক এমন ভাবেই বুঝিয়েছিলেন উনি কেউ তেমন ভাবে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ুক বা নাই বা পড়লো, দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। তবুও বাবা তোমাদেরকে আরও বুঝাদার হতে বলছেন। জ্ঞান লাভের সাথে তোমাদের বুদ্ধিরও লাভ যাতে হয়, একত্রিত এই দুই লাভ একত্রেই করতে হবে, এটা যেন খেয়ালে থাকে। প্রকৃত লাভ তো কেবলমাত্র এই বাবার থেকেই হয় তোমাদের। অতএব, কেবলমাত্র বাবা আর স্বর্গ-রাজ্যকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকো, তা যেন মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না। স্মরণ করতে করতে তোমার শেষ স্মরণ ও লক্ষ্যই তোমার আত্মার প্রকৃত ভাগ্য নির্ধারিত হবে। প্রত্যুষে উঠেই সর্বাগ্রে বাবাকে স্মরণ করতে বসো। তাতে যদি আলস্য আসে, তবে তো নিজের ভাগ্যকেই আর সেভাবে তৈরী করতে পারবে না। তাই এমন ভাবে তার অভ্যাস করতে হবে, অন্তিম ক্ষণে যেন নিজের বা অপরের দেহকে মনে না আসে। কেবলমাত্র এই স্থিতিতেই থাকতে হবে - "আমি আত্মা"! *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাতা ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তাদের জানাচ্ছেন - নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের মনোবৃত্তিকে শুদ্ধ রেখে শত্রুদেরও বন্ধু বানাতে হবে। অপকারীর প্রতিও উপকার করে বাবার প্রকৃত পরিচয় বোঝাতে হবে।

২) বাবার মুখ থেকে যেমন সবাই জ্ঞান-রত্ন পেয়ে থাকে, ঠিক তেমনই জ্ঞান-রত্ন যেন তোমাদেরও মুখ থেকে বেরোয়। কোনও প্রকারের ব্যর্থ কথা-বার্তা যেমন শুনবে না, তেমনি অপরকেও তা শোনাবে না।

বরদান :- নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করী স্ব-পরিবর্তক হয়ে বিশ্ব-পরিবর্তক হও

বিস্তার:- যে কোনও সংকল্প বা সংস্কার সেকেন্ডের মধ্যেই নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন করা যায় - এর জন্য সারাদিন ট্রাফিক ব্রেক-এর অভ্যাস দরকার। কারণ, ব্যর্থ বা নেগেটিভ সংকল্পগুলি খুব দ্রুত গতিতে চলে। সেই দ্রুত গতির সময় পাওয়ারফুল ব্রেক লাগিয়ে তাকে পরিবর্তন করার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। তবেই নিজের ব্যর্থগুলি পরিবর্তিত হয়ে স্ব-পরিবর্তক এবং বিশ্ব-পরিবর্তক হতে পারবে আর নিজের ফরিস্তা স্বরূপ দ্বারা অন্য অনেক আত্মাদেরকেও সুখ-শান্তির বরদান দিতে পারবে।

স্লোগান :- যে ড্রামার এই বিশেষ জ্ঞানকে স্মৃতিতে রেখে, নাথিং নিউ-র বিধি অনুসারে চলতে পারে, সে-ই বিজয়ী হতে পারো

. !! ওম্ শান্তি !!

১০-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" মধুবন রিভাইসঃ ০৫-০৪-৮৩ মধুবন

সর্ব বরদান তোমার জন্মসিদ্ধ অধিকার

বাপদাদা বাবা আর বাচ্চাদের মেলা দেখে পুলকিত হচ্ছেন। দ্বাপর থেকে যেসব মেলা বিশেষরূপে হয়, সেইসব কোনো না কোনো নদীর তীরে বা দেব মূর্তিকে উপলক্ষ্য করে পালিত হয়। একমাত্র শিবরাত্রি বাবার স্মরণে উদযাপিত হয়। যতই হোক, তারা তাঁর পরিচয় জানেনা। দ্বাপর যুগের মিলন মেলা ভক্ত এবং দেবী-দেবতাদের, কিন্তু এই মেলা মহানদী এবং সাগরতীরে বাবা আর বাচ্চাদের! এইরকম মেলা সারা কল্লের আর কোনো সময়ে হয়না। মধুবনে তোমরা ডবল মেলা দেখতে পাও। এক তো হলো বাবা আর দাদার, সাগর আর মাহনদী; আরেক হলো বাপদাদা আর বাচ্চাদের মিলন মেলা। এই মেলার উৎসব তো তোমরা আগেই পালন করেছ, তাই না! এই মেলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। একভাবে তোমরা সেবা করে চলেছ যাতে বৃদ্ধি হতে পারে। অতএব, বৃদ্ধিও হতে হবে আর মিলনোৎসবও পালিত হতে হবে।

বাবা আর দাদা নিজেদের মধ্যে মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করছিলেন। ব্রহ্মা বললেন, ব্রাহ্মণদের সংখ্যা যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। যেমনই হোক, সাকার দুনিয়ায় সাকার রূপে মিলনোৎসব পালনের বিধি পরিবর্তন তো হতে হবে, তাই না? লোনে নেওয়া বস্তু আর একান্ত নিজের বস্তু, এই দুইয়ের মধ্যে তো ফারাক থাকেই। নিজের বস্তুকে যেমন ইচ্ছে কাজে লাগানো যায়, সেখানে অন্তিম জন্মের এই সাকার শরীর লোনে নেওয়া হয়েছে! লোনে নেওয়া পুরানো বস্তুকে ব্যবহার করার বিধিও তো খেয়াল রাখতে হবে, তাই না! শিববাবা মৃদু হেসে বলেন, বৃদ্ধি অনুসারে তিন সম্বন্ধে তিন রীতির বিধি পরিবর্তন হয়েই যাবে। সেটা কি হবে?

বাবার রূপে (ওনার দিক থেকে) তোমাদের বিশেষ অধিকার হলো মিলনের বিশেষ টোলি আর শিক্ষকের রূপে মুরলী, সদগুরু রূপে দৃষ্টির দ্বারা তোমায় উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ অব্যক্ত মিলনের রূহানী স্নেহের দৃষ্টি। এই বিধিতে যে বাচ্চারা এখনো পর্যন্ত আসতে বাকি তাদের জন্য সাদর অভ্যর্থনা আর মিলন মেলা চলতে থাকবে। সবার সঙ্কল্প, বরদান লাভ করার। বাপদাদা বলেন, তোমরা যখন বরদাতারই বাচ্চা তখন সব বরদানই তো তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার! শুধু তো এখন নয়, জন্মাতাই বরদাতা বরদান দিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্যবিধাতা ভাগ্যের অবিনাশী রেখা তোমাদের জন্মপত্রিকায় স্থির করে দিয়েছেন। লৌকিক জীবনেও তারা নাম সংস্কারের পূর্বে জন্মপত্রিকা বানিয়ে দেয়। ভাগ্যবিধাতা বরদাতা বাবা এবং ব্রহ্মা মা ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী নাম সংস্কারের আগে তোমাদের জন্ম মুহূর্তে সমস্ত বরদান এবং অবিনাশী ভাগ্যের রেখা টেনে তাঁরা তোমাদের জন্মপত্রিকা বানিয়েছিলেন। তোমরা তো সদাই বরদান প্রাপ্ত। স্মৃতি-স্বরূপ বাচ্চারা সদাসর্বদা সর্ব বরদান প্রাপ্ত। তোমরা স্মৃতিস্বরূপ বাচ্চা। কোনকিছুর অপ্রাপ্তি আছে যা এখনো তোমাদের প্রাপ্ত করতে হবে? বাবা এবং দাদা এইরকমই মনখোলা অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনা করছিলেন। এই হল কেন বানানো হয়েছে? যাতে তিন-চার হাজার ব্রাহ্মণ আসতে পারে। তাই এই মেলার খুব বৃদ্ধি হতে থাকবে! বাবা যখন মুরলি পড়েন তিনি তোমাদের সাথে কথা বলেননা? হ্যাঁ, বাবার নজর তোমাদের ওপরেই পড়বে, এই সব বিষয় তো পূর্ণ হয়েই যাবে।

এখন আবু পর্যন্ত লাইন লাগাতে হবে। এতটাই তো বৃদ্ধি হতে হবে, তাই না! নাকি তোমরা ভাবো আমরা অল্পই ভালো! সেবাধারী সদা তাদের নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে অন্যদের সেবায় আনন্দিত হয়। মাতারা তো সেবার অনুভবী, তাই না! তোমরা নিজেদের নিদ্রা ত্যাগ করেও বাচ্চাকে ক্রোড়ের দোলায় দোলাও। তোমাদের দ্বারা বৃদ্ধিতে যা প্রাপ্ত হবে তার ভাগ তো তাদেরও পেতে দেবে, তাই না! আচ্ছা! এইবার বাপদাদা ভারতের বাচ্চাদের অনুযোগ মিটিয়ে দিয়েছেন। লোন নেওয়া শরীর যতটা নিমিত্ত হতে পারে, বাবা ততোটাই সবার অনুযোগের উত্তর দিচ্ছেন। আচ্ছা!

যারা রুহানী স্নেহের এবং রুহানী মিলনের অনুভব করে, যারা জন্ম থেকে সব বরদানে সম্পন্ন, অবিনাশী, শ্রেষ্ঠ, ভাগ্যবান আত্মারা,
যারা এইরকম সদা মহাত্যাগী, ত্যাগ দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন করে এমন পদ্মাপদম ভাগ্যবান বাচ্চাদের, চতুর্দিকে স্নেহের জন্য তৃষ্ণার্ত বাচ্চাদের
বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার।

১০-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৭-০৪-৮৩ মধুবন

মাতাদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য

বিশেষ নিমিত্ত হওয়া ডবল সেবাধারী, স্নেহী মাতাদের বাপদাদা বিশেষ কিছু বাণী শোনাচ্ছেন। সুতরাং, সদা বাবার শিক্ষার উপহার তোমাদের
সাথে রেখো।

সদা লৌকিকে থেকেও অলৌকিক হওয়ার সৃতি, সদা সেবাধারী হওয়ার সৃতি। সদা ট্রাস্টি হওয়ার সৃতি। সকলের প্রতি আত্মিক
ভালোবাসায় কল্যাণের শুভ ভাবনা, তাদের শ্রেষ্ঠ বানায়। অন্য আত্মাদের যেমন সেবার ভাবনায় দেখ, বলো, একইভাবে তোমার লৌকিক
পরিবারের নিমিত্ত আত্মাদের সাথেও সদা সামঞ্জস্য রেখে চলো। আমার সন্তান, আমার স্বামী, এদের কল্যাণ হোক - সকলের কল্যাণ হোক -
হদের এই বুদ্ধিবৃত্তিতে এসোনা। যদি আমিষ ভাব থাকে তবে তাদেরকে আত্মিক দৃষ্টি, কল্যাণের দৃষ্টি দিতে পারবেনা। তোমাদের মেজরিটি
বাপদাদার কাছে যে আশা রাখে তা' হলো, বাচ্চার পরিবর্তন হোক, স্বামী সহায়তা করুক, পরিবারের লোকজন সাথী হোক। কিন্তু সেই
আত্মাদের শুধু আপন ভেবে এই আশা কেন রাখে? হদের এই প্রাচীরের কারণে তোমার শুভ ভাবনা বা কল্যাণের শুভ ইচ্ছা সেই আত্মাদের
কাছে পৌঁছায় না, এইজন্য সম্বন্ধ যদিও ভালো হয় কিন্তু বিধি যদি যথার্থ না হয় তবে রেজাল্ট কিভাবে বেরোবে, এই কারণে এই কমপ্লেন্ট
চলতেই থাকে। সুতরাং সদা বেহদের আত্মিক দৃষ্টি এবং ভাই ভাই সম্বন্ধের মনোভাব দ্বারা যে কোনও আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা রাখার ফল
অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পুরুষার্থে ক্লান্ত হয়েনা। এইরকম চিন্তা করে কখনো নিরুৎসাহ হয়েনা যে তুমি অনেক মেহনত করেছ কিন্তু এই
ব্যক্তির তো পরিবর্তন হচ্ছেই না! নিশ্চয়বুদ্ধি হও, আমিষ ভাবের সম্বন্ধ থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে এগিয়ে চলো। কোনো কোনো
আত্মাদের ঈশ্বরীয় সম্পদের অধিকার নেওয়ার জন্য ভক্তির হিসাব চুকাতে খানিক সময় লেগে যায় এইজন্য ধৈর্য ধরো, সাক্ষীদ্রষ্টার স্থিতিতে
স্থিত হও, নিরাশ হয়েনা। আত্মাদের শান্তি আর শক্তির সহযোগ দিতে থাকো। এইরকম স্থিতিতে স্থিত থেকে লৌকিকে অলৌকিক ভাবনা
রাখে, এমন ডবল সেবাধারী ট্রাস্টি বাচ্চাদের মহত্ব অনেক বড়। নিজের মহত্ব জানো। তাহলে দুটো বাণী কি তোমরা শুনবে?

এক নষ্টমোহ এবং বেহদ সম্বন্ধের সৃতিস্বরূপ আর দ্বিতীয় হলো আমি বাবার এবং তিনি সদা আমার সাথী। বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের কর্তব্য
পালন করতে হবে। এটা তো তোমাদের স্মরণ থাকবে, তাই না! ব্যস! শুধু এই কথা দুটোই বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। তোমরা সব
শক্তির এবং পাণ্ডবরা এটাই ভেবো যে বাপদাদা এই কথা পার্সোনালি তোমাদের প্রত্যেককে বলছেন। তোমরা সবাই ভাবো, বাপদাদা
পার্সোনালি আমার জন্য কি বলেছিলেন! সভাতে থাকতেই বাপদাদা সব প্রবৃত্তি মার্গের সবাইকে বিশেষভাবে পার্সোনালি বলছেন।
পাবলিকের(সর্বসাধারণ) মধ্যেও প্রাইভেট কথা বলছেন। বুঝেছ তোমরা? সব বাচ্চাদের পারস্পরিক ভালোবাসার থেকেও তিনি অধিক স্নেহ
দেন। সেই কারণেই তো তোমরা আসো, তাই না! সুতরাং তোমরা স্নেহ পেয়েছ, উপহারও পেয়েছ। এতেই তোমরা রিফ্রেশ হও, তাই
তো? ভালোবাসার সাগর সব স্নেহী আত্মাকে স্নেহের খনি দিচ্ছেন যা কখনো শেষই হবেনা। কিছু কি বাকি থেকে গেছে! মিলন, কখন
এবং গ্রহণ - এই সবই তোমরা চাও, তাই না! আচ্ছা!

হদের সব সম্পর্ক থেকে পৃথক অথচ প্রিয়, সদা প্রভুপ্রেমের সুযোগ্য, নষ্টমোহা, বিশ্ব কল্যাণের সৃতিস্বরূপ, নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী, যেকোনো
পরিস্থিতির উর্ধ্বে, এবং অচল থাকে এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

আলাদা আলাদা গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ

১) নিজে সঁদা বাবার সাথী অনুভব করো ? সর্বশক্তিমান বাবা যার সাথী তার সঁদা সর্বপ্রাপ্তি হয় । তার সামনে কোনো প্রকার মায়া আসতে পারেনা । সে মায়াকে বিদায় দিয়ে দেয় । মায়াকে কখনো আতিথেয়তা করনি তো ? যে মায়াকে বিদায় জানায়, বাপদাদা দ্বারা প্রতি পদে তার অভিনন্দনের প্রাপ্তি হয় । এখনও বিদায় না দিলে সংকটকালে বারংবার চিৎকার করতে হবে -কি করবো, কিভাবে করবো ! এইজন্য যারা বিদায় জানায় তারা সঁদাই বাপদাদার অভিনন্দন লাভ করে । তোমরা এমনই সৌভাগ্যবান আছা । প্রতি পদে বাবা তোমাদের সাথে তো অভিনন্দনও তোমাদেরই জন্যে । সঁদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, স্বয়ং ভগবান আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । যা তোমরা ভাবনি তাই তোমরা পেয়ে গেছ ! বাবাকে পেয়ে সবকিছু পাওয়া হয়ে গেছে । তোমরা সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হয়েছ । নিরন্তর এই ভাগ্য স্মরণ করো ।

২) তোমরা সবাই এক বাবার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকো তো ? যেমন সাগরে তোমরা অবগাহন করো তেমনই বাবার স্নেহে সঁদা নিমগ্ন । যারা স্নেহে সঁদা নিমগ্ন হয়ে থাকে, দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তারা অবগত থাকেনা । স্নেহে নিবিষ্ট হওয়ার কারণে সব বিষয়ের উর্ধ্বে হয়ে যায় । মেহনত করতে হয়না । ভক্তদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, তারা তাদের ভক্তিতে আত্মহারা হয়ে থাকে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা সঁদা প্রেমে ডুবে থাকো । দুনিয়ার কোনো কিছুই স্মৃতি থাকেনা । আমার ঘর, আমার বাচ্চা, আমার জিনিস, এই আমার আমার বোধ শেষ হয়ে যায় । ব্যস্ ! শুধু যখন 'এক বাবা আমার', এই বোধ জাগ্রত হয় তখনই সব 'আমার' সমাপ্ত হয়ে যায় । তাছাড়া, কোনকিছু 'আমার' এই বোধ তোমাকে মলিন করে তোলে, 'এক বাবা আমার' - এই ভাববোধে মলিনতা সমাপ্ত হয়ে যায় ।

৩) সব বাচ্চাই বাবার অতি প্রিয় । তোমরা গরীব হও বা বিত্তবান, লেখাপড়া জানা হও বা লেখাপড়া না -জানা, সব শ্রেষ্ঠ থেকেও তোমরা শ্রেষ্ঠ । তোমরা সবাই পরস্পরের অধিক প্রিয় । বাবার কাছে সবাই বিশেষ আত্মা । কি বিশেষত্ব আছে তোমাদের সবার মধ্যে ? বাবাকে জানার বিশেষত্ব আছে তোমাদের, যা বড় বড় ঋষি মুনি জানতে পারেনা তা' তোমরা জেনেছ, পেয়েছ । বেচারী লোকেরা তো নেতি নেতি করে চলে গেছে ! তোমরা এখন সবকিছু জেনে গেছ । তাইতো বাপদাদা এইরকম বিশেষ আত্মাদের রোজ স্মরণের স্নেহ দেন । তিনি রোজ তোমাদের সাথে মিলিত হন । অমৃতবেলার সময়, বিশেষভাবে বাচ্চাদের জন্য । ভক্তদের লাইন শেষে, প্রথমে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের লাইন । যারা বিশেষ আত্মা তাদের সাথে মিলনের সময়ও তো বিশেষ হবে, তাই না ! সুতরাং, সঁদাসর্বদা নিজেদের এইরকম বিশেষ আত্মা বলে নিশ্চয় করো আর খুশিতে উড়তে থাকো ।

৪) ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তাদের অসুস্থতার চিকিৎসা নিজেরাই করতে পারে । খুশির পৌষ্টিকতা হল এমন ওষুধ যা সেকেন্ডে কাজ করে । যেমন তারা পাওয়ারফুল ইঞ্জেকশন দেয় আর তৎক্ষণাৎ চেঞ্জ আসে অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় । এইরকম ব্রাহ্মণ নিজেই নিজেকে খুশির বড়ি দিয়ে দেয় বা খুশির ইঞ্জেকশন লাগায় । এই স্টক তো তোমাদের সবার কাছে আছে, তাই না ! নলেজের আধারে শরীরকে নির্দিষ্ট কর্ম করাতে হবে ! নলেজের লাইট এবং মাইট খুব সাহায্য করে । যে কোনো প্রকারের অসুখের আগমন মানে হল বুদ্ধির রেস্ট নেওয়ার সাধনের উপস্থিতি । সূক্ষ্মবতনে অব্যক্ত বাপদাদার আমন্ত্রণে তাঁর সাথে দুদিন অষ্টলীলা খেলতে পৌঁছে যাও আর কোনও ডক্টরের প্রয়োজন হবেনা । যেমন শুরুতে সন্দেহীরা যেতেন, এক দু'দিন বতনেই থাকতেন । এইরকম কিছু যদি হয় তখন এইভাবে বতনে চলে এসো । বাপদাদা বতন থেকে তোমাদের ভ্রমণে নিয়ে যাবেন ভক্তদের কাছে, লন্ডন আমেরিকা ঘুরিয়ে দেবেন । তিনি তোমাদের বিশ্বভ্রমণে নিয়ে যাবেন । সুতরাং যখনই কোনো রোগের উৎপত্তি হবে শুধু মনে কোরো, বতন থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে, কোনো রোগ নয় ।

প্রশ্নঃ - সহজযোগী জীবনের বিশেষত্ব কি ?

উত্তরঃ- যোগী জীবন অর্থাৎ সঁদা সুখময় জীবন । যারা সহজযোগী তারা নিরন্তর সুখের দোলায় দুলতে থাকে । যখন সুখদাতা বাবাই নিজের হয়ে গেছেন তখন তো তোমাদের জীবনে শুধু সুখই সুখ, তাই না ! সুতরাং সুখের দোলায় দুলতে থাকো । সুখদাতা বাবাকে পেয়েছ, তোমাদের জীবনই সুখের হয়ে গেছে । তোমরা সুখের সংসার খুঁজে পেয়েছ, এটাই যোগী জীবনের বিশেষত্ব যাতে দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই ।

প্রশ্নঃ- বয়স্ক এবং লেখাপড়া না-জানা বাচ্চাদের কিসের আধারে সেবা করতে হবে ?

উত্তরঃ- তাদের অনুভবের আধারে । অনুভবের কাহিনী সবাইকে শোনাও । ঠিক যেমন দিদা বা ঠাকুমা বাচ্চাদের শোনায়, একইভাবে তুমিও তোমার অনুভবের কাহিনী শোনাও । তুমি কি খুঁজে পেয়েছ আর কি তুমি প্রাপ্ত করেছ এটাই শুধু শোনাতে হবে । এটাই সবচেয়ে বড় সেবা, যা সবাই করতে পারে । স্মরণ আর সেবায় তৎপর থাকো, এটাই বাবা সমান কর্তব্য ।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্বকে ন্যাচারাল নেচার বানিয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব

যখন কারও জন্ম রাজ পরিবারে হয় তখন সে তার স্মৃতিতে বারবার এটাই আনে আমি রাজকুমার বা আমি রাজকুমারী । হতে পারে তাদের রুচি অনুযায়ী তাদের কর্ম সাধারণই কিন্তু নিজের জন্মের বিশেষত্ব কখনও ভোলেনা । এইরকম ব্রাহ্মণ জন্মই বিশেষ জন্ম । সুতরাং জন্মও শ্রেষ্ঠ, ধর্মও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মও শ্রেষ্ঠ । এমন শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্বের জীবন স্মৃতিতে ন্যাচারাল থাকলে সহজ পুরুষার্থী হয়ে যাবে । বিশেষ জীবনে থাকা আত্মারা কখনও সাধারণ কর্ম করতে পারেনা ।

স্লোগানঃ- ডবল লাইট থাকতে হলে বিঘ্ন-বিনাশক হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকলেই মানুষ মাএরই কল্যাণকারী। তোমাদেরকে অনেকেরই কল্যাণ করতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাসের সাথে-সাথে সেবা করাও জরুরী"

প্রশ্ন - কোন্ একটি কথায় বাবা "নাটকের অংশ" বলে চুপ করে যান ?

উত্তর - বাচ্চারা, যারা দীর্ঘদিন বাবার পালনা নেওয়ার পরও মায়ার বশীভূত হয়ে যায়, বিবাহ করে কোথায় - কোথায় চলে যায়, আশ্চর্য জনক ভাবে যখন পালিয়ে যায়, তখন বাবা "নাটকেরই অংশ" বলে চুপ করে যান। বাবা জানেন এর জন্য যজ্ঞও বিদ্বিত হয়। বাবা উদ্বিগ্ন হন, বাচ্চারা কোথায় কার নাম বা রূপের ফাঁদে পা না দিয়ে ফেলো। মায়া সর্বদাই বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাই বাবা বিধান দেন, বাচ্চারা তোমরা মায়াকে ভয় পাবে না। বাবার স্মরণের দ্বারা জয়ী হতে হবে।

ওম্ শান্তি মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা জানে তারা বাবা এবং দাদার সামনে বসে আছে। সব কথাই নতুন এবং শ্রীমৎ এ একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। পরমপিতা শ্রীমৎ দেন বাবার শরীরের দ্বারা ক্ষণে - ক্ষণেই সতর্ক বার্তা আসে 'মনমনাভব' অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এই দাদাকে স্মরণ করতে হবে না। দাদার আত্মাও এই বাবাকেই স্মরণ করে, তোমাদেরকেও তাই করতে হবে। তোমরা আত্মারা অশরীরী, এবং আমিও অশরীরী, কেবল এই শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে পড়াই। এই বাবা কোনো সর্বশক্তিমান নন। সর্বশক্তিমান একমাত্র পরমপিতাই। যদিও তোমরা বিশ্বের মালিক হবে তবুও তোমাদের সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। সর্বশক্তিমানের দ্বারা তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে পুনরায় নিজেদের রাজ্য পদ ফিরে পাও। পরমপিতার এই আদেশ, তোমরা আমাকে স্মরণ করা। তোমরা এই সৃষ্টিকর্তা বৃক্ষের আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্য জেনে গেছ। এখন তোমরা কত বুঝদার হয়েছো অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা অনেক উঁচু পদ পেয়ে থাকো। নর থেকে নারায়ণে রূপান্তরিত হও। এ হলো রাজযোগের পড়া। আগের কল্পেও তোমরা এই পড়া পড়েছো। এম ও অবজেক্ট সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এরপর যে যতটা পুরুষার্থ করতে পারো খুব পুরুষার্থ করতে হয় এবং করা সহজও। নিজ গৃহকে জানা এটা কোনো মুশকিল কাজ নয়। আমরা আত্মারা বিদেহী। শান্তিধামে থাকি। ওখানে মনের শান্তি ইত্যাদি বলবো না। মানের শান্তি, বাস্তবে এই শব্দগুলো বলাও ভুল। মন তো একটি ঘোড়া। যতক্ষণ আত্মা শরীরের সঙ্গে থাকবে, মন শান্ত হতে পারে না। কর্ম তো করতেই হবে। অল্পকালের শান্তি রাতে নিদ্রার সময় হয়। আত্মা যখন কর্মেন্দ্রিয়ার দ্বারা কর্ম করতে - করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন আত্মা বিদেহী হয়ে যায়। আত্মা বলে, আমি নিদ্রাতুর, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তখন আত্মা বিদেহী হয়ে যায়। এখন পরমপিতাকে স্মরণ করতে হবে। তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। নিদ্রা গেলে কোনো বিকর্মের বিনাশ হবে না। এখন তো পরমপিতাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। যেই পুরুষার্থ খুব জরুরি। প্রতি মুহূর্তেই পিতা বলেন আমায় স্মরণ করো। যত সার্ভিস করবে, ততই নিজেরই প্রজা তৈরী করবে। প্রচুর - প্রচুর প্রজা তৈরী করতে হবে। অনেকের কল্যাণকারী হতে হবে। তোমরা মানুষ মাএরই কল্যাণকারী। রাবণ রাজ্যে কেউই কারোর কল্যাণ করে না। মানুষ যখন দান -পুণ্য করে, ভাবে আমরা ভালো কর্ম করছি। যেমন তোমরা বলো, এই যুদ্ধে বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলে যায়। এটা একটা খুব ভালো যুদ্ধ। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন জ্ঞানী আত্মা হয়েছো। যাদের মধ্যে এখনো পাঁচ বিকার রয়েছে তারা দেবতা কি করে হতে পারে। নর থেকে নারায়ণে রূপান্তরের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। বেহদের (অলৌকিকের) পুরুষার্থ করতে হবে। এইরকম উঁচু পদ পরমপিতা ছাড়া কেউই উপলব্ধ করতে পারবে না। কেউই রাজযোগের শিক্ষা দিতে পারে না। তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণের বায়োগ্রাফি জানো। তাঁরা এই রাজ্য কিভাবে পেলেন? কোথা থেকে পেলেন? কাদের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে পেলেন? তোমরা সকলকে বোঝাও, আমরা এখন রাজযোগ শিখে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হতে চলেছি। স্বয়ং ঈশ্বর নর থেকে নারায়ণে রূপান্তরের শিক্ষা দেন। সেইজন্য বাচ্চারা, তোমাদের এই ঈশ্বরীয় নেশায় থাকা উচিত।

পরমপিতা বুঝিয়েছেন - এই ব্রাহ্মণ ধর্ম পরমপিতা পারামাত্মাই স্থাপন করেন। এখন এই ব্রাহ্মণ ধর্ম কোথায় হয়? সত্যযুগে হয় কি? না, নিশ্চয় এখানেই হবে। প্রজাপিতাও এখানেই আছেন। পরমপিতাই ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেছেন এবং ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীর রচনা করেছেন। স্বয়ং বলেছেন, আমি বহু জন্মের শেষে সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করি। তিনি নিজের জন্মের বিষয়ে জানেন না। তারা বলে ব্রহ্মাকে এখানে কেন রেখেছে? প্রজাপিতার তো এখানে হওয়া উচিত। ভাবে সুক্ষলোকবাসী দেবতা এখানে কি করে থাকতে পারে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার ৮৪ জন্মের রহস্য পিতা বসে বোঝান। এটাই শেষ জন্ম, এই জন্মেই তাঁকে আসতেই হবে। যা আদিত্যে ছিলো সেটাই অস্তে হবে। এই সব রহস্য পিতাই বোঝান। এই ছবিটিও শিববাবা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তৈরী করেছেন। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন - কল্প ৫ হাজার বছরের - এটা প্রমান করে দেখাতে হবে। এই স্বর্গ ও নরকের ছবি পিতাই বানিয়েছেন। গীতাতে মোটেই লেখা নেই যে পরমপিতা পরমাত্মা এই শিক্ষা দিয়েছেন। দেখ, বোঝাতে কত পরিশ্রম লাগে। প্রতিদিন এই বোঝানো হয় যে আগের কল্পে যেই সময় বোঝানো হয়েছিলো, কল্প পরে সেই সময় এখনো বোঝানো হচ্ছে। আমি আত্মার মধ্যে যে ভূমিকা গাঁথা আছে সেটার পুনরাবৃত্তি হয়। তোমরা এটা তো বোঝো যে, এই সংসার পতিত সংসার। সকলেরই শেষ জন্ম। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। না হলে সত্য যুগ থেকে দৈবী ধর্মের স্থাপনা কি ভাবে হবে। সত্যযুগেই আছে অদ্বৈত দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন তোমাদের ব্রাহ্মণ ধর্ম। বিরাট রূপের রহস্যও বোঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ মানে টিকি, এবং পুনরায় ব্রাহ্মনরাই দেবতায় রূপান্তরিত হয়। মানুষেরা জানেই না যে শিববাবাই ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করেন। এখন তোমরা ট্রান্সফার হও। শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ। নিচে থেকে একদম আকাশে চলে যাও। আত্মাদের এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে।

মানুষ দেবীদের মন্দিরে যায় কিন্তু জানেনা জগতের অম্বা কো। তিনিও ব্রাহ্মণী। তোমরাও ব্রাহ্মণী। জগতের অম্বা আছেন, জগতের পিতাও আছেন। যে যার পূজারী সে তার মন্দির নির্মাণ করবে। কিছুই জ্ঞান নেই যে জগতের অম্বা কো। তিনি হলেন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী যিনি পুনরায় রাজ-রাজেশ্বরী হন। দেবীদের খুব পূজা করা হয়। সত্য যুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রেতা যুগে রাম-সীতা। বাকি সবই এই সময়কার ছবি। অনেক ছবি আছে। অনেক মন্দির বানানো হয়েছে। তোমরা জানো, ব্রহ্মা-সরস্বতী হলেন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী। লক্ষ্মীকে ব্রাহ্মণী বলা হবে না, উনি দেবতা। যখন ব্রাহ্মণী থাকেন তখন ২১ জন্মের জন্য মনোমোহন পূর্ণ করেন। যখন লক্ষ্মী হন গ্রেড কমে যায়। এখন তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। তোমাদের গ্রেড উঁচু। এইসব কথা কোনো মানুষ বুঝতে পারবে না। তোমরা হলে ব্রাহ্মণের কুলভূষণ। এখন তোমরা ঈশ্বরের হয়েছো, পুনরায় দেবতা কূলে যাবে। এই সঙ্গম যুগ কল্যাণকরী। বাবা ভারতকে স্বর্গ বানান। ভারতই প্রাচীন কালে স্বর্গ ছিল কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে এই সত্যটা আসেনা। যদি ভারতবাসীরা জানতে পারেন তো খুব খুশি হবেন। এই জেনে যে আমরা স্বর্গের অধিকারী ছিলাম। কেউ মারা গেলে বলে স্বর্গে গেছে। হেভেনলি গডফাদারই হেভেন রচনা করেন। মূলবতন তো আছেই, তার জন্য স্থাপনা শব্দটি প্রযোজ্য নয়। স্থাপনা তো ধর্মের হয়। সেখা আত্মাদের ঘর। যা এখন ফাঁকা আছে। এরপর এক-এক করে ক্রমানুসারে যাবে। অন্যদের বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের এই সত্য বোধগম্য হতে হবে। ধর্ম স্থাপনার জন্য যে বাচ্চারা আসে তারা সত্য, রাজ এবং তমোগুণে আসে। তোমাদের এবার উপরে যেতে হবে। তোমাদের এখন বুদ্ধির কলা। তোমরা হলে রুহানী ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী। ওরা হলো কুখ (গর্ভজাত) বংশাবলী। শরীরী ব্রাহ্মণ। এরা শরীরেরই তীর্থ করায়। পাঁচালী শোনায়। তোমরা ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্য উন্মোচন করো। যারা লৌকিক ব্রাহ্মণ তারাও এখানে আসে - তারা যখন জানতে পারে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ এখানেই, তখন তারা বুঝতে পারে এতদিন তারা মিথ্যা প্রবচন শুনিয়ে আসছে। তাদের আন্তরিক কুর্কর্ম আছে আর তোমাদের বুদ্ধিতে আছে জ্ঞান। তারা তোমাদের শাস্ত্র পড়িয়ে শোনায় আর তোমাদের বুদ্ধি জ্ঞানপূর্ণ। যেমন কিনা বাবার বুদ্ধি বাবা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, বীজরূপ এবং নিরাকারও। তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে। জ্ঞান শব্দ তো নয় কিন্তু তোমাদের মন দিতে হবে। এমন নয় যে গৃহত্যাগ ইত্যাদি করতে হবে। শেষে এটাই কারণ হয়ে দাঁড়ায় মনে করো মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না, পিতার হাতে নিগৃহীত হয় কিন্তু বাচ্চা মেয়ে কোথাও পালাতেও পারে না। যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে এখানে আশ্রয় নিতে পারে। গীতা আছে "আমি তোমার শরণার্থী", কেননা রাবণের রাজ্য দুগুণে পরিপূর্ণ। এখানে এসে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। মনে করো কাউকে তার স্বামী নিপীড়ন করে, সে ভাবে বাবার শরণে আসবে, কিন্তু ঘর - পরিবার ত্যাগ করা বাচ্চাদের খেলা নয়। পরিশ্রমের প্রয়োজন। অনেক সন্ন্যাসী সন্ন্যাস নেওয়ার পরও আত্মীয়-মিত্র ও পরিজনকে ভুলতে পারে না। কেউ কেউ ফিরেও আসে। সন্ন্যাস পরিশ্রম সাধ্য ব্রহ্মতত্ত্ব দ্বারা যোগযুক্ত হওয়া যায় না। তোমরা এখানে এসে জানতে পারো পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো সম্পর্কের বিষয়। দেহ সমেত সবকিছুই একদিন ত্যাগ করতে হয়। তাই পুরানো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের

বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। পুরানো শরীরের প্রতিও তোমাদের বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। এটা হলো অলৌকিক (বেহদের) বৈরাগ্য এবং ওদের হলো হদের রজোগুণী বৈরাগ্য। এ হলো বেহদের সতোপ্রধান বৈরাগ্য। সংসার ত্যাগ করে না। তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার পুরুষার্থ করছো। ওরা মোটেই জানেনা যে নতুন দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে যাওয়া হয়। এই সুখ তোমাদের জন্য। ওদের হলো রজ প্রধান সন্ন্যাস। তোমাদের হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস। বাচ্চাদের সতোপ্রধান হতে হবে। যোগের দ্বারা খাদ ভগ্ন হয়ে যায় তাই একে যোগাগ্নি বলা হয়। স্মরণ অগ্নি এই কথাটি শোভা দেয় না। যোগ অগ্নি বলা হয়, যার দ্বারা বিকর্ম ভস্ম হয়। এটি খুব সরল ব্যাপার। কিন্তু মাঝে-মাঝেই বলে বাবা আমরা ভুলে যাই। বাবা বলেন, বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও। সত্য যুগ থেকে ত্রেতা যুগ পর্যন্ত তোমরা আত্ম - অভিমানী থাকো। তোমরা অর্ধেক কল্প আত্ম - অভিমানী এবং অর্ধেক কল্প দেহী - অভিমানী থাকো। সেই জন্য এখন আত্ম - অভিমানী হতে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। সত্য যুগে এই বোধ থাকে। আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করে থাকি।

সাপের দৃষ্টান্ত ---এটি তোমাদের জন্য। সন্ন্যাসীরা জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি মিলিয়ে দিতে চায়। ওরা জানেনা যে আমাদেরকে পুনরায় এসে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করতে হবে। তোমরা জানো এই বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করে নতুন গ্রহণ করবে। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে। কচ্ছপের দৃষ্টান্তও তোমাদের জন্য। কর্মে নিযুক্ত থেকেও প্রতি মুহূর্ত পরামপিতাকে স্মরণ করতে থাকো। পিতাই সদগতি দাতা। শিববাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সদগতি দাতা নেই। তোমরা বাচ্চারা সকলেই শিববাবার সন্তান আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। প্রথমে হয় ব্রাহ্মণ এবং পরে ক্রমশ সৃষ্টি বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এটি বিভিন্ন ধর্মের ঝড়। প্রথমে দেবী - দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলামী, তারপর বৌদ্ধ, তারপর আরো বৃদ্ধি হয়। শাখা - প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। যখন নতুন শাখা উৎপন্ন হয় তার মহিমা গান হয়। তারপর শক্তি ক্ষরণ হতে থাকে। তোমরা অত্যন্ত শক্তিশালী তাই বিশ্বের স্বামী হও। ওখানে কেউ মিনিস্টার আদি হয় না, রাজারই হুকুম চলো। দ্বাপর থেকে মন্ত্রী হয়। এখন তো আর রাজা - রানী নেই। এই নাটক আগেই রচিত। ভারত স্বর্গ ছিল। এখন নরকা। নরকও আগে সতোপ্রধান ছিল আর এখন নরক তমোপ্রধান। যাকে মহানরক বলে। বাবা বলেন আমাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। কত সন্তু ভাবনা থাকে। যেন কোনো বাচ্চা মেয়েরা গুন্ডাদের দ্বারা নিগ্রহীত না হয়। দুনিয়া ভীষণ নোংরা। সেন্টারে নোংরা লোকেরা এসে যায়। নাম ও রূপের ফাঁদে পরে যায়। যজ্ঞ নানা রকম ভাবে বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়। মায়াও নানা প্রকারে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। অনেক ধাক্কা খায়। পুনরায় পিতাকে স্মরণ করতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে। ভয় পাবে না। অনেকে ফাঁকি দেয়। কতদিন ধরে পালন নিতে থাকে তারপর বিবাহ করে কোথায় চলে যায়। আশ্চর্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই নাটকের ভাবি অংশ বলে চুপ করে যান। যারা সার্ভিসে নিযুক্ত থাকে তাদের খুশির সীমা থাকে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে মাতা - পিতা, পরমপিতা ও বাবার স্মরণ, ভালোবাসা ও গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতা তাঁর অলৌকিক বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) পিতার শরণার্থী হওয়ার জন্য বুদ্ধির দ্বারা বেহদের সন্ন্যাস নিতে হবে। পুরানো দেহ এবং পুরানো দুনিয়া বিস্মৃত হয়ে আত্মাভিমানী থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২) আমরা ব্রাহ্মণেরা সকলের মনোজ্ঞামনা পূর্ণ করতে চলেছি - এই ভাবনার নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান -- প্রকাশ-স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা ব্যর্থ বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে থাকার জন্য তীব্র পুরুষার্থী হও।

যাদের নিজেদের প্রকাশ স্বরূপের স্মৃতি থাকে তারা ব্যর্থ সময়, ব্যর্থ সঙ্গ ও ব্যর্থ পরিবেশকে সহজেই পরিবর্তিত করে ডাবল লাইট থাকে। সাথে-সাথেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সেবার ব্যাপারেও নিশ্চিত এবং হালকা থাকে। তাদের পুরানো সংসার এবং সম্পর্কের

সাথে কোনোরূপ সম্বন্ধ থাকে না। কোনো দেহধারী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকতেই পারে না। এইরূপ তীব্র পুরুষার্থী বাচ্চারা সহজেই দেবদূতের মতন স্থিতি প্রাপ্ত করে নেয়।

স্লোগান - চিন্তাহীন রাজা (বেফিকর বাদশা) হতে হলে তন - মন ও ধন প্রভুকে সমর্পণ করে দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- দেহ - অহংকার ছেড়ে দেহী - অভিমानी হও, নিজের কল্যাণের জন্য স্মরণের চার্ট নোট করো, বিশেষভাবে বাবারই স্মরণে বসো, এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সর্বপ্রথম কোন্‌ নিয়মের কথা শুনিয়েছেন ?

উত্তর :- প্রথম নিয়ম হলো - সবকিছু দেখেও যেন বুদ্ধির চঞ্চলতা না হয় । এক বাবারই যেন স্মরণ থাকে । নিজের পরীক্ষা নিতে হবে যে, কোনো কিছু দেখলেও আমার বৃত্তি খারাপ হয় না তো ? তোমরা হাত দিয়ে কাজ করো কিন্তু মনে বাবাকেই স্মরণ করো, এখানে চোখ বুজে থাকার কোনো কথাই নেই ।

ওম্ শান্তি । ভক্তিমার্গে বেশীরভাগ কোনো সন্ন্যাসী আদি যখন স্মরণে বসে তখন চোখ বন্ধ করে বসে । এখানে নিয়ম হলো, দেখেও যেন বুদ্ধিতে সেই বিষয়ে কোনো চঞ্চলতা না আসে । নিজের পরীক্ষা নিতে হবে যে কোনো কিছু দেখে আমার বৃত্তি খারাপ হয় না তো ? যদিও বা আমরা দেখি তবুও আমাদের বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সাথেই জুড়ে থাকে । মানুষ যখন খাবার তৈরী করবে তখন তো নিশ্চয় চোখ বন্ধ করে তৈরী করবে না । একে বলা হয় হাতে কাজ করা সত্বেও হৃদয়ে যেন বাবার স্মরণ থাকে । কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কাজ করো কিন্তু স্মরণ বাবাকেই করো । যেমন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য ভোজন প্রস্তুত করে । হাতে কাজ করে কিন্তু বুদ্ধিতে থাকে যে আমি আমার স্বামীর ভোজন তৈরী করছি । তোমরা বাচ্চারা বাবার সেবায় নিয়োজিত আছ । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের অনুগত সেবক । বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের তো তিনি বোঝাবেন, তাই না ? আত্মারা বলে -- মিষ্টি বাবা, আপনি আমাদের যে জ্ঞান আর যোগ শেখান, আমরা সেই সেবায় ব্যস্ত আছি । আর আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে কাজকর্ম করেও প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করতে থাকো । তোমরা সবসময় কেউই স্মরণ করতে পারো না । কেউ কেউ বলে আমরা ১২ ঘন্টা স্মরণ করি, কিন্তু না । মায়া প্রতি মুহূর্তে অবশ্যই বুদ্ধিযোগ সরিয়ে দেবে । তোমাদের লড়াই হলো এই মায়ার সাথে । মায়া তোমাদের স্মরণ করতে দেয় না কারণ তোমরা মায়ার উপর জয়লাভ করো । রাবণজিত জগতজিত । রামও জগতজিত ছিলেন। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীরাও জগতজিত ছিলেন। তাই এই চোখের সাহায্যে সবকিছু দেখেও বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে রাখা উচিত । দেখতে হবে ...আমার বুদ্ধির কোনো চঞ্চলতা আসে নি তো ! বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে হবে । এমন নয় যে আমি তো শিববাবারই তাহলে স্মরণের আর কি দরকার । কিন্তু না, বিশেষ করে তাঁকেই স্মরণ করতে হবে আর এই নোট রাখতে হবে সারাদিনে কতটা সময় স্মরণ করেছি ? এমন অনেকে আছে যারা সারাদিনের ঘটনা লিখে জানায় যে আমরা সারাদিনে এই এই করেছি অবশ্যই ভালো মানুষেরাই তা লিখবে । ভালোভাবে লিখলে পরের দিকে যারা আছে তারা দেখে শিখবে । খারাপ কিছু লিখলে তাদের দেখে এরা খারাপই শিখবে । এখন বাবা বাচ্চাদের রায় দিচ্ছেন যে তোমাদের চার্ট রাখতে হবে । জ্ঞান তো অনেকই সহজ । ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত । ভক্তিমার্গে অনেক প্রকারের হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । তারা এই কথা জানে না যে বাবা কোন্‌ যোগ শিখিয়েছিলেন ? যদিও কোনো কোনো অক্ষর আছে 'মনমনাভব' দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে আমাকে স্মরণ করো । এখন তাঁর জন্য সর্বব্যাপী বলা, এ তো ভুল হয়ে গেলো । কেউ স্মরণই করতে পারে না । পাথরবুদ্ধি হওয়ার কারণে কোনো অর্থই বোঝে না । বাবা বোঝান -- আমি তোমাদের বাবা,

আমাকে স্মরণ করো । আমার কোনো দেহ নেই । কৃষ্ণকে তো আত্মা বলা যাবে না । নিরাকার বাবাই বলেন, নিজেকে আত্মা, অশরীরী মনে করো । তোমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে । ওই সন্ন্যাসীরা নাগা মনে করে নিয়েছে । ভক্তিমার্গে একে অযথার্থভাবে গ্রহণ করেছে । বাবা বলেন নিজেকে দেহ থেকে পৃথক মনে করো । দেহ - অহংকার ত্যাগ করো, দেহী - অভিমানী হও । সমস্ত জীবনে তোমরা নিজেকে দেহ মনে করে এসেছো । এখন এ হলো অন্তিম জন্ম । এখন তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে । সত্যযুগে দেবতারা আত্ম - অভিমানী ছিলো । তোমরা তখন জানতে যে এই শরীর ছেড়ে আমাদের অন্য শরীর ধারণ করতে হবে । খুশীর সঙ্গে তোমরা পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন ধারণ করতে । সন্ন্যাসীরা তো এইকথা শেখাতে পারে না । তারা কালকে জিততে পারে না । তোমরা বাচ্চারাই কালকে জয় করতে পারো । ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের । ওরা আবার এই সন্ন্যাস ধর্মতেই আসবে । ওরা প্রবৃত্তি মার্গে আসতে পারবে না । এও ভারতের জন্য ভালো ধর্ম । এরা পবিত্র হয় তাই ভারতের মহিমাও এত বড় হয় যেমন বাবার মহিমা । ভারতই একসময় পবিত্র ছিলো কিন্তু এখন আর নেই । ভারত সকলের তীর্থ স্থান । সমস্ত মানুষেরই এখন সঙ্গতি হবে । বলা হয় গড ফাদার হলেন উদ্ধারকর্তা । তিনি আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে শান্তিধামে নিয়ে যান । যদি ভারতবাসীরা এইকথা জানতো তাহলে সর্বব্যাপী বলতো না । শিবজয়ন্তী এখানে পালন করা হয় । গানও গাওয়া হয় যে হে পতিত - পাবন । নিরাকার বাবাকেই মানুষ স্মরণ করে । ভারতবাসীরাই এই গান গায় । সম্পূর্ণ পবিত্র তারাই হয় । তোমরা বুঝতে পারো এ সম্পূর্ণ সঠিক কথা । বাকি শাস্ত্র তো অনেকই আছে, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই নিজের নিজের গ্রন্থ রচনা করে । নতুন নতুন ধর্মের অনেক মান থাকে । ভারতবাসী দ্বাপর যুগ থেকে নামতে থাকে । এখন সবাই পতিত হয়ে গেছে । সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত - পাবন বাবাকে স্মরণ করে । এমন বাবার জন্ম এখানেই হয় । সোমনাথের মন্দিরও এখানেই আছে । এইসবকিছু মানুষ যদি জানতে পারে তবে এই একজনকেই ফুল দিয়ে পূজো করবে কেননা ইনিই সকলের উদ্ধারকর্তা । আমাদের তো একজনই, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । কেউ মারা গেলে মানুষ তাকে ফুল দেয় । শিববাবা তো মারা যান না । তিনি সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যান । যেখানে সেখানেই শিব মন্দির আছে । বিলেতেও অনেকেই শিবলিঙ্গের পূজো করে । কিন্তু এ কেউই জানে না যে এনাকে কেন আমরা পূজো করি । বাবা নিজে বসে বোঝান যে শিবজয়ন্তীর পরে কৃষ্ণ জয়ন্তী এই ভারতেই হয় । শিব জয়ন্তীর পরে নতুন দুনিয়া আসে । বাবা এসেই এই পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে তোলেন । ভারত হলো সবথেকে উঁচু । এর নামই হলো স্বর্গ । তোমরা সকলেই খুশী হও যে আমরা এখন বাবার শ্রীমতে চলে এই স্বর্গের স্থাপনা করছি । আমরা হলাম ঈশ্বরের সাহায্যকারী, ধর্মীয় মুক্তিযোদ্ধা । তোমরাই সারা দুনিয়াকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করো । রাবণের শৃঙ্খলের কারণে অনেক প্রকারের শৃঙ্খল তৈরী হয় । সত্যযুগে এইসব থাকে না । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না । এখানে মানুষ কত ব্রত মানত রেখে থাকে । তোমরা এইসব করো শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাবার জন্য ।

এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান...বাবা বাচ্চাদের দেখে, বাচ্চারাও বাবাকে দেখে । তোমরা সবাইকে ঘরে যাওয়ার রাস্তা বলে দাও । একে ভুল ভুলাইয়ার খেলা বলা হয় । ভক্তিতে মানুষ কতো মাথা ঠোকে, কিন্তু বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা কেউ নিতে পারে না । ভক্তি, তপস্যা, দান করতে করতে মানুষ মাথা ঠুকতে থাকে । কিন্তু রাস্তা একমাত্র বাবাই বলতে পারেন । যদি কেউ রাস্তা জানে, তবে তো বলবে । এর থেকে সিদ্ধ হয় যে কেউ জানেই না । সঠিক রাস্তার সন্ধান কেউই জানে না । এখন সবাই মশার সদৃশ ঘরে ফিরে যাবে । সবার এই শরীর শেষ হয়ে যাবে । বাকি আত্মারা তাদের

হিসেব - নিকেশ শোধ করে ঘরে ফিরে যাবে। একেই শেষ সময় বলা হয়। মানুষ দীপাবলীর সময় সারা বছরের লাভ - ক্ষতির হিসেব করে। তোমাদের হলো কল্প - কল্পের হিসেব। এখন তোমাদের ২১ জন্মের জন্য করতে হবে। বাবাকে স্বরণ করলে জমা হবে তারপর ২১ জন্ম কোনরকম সমস্যা হবে না। তখন কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত থাকবে না। স্বর্গের সমস্ত প্রাপ্তি এখনকার পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রেই নেই। এখন তোমরা এই অনুভব করছো। যখন তোমরা স্বর্গে চলে যাও তখন কে বসে এইসব লিখবে। শাস্ত্র ইত্যাদি তো অনেক পরে তৈরী হয়। শাস্ত্রে ছিলো যে যমুনার উপকূলে অনেক বড় মহল ছিলো, দিল্লী পরীস্থান ছিলো। বিড়লা মন্দিরে লেখা আছে ৫ হাজার বছর আগে ধর্মরাজ বা যুধিষ্ঠির পরীস্থান স্থাপন করেছিলেন। গঙ্গা - যমুনা নাম এখন পর্যন্ত চলে আসছে। বাস্তবে জ্ঞান গঙ্গা হলো তোমরা। গঙ্গার যেমন প্রভাব আছে, যমুনার তা নেই। বেনারস, হরিদ্বারে গঙ্গা আছে। অনেক সাধুরা সেখানে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বলে 'শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা।' বিশ্বনাথ গঙ্গা প্রবাহিত করেছিলো জটার থেকে। এমন বলে আর ভাবে যে, গঙ্গার পাড়ে বাস করলে আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। দেখো, জ্ঞানমার্গের কি কথা আর ভক্তিমার্গের কি কথা। কত তফাৎ। অর্ধেক কল্প তোমরা অনেক কষ্ট করেছে। দেবীর কাছে গিয়ে বলিদান দিয়েছো। এখন তোমরা বলি দাও যে এই সবকিছুই ঈশ্বরের। তাই ঈশ্বরের সবকিছুও তোমাদের। আর ঈশ্বরের সবকিছু হলো স্বর্গ। তোমরা তো এখন নরকবাসী। বাবার হয়ে এখন আবার স্বর্গবাসী হচ্ছে। বাবার শ্রীমতে তোমাদের সম্পূর্ণভাবে চলতে হবে। শিববাবার তো আর বাড়ি ঘর বানানোর প্রয়োজন নেই। তিনি তো দাতা। এই সমস্ত কিছুই বাচ্চাদের জন্য। শিববাবা বলবেন তোমরা বাচ্চারাই ট্রাস্টি হয়ে সব সামলাও। ভক্তিমাৰ্গে বলে -- শিববাবা, এই সবকিছুই আপনি দিয়েছেন, কিন্তু যখন আবার সব নিয়ে নেন তখন কত দুঃখী হই আমরা। এখন বাবা তো তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেন না। বাবা কেবল বলেন ...এর থেকে মমত্ব দূর করো। ট্রাস্টি হয়ে গৃহস্থ জীবনের দেখভাল করো। বাকি, আমি এইসব নিয়ে কি করবো। তোমাদের জন্যই সেন্টার খুলিয়েছি। এ হলো হসপিটাল আর কলেজ কন্সাইন্ড। স্বাস্থ্য আর সম্পদ দুইই প্রাপ্ত হয়। শিক্ষাকে আয়ের সোর্স বলা হয়। যে যত পড়ে, বাবার থেকে সে ততই আশীর্বাদী বর্ষা নেয়। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা এবং মাকে অনুসরণ করো। স্বমেব মাতা চ পিতা এই কথা আছে না? সেই পিতা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। এনার দ্বারা দত্তক নেন। তাঁরা হলেন বাবা আর মা। আমরা তো তাঁদের মহিমাই করি। আমি এনার (ব্রহ্মার) মুখের দ্বারা তোমাদের বলে থাকি - তোমরা হলে আমার। তোমাদের আমি দত্তক নিয়েছি তারপর মায়েদের দেখভালের জন্য সরস্বতীকে নিযুক্ত করেছি। তোমরা তো ছোটো বাচ্চা নয়। বাবা বলেন তোমরা আমার হয়েছো আচ্ছা, এখন ট্রাস্টি হয়ে থাকো। গৃহস্থ জীবনের সম্পূর্ণ দেখভাল করো। সবথেকে ভালো হলো এই রুহানী হাসপাতাল খোলা। শিববাবা বলেন, আমরা কি দেখভাল করবো। ব্রহ্মা বাবার জন্যও বলেন, ইনিই বা কি করবেন? এনার কাছে যা কিছু ছিল সব শিববাবাকে দিয়ে দিয়েছেন। ট্রাস্টি হতে হয়। এখানে তো সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরই বাবা সব শিক্ষা দেন। এমন হয় যে এই বাড়ি শিববাবা বা ব্রহ্মাবাবার। সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সন্তান, এখানে ঝগড়া আদি কোনকিছুর কথা নেই। এ সবার কন্সাইন্ড সম্পত্তি। এখানে অনেক বাচ্চা, কোনো ভাগাভাগির ব্যাপার নেই। সরকারও কিছু করতে পারবে না। এ সবই ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের, সবাই মালিক। সবাই বাচ্চা। কেউ গরীব, কেউ সাহকার এ সবই এখানে এসে থাকে। কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। লাখের আন্দাজে হয়ে যাবে। সবকিছুই তোমাদের মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের জন্য। তোমরা হলে রুহানী বাচ্চা। তোমরা এখানে যত প্রিয়, লৌকিকে তেমন হতে পারো না। ওরা হলো শূদ্র জাতির আর তোমরা ব্রাহ্মণ জাতির তাই সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা

এমন বলবে না যে, এ সব তোমাদের জন্য । আমিও তোমাদের । শিববাবা বলেন - আমি নিষ্কাম সেবাধারী । মানুষ নিষ্কাম হতে পারে না । সে যা করবে, তার ফল অবশ্যই পাবে । আমি ফল গ্রহণ করি না । আমি পুরানো দুনিয়া পুরানো শরীরে এসে প্রবেশ করি । আমার জন্য এখানে এই পুরানো শরীর । ভক্তিতে আমার জন্য বড় - বড় মন্দির বানানো হয় । এই সময় দেখো আমি কোথায় বসে আছি । কতো গোপন কথা বাচ্চাদের আমি বুঝিয়ে বলি । বাবা খোড়াই কোনো সতৃপ্তে মুরলী শোনাবেন । বাচ্চাদের খুশীর পারদ চড়ে । বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান । তিনি কেমনভাবে এসে পড়ান, এ তোমরাই জানো । ভয়ের কোনো কথাই নেই । সবাই বাবার বাচ্চা । যা কিছুই তৈরী হয় সব বাচ্চাদের জন্য । এমন নয় যে সবাইকে এখানে এসে থেকে যেতে হবে । তোমাদের তো গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । সবাই যদি একত্রে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ দিল্লীর মতো জায়গা চাই । এমন তো হতে পারে না । তবুও বাবার সাথে যোগ লাগাতে থাকো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । আত্মা স্বর্ণ যুগের মতো হয়ে যাবে, তখনই ঘরে ফিরে যাবে । মাঙ্গা - বাবার মতো সম্মানের সাথে পাস করে যেতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে ঈশ্বরের সাহায্যকারী হতে হবে । বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য সকলকে ঘরের রাস্তা বলতে হবে ।

২) ট্রাস্টি হয়ে সবকিছুর দেখভাল করতে হবে । কারোর প্রতিই মমত্ব রেখো না । মাতা - পিতার মতো সম্মানের সঙ্গে পাস করতে হবে ।

বরদান :- দয়া বা ক্ষমার ভাবনা ইমার্জ করে দুঃখ কষ্টের এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করে মাস্টার দয়ালু হও

প্রকৃতির দোলাচলের পরিস্থিতিতে যখন আত্মারা চিৎকার করে, দয়া এবং ক্ষমা চাইতে থাকে, তখন নিজের দয়ালু স্বরূপকে ইমার্জ করে তাদের ডাক শোনো । দুঃখ কষ্টের দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য নিজেকে সম্পন্ন বানাও । পরিবর্তনের শুভ ভাবনাকে তীব্র করো । তোমরা সম্পন্ন হলেই এই দুঃখের দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে । তাই নিজের প্রতি আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য আত্মাদের প্রতি দয়ার ভাবনা ইমার্জ করো । যেখানে দয়া বা ক্ষমা থাকবে সেখানে আমার - তোমার, এই অস্থিরতা আসবে না ।

স্লোগান :- জ্ঞান আর যোগের দুটি পাখাই মজবুত হলে তখনই উড়তি কলার অনুভব করতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণে যখন বসবে চোখ খুলে বসো কারণ তোমাদের খাওয়া দাওয়া করতে ,
চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে"

প্রশ্ন:- ভগবানকে খুঁজতে মানুষ পদে পদে ধাক্কা কেন খায় -- তার কারণ কি ?

উত্তর :- কারণ মানুষ ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে অনেক ধাক্কা খাইয়েছে। সর্বব্যাপী হলে ভগবানকে কোথায় পাওয়া যাবে ? তারপর আবার বলে পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ বিহীন। যদি নাম রূপ না-ই থাকে তাহলে কাকে খুঁজবে এবং কিভাবে? তাই পদে পদে ধাক্কা খায়। বাচ্চারা তোমাদের ঘোরাঘুরি এখন বন্ধ হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ের সাথে বলো -- বাবা পরম ধাম থেকে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে এই দেহের দ্বারা কথা বলেন। বাকি নাম রূপ বিহীন কোনো বস্তু হয়না ।

ওমশান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসে আছে। এই কথাটি কে বলেছে এবং কখন ? সব আত্মাদের পিতা নিজের আত্মা বাচ্চাদের বলেছেন । আত্মারা এই দেহের দ্বারা শুনছে যে বাবা কি বলছেন ? বাবা বলছেন , নিজের পিতাকে কি স্মরণ করো ? পিতাকে স্মরণ করতে চোখ বন্ধ করতে হয় কি ? বাচ্চারা যখন পিতাকে স্মরণ করে তখন চোখ তো খুলেই রাখে। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বাচ্চাদের বাবার স্মরণ থাকে। চোখ বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। আত্মা জানে যে আমার পিতা এই দেহের সাহায্যে আমার সঙ্গে কথা বলেন। পরম ধাম থেকে এসেছেন, এই পতিত দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করতে। এইসব তো বুদ্ধিতে আছে, চোখ তো খোলা থাকে । বাবা কথা বলেন, তোমরা শুনছ আর স্মরণও করছ। কে শোনাচ্ছেন ? পরম পিতা পরমাত্মা। ওঁনার নাম কি ? যেমন তোমাদের দেহের নাম থাকে, যে নাম পরিবর্তন হতে থাকে। এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে , আবার অন্য দেহের নামও অন্য থাকবে। আত্মার নাম কখনও বদলায়না। বাবা বলেন আমিও আত্মা , তুমিও আত্মা। আমি পরম ধাম নিবাসী পরম আত্মা , তাই সুপ্রিম আত্মা বলে। সুপ্রিম উঁচু থেকে উঁচু কে বলা হয়। উঁচু আত্মাও হয় আবার নীচ আত্মাও হয়। কেউ হয় পুণ্য আত্মা , কেউ পাপ আত্মা। বাবা বলেন -- আমি আত্মা আমার সদা একটি নাম থাকে সেই নাম হল শিব। নাম তো নিশ্চয়ই চাই তাইনা। অজ্ঞানতার কারণে বলে দেয় নাম রূপ বিহীন। কিন্তু নাম রূপ বিহীন কোনো কিছু হয়না। যেমন আকাশ , কোনো স্থূল বস্তু নয় , শুধু শূন্য , মহাশূন্য। তার নাম হল আকাশ। খুবই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আত্মা , তার উপরে দেবতাদের বাস , সে স্থানও শূন্য। আকাশে বিরাজিত। তার চেয়েও উপরে আরেকটি আকাশ , সেখানেও আছে আত্মাদের বসার স্থান। সেই স্থানটিও আকাশ , যাকে ব্রহ্ম তত্ত্ব বলা হয়। এই হল তিনটি তত্ত্ব -- স্থূল , সূক্ষ্ম , মূল। আত্মারা তো নিশ্চয় মহাশূন্যে বাস করবে তাইনা। তাহলে তিনটি আকাশ হয়ে গেল কিনা। এই আকাশেই খেলা হয় তাই আলো নিশ্চয়ই চাই। মূল বতনে কোনো খেলা হয়না , তার নাম ব্রহ্ম তত্ত্ব। সেখানে আত্মারা বাস করে। উঁচু থেকে উঁচুতে অবস্থিত তিন লোক বা ত্রিলোক অর্থাৎ দুনিয়ার তিনটি তলা। এমন নয় সাগরের গভীরে কোনো লোক বা স্থান আছে। জলের তলায় পৃথিবী আছে , যার উপরে জল টিকে থাকে। সুতরাং এই হল তিন লোক। সাইলেন্স, মুক্তি ও টকি। এইসব কথা শিববাবা বসে বোঝাচ্ছেন। শিববাবাকে কি চোখ বন্ধ করে স্মরণ করতে হবে ? না। অন্যরা কেন চোখ বন্ধ করে ? কারণ চোখ ধোঁকা দেয়।

মানুষ নিজেরাই বলে পরমাত্মা নাম রূপ বিহীন। তারপরে আবার বলে নুড়ি পাথরে সবেতেই ভগবান বিদ্যমান। ভগবানের ২৪ টি অবতার রয়েছে। কুর্ম অবতার, মৎস্য অবতার ইত্যাদি। বাস্তবে সবই হল মিথ্যা। ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে কত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ভক্তি মার্গ হল ঠোঁকর খাওয়ার মার্গ। তারা আমাকেও কত ঠোঁকর খাওয়ায়। ভক্তরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আমাদের ভক্তি থেকে এই ধাক্কা খাওয়া থেকে মুক্ত করো। যখন এখানে এসে সাক্ষাৎকার করে তখন বলে বাবা আমরা তোমাকে কত খুঁজেছি। অনেক ঠোঁকর খেয়েছি ধাক্কা খেয়েছি তবু তোমাকে পাইনি। আরে কবে থেকে ধাক্কা খাচ্ছ ? সে কথা তো জানা নেই বাবা। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয়। মানুষ কুস্তুর মেলায় ধাক্কা খেতে যায়। যেখানে জল থাকবে সেখানেই স্নান করবে। কুস্ত অর্থাৎ সঙ্গম। আসলে হল আত্মা ও পরমাত্মার মেলা। কিন্তু ভক্তিতে সাগর ও নদীর মেলা করে দিয়েছে। দেশ দেশান্তরে মেলার আয়োজন হয়। সেসব হল জলে স্নান করার মেলা। অনেকে এই কথায় বিশ্বাস করে। অনেকে করেনা। অনেকে না ভক্তি কে বিশ্বাস করে, না জ্ঞান কে। মানুষ জন্ম নেয় আর মরে। এই হল প্রকৃতি। অনেক মতামত আছে। একই বাড়িতে স্ত্রী ও পুরুষের মতামত আলাদা হয়ে যায়। একজন পবিত্রতাকে মানবে আরেকজন মানবেনা। এখন তোমরা শ্রীমৎ প্রাপ্ত কর। গায়নও আছে -- শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। ঔঁনার শ্রীমৎ দ্বারা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়। দেবতা ধর্ম এখন নেই। প্রতীকচিহ্ন রূপে চিত্র গুলি রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে দেবতার রাজত্ব করে গেছে। সবচেয়ে পুরাতন বস্তু হল দেবী দেবতাদের। লর্ড কৃষ্ণ বলা হয় বা বলা হয় গড শ্রী নারায়ণ। তোমরা জানো লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল যাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। শ্রী কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের মালিক ছিলেন, সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন তাহলে সে-ই কৃষ্ণ দ্বাপরে কিভাবে গেলেন ? সেই একই নাম রূপ ধারণ করে তো যাবেন না। শ্রী কৃষ্ণ যে চৈতন্য রূপে ছিলেন সেই রূপের জড় চিত্র এখানে আছে। কিন্তু সেই আত্মা কোথায় ? সেই কথা কেউ জানেনা। বাবা বলেন -- আত্মা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে এখন এইখানে পার্ট প্লে করছে। ভিন্ন নাম রূপ, দেশ, কালের বিভিন্ন পার্ট প্লে করে এসেছে। আত্মা নিজেই বলে আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। নাম রূপ, দেশ, কাল, মিত্র আত্মীয় স্বজন সব আলাদা। অন্য জন্মে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তোমরা জানো এখন আমরা পড়ছি। তারপর আমরা-ই দেবী দেবতায় পরিণত হব। সূর্যবংশে ৮ জন্ম গ্রহণ করব। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করব। সেখানে গর্ভ জেল নয়, গর্ভ মহল থাকবে। এখানে গর্ভ জেলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হয়। দুঃখ হয় তবেই বলে এবারে বাইরে বের কর। আর কোনো পাপ করবনা। কিন্তু বাইরে মায়ার রাজ্য হওয়ার দরুন পুনরায় পাপ করতে আরম্ভ করে। সেখানে গর্ভ মহলে আরামের সঙ্গে থাকে। তাই বাবা বলেন সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির সার তত্ত্ব আমি তোমাদের বোঝাই। আত্মা বাবা কুস্ত মেলায় বোঝান অনেকে স্নান করতে যায়। অনেক ভিড় হবে। এলাহাবাদে ত্রিবেণী স্থলে মেলার আয়োজন হয়। এবারে সেই স্থল কোনো সঙ্গম তো নয়। সঙ্গম হওয়া উচিত সাগর ও নদীর। এই স্থল টি তো নদীর সঙ্গম। দুটি নদীর সঙ্গম। তারা বলে তৃতীয় নদী টি গুপ্ত রূপে অবস্থিত। গুপ্ত নদী তো হয়না। দুটি নদী আছে। দৃশ্যমান দুটি নদী। একটি নদীর জল সাদা আরেকটির ঘোলাটে, অন্য তৃতীয় কোনো নদী নেই। গঙ্গা ও যমুনা আছে। তৃতীয় নদী নেই। এই কথাটিও মিথ্যা হল কিনা। সঙ্গম নয়। কলকাতায় সাগর এবং ব্রহ্মপুত্রের মিলন হয়। নৌকায় বসে ঐ পারে যেতে হয়, সেখানে মেলার আয়োজন হয়। কত পরিশ্রম করে। অমর নাথে তীর্থ যাত্রা করতে যায়, সেখানেও শিবলিঙ্গ রয়েছে। সেইটি ঘরেও তো রাখা যায়। তাহলে সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হয়না, ধাক্কা খাওয়াও ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে। ত্রিবেণী

স্থলে যায় , ভাবে সেই স্থল পতিত পাবনী। কারো এই কথা জানা নেই যে নদীর উৎস কোথায়। পাহাড় থেকে নেমে আসে। কিন্তু জল তো সাগরে আছে। মেঘ বর্ষণ হয় ফলে উঁচু পাহাড়ে জমে বরফে পরিণত হয় । তারপর সূর্যের তাপে যখন বরফ গলতে আরম্ভ হয় তখন জল একত্রিত হয়ে নদী তে পরিণত হয়। এবার বিচার করো যে পতিত পাবন হল পরম পিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর বা জ্ঞানের নদী ? অথবা জলের সাগর ও নদীরা ? ঘোর অন্ধকারে অনেক ধাক্কা খায়। এবারে তাদের কিভাবে বোঝান যায় যে এই বৃষ্টির জল সমষ্টি পতিত পাবন নয়। মেঘ থেকে জল পড়ে , মেঘে আবার সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়ে জমা হয়। জলকে পতিত পাবনী বলা যাবে না। গায়নও আছে পতিত পাবন সীতারাম , হে পতিত পাবন আসুন। আত্মারা বলে হে পতিতদের পবিত্রকারী বাবা দয়া করুন।

বাবা বোঝান -- ভক্তির ধাক্কা খেয়ে কেউ পবিত্র হয়না। এই নদী গুলি তো অনাদি রূপে আছে। জল ,পান করার জন্যে ও কৃষি কার্য করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই জল পবিত্র করবে কিভাবে? এখন এই হল তোমাদের শেষ জন্ম। আমি আসি তোমাদের পবিত্র করতে। সত্যযুগে পবিত্র ছিল। এখন হয়েছে পতিত দুনিয়া। যারা পবিত্র ছিল তারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে পতিত হয়েছে তাই পুনরায় পবিত্র হতে বাবাকে আহবান করে। অর্ধকল্প অবনমন কলা হয়েছে। ভারত সত্যযুগে সুখী ছিল , পবিত্র ছিল। এখন দুঃখে আছে কারণ পতিত হয়েছে তাই আহবান করে , ও গড ফাদার , তারপরে বলে দেয় ওঁনার নাম রূপ নেই। তাহলে কাঁর আহবান করা হয়? এইসব বোঝেনা যে বলা হয় আত্মা হল স্টার সম। উজ্জ্বল এক নক্ষত্র সম। আত্মা হল সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। তিলক লাগানো হয় ঐস্থানে এবং বলে দেয় ক্রকুটির মধ্যখানে জ্বলজ্বল করে এক নক্ষত্র... অতএব এই সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ আত্মাতে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। সেসব কখনও মিটবেনা। এই সম্পূর্ণ নাটক টি হল অবিনাশী। চক্র ঘুরতেই থাকে। এমন নয় যে সৃষ্টি এক জায়গায় স্থির রয়েছে। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম পূর্বে ছিল , এখন নেই। যখন থাকবেনা তখনই তো আমি আসি। আমি এসে পুনরায় দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। অর্থাৎ চক্র ঘুরছে । হিস্তি জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। সত্যযুগে সূর্যবংশ রাজত্ব ছিল। ত্রেতায় চন্দ্রবংশী এখন তোমরা আবার ৮৪ জন্মের কথা জেনেছ তাইনা। আমরা কিভাবে উত্তরণ কলায় আসি। বাবা সব বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দেন। এমন বলেন না যে চোখ বন্ধ করে আমায় স্মরণ করো। চলতে ফিরতে আমায় স্মরণ করতে হবে। চোখ বন্ধ করে তোমরা খাবার খাও কি ? মুখে মাছি চলে যাবে।

বাচ্চারা তোমাদের আত্মা জানে যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। কৃষ্ণ তো মানুষ ছিলেন ওনাকে ভগবান বলা হবে কিভাবে । বাবা বলেন -- এখন আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পবিত্র হবে। মানুষ যত দিন যাত্রা করে ততদিন পবিত্র থাকে। ঘরে ফিরে এলে আবার পতিত হয়ে যায়। তোমাদের হল রুহানী যাত্রা ,যে যাত্রাটি বাবা করান। বাবা বলেন -- তোমাদের অমরলোকে যেতে হবে তাই আমায় স্মরণ করো। আত্মা পবিত্র হলেই তোমরা উড়তে পারবে। অন্তের মতি সেইটিই হবে গতি। বাবার শ্রীমৎ দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীমৎ বলে যে আত্মারা মামেকম স্মরণ কর তাহলে খাদ বেরিয়ে যাবে এবং তোমরা মুক্তিধাম যাবে , তারপর জীবনমুক্তিতে আসবে। এই চক্র কে বুঝলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। সত্যযুগে ত্রেতায় তোমরা পবিত্র ছিলে তাই বাবা জিজ্ঞাসা তো করবেন যে তোমাদের পতিত কে করেছে ? এইসব এখন তোমরা বাচ্চারাই জানো যে যখন থেকে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় তখন থেকে পতিতে পরিণত হওয়া আরম্ভ হয়। অর্ধকল্প শেষ হলে দুনিয়া পুরানো

হয়ে যায়। অতএব তোমাদের সুখের দুনিয়া প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সেসবও আমিই এসে প্রদান করি। আমি তোমাদের পবিত্র করি , রাবণ তোমাদের পতিত করে। আমি স্বর্গের অধিকার প্রদান করি , রাবণ অভিশাপ দেয়। এইটাই হল খেলা। রাবণ হল তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তার প্রতিমূর্তি তৈরি করে দহন করে। কখনও দেখেছ যে শিবের চিত্র দহন করছে ? না । শিব হলেন নিরাকার। রাম সুখ প্রদানকারী, ওনাকে কিভাবে দহন করবে ? দুঃখদায়ী হল রাবণ , তাই বলে অনাদি কাল থেকে রাবণ দহন করা হয়। তবে কি শুরু থেকেই রাবণের রাজত্ব ছিল ? রাম রাজ্য কখনও কি হয়নি ? এই সব বোঝাতে হয়। রাবণ রাজ্য কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে , সেসব কেউ জানেনা। অর্ধকল্প থেকে আরম্ভ হয়। তোমরা সবাই দ্রৌপদী , তোমরা ডাকো -- বাবা আমাদের রক্ষা করুন। আরে তোমরা বলো যে আমাদের পতিত হওয়ার নেই। সাহস চাই, নষ্ট মোহ হতে হবে। আমি তখন শরণ দেব যখন তোমরা নষ্ট মোহ হবে। আমার তো একমাত্র শিববাবা অন্য কেউ নয় । স্বামী, সন্তানকে স্মরণ করলে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবেনা। গৃহস্থ থেকে বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিতে হবে। পতিত পাবন বাবার পরিচয় দেওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে।

২) বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করতে অথবা বাবার শরণে আসার জন্য সম্পূর্ণ নষ্ট মোহ হতে হবে। চোখ খুলে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- বাবার ছত্রছায়ার নীচে থেকে মায়ার ছায়া থেকে সুরক্ষিত থাকে এমন সদা খুশী এবং চিন্তা মুক্ত (বেফিকর) হও ।

ব্যাখা: মায়ার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল -- বাবার ছত্রছায়া। ছত্রছায়ায় থাকা অর্থাৎ খুশীতে থাকা। সব চিন্তা বাবাকে দিয়ে দেওয়া। যাদের খুশী হারিয়ে যায় , দুর্বল হয়ে যায় তাদের উপরে মায়ার ছায়ার প্রভাব পড়ে যায় কেননা দুর্বলতা মায়াকে আহ্বান করে। যদি স্বপ্নেও মায়ার ছায়া পড়ে যায় তাহলে অস্থিরতা অনুভব হবে, মুদ্র করতে হবে তাই সর্বদা বাবার ছত্রছায়ার নীচে থাকো। স্মরণ-ই হল ছত্রছায়া।

স্লোগান - যারা মুরলিকে ভালোবাসে তারা-ই হল মুরলিধর ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়ে তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। কিন্তু এখনই তোমাদেরকে সেই অলংকারে ভূষিত করা যাবে না, যেহেতু এখনও তোমরা পুরুষার্থী।

প্রশ্ন :- ঘর-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকে কর্ম তো অবশ্যই করে যেতে হবে, কিন্তু কি এমন বিষয়ে নিজেদের খুব সতর্ক থাকতে হবে।

উত্তর :- যখন কোথাও যে কোনও কার্য-ব্যবহারেই থাকো না কেন, নিজের খাদ্যাভ্যন্তর বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। পতিতদের হাতে বানানো খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে হবে। কর্ম-সন্ধ্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই করতে হবে। যেহেতু তোমরা কর্মযোগী। যাবতীয় কর্ম করার সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করতে থাকলে, তোমাদের বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে।

ওঁ শান্তি! বাবা বসে তার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। যখন কেউ গীতা পাঠ করে তখনই তারা শোনায় :- "যদা যদা হি.... "

("যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।)

ভগবান বলেন- যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে , তখনই ওনার আবির্ভাব ঘটে। আর এমনটা বারে বারে অর্থই প্রতি কল্পেই ঘটে। গ্লানি অর্থে নিন্দা! এর মানে ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ পরোক্ষে ভারতেরই গ্লানি ফলে অধর্মেরও বৃদ্ধি হয়। ভগবান একমাত্র তখনই আসেন, যখন ঠিক এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই যখন দুঃখের সাগর হয়, সবারই চারিদিকে কেবল মৃত্যুর হাতছানি, এসবের বিনাশের নিমিত্তে আবারও মুসল-পর্বে নানা প্রকারের মিসাইল-ও প্রস্তুত হয়। এমতো অবস্থায় বাচ্চারা - তোমরা বুঝতেই পারছো, বাবার আবির্ভাব অবশ্যই ঘটেছে ধরায়- আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করার জন্য। আর ব্রহ্মার দ্বারাই ঘটানো হয় সেই বিশাল স্থাপনা কার্য। শংকরের দ্বারা পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার নিমিত্তে পালনা কার্য করানো হয় বিষ্ণুর দ্বারা । যা বাস্তবে এই তিন কর্ম-কর্তব্যেরই কার্য-প্রক্রিয়া বর্তমান এই সময়েই চলছে।

তোমরা এখন (ব্রহ্মার দ্বারা পরমাত্মার) ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরা এও জানো যে, এই ব্রাহ্মণ অবস্থা থেকে তোমরাই আগামীতে দেবতা হতে চলেছো। বর্তমানের তোমরাই শিববাবার নাতি-নাতনি। প্রাথমিক পর্যায়ে শিববাবার এক সন্তান (ব্রহ্মা) থাকে। সেই একজনের (ব্রহ্মার) থেকেই তোমরা কত অসংখ্য বি.কে. (ব্রহ্মার দত্তক সন্তান) হও। ক্রমেই যার বৃদ্ধিও হতে থাকে। তোমরা বি.কে.-রই পতিতদের পবিত্র বানাবার সেবা করতে থাকো। এটাই বেহদের যজ্ঞ। যেই যজ্ঞে বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা সবই স্বাধা (বিনাশ) হয়ে যায়। এই যজ্ঞের পর আর কোনও যজ্ঞই হয় না দুনিয়াতে। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে কোনও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের রচনাই হয় না। কারণ যজ্ঞ রচনার উদ্দেশ্যই হলো বিঘ্নকে দূর করার জন্য। বর্তমান দুনিয়ার এই বিঘ্ন খুবই

ভয়ানক অবস্থার। অতএব এর নিমিত্তে তেমনই বিশাল যজ্ঞের প্রয়োজন। যেহেতু এটা বেহদের যজ্ঞ। বর্তমানের পুরোনো এই দুনিয়ায় যা কিছু সামগ্রীই আছে, সেই সবকিছুই এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে। রুদ্র অথবা শিববাবা এক এবং অভিন্ন। শিবেরও যে রূপ - রুদ্রেরও একই রূপ (নিরাকার)। কিন্তু কৃষ্ণের সাকারী রূপ। বেহদের এই বিশাল যজ্ঞের প্রকৃত সম্পূর্ণ নাম - 'শিব-জ্ঞান-যজ্ঞ'। যেহেতু শিবকে শিববাবা বলা হয়, কিন্তু রুদ্র বাবা বলা হয় না। আবার 'ভোলা-ভাণ্ডারী', শিববাবাকেই বলা হয়। এছাড়াও এই যজ্ঞও তো শিববাবারই। ওনার থেকেই তো আমরা জানতে পারি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। এখন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো, জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো তোমরা। যেমন দেবতাদের তৃতীয় নয়ন দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন, যা কেবল তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই পেতে পারো। যার সাহায্যে তোমরা দেবতায় পরিণত হও। এই জগতে তৃতীয় নয়নের দরকারই পড়ে না। কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে তা দেখানো যায় না, যেহেতু এখনও তোমরা পুরুষার্থী। তোমাদের চলার পথে, কেউ এগিয়ে যায়, কেউ হয়ত পিছিয়ে পড়ে, আবার কেউ বা পুরুষার্থ ছেড়ে চলেও যায়- এই কারণেই একেবারে ফাইনাল রেজাল্টের সময় এই অলংকার দেওয়া হয় তাদেরকেই যারা তা অর্জন করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। দেবতাদের কাছে শঙ্খ-চক্র ইত্যাদি কোনও বস্তুই থাকে না মোটেই। সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকে উদাহরণ সহযোগে বোঝাতে গিয়ে তার রূপটাকে ঐভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে তা এভাবে লিপিবদ্ধ করেছে যে, স্বদর্শন চক্রকে সুদর্শন চক্র আর তাকে ঘুরিয়ে বধ করা বা আরও কত কিছু... এমনই বোঝাচ্ছে। কিন্তু আসলে তো তা স্ব অর্থাৎ নিজের স্বভাবের ও কার্যকলাপের বিচার বা দর্শন করা। যার মধ্যে পতিত স্বভাবের হিংসার কোনও ব্যাপারই নেই। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন, উনি আসেন কেবলমাত্র পতিতদের পবিত্র বানাতে। দেবতাদের ধর্মই তো অহিংসা পরম ধর্ম। অথচ কি ভাবে যে শাস্ত্রকারেরা কৃষ্ণকে এত হিংস্র হিসাবে লিপিবদ্ধ করলো শাস্ত্রে। আবার কত সুন্দর সুন্দর চিত্রও বানালো এসব বিষয়ে। কেউ যদি গীতার শান্তির বাণী শোনাতে আসেন, রাজযোগ শেখাতে আসেন, তবে উনি আবার কারওকে মারতেই বা যাবেন কেন। বাবাকে স্মরণ করা হয় কেবল এরজন্যই যে, যাতে উনি এসে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে দেন আর রাজযোগের দ্বারা আবার শক্তিশালী দুনিয়া স্থাপন করিয়ে দেন। বাবা নিজেও তাই জানাচ্ছেন, এক ও একমাত্র উনিই হলেন (জাগতিক ও অলৌকিক) সর্বগুণ সম্পন্ন জ্ঞানের-সাগর। একমাত্র ওনার কাছ থেকেই সব জ্ঞান পাওয়া যায়। যে জ্ঞানকে বলা হয় অমরকথা।

লোকে তো শিব আর শংকর দুজনকেই এক ভাবে। কিন্তু শংকর হলেন সৃষ্টি-বতনবাসী, তাই উনি আবার কিভাবে অমরকথা শোনাতে পারেন। যেখানে শংকরকে তো আর সর্বগুণ সম্পন্ন জ্ঞানীও বলা চলে না। একমাত্র শিববাবাই সমগ্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ রহস্যকেই জানেন। যে জ্ঞান আর কারও কাছেই নেই। এমন সর্বজ্ঞ বাবাকে না জানার কারণেই সবারই আজ এই অনাথ অবস্থা। ফলে একে অপরের সাথে লড়াই-ঝগড়াতেই ব্যস্ত থাকে। সত্যযুগে কিন্তু কোনও ঝগড়া-ঝাঁটাই হয় না। না হয় কোনও

কান্নার রোল, না কোনও হানাহানি। যেমন তা ★ মোহজীত (টীকা ) রাজার কাহিনীর মতন।

গল্প-গাঁথার কথা-কাহিনী তো অনেকই আছে। প্রত্যেক ধর্মেই নানা প্রকারের অনেক অনেক গল্প-গাঁথা আছে, যেগুলি সবই ভক্তি-মার্গের সামগ্রী। লোকেরা ভক্তি করে ভগবানকে পাওয়ার জন্য। এই

ধারণাতেই লোকেরা অর্ধেক-কল্প ধরে ভক্তিই করে আসছে। যদিও তাদের কেউ-ই ভগবানকে পায়নি। কিন্তু বাচ্চারা - "এখন স্বয়ং বাবা এসে তোমাদেরকে ওনার পরিচয় জানাচ্ছেন। ঠিক একই ভাবে তোমাদেরও অন্যদেরকে সেই ভাবেই বাবার পরিচয় দিতে হবে।" সন শোস্ ফাদার অর্থাৎ বাচ্চাকেও তার বাবার সংস্কারের মতনই সংস্কারী হতে হবে অতএব সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার এই জ্ঞান-রঞ্জের বিতরণ করতে হবে তোমাদেরকে।

তোমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই এটা আছে যে, শিববাবাই তোমাদের ঈশ্বরীয় পিতা। ভক্তিমার্গের লোকেদের এটাই সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে, তোমাদের দুই-পিতা। একজন লৌকিক পিতা, অপরজন পারলৌকিক পিতা। এই পারলৌকিক পিতাকেই 'গড-ফাদার' বলা হয়। যিনি এই বেহদের দুনিয়া রচনা করেছেন। অতএব এমন বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেহেতু উনিই স্বর্গ-রাজ্যের রচনা করেন। এই ভারত ভূ-খণ্ডই একদা সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল। যা ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। কিন্তু ওনাদের সেই রাজ্য-ভাগ্যের সুখ কে দিয়েছিলেন ? কলিযুগের শেষ ভাগে কেউ-ই বিশ্বের মালিক থাকে না। যেহেতু সময়কালটা রাবণের রাজ্য। লোকেরাই তো নিজেরাই আন্দার করে - "আমাদের রাম-রাজ্য চাই। নতুন দিল্লীতেই দৈবী রাজ্য চাই।" কিন্তু রাম-রাজ্যের অর্থ তো সত্যযুগ ও ত্রেতা। আর রাবণ-রাজ্য চলে দ্বাপর ও কলিযুগে। এই দ্বাপর থেকেই শুরু হয় ভক্তি-মার্গের। তার সাথে সাথে শুরু হয় বিকারী কার্য-কলাপও। তার নোংরা নমুনাও খোঁদিত আছে জগন্নাথ-পুরীর সূর্য-মন্দিরের দেওয়ালের বাইরে। যেখানে লোকেরা দেবতাদেরও নানা প্রকার নোংরা-কুৎসিত চিত্র বানিয়ে রেখেছে। তাদের মুকুট ও রাজ-সিংহাসনও দেখানো হয়েছে সেখানে। অথচ তাদেরকে বিকারী প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে অমন নোংরা-বিকারী চিত্রে প্রদর্শিত করা হয়েছে। দেবতার যখন বাম মার্গে যায়, পৃথিবীতে তখন এমনই উত্থাল-পাতাল অবস্থা হয়। সোনা-হীরার মহলগুলিও সব তখন নীচে চলে যায়। আবার তাদেরকেই পূজা করবার জন্য কত বিশাল বিশাল মন্দির বানায় ভক্তি-মার্গের লোকেরা। ফলে যারা এতদিন পূজ্য-স্বরূপ ছিল - তারা নিজেরাই এখন পূজারীতে পরিণত। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, উনি (পরমপিতা-পরমাত্মা) নিজে কখনই পূজারী হন না। আর উনি যদি পূজারী হবেন তবে অন্যদের আর পূজ্য বানাবে কে ? উনি যেমন কারওকে পতিতও বানান না, তেমনি নিজেও পতিত হন না। তোমাদের পতিত বানায় রাবণ। প্রতি বছরই যার পুতলিকা তোমরা জ্বালিয়ে থাকো। বর্তমানের এই পুরো-দুনিয়াটাই তো পাপ-আত্মাদের দুনিয়া। এদিকে লোকেরা আবার গাইতেও থাকে, হে পতিত-পাবন এসো। তোমরা আবার এও বলেন যে, পতিত-পাবন সীতারাম। ঝট করে ত্রেতার রামকেও স্মরণে এসে যায় তোমাদের। কিন্তু ত্রেতার সেই রাম তো আর পতিত-পাবন নয়। এগুলিই বাবা যুক্তি দিয়ে বোঝান। বলেন, "প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মারা সবাই সীতা, আবার সবাই দ্রোপদী। যা কেবল কোনও একজনের ক্ষেত্রে নয়। দ্রোপদীর ৫ পতি বলা হয়। প্রকৃত অর্থে কিন্তু তা নয়। (অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেদের মুখরোচক উপস্থাপনা মাত্র)। এই ভারত ভূ-খণ্ডই সবচাইতে প্রাচীন, যা অতি পবিত্র ভূ-খণ্ড ছিল। কারণ পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি এটা। এখানে এসেই উনি পতিত নরক-বাসীদেরকে উদ্ধার করেন। সব ধর্মের লোকেরাই 'গড ফাদার' (ঈশ্বরীয় পিতা) -কে স্মরণ করে থাকে, যেহেতু বর্তমান সময়ে সবাই তমোপ্রধান অবস্থায় রয়েছে। ইব্রাহিম, বুদ্ধ এনাদের আত্মারাও এই সময়ে এই দুনিয়াতেই আছে। যেখানে প্রথম নম্বরে যে ব্রহ্মা, উনিও এই পতিত দুনিয়াতেই রয়েছে। আসলে একবার এলে কেউ-ই আর মাঝপথে ফিরে যেতে পারে না। এভাবেই সবাই কবরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। বাবা এসে সবার সদগতি করে মুক্ত করেন। সত্যযুগে ভারত ভূ-খণ্ড ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই তো দেবতাদের উদ্দেশ্যে এমন গীত গাওয়া হয়, "

সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ইত্যাদি ইত্যাদি, যেখানে বর্তমানে আমরা আত্মারা বিকারী।" মূল অর্থে বর্তমান সময়কালে সবাই বিকারী। তাই সবাইকে নির্বিকারী বানাতে স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয়। সেক্ষেত্রে একমাত্র এই বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। কিন্তু এমন নয় যে কোনও নদীর জলে পবিত্র হওয়া যায়। তোমরা বাচ্চারা এক একজন জ্ঞান-গঙ্গা, যারা পতিত-পাবন জ্ঞান-সাগরের বাচ্চা, শিবশক্তি সেনা। শিবের থেকে সেই জ্ঞানের কলস পাও। বাবা আরও বলছেন - বাচ্চারা, ঘর-গৃহস্থালী পরিবারে থেকেই তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। যার যার নিজের কাজ-কর্মও অবশ্যই করতে হবে। এটাই তো প্রকৃত কর্মযোগ। কর্ম-সন্ধ্যাস বলে কিছু হয় না। জাগতিক সন্ধ্যাসীরা ভাবে যে, গৃহে খাবার বানাতে নেই, ভিক্ষা করেই দিন অতিবাহিত করা উচিত। যার অর্থ কর্ম-সন্ধ্যাসী। বস্তুতঃ তা তো তবে ভিখারী-ধর্মই হয়ে গেলো। ভিক্ষাল্প তো বিকারীদের কাছ থেকেও নেওয়া হয়, সেই অল্প খেলে তো অল্পদোষও লাগবে। যদিও তারা পতিত গৃহ ত্যাগ করে, কিন্তু জন্ম তো তাদের পতিত-গৃহেই হয়। অল্পের প্রভাব পড়ে, এই কারণেই আহারের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়। তোমাদেরও কখনই পতিত লোকদের হাতে বানানো আহার গ্রহণ করা উচিত নয়। যতটা পারবে নিজেদেরকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর এ নিয়েই অনেকের সাথে ঝগড়াও হয়ে যায়। এমন অনেক ঘটনাই আছে, এক ভাই এই জ্ঞানে চলে, অন্যজন তা চলে না। তোমরা যেখানে এত সুন্দর বেহদের রাজ্য পেতে চলেছো, সেক্ষেত্রে কিছু না কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি অবশ্যই হবে। কিন্তু যে কোনও উপায়েই হোক, নিজেকে সেসব থেকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। মুক্তি কেউ-ই পায় না। কেবলমাত্র গাল-গল্পেই করে যে, পরম-জ্যোতির মধ্যে আত্মা-জ্যোতি বিলীন হয়ে যায়। অন্যদের এসব গাল-গল্পে বোঝাতে বোঝাতে এক সময়ে তারা নিজেরাও তা সত্য বলে ভেবে নেয়। যেমন, সত্যযুগের আয়ু যদি লাখ-লাখ বছরই হতো, তবে পৃথিবীর জনসংখ্যা আজ কত গুণ বেশী হতো। (যার হিসেব করাই মুশ্কিল হতো) এখনও তো সেই সংখ্যাটা অনেকই কম, যেখানে সেই সব ধর্মগুলি আরও অনেক ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সূর্যবংশীরাই দেবতা ধর্মের। রাম ক্ষত্রিয় বংশের। আর তোমরা বি.কে.-রা ঈশ্বরীয় ক্ষত্রিয় বংশের। যেহেতু তোমরা মায়ার সাথে যুদ্ধ করে জিত হাসিল করতে পারো। এসব বোঝার জন্য খুব তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। এর জন্য যোগের পদ্ধতিটাই সবচেয়ে সহজ-সরল। আত্মার সাথে যোগ লাগে পরমপিতা পরমাত্মার। এমনিতে যোগের তো অনেক প্রকার আশ্রমই আছে, কিন্তু সেগুলিতে কেবল হঠযোগ-ই শেখানো হয়। তারা কিন্তু একথা মোটেই বলে না যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও। বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু তা জানো যে, তোমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এই বাবাকে পেয়েছো তোমরা। উনি বলছেন, "মামেকম্ যাঁদ করো, অর্থাৎ লাগাতর ওনাকে স্মরণ করলেই আত্মার ময়লা ভুল্ল হয়ে সব বেরিয়ে যাবে। এই স্মরণের যোগ করতে করতেই মুক্তিধামে পৌঁছে যাবে তোমরা।

বাবা বসে বাচ্চাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, বর্তমান দুনিয়ার কি করুন দশা দেখো। যে তোমরা একদা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে, সেখানে এখন তোমাদের কি দৈন্যদশা। যদিও আবারও তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। অর্থাৎ ভিখারী থেকে রাজকুমার। বর্তমানে ভারতের এই দৈন্যদশা। পতিত রাজারা মন্দির বানিয়ে পবিত্র মহারাণা-মহারানীদেরকে পূজা করছে। অবশ্য তার সাথে নিরাকার শিববাবারও পূজা করে তারা। তারা পূজা যখন করছেই, তখন নিশ্চয়ই কখনও না কখনও এমন ভালো কিছু অবশ্যই করেছিলেন উনি (শিববাবা)। তাই তো ওনার উদ্দেশ্যে এত মন্দিরও বানিয়েছে ভক্তরা। তোমরা বি.কে.-রা এখন বুঝতে পারছো, ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে এই শিববাবাই এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তোমাদের। প্রতি কল্পেই এমন করে অনেকবার

তোমরা সেই রাজ্য-ভাগ্য পেয়েছো আবার তা খুইয়েছোও। অতএব এখন আবার কেবলমাত্র শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো আর এই দুঃখধামকে ভুলতে থাকো। বর্তমান দুনিয়ায় যা কিছুই আছে, সেসব তো বিনাশের জন্যই। তারপরেই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হবে। বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে জানাচ্ছেন - "আমিই তোমাদের বেহদের বাবা। তোমাদেরকে বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা দিতেই আমার আগমন। অতএব তোমাদের মনে তো খুশীর জোয়ার আসা উচিত। তোমরা বাবার শ্রীমং অনুসারে নিজেদের সেই রাজধানীর স্থাপনা কার্য করে চলেছো। যদিও এসব কার্য-কলাপ চলে একেবারেই গুপ্ত ভাবে। বিকারী রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত অবশ্যই করতে হবে তোমাদের। এ তো প্রবাদ বাক্যেই আছে, মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারলেই সমগ্র জগৎকেই জয় করা যায়। অতএব ৫ বিকারকে জয় করতেই হবে। ৫ বিকার থেকে নিজেদেরকে একেবারেই সন্ধ্যাস নিতে হবে। একমাত্র এই বাবা-ই হলেন ভবসাগর পারাবারের কাণ্ডারী। একমাত্র উনিই সবার সদগতি করতে পারেন। সদগুরু বিনা জীবনে যে ঘোর অন্ধকার। ভারতে তো কত অসংখ্য গুরু আছে। প্রত্যেক স্ত্রীদের পতিরও আবার তাদের গুরু। তবুও যে কেন জগতের লোকদের এত দুর্গতি হয় ? জাগতিক গুরুরা তো এমনও বলে যে, দুনিয়ার সবকিছুতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব। আমিও ঈশ্বর - তুমিও ঈশ্বর। আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে যোগযুক্ত হবে কার সাথে। তাহলে তো তবে ভক্তিই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কাকেই বা আমরা ডাকবো- হে ভগবান বলে ? তবে আর কারই বা সাধনা করবো ? ঈশ্বরের নিজের তো কখনই অসুখ-বিসুখ হয় না। তার কোনও খবরা-খবরও তো কেউ নেয় না কখনও। বরঞ্চ তাকে ভয়ই পায় লোকে, কি জানি কি ব্যাপারে আবার তার অভিশাপ না লেগে যায় বাপু। বাস্তবে অভিশাপ তো দেয় রাবণ। বাবা তো কেবল আশীর্বাদী-বর্সাই দিয়ে থাকেন। রাবণ আসলে মানুষদের শত্রু বলেই তো প্রতি বছরই তাকে জ্বালায় লোকেরা। কই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে তো কেউ জ্বালায় না। কেউ-ই নয়। এবার তো বুঝতে পারছো, রাবণ কি মারাত্মক!

সত্যযুগের সবারই প্রবৃত্তি থাকে পবিত্র, তাই তারা সুখ ভোগ করে। আর এখন পতিত প্রবৃত্তি থাকার কারণে কেবল দুঃখই ভোগ করতে হয়। তাই তো এখন এর বিনাশ আবশ্যিক। তোমরা লক্ষ্য করতে থাকবে, এখন কত ঘন ঘন ভূমিকম্প ইত্যাদিও হতে থাকবে। বাবাও বা আর কতদিন এভাবে বসে বসে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াতে থাকবে ? এরও তো একটা সময়-সীমা থাকা উচিত। রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলেই বিনাশ কার্য শুরু হয়ে যাবে। সেই অন্তিম সময় কালে তোমরা বি.কে.-রা বসে বসে কেবল কত প্রকারের মজার দৃশ্য দেখতে পাবে, যা শুরু হবার পূর্বেই। যেমনটা ঘটেছিল পাকিস্তান হবার সময়। সেই ধরনের আরও বিশাল বিনাশের সময় এখন একেবারেই সন্মুখে। এই বাবাই তোমাদেরকে কত কিছু দেখিয়ে দেবেন। আর যারা সুন্দর রীতিতে মনোযোগ সহকারে জ্ঞানের পাঠ পড়েনি, তারা খুব অস্থির ও বেরোয়া হয়ে পড়বে। কিন্তু তখন তো তাদের আর কিছু করারও থাকবে না। তাই যা পুরুষার্থ করার এখনই তা করে নাও। সন্তান-সন্ততিদেরও তো সামলাতে হবে। ভীতু হলে তো আর চলবে না। তাই প্রতি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমং অনুসারেই চলতে হবে। লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। এইটুকুই যা করতে হবে তোমাদের। সর্বদাই এই ভাবনাই যেন থাকে, কি করে পাপের বোঝা হাল্কা করা যাবে। অবশ্য তার সহজ পন্থা হলো - সহজ যোগ। জ্ঞানের শক্তির সাথে সাথে যোগবলের শক্তি থাকলে সহজেই মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন- নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমৎ অনুসারে জ্ঞানের আর যোগবলের শক্তিতে মায়াকে পরাজিত করে বিজয়ী হতে হবে। জাগতিক বিনাশের পূর্বেই নিজের বিকর্মগুলিকে বিনাশ করতে হবে।

২) বেহদের রাজ্য-ভাগ্য লাভের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেকে সুরক্ষা করে চলতে হবে। অল্পদোষ থেকে নিজেকে খুবই সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

বরদান :- ব্যর্থের মতন অপবিত্রতাকেও সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ-স্বচ্ছ হয়ে হোলীহংস হও

হোলীহংসের বিশেষত্ব হলো- সদা জ্ঞান রত্ন আহরণ করা আর নির্ণয় শক্তি দ্বারা তা থেকে দুধ ও জলকে আলাদা করা অর্থাৎ ব্যর্থ আর সমর্থকে চিহ্নিত করা। হোলী হংস সদাই স্বচ্ছ। স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতা, যার মধ্যে কখনও বিন্দুমাত্রও ময়লার প্রভাব যেন না আসে। এমন কি ব্যর্থতার অপবিত্রও নয়। যদি সামান্যতমও ব্যর্থতা থাকে, তবে তাকে আর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বলা যাবে না। প্রতিটা মুহূর্তেই যেন বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্নের মন্ডন চলতে থাকে। জ্ঞানের মনন-চিন্তন চলতে থাকলে, ব্যর্থ চিন্তন আর আসতেই পারবে না। একেই বলা হয় রত্নের চয়ন।

স্লোগান :- মজবুত তরণী আর দক্ষ মাঝী হলে ঝড়-তুফানও উপহারে পরিণত হয়।

টীকা :- মোহজীত = মোহ বিকারও ভয়ানক। এই মোহের কারণেই প্রকৃত শান্তি ভঙ্গ হয়। সত্যতাকেও হরণ করে মোহ। মোহের কারণেই বুদ্ধির নাশ হয় ফলে বিবেচনা শক্তিও লোপ পায়। মোহের কারণেই একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়, ফলে কাম-বিকারকে সহ অন্যান্য বিকারগুলিও সহযোগীর কাজ করে। এই মোহ (বিকার)-কে ত্যাগ করতে পেরেই, মোহজীত রাজা সমগ্র বিশ্বের রাজা হতে পেরেছিলেন।

“মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদেরকে খুব ধুমধাম সহকারে শিব জয়ন্তী পার্বন পালন করতে হবে। তোমাদের জন্য এটা খুব বড় খুশির দিন। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।”

প্রশ্ন:- কোন বাচ্চারা নিজের অনেক লোকসান করে দেয়? ক্ষতি কখন হয়?

উত্তর:- যেসব বাচ্চারা চলতে চলতে পড়া ছেড়ে দেয়, তারা নিজের অনেক বড় লোকসান করে দেয়। বাবা প্রতিদিন এত হীরে-রত্ন দেন, গুহ্য পয়েন্টস শোনান। কিন্তু কেউ যদি রেগুলার না শোনে, তাহলে ক্ষতি হয়ে যায়। অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। স্বর্গের বাদশাহীকে হারিয়ে ফেলে। পদব্রষ্ট হয়ে যায়।

গীত:- হে রাতের পখিক, ক্লান্ত হও না...

ওম্ শান্তি। রাত এবং দিন কেবল মানুষের জন্যই হয়। শিববাবার জন্য দিন এবং রাত্রি হয় না। এটা বাচ্চারা তোমাদের জন্য, মানুষের জন্য। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত্রির গায়ন আছে। এইরকম কখনো বলা হয় না যে শিববাবার দিন এবং শিববাবার রাত্রি। এটা কেবল ব্রহ্মার জন্য নয়। রাত্রি তো কেবল একজনের জন্য হয় না। ব্রাহ্মণদের রাত্রির গায়ন করা হয়। তোমরা জানো যে এটা হল ভক্তিমার্গের অন্তিম সময়, তার সাথে ঘোর অন্ধকারেরও অন্তিম সময়। বাবা বলেন, আমি সে-ই সময়েই আসি যখন রাত্রি হয়ে যায়। তোমরা এখন ভোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছ। তোমরা যখন এসে ব্রহ্মার সন্তান হও, তখন তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ব্রাহ্মণদের রাত্রি শেষ হওয়ার পর দেবতাদের দিন শুরু হয়। ব্রাহ্মণরাই গিয়ে দেবতা হয়। এই যজ্ঞের দ্বারা অনেক বড় পরিবর্তন হয়। পুরাতন দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হয়ে যায়। কলিযুগ হল পুরাতন যুগ, সত্যযুগ হল নতুন যুগ। তারপরে ত্রেতাযুগ ২৫ শতাংশ পুরাতন এবং দ্বাপর হল ৫০ শতাংশ পুরাতন। যুগের নামটাই পাটে যায়। কলিযুগকে পুরাতন দুনিয়া বলা হবে। বাবাকে ঈশ্বর বলা হয়, যিনি ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন করেন। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। সময় তো লাগবেই, তাই না? আসলে তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কিন্তু বিকর্ম বিনাশের জন্য সময় লাগে। কারণ মাথার ওপরে অর্ধেক কল্পের পাপের বোঝা আছে। যেহেতু বাবা স্বর্গের রচনা করেন, তাই বাচ্চারা তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। কিন্তু মাথার ওপরে যে পাপের বোঝা আছে, সেটা নামানোর জন্য সময় লাগে। যোগযুক্ত হতে হয়। অবশ্যই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আগে বাবা বললে লৌকিক বাবার কথা মনে আসত। এখন বাবা বললে উপরের দিকে বুদ্ধি চলে যায়। এটা দুনিয়ায় আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই যে আমরা আত্মারা হলাম রুহানি বাবার সন্তান। আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরু তিনজনেই হলেন রুহানি (আত্মিক)। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। এটা তো পুরাতন শরীর। এই শরীরটাকে সাজিয়ে কি হবে? অন্তরে তোমরা বোঝ যে আমরা এখন বনবাসে আছি। নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বশুড় বাড়িতে যাব। অন্তিমে কিছুই থাকবে না। তারপর আমরা গিয়ে বিশ্বের মালিক হব। বর্তমান সময়ে গোটা দুনিয়াটাই যেন বনবাসে আছে। এতে আর কিইবা অবশিষ্ট আছে? কিছুই নেই। যখন স্বশুড় বাড়ি ছিল তখন হীরে-খচিত মহল ছিল। অনেক ধন-সম্পত্তি ছিল। এখন পুনরায় বাপের বাড়ি থেকে স্বশুড় বাড়িতে যেতে হবে। এখন তোমরা কার কাছে এসেছ? তোমরা বল যে, বাপদাদার কাছে এসেছি। বাবা এই ঠাকুরদাদার শরীরে প্রবেশ করেছেন। দাদা তো এই দুনিয়ার নিবাসী। তাই বাবা

এবং দাদা হলেন কন্সাইন্ড। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পতিত-পাবন। যদি তিনি কৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করে স্তান শোনাতেন, তাহলে কৃষ্ণকেও বাপদাদা বলা হত। কিন্তু কৃষ্ণের ক্ষেত্রে বাপদাদা বললে, শোভা পায় না। প্রজাপিতা হিসাবে ব্রহ্মার-ই গায়ন আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এটা হল ৫ হাজার বছরের চক্র। তোমরা বাচ্চারা যখন প্রদর্শনী বোঝাও, তখন এটা লিখে দাও যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেও আমরা এই প্রদর্শনী দেখিয়েছিলাম এবং বুঝিয়েছিলাম যে বেহদের বাবার কাছ থেকে কিভাবে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের মতোই আমরা পুনরায় ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করছি। এই কথাটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বাবা এইরকম নির্দেশ দিচ্ছেন। সেটা অবশ্যই পালন করতে হবে। শিব জয়ন্তীর প্রস্তুতি করতে হবে। নুতন নুতন জিনিস দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। খুব আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে করবে হবে। আমরা ত্রিমূর্তি শিববাবার জন্মদিবস পালন করি। ছুটি দেওয়া হয়। শিব জয়ন্তীর দিন সরকারি ভাবে ছুটি থাকে। কেউ পালন করে, কেউ করে না। তোমাদের জন্য এটা খুব বড় দিন। যেমন খ্রিস্টানরা অনেক খুশি সাথে খ্রিস্টমাস পালন করে। তোমাদেরকেও সেইরকম আনন্দ সহকারে পালন করতে হবে। সবাইকে বলতে হবে যে আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। যে এটা জানে, সে-ই আনন্দ করবে। সেন্টারে সবাই একত্রিত হবে। এখানে তো সকলের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। আমরা জন্মদিন পালন করি। শিববাবার তো মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়। শিববাবা যেমন এসেছেন, সেইরকম চলেও যাবেন। স্তান সম্পূর্ণ হয়েছে, লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ব্যাস। তাঁর তো নিজস্ব শরীর নেই। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হতে হবে। এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। সত্যযুগে তো সবাই আত্ম-অভিমানী থাকবে। ওখানে অকালে মৃত্যু হয় না। এখানে তো বসে বসেই মৃত্যু হয়ে যায়, হার্টফেল হয়ে যায়। তখন সবাই বলে যে, এটা ঈশ্বরের পূর্ব-পরিকল্পিত। কিন্তু এটা আসলে ঈশ্বরের পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। তোমরা বলবে যে, ড্রামা অনুসারে এটাই হওয়ার ছিল। ড্রামাতে ওর এইরকম ভূমিকা ছিল। এটা তো আয়রন এজ। নুতন দুনিয়া হল গোল্ডেন এজ। সত্যযুগে মহল খুব সুন্দরভাবে হীরে দিয়ে সাজানো থাকবে। অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকবে। কিন্তু সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নেই। ভূমিকম্প ইত্যাদির হওয়ার ফলে সব নীচে চলে গেছে। তাই এইসব কথা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে। এইগুলো হল বুদ্ধির ভোজন। তোমাদের বুদ্ধি এখন ওপরে চলে গেছে। রচনাকে জানার ফলে রচয়িতাকেও জানো। সমগ্র সৃষ্টির রহস্য এখন বুদ্ধিতে আছে। এই ড্রামাতে ভগবান হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তারপরে হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। আমরা এদের তিনজনের কর্তব্য বলতে পারব। এদের কি কি ভূমিকা আছে। জগৎ আশ্বার জন্য অনেক বড় মেলা হয়। জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতার মধ্যে কি সম্বন্ধ? এটা কেউই জানে না। কারণ এটা হল গুপ্ত বিষয়। মা তো এখানে বসে আছেন। তিনি ছিলেন দত্তক নেওয়া, তাই তাঁর চিত্র রয়েছে। তাঁকে জগৎ আত্মা বলা হয়। সরস্বতী হল ব্রহ্মার কন্যা। যদিও তাঁকে 'মা'-এর উপাধি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি তো আসলে কন্যা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী লিখে সই করতেন। তোমরা তাঁকে মাঝা বলে ডাকতে। ব্রহ্মাবাবাকে মা বললে শোভা পাবে না। এই বিষয়টা বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য খুব পরিশ্রম বুদ্ধি দরকার। এটা খুবই গুহ্য বিষয়। তোমরা কারোর মন্দিরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার অকুপেশন জেনে যাবে। গুরু নানকের মন্দিরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবে যে আবার কবে সে আসবে। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। কারণ তারা কল্পের আয়ুকে অনেক বড় করে দিয়েছে। তোমরা বর্ণনা করতে পারবে। বাবা বলেন- দেখ, আমি কিভাবে তোমাদেরকে পড়াই? কিভাবে আসি? এখানে কৃষ্ণের তো কোনো কথাই নেই। গীতা পাঠ করে। কেউ যদি ১৮ অধ্যায় মুখস্থ করে নেয় তাহলে তার কত গুণগান করা হয়। একটা শ্লোক শোনালেই সবাই বাঃ বাঃ

করবে। বলবে, এনার মত মহাত্মা তো আর কোথাও নেই। আজকাল তো অনেকেই ঋদ্ধি-সিদ্ধি করে, জাদুখলা দেখায়। দুনিয়াতে অনেক ঠকবাজ আছে। বাবা তোমাদেরকে কত সহজভাবে বোঝান। কিন্তু যারা পড়বে তাদের ওপরেই সব নির্ভর করছে। টিচার তো সবাইকে একরকম পড়ান। যে পড়বে না, সে অনুত্তীর্ণ হবে। এটা তো অবশ্যই হবে। সমস্ত রাজধানীর স্থাপন হবে। তোমরা জ্ঞান স্নান করে, জ্ঞানের গীতা দ্বারা পরীক্ষানের পরী অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। রাত দিনের পার্থক্য। ওখানে পাঁচ তত্ত্বও সত্যপ্রধান হবে, তাই শরীরও অ্যাক্যুরেট হবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে। ওটা হল ঈশ্বরের স্থাপন করা ভূমি। এটা হল আসুরিক ভূমি। স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য আছে। বাবা বলেন, ভালো করে পুরুষার্থ কর। কন্যারা নুতন নুতন জায়গায় গিয়ে চক্কর দিয়ে আসে। যদি ভালো মাতা থাকে তাহলে জমিয়ে সেবা করতে হবে। কেউ যদি সেন্টারে না আসে, তাহলে সে নিজের-ই ক্ষতি করে। কেউ যদি পড়ার জন্য না আসে, তাহলে তাকে পত্র লিখতে হবে যে, আপনি পড়তে আসেন না বলে আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রতিদিন অনেক গুহ্য পয়েন্ট বেরিয়ে আসে। এইসব হল হীরে রত্ন। না পড়লে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এত শ্রেষ্ঠ স্বর্গের উত্তরাধিকারকে হাতছাড়া করে দেয়। প্রতিদিন মুরলি শুনতে হবে। মনে রেখ, এইরকম বাবাকে যদি ছেড়ে দাও তাহলে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তখন অনেক কাঁদবে। রক্তাশ্রু প্রবাহিত হবে। কখনোই পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বাবা রেজিস্টার দেখেন। কতজন রেগুলার আসে। যারা আসে না, তাদেরকে সাবধান করা উচিত। শ্রীমৎ বলে - যদি না পড়, তাহলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে, অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এইরকম ভাবে পত্র লিখলে, তবেই তোমরা স্কুলকে (সেন্টার) বড় করতে পারবে। এমন নয় যে, কেউ যদি না আসে তাহলে ছেড়ে দিলাম। টিচারের চিন্তা থাকে যে আমার স্টুডেন্টরা যদি অধিক সংখ্যক পাস না হয়, তাহলে সম্মানহানি হবে। বাবা নিজেও পত্র লেখেন- তোমার সেন্টারে সার্ভিস কম হয়, মনে হয় তুমি শুয়ে থাক। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরাতন শরীরকে সাজানো যাবে না। বনবাসে থেকে, নুতন ঘরে যাওয়ার প্রস্তুতি করতে হবে।

২) রোজ জ্ঞান স্নান করতে হবে। কখনো পড়া মিস করা যাবে না।

বরদান:- জ্ঞান এবং যোগবল দ্বারা মায়ার শক্তির ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে সক্ষম মায়াজিৎ, জগৎজিৎ হও।

দুনিয়াতে সায়েন্সের শক্তিও আছে, রাষ্ট্র শক্তিও আছে এবং ভক্তির শক্তিও আছে। কিন্তু তোমাদের কাছে জ্ঞান এবং যোগবল। এটাই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই যোগবল সদাকালের জন্য মায়ার ওপরে বিজয়ী বানিয়ে দেয়। এই শক্তির কাছে মায়ার শক্তি কিছুই নয়। মায়াজিৎ আত্মারা স্বপ্নেও

কখনো মায়া'র কাছে পরাজিত হবে না। তার স্বপ্নও শক্তিশালী হবে। তাই সর্বদা যেন স্মরণে থাকে যে, আমরা অর্থাৎ যোগবলের অধিকারী আত্মারা সর্বদা বিজয়ী আছি এবং বিজয়ী থাকব।

স্লোগান:- কর্মরত অবস্থায় কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা - এটাই হল ফরিস্তা হওয়া।

মাতেস্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য:-

১) গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু...। মানুষ যে এইরকম গান করে- নয়নহীনকে রাস্তা বলে দাও, তার মানে কেবল পরমাত্মা-ই রাস্তা দেখাতে পারেন। তাই জন্যই তো পরমাত্মাকে আহ্বান করে। আর যখন পরমাত্মাকে ডাকে যে, হে প্রভু রাস্তা বলে দাও, তখন মানুষকে রাস্তা দেখানোর জন্য পরমাত্মাকে নিরাকার থেকে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে। তাহলেই তো তিনি স্থূল রূপে রাস্তা বলতে পারবেন। না আসলে তো রাস্তা বলতে পারবেন না। এখন তো মানুষ সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এইরকম সংশয়ে আচ্ছন্ন মানুষদের রাস্তা প্রয়োজন। তাই জন্য পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে- নয়নহীনকে রাস্তা বলে দাও প্রভু...। তাঁকেই আবার মাঝিও বলা হয়, যিনি ওই পারে অর্থাৎ এই পঞ্চতন্ত্র দিয়ে তৈরি দুনিয়া থেকে পার করে ওই পারে যে ষষ্ঠ তন্ত্র অথন্ত জ্যোতি মহাতন্ত্র আছে, সেখানে নিয়ে যান। তাই পরমাত্মা নিজে যখন ওই পার থেকে এই পারে আসবেন, তখনই তো তিনি নিয়ে যাবেন। সুতরাং পরমাত্মাকেও নিজের ধাম ছেড়ে এখানে আসতে হয়। তাই জন্য পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। তিনি আমাদের বোটকে (আত্মারূপী নৌকাকে) তীরে নিয়ে যান। যারা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকেন, তাদেরকেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যারা বাকি থাকবে, তারা ধর্মরাজের কাছে শাস্তি খেয়ে, পরে পরে মুক্ত হবে।

২) কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের ছায়ায় নিয়ে চলো । এই আহ্বান তো কেবল পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই করছে। মানুষ যখন অতিরিক্ত দুঃখী হয়ে যায়, তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে বলে - হে পরমাত্মা, এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের ছায়ায় নিয়ে চল। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ঐরকম একটা দুনিয়া আছে। এটা তো সব মানুষই জানে যে বর্তমান সমাজ কাঁটায় ভর্তি, যার জন্য মানুষ এত দুঃখ আর অশান্তি ভোগ করছে এবং সেই ফুলের দুনিয়াকে স্মরণ করছে। তাহলে নিশ্চয়ই সেইরকম কোনো দুনিয়া আছে, যে দুনিয়ার সংস্কার আত্মার মধ্যে ভরা আছে। এটা তো আমরা জানি যে দুঃখ, অশান্তি ইত্যাদি সব কর্মবন্ধনের হিসাবপত্র। রাজা থেকে ফকির, সকল মানুষই এই হিসাবের মধ্যে একেবারে জড়িয়ে আছে। তাই পরমাত্মা স্বয়ং বলছেন, বর্তমান সংসার হল কলিযুগ। তাই সর্বত্রই মানুষ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু অতীতে সত্যযুগী সংসার ছিল যাকে ফুলের দুনিয়া বলা হয়। ওটা হল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত জীবনমুক্ত দেবী দেবতাদের রাজ্য, যেটা এখন আর নেই। আমরা যে এই জীবনমুক্ত বলে থাকি, এর মানে এটা নয় যে আমরা দেহ থেকে মুক্ত ছিলাম, দেহের কোনো ভান-ই ছিল না। আসলে ওরা দেহতে থাকলেও কোনো দুঃখ ভোগ করত না, অর্থাৎ ওখানে কোনো কর্মবন্ধনের মামলা ছিল না। ওরা জীবন নেওয়া থেকে ত্যাগ করা পর্যন্ত আদি-মধ্য-অন্ত সুখ ভোগ করত। অতএব, জীবনমুক্ত মানে হল জীবন থেকেও কর্মাতীত। এখন এই সমগ্র দুনিয়া ৫ বিকারের মধ্যে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ সর্বত্রই এই পাঁচ বিকারের দুর্গন্ধ। কিন্তু মানুষের মধ্যে এতটা শক্তি নেই যে এই পাঁচ ভূতের ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করবে। সেই সময়েই স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদেরকে পাঁচ ভূতের হাত থেকে মুক্ত করে ভবিষ্যতের ফল হিসাবে দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করান। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছ, তোমরা জানো যে প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে ভোলানাথ বাবার দ্বারা আমরা এই জ্ঞান শুনে মানুষ থেকে দেবতা হই।

প্রশ্ন :- জ্ঞানের ধারণা না হওয়ার মূখ্য কারণ কি ?

উত্তর :- বুদ্ধি বিভ্রান্ত হতে থাকে। 'এক' - এর সাথে সম্পূর্ণ যোগ লাগে না। দেহী - অভিমানী না হওয়ার কারণে ধারণা হয় না। বাবা বলেন, বাচ্চারা, কারো সাথে বেশী ঘনিষ্ঠতায় যেও না। একজন আর একজনের নাম রূপকে স্মরণ করো না। এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় - এই পাঠই পাকা করে নাও, অন্যের পিছনে পড়ো না। বাবার থেকে রায় নিতে থাকো, এতে তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ধারণাও ভালো হবে।

গীত : - ভোলানাথের মতো অতুলনীয় আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি। ভোলানাথ হলেন দাতা। ভোলানাথ তো শিববাবাকেই বলা হয়। ভোলানাথ অতীতেও ছিলেন। তিনি বরাবর খারাপকে ভালোতে পরিণত করে গেছেন। তিনি আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলে গেছেন তাই ভক্তরা তাঁর বন্দনা করে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, যেই ভোলানাথের গায়ন হয়, যিনি খারাপকে ভালোতে পরিণত করেন, তিনি এখন আমাদের সামনে বসে আছেন। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, তাঁর মহিমা কীর্তন করে আর বাবা এখন তাঁর অভিনয় করছেন। বাবা এসেই বাচ্চাদের তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে যে, বাবা যা বোঝান তা বরাবর কল্পে কল্পে বোঝান। কল্প - কল্প এসে তিনি এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন। এখন তিনি তাই করছেন। অনেকেই এখন তা জেনেছে। এখনো অনেকেই আছে যারা জানে না যে - আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হলে আগের কল্পের মতো এসেই নেবে। তোমরা আগে খোড়াই জানতে যে বাবা এসে আশীর্বাদী বর্ষা দেবে। এখন তোমরা জেনেছো। বরাবর তিনি ভক্তের রক্ষক। তিনিই আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান। তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। মনে এই কথাই হয় যে, বরাবর ইনিই ভারতে এসে জন্ম নেন। এনার জন্ম অলৌকিক, এমন গায়ন আছে। ইনি এসেই ভারতবাসীদের পতিত থেকে পবিত্র করেন। পতিত মানুষ যারা ডাকে তারা অবশ্যই বোঝে যে আমরা পবিত্র ছিলাম, এখন পতিত হয়েছি, আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে।

এখন বাবার দ্বারা তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করার কারণে তোমরা এই সবকিছু বুঝতে পেরেছো। বাচ্চারা তোমাদের সারাদিন তোমাদের এই বিচার সাগর মন্থনই চলতে থাকে। সত্যযুগে পবিত্র কারা ছিলো? বরাবর দেবী দেবতারা পবিত্র ছিলো। সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। দেবতাদের চিত্রও ছিলো কিন্তু অন্য কোনো নাম ছিলো না। এমন বলা হতো না যে চিত্র নেই। শ্রী লক্ষ্মী দেবী আর শ্রী নারায়ণ দেবতা। এখন আর তারা নেই। যখন তাঁরা ছিলেন তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, বাবা আমাদের সত্য কথা শোনান। তাই মানুষ বলে যে এই জ্ঞান তো আমরা আগে শুনি নি কেননা তারা তো এই নাটকের রহস্যই জানে না। তোমরা বলবে যে, এ তো আমরা কল্প - কল্প ধরে শুনে এসেছি। পাঁচ হাজার বছর আগে এই কথা কি শোনাই নি? তাহলে কেন এই কথা বলো যে, আগে কখনো শুনি নি। আগের কল্পে যিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর

দ্বারাই তোমরা আবারও শুনছো । খুব ভালোভাবে বোঝানোর দরকার । তোমরা তো পাঁচ হাজার বছর আগেও এই জ্ঞানের কথা শুনেছিলে । দেবতাদের পাঁচ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে । তাঁদের মানুষ থেকে দেবতা কে বানিয়েছিলেন ? এখনো সেই বাবাই আবার তাঁদের বানাবেন । পাঁচ হাজার বছর পরে আবার বাবাকেই আসতে হয় । রাবণের দ্বারা যারা পতিত হয়েছে তাদের পবিত্র করার জন্য । হিন্দি - জিওগ্রাফী অবশ্যই রিপিট হয় । এও তোমরা বুঝতে পারো যে হিন্দি - জিওগ্রাফী রিপিট হয় । সত্যযুগের পরে ত্রেতা এইভাবে চক্র লাগায় মানুষ । এখন কলিযুগের শেষ সময় । একদিকে বিনাশের জ্বালা প্রজ্বলিত অন্যদিকে বাবা এখন এসেছেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনের কারণে । এ সেই মহাভারতের লড়াই । বুঝতে পারো যে এতেই মানুষের দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । এ সবাই বুঝতে পারে । পুরানো দুনিয়ার বিনাশ দেখতে আসে । এই মহাভারী মহাভারতের লড়াই পাঁচ হাজার বছর আগেও হয়েছিলো । লাখ বছরের কোনো কথা নয় । এই ভারতই স্বর্গ ছিলো । এই দেবতাদেরই রাজ্য ছিলো । এনারা সত্যযুগের মালিক ছিলেন । চিত্র দেখিয়েও ভালোভাবে বোঝানো হয় তাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণে ইত্যাদির চিত্র বানানো হয়েছে । এমনিতে লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র ভারতে অনেক, তবুও আমরা বানাই, কেন ? আমরা অর্থ সহিত বানাই । এতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । মানুষ তো দ্বিধায় থাকে তাই বোঝানো হয় - সত্যযুগে এনাদের রাজত্ব ছিলো । তখন খুব অল্প মানুষ ছিলো যারা সেই যুগ কাটিয়ে এসেছেন তারাই আবার পুনর্জন্মে এসে পবিত্র থেকে পতিত হবেন । এই দুনিয়া এখন তমোপ্রধান এরপর পবিত্র হতে হবে । বোঝানো তো খুবই সহজ । বাবা বলেন, আমি তোমাদের পাঁচ হাজার বছর আগের কাহিনী শোনাচ্ছি । অনেকদিন আগের এখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো অথবা ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর আগে সত্যযুগ ছিলো । স্বর্গের গড ফাদার স্বর্গ স্থাপন করেছিলেন । ভারতকে বলা হয় প্রাচীন দেশ, এখানে দেবী - দেবতারা রাজত্ব করতেন । গড কৃষ্ণ, গডেস রাধা বলা হয় । রাধা - কৃষ্ণ, লক্ষ্মী - নারায়ণ সত্যযুগে ছিলেন, এরপর রাম - সীতা ত্রেতায়, পাঁচ হাজার বছরের হিসেব - নিকেশ পরিষ্কার । যখন তাঁদের রাজত্ব ছিলো তখন বাকি সমস্ত আত্মারা মুক্তিধামে ছিলো । আত্মা তো অবিনাশী । আত্মার কখনোই বিনাশ হয় না । এই ড্রামাও অবিনাশী । আত্মা ৮৪ জন্মের এই অবিনাশী পাট পেয়েছে । এমন ছোটো আত্মাতে সমস্ত পাট ভরা আছে । এ কতো আশ্চর্যের কথা, একেই প্রকৃতি বা ঈশ্বরের খেল বলা হয় । কত ছোটো বিন্দু, তাতে ৮৪ জন্মের পাট, পাঁচ হাজার বছরের পাট এই বিন্দুতেই ভরা আছে । এও অবিনাশী, যা অবশ্যই রিপিট হয় । এ হলো অনেক বড় প্রাকৃতির খেলা । পরমাত্মাও যেমন বিন্দু, আত্মাও তেমনই বিন্দু । কিন্তু পরমাত্মা হলেন সুপ্রীম । আত্মারা তো সবাই একরকম নয় । তারা নম্বরের ক্রমানুসারে হয়ে থাকে । প্রথমে সুপ্রীম শিববাবা তারপর বলা হবে লক্ষ্মী - নারায়ণ । ব্রহ্মা - সরস্বতীকে সুপ্রীম বলা হবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো সম্পূর্ণ তারপর নম্বর অনুসারে একে অন্যের পিছনে আসতে থাকে । মুখ্য গায়ন হলো দেবতাদের । সবথেকে সুপ্রীম আত্মা শিববাবার, তারপর সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাম - সীতা সবাই একের পর এক । নাটকেও অভিনেতার ক্রমানুসারেই থাকে । সবাই একরকম হয় না । বলা হবে, এর আত্মা সুপ্রীম অভিনেতা, আবার এ হলো পাই পয়সার অভিনেতা । সবথেকে একনম্বর সৃষ্টিকর্তা এবং নির্দেশক কে ? সর্বময় কর্তা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । এখন তোমরা সম্পূর্ণ নাটকের রহস্য জেনে গেছো । এ হলো বেহদের ড্রামা, তোমাদের সংক্ষেপে বোঝানো হয় । ঝাড়ের এই দেবী - দেবতা ধর্ম হলো ভিত । তারপর সেখান থেকে শাখাপ্রশাখা হিসেবে ইসলামী, বৌদ্ধ এবং খৃস্টান ধর্ম বের হয়েছে । এ এক ফুলদানীর মতো । এই ঝাড়ই সঠিক । বাকি এক এক ধর্মের পাতার গণনা করলে কতো হবে । ইসলামী, বৌদ্ধ সকলেরই ধর্মমত এবং সম্প্রদায় আলাদাকরে গণনা করা হয় । শিব ভোলানাথ এই জ্ঞান শোনান । বাকি ডমরু

ইত্যাদি বাজাবার কোনো কথা নেই। শাস্ত্রে যা মনে এসেছে তাই লিখে দিয়েছে। বাস্তবে হলো জ্ঞানের ডমরু, একে শঙ্খধ্বনিও বলা হয়। শঙ্খধ্বনি মুখের দ্বারা করা হয়। এ হলো জ্ঞানের মুরলী। বাবা এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বসে শোনান। আত্মা হলো বিন্দু সদৃশ, যাতে সারা পার্ট নিহিত রয়েছে। বাবা হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি অভিনয়ও করেন। সবথেকে ভালো পার্ট তাঁর। নশ্বরের ক্রমানুসারেই তো হয়, তাই না। এই এক বাবাই হলেন সৃষ্টিকর্তা আর সকলেই পুনর্জন্মে আসে। ইনি কখনোই পুনর্জন্ম নেন না। এনার জন্ম হলো অলৌকিক। তোমরা জানো যে কিভাবে তিনি এসে প্রবেশ করেন। অন্য আত্মারাও তো এসে শরীরেই প্রবেশ করে। মনে করো কারোর স্ত্রীর আত্মা কারো মধ্যে প্রবেশ করলো। সে বললো আমি সুখী। কিন্তু তার শরীরকে তো আলিঙ্গন দিতে পারে না কারণ শরীর অন্যের। মনে হয়, এ আমার স্ত্রীর আত্মা, একে ডাকা হয়েছে। এমনভাবে অনেককেই ডাকা হয়। এখন তমোগুণী হয়ে গেছে তাই সঠিক বলতে পারে না। আত্মা কি জিনিস, কিভাবে সে আসে আর যায়। এটা এই নাটকে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ আছে। এমন নয় যে আত্মা বেরিয়ে এখানে চলে আসে। আত্মা মরে যায়? তাও না। বাবা বলেন, মনোকামনা পূরণ করানোর জন্য আমি যে সাম্রাজ্যকার করাই তাও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে। তখন তাই হয়। প্রতি সেকেন্ড যে চলে যাচ্ছে তাও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ। এ হলো বেহদের নাটক। বাবা হলো বিন্দু। এই বিন্দুকেই ভোলানাথ বলা হয়। এ কত আশ্চর্যের। বাবাও বলেন, আমি বিন্দুর মধ্যে কত পার্ট রয়েছে। এই কথা নতুন কারোর বুদ্ধিতেই বসে না। পুরানোদের মধ্যেও অনেকে বুঝতে পারে না। তাই কাউকে বোঝাতে গেলে দ্বিধায় পড়ে যায় যেমন রেডিওতে কোনো কথা বলতে গেলে দ্বিধায় পড়ে। এতে মুরলী অনেক ফুর্তির সঙ্গে চালাতে হবে। ওরা পড়ে শোনায়। এ হলো ওরালী। বাবাও সবকিছু ওরালী শুনিয়ে থাকেন। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ধারণা হচ্ছে। আগের কল্পেও তোমরা ধারণা গ্রহণ করে অনেক মানুষকে শুনিয়েছিলে। তারপর সেই জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এখন আবার তা রিপিট হবে। এই জ্ঞান কোনো সাধু - সন্তদের বুদ্ধিতে নেই। তারা পরমাত্মাকে সঠিক জানে না। তারা বলে দেয় আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাবে। কিভাবে মিশে যাবে? এখন তোমাদের আত্মা জেনেছে যে আমাদের বাবা এসেছে। তিনি আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। এরপর আমরা বাবার সাথে ঘরে ফিরে যাবো। এ বাচ্চারা তোমাদের রুহানী নেশা। এ হলো তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ। অনেকেই তোমাদের বলে যে তোমরা তো কুমার অথবা কুমারী। তোমাদের বিকারের অনুভবই নেই। আমরা তো গৃহস্থ জীবনে বিকারের মধ্যে থাকি। তোমরা আমাদের এই জ্ঞান কিভাবে দিতে পারো? আমরা তো যুগল, আমাদের ব্যাচেলর কিভাবে বোঝাতে পারবে? আমাদের তো যুগলই বোঝাবে যে অনুভবী। যারা বিকারে গিয়েছে, তারাই আমাদের বোঝাতে পারবে যে আমরা এইভাবে জয় করতে পেরেছি। বাবার কাছে এমন এমন পত্র আসে। কথা তো ঠিকই, এখন এমন অনুভবীকে দিয়ে পত্র লেখানো উচিত, যারা বিয়ে করেও পবিত্র আছে। কারোর আবার সন্তান আছে, তারপর পবিত্র হয়েছে। এমনভাবে আমাদের বোঝাও। জ্ঞান তো খুবই ভালো। কিন্তু কেউ তীক্ষ্ণভাবে বোঝাতে না পারলে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। অনেক বিষয়ই সামনে আসে। তাহলে অনুভবী বোঝানোর লোক দরকার। এখন পত্রের দ্বারা তো কাউকে এমন বোঝাতে পারবে না। সামনে এসে দেখা করলে বাবাও বুঝিয়ে দেবেন। এমন অনেক যুগল আছে যারা নিজের অনুভব শোনাতে পারবে যে আমরা এমন প্রবৃত্তি মার্গে থেকে শ্রীমতের সম্পূর্ণ পালন করছি। খাবার - দাবারেরও সম্পূর্ণ সতর্কতা থাকা দরকার। বোঝানোর সঠিক লোক না থাকলে মানুষ ঝিমিয়ে পড়ে। সেবার জন্য বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন। দেহী - অভিমাত্রী হতে হবে। কোনো ঘনিষ্ঠতায় আসা উচিত নয়। অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন। মায়া প্রতি মুহূর্তে ফাঁসিয়ে দেয়। কর্মাতীত অবস্থা এখন হবে না। অনেকেই একজন অন্যজনের নাম - রূপে

আটকে যায়। তারপর বাবাকে লেখেও না যে বাবা এমন এমন তুফান আসে। তারা সত্যিকথা বলে না। বাবাকে বললে বাবা যুক্তি বলে দেবে। কেউ কেউ সত্য কথাও বলে। শিববাবা তো সবকিছুই জানেন। তিনি বলেন, এমন কোনো চালচলন হলে ধর্মরাজের কাছে অনেক দণ্ড ভোগ করতে হবে। সারাদিন নানা খেয়াল চলতে থাকে। সেন্টারে আসে। বলে যে অমুকে খুব ভালো বোঝায়। কিন্তু ভিতরে দুর্বুদ্ধি থাকে। এখানে তো একের সাথে যোগ লাগাবার প্রয়োজন। বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নয়। কেন অন্যের পিছনে পড়ে আছো? ধারণা না হলে বুদ্ধিও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে তখন রায়ও জিঞ্জেস করে না। ভয় পায়। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। দুঃখ থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে। মুক্তি তো সবাই চায়। দুঃখ থেকে মুক্ত হবে তারপর সুখের দুনিয়ায় আসবে। জীবনমুক্তি সকলের জন্য। কিন্তু প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে তারপর জীবনমুক্তিতে আসতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার মতো জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করতে হবে। কেবল পড়ে শোনালেই হবে না। নিজে ধারণ করে অন্যকে বোঝাতে হবে।

২) খাওয়া - দাওয়াতে অনেক সতর্কতা রাখতে হবে। শ্রীমতের পালন করে প্রবৃত্তিতে থেকে কিভাবে পবিত্র থাকতে হয়, সেই অনুভব অন্যকে শোনাতে হবে।

বরদান :- সঙ্গমযুগের গুরুস্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী - যোগী হও।

সঙ্গম যুগ হল পরমাত্ম স্নেহের যুগ। এই যুগের গুরুস্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে বিলীন হও। স্নেহের সাগর এখন স্নেহের হীরে, মোতিতে থালা ভরপুর করে দিচ্ছেন, তাই নিজেকে সদা ভরপুর করো। অল্প অনুভবে খুশী হয়ে যেও না, সম্পন্ন হও। এই পরমাত্ম প্রেমের হীরে - মোতি হলো অমূল্য, এতেই সর্বদা সজ্জিত থাকো কেননা এই স্নেহই হলো যোগ, আর এই স্নেহে বিলীন হওয়াই সম্পূর্ণ জ্ঞান। এমন রুহানী স্নেহের সদা অনুভবকারীই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানী আর যোগী।

স্নোগান :- যে ব্যর্থের অনুভবের ঊর্ধ্বে থাকে সে-ই মায়াজিত হতে পারে।

সহজ পুরুষার্থীর লক্ষণ

বাপদাদা তাঁর স্নেহী এবং সহযোগী বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হচ্ছেন। স্নেহ আর মিলনের শুভ আকাঙ্ক্ষা - এই দুই শক্তির আধারে নিরাকার এবং আকার উভয় বাবাকেই সাকার রূপে সাকার সৃষ্টিতে নিয়ে আসার নিমিত্ত হয়ে যাও। তোমরা বাচ্চারা স্নেহ এবং গভীর অনুরাগের বন্ধনে বাবাকেও বেঁধে নিয়েছ। মেজরিটি এখনও মাতারাই। মাতাদেরই স্নেহবন্ধনে ভগবানকেও বাঁধার দিব্য কার্যকলাপ চিত্রে দেখানো হয়েছে। কোন বৃক্ষের সাথে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল? পূর্ব কল্পে বেহদের কল্পবৃক্ষের সাথে তাঁকে স্নেহ এবং নির্ভার বন্ধনে বাঁধা হয়েছিল যা এখন রিপটি হচ্ছে। এইরকম বাচ্চাদের স্নেহের রেসপন্সে, স্নেহ আর গভীর অনুরাগের যে রসি দিয়ে বাবাকে বাঁধা হয়েছিল বাপদাদা সেই রসি দুটোকে হৃদয়-সিংহাসনের আসনে লাগিয়ে দোলনা বানিয়ে বাচ্চাদের দিয়ে দেন। এই কল্পবৃক্ষের মধ্যে তোমরা যারা তোমাদের পাট অভিনয় করছো, এই দোলাতে তারা অনবরত দুলতে থাকো। তোমরা সবাই তো দোলা পেয়ে গেছ, তাই না! দোলায় বসে নড়ে যাও না তো? স্নেহ আর নির্ভার রসি সদা মজবুত, তাই না! দোলায় বসে ওপর নীচে অর্থাৎ অস্তির হয়ে যাওনা তো! দোলা তোমাকে দোলাতেও সক্ষম আর উঁচুতে ওড়াতেও। যতই হোক, যদি সামান্যতম ওপর নীচ হয়, তবে নীচে ফেলেও দেয়। দোলনা তো বাপদাদা সবাইকে দিয়েছেন। তাহলে এতে অনবরত দুলছো তো! মাতাদের নিজেদের দোলার আর অন্যকে দোলানোর অনুভব হয়, তাই না! যে বিষয়ে তোমরা অনুভাবী, বাপদাদা সেই বিষয়েই তোমাদের বলেন। কোনো নতুন কিছু না। তাই না! অনুভব করার ব্যাপার তোমাদের সহজ লাগে নাকি মুশকিল মনে হয়?

আজ এখানে কিসের সম্মেলন? তোমরা সবাই সহজ যোগী, সহজ পুরুষার্থী, সহজ প্রাপ্তির প্রতিমূর্তি নাকি কখনো সহজ, কখনো অসুবিধার যোগী? সহজ পুরুষার্থী অর্থাৎ হিমালয় পর্বত সমান কোনো সমস্যা এলেও সেটা উড়তি কলার আধারে সেকেন্ডে পার হয়ে যেতে পারে। পার করা অর্থাৎ কোন কিছু থাকবে যা পার করতে হবে। সবকিছু তোমরা সহজেই পার করে সেসবের উর্ধ্বে উড়ে যেতে পারো নাকি কখনো পাহাড়ের ওপরে নেমে আসো, কখনো নদীতে আর কখনো বা জঙ্গলে নেমে আসো? তাহলে তোমরা কি বলো? এখান থেকে আমাকে বার করো! নাকি আমাকে বাঁচাও! তোমরা নিশ্চয়ই তাদের মতো নও, তাই না? তোমরা মাতারা একই ব্যাপারে বারবার আর্তনাদ করোনা তো, করো? ভক্তির সংস্কার সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই না! তোমরা অর্থাৎ দ্রোপদীদের আর্তনাদ শেষ হয়ে এসেছে নাকি এখনো তোমাদের আর্তনাদ চলছে? তোমরা এখন অধিকারী হয়ে গেছ, তাই তো! আর্তনাদের সময় সমাপ্ত হয়েছে। সঙ্গমযুগ প্রাপ্তির সময় নাকি আর্তনাদের সময়? সহজ পুরুষার্থী হওয়া অর্থাৎ সবকিছু পার করে সহজভাবে সর্বপ্রাপ্তি। সহজ পুরুষার্থী সদা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রারন্ধ লাভ করার অনুভাবী হবে। তাদের প্রারন্ধ স্পষ্টভাবে তাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যেমন তোমাদের স্থূল দৃষ্টিতে সব বস্তু প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধির অনুভবের নেত্র দ্বারা তারা তাদের প্রারন্ধ দেখতে পাবে অর্থাৎ দিব্য তৃতীয় নেত্র দ্বারা। সহজ পুরুষার্থী প্রতি পদে শতগুনেরও অধিক আয়ের অনুভব করবে। এইভাবে তুমি নিজেকে সর্ব ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ সঙ্গমযুগী আত্মা অনুভব করবে। কোনরকম শক্তি থেকে, কোনরকম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার থেকে, জ্ঞানের পয়েন্ট থেকে, খুশি থেকে বা নেশা থেকে তোমরা কখনও খালি থাকবে না। খালি হওয়া পড়ে যাওয়ার সাধন। গাড্ডা হয়ে যায় যে,

তাইতো তোমরা গাড্ডায় পড়ে যাও । গোড়ালিতে সামান্য মোচ লাগলেও তোমরা আকুল হয়ে যাও ! এই বুদ্ধিরও মোচ লাগে, সঙ্কল্প বাঁকা হয়ে যায় । সর্ব সম্পদের শক্তিশালী ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হওয়ার বদলে কমজোর আর খালি হয়ে যাও । আর সেটাই তোমাদের সঙ্কল্পকে মচকে দেয় । এইরকম কেন করো ? তারপরে তোমরা বলো রাস্তাই বাঁকা ছিল । তোমরা অসাধু নও ? বাঁকা রাস্তাকে তো সোজা করতে হবে, তাই না ! তোমরা শক্তি অবতার কিসের জন্য ? যা কিছু বাঁকা সেটা সরল করার জন্য । কি কন্ড্র্যাক্ট তোমরা করেছিলে ? এই হলের ভূমিকে অসমান থেকে সমান বানিয়েছ, সেইজন্য তো তোমরা আরামে বসে আছো । সুতরাং হলের কন্ড্র্যাক্টরকে জিজ্ঞাসা করো, সে কি কখনো ভেবেছিলো, ভাঙাচোরা সোজা করতে গেলে মোচ লাগতে পারে ! সে সবকিছু মসৃণ করেছে নাকি কত বাঁকাচোরা তাই নিয়ে ভাবতেই থেকে গেছে ! কখনো সে ডিনামাইট দিয়ে পাথর ভেঙেছে, কখনো পাথর দিয়ে গাড্ডা ভরেছে, মেহনত তো করেছে, তাই না ! তোমরা সবাই তো স্বর্গ বানানোর কন্ড্র্যাক্ট নিয়েছ, তাই না ? অসমান সবকিছু সমান বানানোর কন্ড্র্যাক্টই তো তোমরা নিয়েছ ! এইরকম কন্ড্র্যাক্ট যারা নেয় তারা তো বলতে পারেনা রাস্তা ভাঙাচোরা ! হঠাৎ পড়ে যাওয়া, এটাও অ্যাটেনশনের অভাব । মনে পড়ে তোমাদের, সাকার দিনগুলোতে কেউ পড়ে গেলে কি করা হতো ! সেই বাস্কার টোলি বন্ধ হয়ে যেত, কেন ? যাতে সে ভবিষ্যতে অ্যাটেনশন দেয় । টোলি দেওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়, টোলি তো বাস্কারেরই জন্য । কিন্তু এটাও স্নেহের এক রূপ । টোলি দেওয়া যেমন স্নেহ, টোলি না দেওয়া, সেটাও স্নেহ । তাহলে তোমরা কি ভাবলে ? তোমরা কি বলবে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলে নাকি রাস্তা বাঁকা ? পুরুষার্থের এই পথে এখনও তেমন ভিড় কোথায় হয়েছে ! এখনো তো নয় লাখ প্রজা তৈরিই হয়নি । এখন এক লাখেই খুশি হচ্ছ । (৮৩ তে সংখ্যা ছিল এক লাখ) পুরুষার্থের এই মার্গ বেহদের মার্গ । সুতরাং বুঝেছ সহজ পুরুষার্থী কাকে বলে হয়ে থাকে ! যাদের মোচ লাগেনা বরং অন্যের গাইড হয়ে সহজভাবে তাদেরকে রাস্তা পার করিয়ে দেয় । সহজ পুরুষার্থীর যে শুধু লাভ আছে তাই নয় লাভের তারা মধ্যে ডুবে যায় । ভালোবাসায় নিমগ্ন এমন আত্মারা সহজেই চারিদিকের ভাইব্রেশন এবং বায়ুমন্ডল থেকে দূরে থাকে, কারণ ভালোবাসায় লীন হওয়া অর্থাৎ বাবা সমান শক্তিশালী এবং সব পরিস্থিতিতে সেফ থাকা । সুতরাং সমান হওয়া সবচেয়ে বড় সেফ । এই সেফ থাকাই হলো মায়াক্রফ । তাহলে তোমরা বুঝেছ সহজ পুরুষার্থ কি ! সহজ পুরুষার্থ অর্থাৎ কোনো অসাবধানতা নেই । কেউ কেউ অসাবধানতাকেই সহজ পুরুষার্থ মনে করে চলে । তারা সদা বিপুল ধনভান্ডারে পরিপূর্ণ হবেনা । অমনোযোগী পুরুষার্থীদের চরিত্রগত নীতিবোধ তাদের মনের ভিতরে কুড়ে কুড়ে থাকে আর বাইরে তারা গীত গাইতে থাকবে । কি গাইতে থাকবে ? তারা তাদের নিজের মহিমা গাইতে থাকবে । সহজ পুরুষার্থী নিরন্তর বাবার সঙ্গ অনুভব করবে । তোমরা সেইরকম সহজ পুরুষার্থী ? সহজ পুরুষার্থী সদা সহজ যোগী জীবনের অনুভব করতে পারে । তাহলে তোমরা কোনটা পছন্দ করছো ? সহজ পুরুষার্থী নাকি মুশকিল কেউ ? তোমাদের সহজ পুরুষার্থী পছন্দ, তাই না ! মনপছন্দ জিনিস যখন বাবা দিচ্ছেন তো নিচ্ছ না কেন ? না চাইতেও এটা হয়ে যাচ্ছে, এই শব্দও মাস্টার সর্বশক্তিমানের বোল নয় ! যদি তোমাদের ইচ্ছা একরকম হয় আর কর্ম অন্যরকম হয় তবে কি তাকে শিবশক্তি বলা হবে !

শিবশক্তি অর্থাৎ সর্ব অধিকার যার আছে, অধীন নয় । সুতরাং সেই ভাষা তো ব্রাহ্মণের ভাষা নয়, তাই না ! তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণ ভাষা তো জানো, তাই না ! সঙ্গমযুগের অনেকটা সময় অর্থাৎ সঙ্গমযুগের সহজ প্রাপ্তির সময় চলে গেছে । এখন সময় আর অল্পই বাকি আছে । এতেও সময় এবং বাবার থেকে বরদান প্রাপ্ত করে নিজেকে সহজ পুরুষার্থী বানিয়ে নিতে পারো । ব্রাহ্মণের পরিভাষাই

হলো কঠিনকে সহজ বানানো । এটাই ব্রাহ্মণের ধর্ম, কর্ম । জন্মে এবং কর্মে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সহজ যোগী এবং সহজ পুরুষার্থী হওয়া । তাহলে এখান থেকে তোমরা কি রূপে ফিরে যাবে ?

মধুবনকে পরিবর্তন ভূমি বলে থাকো, তাই না ! ফিরে যাওয়ার আগে মুশকিল শব্দকে তপোভূমিতে ভস্ম করে এবং সহজ যোগীর বরদান সাথে নিয়ে যেও । পরিবর্তনের পাত্র অর্থাৎ দূঢ় সংকল্পের পাত্র যাওয়ার আগে ধারণ করে নিও, তখনই তুমি বরদান ধারণ করতে পারবে । নয়তো কেউ কেউ বলে বাবা তো তোমাদের বরদান দিয়েছিলেন কিন্তু সেইসব আবুতেই থেকে গেছে । তোমরা ফিরে গিয়ে দেখে বরদান তো তোমাদের সাথে আসেইনি । তোমরা যোগ্য পাত্রে বরদান নিয়েছিলে ? যদি নাই নিয়ে থাকো তো সেইসব কোথায় গেল ? যিনি দিয়েছিলেন তাঁর কাছেই তো থেকে গেছে, তাই না ! এইরকম কোরোনা ! তোমরা খুব চতুর হয়ে গেছ । তোমরা তোমাদের নিজের দোষ মানতে চাওনা । তোমরা বলো, আমি জানি না বাবা কেন এটা করেছিলেন ! তোমাদের নিজেদের সব কমজোরি বাবার ওপর চাপিয়ে দাও । বাবা চাইলে এটা করতে পারেন, কিন্তু তিনি করেননা । বাবা দাতা নাকি তিনি তোমাদের থেকে নেন ? দাতা তো সদা দেন কিন্তু যারা নেওয়ার তারা তো নেবেও, তাই না ! নাকি দেবেনও বাবা নেবেনও বাবা ! বাবা নেবেন তো ভরপুর হবে কি করে ! সুতরাং তোমরা অন্ততঃ নিতে তো শেখো । আচ্ছা - তোমাদের মিলন তো হয়ে গেছে, তাই না ? বাবা সবাইকে আমোদিত করলেন, চিত্ত বিনোদন করলেন আর সবার চেহারাও দেখেছিলেন । এই সময়ে তোমাদের চেহারা খুব চিয়ারফুল সবাই খুশির দোলায় দুলছে । তাহলে কি এটা মিলন হলোনা ! মিলন হওয়া অর্থাৎ একে অন্যের চেহারা দেখা । দেখেছিলে তো, তাই না ! তোমরা বরদান যেমন পেয়েছ পাত্রও পেয়েছ । বাকি কি থেকে গেল ? তুমি তো দিদি দাদীর থেকে টোলি আগেই খেয়ে নিয়েছ । যখন ব্যক্ত রূপে নিমিত্ত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে কেন তোমরা অব্যক্ত রূপকে ব্যক্ত বানাও ? দিদি দাদীও তো বাবা সমান, তাই না ! যখন তোমরা দিদি দাদীর থেকে টোলি নাও তখন কি ভেবে নাও ? বাপদাদা টোলি দিচ্ছেন । টোলি নিতে নিতে যদি তুমি ভাবো যে দিদি বা দাদী দিচ্ছেন, সেটাও ভুল হয়ে যাবে । আচ্ছা, তাহলে এখনো তোমাদের টোলি নেওয়ার ইচ্ছে আছে ! যদি টোলি খাবেই মনে করছো তবে বাবার সামনে তো আসবে, তাই না ! তাহলে আজই সবাই কুলাগাও আর টোলি খাও । হৃদয় তো ভরবে না কখনো । হৃদয় ভরতে থাকা উচিত, কিন্তু ভরে যাওয়া ঠিক নয় । যদি সামান্য কিছু খালি থাকে তো সেটাই ভালো । একমাত্র এর মাধ্যমেই তোমরা নিরন্তর নিজেদের ভরতে বাবাকে স্মরণ করবে ! ভরে গেলে তো তোমরা বলবে খাও-দাও আর মজা করো ! আচ্ছা ।

সদাসর্বদা সহজ যোগী, সহজ পুরুষার্থী, সদা সকলের মুশকিলকে সহজ করে দেয়, এইরকম বাবা সমান মাস্টার সর্বশক্তিমান, সদা সর্ব ধন-ঐশ্বর্যে পূর্ণ, সর্ব ধনভাণ্ডারের দ্বারা নিজের সাথে বিশ্বের সেবা করে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মাতাদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

সবাই তোমরা কল্প পূর্বের তোমাদের নিজেদের ছবি দেখতে থাকো ? এমন কোন ছবি যাতে তোমরা বাবার সাথেও আছ এবং সেবাও দেখানো হয়েছে । গোবর্ধন পর্বত ওঠানোর । এই ছবিতে বাবার সাথে বাচ্চারা আছে এবং উভয়েই সেবা করছে । পর্বত ওঠাতে তোমার আঙুল দেওয়া, সেতো সবাই

হলো, তাই না ! তোমাদের মনে উৎসাহ আসে কারন তোমাদের সহযোগের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়ে গেছে, তাই না ! আঙুল সহযোগের চিহ্ন । সবাই তোমরা বাপদাদার সহযোগী হয়েছ, তাই না ! তোমরা জন্ম কেন নিয়েছ ? সহযোগী হওয়ার জন্য । সুতরাং সদা স্মৃতিতে রাখো, আমরা জন্ম থেকে সহযোগী আত্মা । প্রথমে তোমরা কোনকিছু জানতে না, সেইজন্য তন, মন, ধন ভক্তিতে লাগিয়েছ আর এখন যা কিছু বাকি আছে সেইসব বাবার সহযোগী হয়ে সত্য সেবায় ব্যবহার করছ । শতকরা ৯৯ ভাগ তোমরা নষ্ট করেছ, বাকি ১ শতাংশ অবশিষ্ট আছে । যদি সেটাও সহযোগে না লাগাবে তো কোথায় লাগাবে ! দেখ, কোথায় তোমরা সত্যযুগের রাজা ছিলে আর আজ কি হয়েছ ! এমনকি তোমাদের দেহে শক্তিই বা কোথায় ! এখনকার যুবকেরা বৃদ্ধ । বৃদ্ধরা যত কাজ করতে পারে, আজকের যুবকেরা তা করতে পারেনা । তারা নামেই যুবক । তোমরা তোমাদের ধন খুইয়েছ, দেবতা থেকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (বৈশ্যবুদ্ধি) হয়ে গেছ । মনের শান্তিই বা আর কোথায় থাকল, লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে মরছ ! তোমরা মনের শান্তি, তন, ধন সবকিছু খুইয়েছ, তাহলে আর থাকল কি ? তবুও তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো, অন্ততঃ তন, মন, ধনের এখনো অবশিষ্ট এক শতাংশ ঈশ্বরীয় কার্যে ব্যবহার করলে ২১ জন্মের জন্য ২৫০০ বছরের জন্য জন্ম হয়ে যাবে । বাবা এমন সহযোগী বাচ্চাদের সদা স্নেহ দেন, সহযোগ দেন । আর এই সহযোগের ছবি আজও তোমরা দেখতে পাচ্ছ । এখন তোমরা এটা প্র্যাকটিস করছ আর ছবিও দেখছ । সাধারণতঃ মৃত্যুর পরে কেউ তার ছবি দেখতে পায়না । সাকার রূপে তোমরা তোমাদের পূর্ব কল্পের ছবি দেখছ । আগে তোমরা তোমাদেরই ছবির পূজা করতে । তখন যদি তোমরা সেই সঙ্কল্পে জানতে তাহলে তাদের গায়ন করতে না, তোমরাই হয়ে যেতে । তাহলে এইভাবে সবাই তোমরা সহযোগী, তাই না ! সদা সর্ব কার্যে সহযোগ দেওয়ার শুভ সঙ্কল্প রেখে যে কোনো ধরনের বাতাবরণকে শক্তিশালী বানানোয় সদা সহযোগী হও । বাতাবরণে কোনরকম ওঠাপড়া হতে দিওনা । সহযোগী হওয়ার বদলে কখনও অবস্থার অবাস্থিত পরিবর্তনকারী হয়ে যেওনা । সদা সহযোগী হওয়া অর্থাৎ সদা সঙ্কল্প । এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় – এই স্মৃতিতে অনবরত চলতে থাকো, উড়তে থাকো । কোনও সঙ্কল্প এলে চোখ তুলে ওপরে দিয়ে দাও আর নিজে নিঃসঙ্কল্প হয়ে চলতে থাকো । তোমার ভাব-ধারণা এবং সঙ্কল্প দেওয়া এক ব্যাপার আর অবস্থার অবাস্থিত পরিবর্তনের বশে আসা এক ব্যাপার । সুতরাং, সদা একরস স্থিতিতে থাকো । সঙ্কল্প দাও আর নিঃসঙ্কল্প হও । আত্ম-উন্নতি আর সেবার বৃদ্ধিতে সদা নিজেকে বিজি রাখো এবং সবার প্রতি শুভ ভাবনা রাখো । শুভ ভাবনায় যে সঙ্কল্প হয় সেইসব পূর্ণ হয়ে যাবে । শুভ সঙ্কল্প পূর্ণ হওয়ার সাধন হলো একরস অবস্থা । শুভ চিন্তনে, শুভ চিন্তক হওয়ার দ্বারা সর্বক্ষেত্রে তোমরা সম্পন্ন হয়ে যাবে । শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কর্তব্য হলো চারিদিকের বাতাবরণকে শক্তিশালী বানানো । আচ্ছা ।

বরদানঃ - অব্যক্ত পালনার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে 'লাস্ট সো ফাস্ট' হয়ে ফাস্ট নাম্বারের অধিকারী ভব

অব্যক্ত পার্টে আসা আত্মাদের পুরুষার্থে তীব্রগতিতে যাওয়ার ভাগ্য সহজেই প্রাপ্ত হয়েছে । এই অব্যক্ত পালনা সহজেই তোমাকে শক্তিশালী বানায় । এইজন্য যে যত সামনে এগোতে চায় এগিয়ে যেতে পারে । এই সময় 'লাস্ট সো ফাস্ট' এবং 'ফাস্ট সো ফাস্ট' -এর বরদান প্রাপ্ত হয় । সুতরাং এই বরদানকে কার্যে লাগাও অর্থাৎ সময় অনুসারে বরদানকে স্বরূপ বানাও । যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে ইউজ করো তবে ফাস্ট নম্বরে আসার অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- স্বমানের সীটে সেট থাকলে তবে সকলের থেকে মান স্বতঃপ্রাপ্ত হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বেহদের বাবার থেকে তোমরা অনেক উঁচু পড়া পড়ছো, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা পতিত - পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট, নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা রুহানী গভর্নমেন্ট থেকে পুরস্কার পায় ?

উত্তর :- যারা অনেককেই নিজের সমান বানানোর পরিশ্রম করে । সেবার প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাদের রুহানী গভর্নমেন্ট অনেক বড় পুরস্কার দেয় । তারা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য উঁচু পদের অধিকারী হয়ে যায় ।

ওম শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমার দ্বারা এই পড়া পড়ছো । এই পড়া হলো নতুন দুনিয়ার জন্য, আর কেউই এমন বলবে না যে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি । তোমরা যত ভালোভাবে পড়বে, ততই তোমাদের ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ জন্ম হয়ে যাবে । বেহদের বাবার থেকে আমরা বেহদের পড়া পড়ছি । এ হলো বেহদের অনেক উঁচু পড়া । বাকী সবই পাই - পয়সার পড়া । তাই এই বেহদের পড়াতে তোমরা যত পুরুষার্থ করবে তত উঁচু পদ পাবে । তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদা এইকথা থাকা দরকার যে আমরা পতিত - পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট আর নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি, তাই তোমাদের কত ভালো পুরুষার্থ করা উচিত যে আমরা এই পড়া করে প্রথমে বাবার কাছে যাবো তারপর যার যার পড়া অনুসারে নতুন দুনিয়ার পদ পাবো । ও হলো লৌকিক পড়া, আর এ হলো পারলৌকিক পড়া অর্থাৎ পরলোকের জন্য পড়া । এ হলো পুরানো পতিত লোক । তোমরা জানো যে আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হচ্ছি । এই কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণে থাকা প্রয়োজন তখনই তোমাদের খুশীর পরিমাণ বাড়তে থাকবে । বিয়ে বাড়ি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গেলে অনেক বাচ্চারাই ভুলে যায় । পড়া কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় আর আরো খুশীতে থাকা উচিত । আমরা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হই । যারা অনেককেই নিজের সমান বানায়, তারা অবশ্যই উঁচু পদ পায় । এই রহস্য অন্য কারোর বুদ্ধিতে বসেই না । সেবা করারও বুদ্ধি থাকা চাই । ডিপার্টমেন্টও আলাদা আলাদা থাকে । যারা স্লাইড বানায়, বাবা তাদেরও বলেন যে স্লাইড একই সাইজে বানাও যাতে যে কোনো প্রজেক্টরে চলতে পারে । প্রথমেই স্লাইড হলো পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ? তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের বাবা । তাঁর থেকে আমরা কি আশীর্বাদী বর্ষা পাই ? তারপর দেখাতে হবে যে এই ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার দ্বারা আমরা এই সূর্যবংশীর পদ পাই । তোমরাও পুরুষার্থ করছো নতুন দুনিয়ার জন্য । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো, তোমরাই পবিত্র দুনিয়া গঠন করো । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই স্মৃতি এসে গেছে । বরাবর আমরাই পাঁচ হাজার বছর আগে দেবী - দেবতা ছিলাম । তারপর রাজ্য হারিয়ে ফেলেছিলাম । তারপর লৌকিক সম্পদ প্রাপ্ত করেছিলাম । এ সবই লৌকিক জগতের কথা । তোমাদের হলো বেহদের লড়াই, শ্রীমতে চলে তোমরা পাঁচ বিকাররূপী রাবণের সাথে লড়াই করো । তোমরা জানো যে ড্রামাতে হার জীতের পার্ট তো আছেই । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই ড্রামার চক্র ঘুরতে থাকে । তাই এখন বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমতে চলতে হবে, বাবার নির্দেশ অনুসারে । কিছু বাচ্চা বলে থাকে আমরা নিজেরা বুদ্ধি কিন্তু অনেককে বোঝাতে পারি না । এ তো এমন হলো যে তোমরা নিজেরাই বোঝো নি । নিজেরা যতটা বুঝেছো সেই হিসেবে তোমরা পদ পাবে । তোমাদের বুদ্ধিতে যেন স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে । তোমরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও । যদি তোমরা অন্যকে নিজের

সমান বানাতে না পারো তাহলে তোমাদের সেবাধারী মনে করা হবে না, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত। অন্যদেরও শেখাতে হবে। ব্রাহ্মণীদের প্রতি একজনের উপর পুরুষার্থ করতে হবে। টিচাররা অনেক পরিশ্রম করলে তবেই তো পুরস্কার পায়। তোমরা তো অনেক বড় গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে পুরস্কার পাও। এই সেবার প্রমাণ দিতে হবে। কোনোরকমের গাফিলতি করা চলবে না। এখানে এক ক্লাসে বিভিন্ন প্রকারের পড়া হয়। তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতে দেবী - দেবতা হতে চলেছি। বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে। আগের কল্পে যেমন স্বর্গের অট্টালিকা বানানো হয়েছিলো এবারও তেমনই হবে। ড্রামাই এর সাহায্য করে থাকে। সেখানে তো বড় বড় মহল, বড় বড় সিংহাসন ইত্যাদি বানানো হয়। এখানে থোড়াই সোনা - রূপার বড় বড় মহল আছে। ওখানে তো হীরে জহরত পাথর তুল্য হবে। ভক্তিতেও এত হীরে জহরত থাকে তাহলে সত্যযুগে কি না থাকবে। বিশেষ করে ব্যবসায়ী মানুষরা এখানে রাধা - কৃষ্ণ অথবা লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি দেব - দেবীদের সাজিয়ে থাকে। সোনার গয়না পরিয়ে থাকে। বাবার স্মরণে ছিলো -- এক শেঠ ছিলো। সে বলেছিলো, আমি লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির বানাই, তাঁদের জন্য নতুন গয়না বানাতে হবে। সেইসময় গয়না অনেক সম্ভা ছিলো। তাহলে সত্য যুগে কি হবে? ভক্তিমার্গে অনেক মূল্যবান দ্রব্য ছিলো, যা সব লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের সব মনে পরে গেছে। এই পড়া হলো অনেক উচ্চস্তরের। ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরও শেখাতে হবে। রাজবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যাও দিতে থাকো। শিববাবাকে স্মরণ করাতে থাকো। ছবি দেখিয়ে বোঝাও। বাচ্চাদেরও কল্যাণ করো। শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে। অবিনাশী এই জ্ঞানের কখনো বিনাশ হয় না। অল্পকিছু শোনালেও রাজধানীতে চলে আসবে। সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো। সে এখন কোথায় গেলো? আমি তোমাদের বোঝাই যে তোমাদের সেই স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবো। শিখলেই শিখে যাবে কিন্তু পরিশ্রম করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। গাফিলতি করলে আফশোস করবে। বাবা ধন রোজগার করে বাচ্চাদের দিয়ে যায়। এখন তো সকলেরই বিনাশের সময়। এখন তো কত ঝগড়া - লড়াই, মৃত্যু ইত্যাদি হচ্ছে। এ কিছুই নয়। এখন কোটির আন্দাজে বিনাশ হবে, সবাই জ্বলে মরে শেষ হয়ে যাবে। কবরস্থানে পরিণত হবে তারপর পরীস্থান হবে। কবরস্থান তো অনেক বড়, পরীস্থান তো অনেক ছোটো হবে। মুসলমানরাও বলে থাকে, সবাই কবরের তলায় শায়িত। খুদা এসে সকলকে জাগ্রত করে তারপর ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই সময় সমস্ত আত্মারা কোনো না কোনো রূপে এখানেই আছে। কবরে শরীর পরে থাকে, বাকি আত্মারা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এইসময় মায়া সকলকেই কবরে শায়িত করে রেখেছে। সবাই মৃতবৎ পড়ে আছে। সবই শেষ হয়ে যাবে তাই কারোর সঙ্গেই হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরী করো না। একজনকেই মন দাও। শেষকালে তোমাদের সকলের থেকেই মমত্ব দূর হয়ে যাবে। তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এই পড়া পড়ে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের বাদশাহী লাভ করার জন্য পতিত -পাবন বাবার দ্বারা পড়ছি। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি হলেন চৈতন্য। আত্মাও চৈতন্য। যতক্ষণ না আত্মা শরীরে প্রবেশ করে ততক্ষণ এই শরীর জড়। আত্মাই হলো চৈতন্য। এখন আত্মা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। প্রতি আত্মার মধ্যে তাদের নিজের নিজের পার্ট ভরা আছে। প্রত্যেকের পার্ট তার নিজের নিজের। এ এক আশ্চর্যজনক নাটক, একেই কুদরত বলা হয়। এত ছোটো আত্মার মধ্যে কতো পার্ট গাঁথা রয়েছে। এই রুহানী কথা সুপ্রীম রুহ (আত্মা) বসে তোমাদের বোঝান। তিনি তোমাদের ঘুরিয়ে সব দেখান, এও নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে, যা নাটকে লিপিবদ্ধ আছে, তারই তিনি সাক্ষাৎকার করান। যদিও এই খেলা প্রথম থেকেই অনাদি, যা আগে থেকেই বানানো আছে, কিন্তু মানুষ জানে না যে, এই খেলা অনাদি। তোমরা

তো সবকিছুই জানো । যা কিছুই ঘটতে থাকে, এক সেকেন্ড পরে তা অতীত হয়ে যাবে । আর যা অতীত হয়ে গেলো, তোমরা জানো যে, এ ড্রামাতেই ছিলো । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন -- সত্যযুগ থেকে এখন পর্যন্ত কি কি পাট হয়েছে । এই কথা দুনিয়ার কেউই জানে না । বাবা বলেন, আমার বুদ্ধিতে যে জ্ঞান আছে, তাই আমি তোমাদের দিচ্ছি । তোমাদেরও আমি আমার সমান বানাই । তোমরা তো জানোই এই দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী । তাই প্রথমেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে এবং অন্যকে পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা ছাড়া কেউই পবিত্র বানাতে পারবে না ।

এখন বাবার শ্রীমতে চলে তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে । কোনো কটুকথাই বলবে না । সকলকেই দয়া বা ক্ষমা করতে হবে । তোমরা সবাইকে শেখাতে পারো -- "ভগবান উবাচ :- মনমনাভব" । তারা জানে না যে, ভগবান কে আর তিনি কখন গীতা শুনিয়েছিলেন । তোমরা এখন ভগবান উবাচঃ বুঝতে পারো - 'অশরীরী হও' । দেহের সব ধর্ম -- আমি মুসলমান বা আমি পার্সি এইসব ছেড়ে দাও । এই কথা কে বলে ? আত্মারা তো নিজেরা সব ভাই - ভাই । এক বাবার সন্তান । আত্মা তাদেরই আত্মা ভাইদের বোঝায় যে, বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা মুক্তিধামে যেতে পারবে । সবাই নির্বাণ ধামে যাবে । দুটো অক্ষর স্মরণ রেখেও বোঝানো উচিত । ভগবান সবার এক । কৃষ্ণ তো হতে পারেন না । এখন বাবা বলছেন, দেহের সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো । আত্মা প্রাকৃতির আধার নিয়ে এখানে অভিনয় করে । ক্রাইস্টের জন্য বলা হয় -- এখন তিনি ভিখারী । সকলেরই শরীর রূপী জুতো পুরানো হয়ে গেছে । ক্রাইস্টও নিশ্চই পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন । এখন তো তিনিও শেষ জন্মে আছেন । এই দেবদূতদেরও বাবা এসেই জাগান । পতিতদের একমাত্র বাবাই পবিত্র বানান । সকলকেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে আসতেই হবে । এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । সামনের দিনে এরা সকলেই মানবে । মানুষের আওয়াজ উঠবে যে বাবা এসেছে । মহাভারী লড়াইতে তো ভগবানের নাম আছেই । কিন্তু নামের পরিবর্তন করে দিয়েছে । বিনাশ আর স্থাপনা এ তো ভগবানেরই কাজ । বাবা এসেই স্বর্গের দ্বার খুলবেন । তোমরাই ডাকো বাবা এসো, এসে বৈকুণ্ঠের দ্বার খোলো । বাবা এসে তোমাদের দ্বারাই সেই দ্বার খোলেন । তোমাদের নামও উজ্জ্বল -- শিবশক্তি সেনা । তোমাদের কেন পাণ্ডব বলা হয় ? তোমরাই হলে রুহানী পান্ডা, তোমরাই সবাইকে স্বর্গের রাস্তা বলে দাও । বাবা বসে সমস্ত শাস্ত্রের সার বলেন । এই সব কথা তারাই বুঝতে পারবে যারা আগের কল্পে বুঝেছিলো । আমরা আত্মারা হলাম পান্ডা, সবাইকে আমরা শান্তিধামে নিয়ে যাবো, তারপর সুখধামে আসতে হবে । এই দুঃখধামের বিনাশ হবে তাই এই মহাভারতের লড়াই । তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ বর্ণনা আছে । 'মনমনাভব', 'মধ্যাজী ভব' এতেই সব জ্ঞান এসে যায় । বাবা যেমন জ্ঞানে পূর্ণ, তোমরা বাচ্চারাও তেমনই হও । কেবল দিব্য দৃষ্টির চাবি আমি আমার কাছে রাখি । এর বদলে আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাই । আমি কিন্তু মালিক হই না । এখানেই তফাৎ থাকে । এই দিব্য দৃষ্টির পাটও তোমাদের কাজে আসে । ভাবনার দানা দিয়ে দিই । বাবা বুঝিয়েছেন -- জগদম্বার কত মেলা হয় । লক্ষ্মীর এত মেলা হয় না । কতো তফাৎ । মানুষ লক্ষ্মীর ছবি সিন্দুকে রেখে দেয়, যাতে অর্থপ্রাপ্তি হয় । ভক্তিমার্গে প্রাপ্ত হয় চানা আর জ্ঞানমার্গে প্রাপ্ত হয় হীরে । লক্ষ্মীর কাছে মানুষ কেবল ধন চায় । তাঁকে কেউ এমন বলবে না যে বাচ্চা দাও, সুস্বাস্থ্য দাও । জগদম্বার কাছে মানুষ সব আশা নিয়ে যায় ।

এখন তোমরা জানো যে আমরা পূজ্য ছিলাম, তারপর পূজারী হয়েছি, আবার পূজ্য হবো। জ্ঞানের দ্বারা বাচ্চারা প্রকাশের আলোর সন্ধান পেয়েছে। তোমরা কতখানি নিরালা হয়ে গেছে। জ্ঞান অঞ্জন (চক্ষু) সন্মুখ দিয়েছেন তোমরা এই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনেছো। বুদ্ধিতে যখন এসে গেছে তখন তোমাদের এই পড়ার কতো কদর করা উচিত। দুনিয়ার পড়া তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছো। তাতে কি পেয়েছো? চানাসম প্রাপ্তি। এই পড়া এক জন্ম পড়লে তোমরা হীরে জহরত প্রাপ্ত করতে পারো। এখন পুরুষার্থ করা বাচ্চারা, তোমাদের কাজ। না পড়লে টিচাররা আর কি করবে? এখানে কৃপার তো কোনো কথাই নেই। এই সঙ্গম যুগে দেবতাদের সমস্ত রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যোগবলের দ্বারা তোমরা তোমাদের বিকর্মের বিনাশ করো আর জ্ঞান বলের দ্বারা তোমরা কতো উঁচু পদ প্রাপ্তি করো। জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদীর দ্বারা স্নান করলে সঙ্গতি হয়। বাচ্চাদের বোঝার জন্য অনেক যুক্তি মেলে। ডামার নিয়ম অনুসারে যা আগের কল্পে বোঝানো হয়েছিলো তাই আবার বোঝানো হয়। বাচ্চারাও নম্বর অনুসারেই আসতে থাকে। ব্রাহ্মণ কুলের বৃদ্ধি তো হবেই। বাচ্চারা, তোমাদের মহাদানী হতে হবে। যারাই আসুক, তাদের কিছু না কিছু বোঝাতে থাকো। শঙ্খধ্বনি করতে হবে। এখানে তোমরা যতটা ধরনা করতে পারবে, ঘরে তা হবে না। শান্তিতেও মধুবনের গায়ন আছে, সেখানে মুরলী বাজতো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই ঈশ্বরীয় পড়ার অনেক কদর করা চাই। বাবার থেকে কৃপা ইত্যাদি চেও না। জ্ঞান আর যোগবল জমা করতে হবে।

২) দয়ালু হতে হবে। মুখে কখনোই কটু কথা বোলো না। সর্বদা মিষ্টি কথা বলতে হবে। নিজের সমান বানানোর সেবা অবশ্যই করতে হবে।

বরদান :- সুখ স্বরূপ হয়ে সবাইকে সুখপ্রদানকারী মাস্টার সুখদাতা হও।

সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দুঃখের নাম - নিশানা থাকবে না কেননা সুখদাতার সন্তান তোমরা মাস্টার সুখদাতা। যারা মাস্টার সুখদাতা, সুখ স্বরূপ, তারা নিজেরা কি করে দুঃখে থাকতে পারে। বুদ্ধির দ্বারাই তারা দুঃখধাম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তারা নিজেরা তো স্বয়ং সুখ স্বরূপ থাকে আবার অন্যকেও সদা সুখের দান করে। বাবা যেমন সমস্ত আত্মাদের সর্বদা সুখই দিয়ে থাকেন, তেমনই বাবার যা কাজ, বাচ্চাদেরও তাই কাজ। কেউ যদি তোমাদের দুঃখ দেয়ও তোমরা কিন্তু পরিবর্তে তাদের দুঃখ দিতে পারো না, তোমাদের স্লোগানই হলো - "না দুঃখ দাও আর না দুঃখ নাও।"

স্লোগান :- হর্ষিত আর গম্ভীর হওয়ার ব্যলেম্বকে ধারণ করে একরস স্থিতিতে স্থিত থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কেউ যতই গুণী হোক, মধুর হোক, ধনী হোক তোমরা তাদের দিকে আকৃষ্ট হবেনা, দেহ কে স্মরণ করবেনা"

প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে তাদের মুখে বাবার জন্য কোন্ কথাটি থাকবে ?

উত্তর :- ওহো! বাবা আপনি তো আমাদের জীবনদান করেছেন। মিষ্টি বাবা আপনি আমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান প্রদান করে , সর্ব প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন তার জন্যে বাবাকে কত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ।

প্রশ্ন:- অন্ত কালে বাবা ছাড়া অন্য কারোর প্রতি একটুও যেন মোহ না থাকে তার জন্যে কি করা উচিত ?

উত্তর :- বাবা বলেন লোভের বশে কোনো জিনিস নিজের কাছে এক্সট্রা রাখবেনা। এক্সট্রা রাখলে তার প্রতি মোহ থাকবে। বাবার স্মৃতি থাকবেনা ।

গান : ধৈর্য ধর রে মন....।

ওমশান্তি। বাচ্চাদেরকে ধৈর্য কে দিচ্ছে ? বাচ্চাদের বুদ্ধি চট করে বেহদের বাবার দিকে চলে যায়। তাও শুধু এই সময়ে বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি বাবার দিকে যায়। যদিও বেহদের বাবার দিকে অনেকের বুদ্ধি-ই যায়। কিন্তু তাদের সে কথাটি জানা নেই যে এ হল সঙ্গমযুগ। বাবা এসেছেন , সবাই একবারে এক সময়ে তো জানতে পারবেনা। বাচ্চারা বাবার আপন হলে জানতে পারবে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জেনেছ। জানো যে বাবা এসেছেন। বেহদের বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিচ্ছেন, যা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তোমাদের দিয়ে ছিলেন। তিনি আসেন শুধু বাচ্চাদের বর্ষা দিতে। তিনি হলেন বেহদের বাবা তবুও তিনি আমাদের পড়ান। ভগবান অর্থাৎ পিতা আবার ভগবানুবাচ অর্থাৎ পড়ান। কি পড়ান ? সেসবও তোমরা বাচ্চারাই জানো। আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। বাবা কোনো শাস্ত্র পড়েন নি। ব্রহ্মাবাবা শাস্ত্র পড়েছেন। শিববাবাকে বলা জ্ঞানের সাগর , আলমাইটি অথরিটি। নিজেও বলেন আমি সব বেদ শাস্ত্রের সার তত্ত্ব জানি -- এইসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এইসব আমার তৈরি করা বস্তু নয়। জিজ্ঞাসা করা হয় এই শাস্ত্র কবে থেকে পড়ছ ? তখন বলে এইসব তো প্রথা অনুযায়ী চলে আসছে। বাবা বলেন আমাকে কেউ পড়ায় না। আমার কোনো পিতা নেই , আর সবাই গর্ভে প্রবেশ করে মাতার পালনা নেয়। আমি তো গর্ভে আসিনা , যে মাতার পালনা নেব। মানুষের আত্মা গর্ভে আসে। সত্যযুগের লক্ষ্মী নারায়ণ ও গর্ভে জন্ম নেয়। অর্থাৎ তারাও মানুষ তাইনা। আমি তো এই শরীরে প্রবেশ করি , ড্রামা প্লান অনুসারে কল্প পূর্বের ন্যায়। এই অক্ষর কেউ জানেনা। কল্পের আয়ু কত তাই কেউ জানেনা। বাবা বসে বোঝান আমি তোমাদের পিতা , শিক্ষক ও সদগুরু হই। তোমরা জানো এই বাবা সম্পত্তি প্রদান করেন। বাবা স্বর্গের রাজত্ব দিতে এসেছেন। নরকের রাজত্ব খোড়াই দেবেন ! এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে বেহদের বাবা আমাদের রাজ যোগ শেখাচ্ছেন। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করবেন। তিনি বলেন আমার

মতামত অনুসারে চলো , আমি তোমাদের স্বর্গের মালিকে পরিণত করি। তারপর দ্বাপর থেকে তোমরা রাবণের মতানুসারে চল । সত্যযুগে কোনো মানুষের মতামত গতি সদগতির জন্যে থাকেনা । দরকারও হয়না। কলিযুগে সবাই গতি সদগতির জন্যে মতামত চায়। জানে আমরা কোনো সময়ে স্বর্গে ছিলাম, পবিত্র ছিলাম , তবেই তো ডাকে -- হে পতিত পাবন, হে সদগতি দাতা , আমাদের সদগতি প্রদান করুন। সত্যযুগে এই রূপ ডাকাডাকি হয়না। এখন তোমরা জানো বাবা এসেছেন। খুব সরল ভাবে রাজ যোগ ও সহজ জ্ঞানের মতামত দিচ্ছেন। ওঁনার শ্রীমৎ রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। ওঁনার চেয়ে উঁচু কেউ নয়, এবং তিনি হলেন আমাদের রুহানী পিতা। রুহানী পিতা হওয়ার দরুন তিনি আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন , দেহের পিতার কাছে সন্তানরা দৈহিক জ্ঞান প্রাপ্ত করে তাই বাবা বলেন -- আত্ম অভিমানী হও এবং বাবাকে স্মরণ কর। কোনো রকম দৈহিক স্মরণ যেন না থাকে। তোমরা হলে আত্মা , মানুষ যতই ভালো হোক, ধনী হোক, মধুর হোক তবুও দেহধারীকে স্মরণ করবেনা। একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করবে। কেউ যদি ধনী জনের সন্তান হয় তো সে পিতাকেই স্মরণ করবে। গান্ধীকে বা শাস্ত্রী কে খোড়াই স্মরণ করবে। সবচেয়ে বেশি স্মরণ পরম পিতা পরমাত্মাকে করে তারপর কেউ লক্ষ্মী নারায়ণকে , কেউ রাধে কৃষ্ণকে স্মরণ করে। ভাবে যে তাঁরা চলে গেছেন। তাঁদের হিস্তি জোগ্রাফিও আছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন পিতা, তিনি আবার আসবেন , নিশ্চয়ই বিশ্বের হিস্তি জোগ্রাফি রিপিট হবে। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসবে। কিন্তু এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউ জানেনা। শুধু কথার কথা বলে -- হিস্তি জোগ্রাফি রিপিট। বুঝতে কিছুই পারেনা। প্রথমে তোমরাও এমনই ছিলে। জানতে যে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল , কিন্তু কত সময় চলেছে, তারপর তার কোথায় গেছে কি হয়েছে , কিছুই জানা নেই। এখনও নস্বর অনুযায়ী ভালো ভাবে ধারণ করে শ্রীমৎ অনুসারে চলছ -- সেও ঠিক কথা। মন বচন কর্ম দ্বারা সাহায্য করে। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা অনেকের কল্যাণ করবে।

তোমরা হলে শক্তি সেনা ডবল অহিংসক। তোমাদের ভিতরে কোনো রকম হিংসা নেই। তোমরা কাউকে দুঃখ দাও না। হিংসা অর্থাৎ দুঃখ দেওয়া। ঘুষি মারা , তলোয়ার চালানো বা কাম কাটারী চালানো -- এই সবই হল দুঃখ দেওয়া। তোমরা কোনো রকম দুঃখ দাওনা তাই অহিংসা পরম ধর্ম বলা হয়। মানুষ তো সবাই হিংসা করে। এই সময়টি হল রাবণের রাজ্য। মানুষ তো শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেও হিংসা দেখিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রাজকুমার , ওঁনার এইরূপ চরিত্র বা জীবন কাহিনীর কোনো কথা নেই। চরিত্র হল ঈশ্বরের। তিনি হলেন রত্নাকর, সওদাগর, জ্ঞানের সাগর , জাদুকর। আরে, নিরাকার পরমাত্মা সওদা করবেন কিভাবে ? সওদাগর তো মানুষ হবে তাইনা। এই সব কথা তোমরা জানো যে তিনি কিভাবে সওদাগর ও রত্নাকর হয়েছেন। ওঁনাকে সবাই কেন স্মরণ করে ? হে পতিত পাবন , সর্বের সদগতি দাতা , দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। মহিমা কেবল একজনের। এইরূপ মহিমা সূক্ষ্মবতনবাসী বা স্থূলবতনবাসী কারো হাতে পারেনা। এই মহিমা হল মূলবতনবাসী পরমাত্মার। উঁচু থেকে উঁচু হলেন পিতা, আমরা আত্মারা তাঁর সন্তান। আমরা সবাই ক্রম অনুযায়ী পার্ট প্লে করতে আসি। বাবা বলেন -- এই যে নলেজ তোমাদের শোনাই সেই নলেজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওই গীতা তো অনেক আছে। তবুও পুরাতন গীতা প্রকাশিত হবে। তোমাদের কাগজ খোড়াই বেরোবে। গীতা অনেক ভাষায় রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু হল গীতা কিন্তু সবই হল মনুষ্য রচিত, যথার্থ নয় তাই সবাই অন্ধকারে বাস করছে , তবেই গায়ন আছে জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন ... এই স্থূল সূর্যের মহিমা নয়। জ্ঞান সূর্যের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূর্য আলো দেয় , সাগর দেয় জল , তাদের নামে ভগবানের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের সাগরকেই

জ্ঞান সূর্য বলা হয়। তোমরা জানো আমাদের অন্ধকার এখন দূর হয়েছে। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে তোমরা জানো। যখন রচয়িতার পাঁট জেনেছ তখন অন্যদের পাঁট নিশ্চয়ই জেনেছ। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। তোমরা জানো যে এই বাবা হলেন খুবই প্রিয়। আমাদের জীবনদান দিয়েছেন। তোমরা তো একবারই এমন জীবনদান প্রাপ্ত কর -- যার ফলে তোমরা কখনও অসুস্থ হবে না , আর এইরকম বলতেও হবেনা যে অমুকে আমাদের জীবন দান দিয়েছে। এইটি হল একেবারে নতুন কথা।

এখন তোমরা জীবিত অবস্থায় বাবার আপন হয়েছ। মায়া রাবণ অনেককে নিজের দিকে টেনে নেয়। তখন বলা হয় রাবণ রূপী কাল গ্রাস করেছে । ঈশ্বরীয় কোলে এসে আবার অসুরী কোলে ফিরে যায়। কাল যদিও গ্রাস না করে তবুও জীবিত অবস্থায় ঈশ্বরের আপন হয়ে রাবণের আপনজন হয়ে যায়। এখানে ধর্মাত্মা স্বরূপে পরিণত হতে হতে সেখানে গিয়ে অধর্মী হয়ে যায়। এখানে সঙ্গমে ধর্মের রাজ্য , সেখানে অধর্মের রাজ্য রয়েছে। সত্যযুগে হয় কেবল একটি ধর্ম। কলিযুগে হয় অধর্মের রাজ্য , কৌরবদের রাজ্য। পাণ্ডবদের সঙ্গে বলা হয় কৃষ্ণ ছিল। তোমাদের সাথে আছেন শিববাবা। জুয়া খেলার কোনো কথা নেই। রাজস্ব না-ই কৌরবদের , না-ই পাণ্ডবদের । বাবা এসে ধর্মের রাজ্য স্থাপন করেন। সবাই চায় রামরাজ্য হোক। আমরা স্বর্গবাসী হই অর্থাৎ এইটি হল নরক। কিন্তু কাউকে সোজাসুজি নরকবাসী বললে রেগে যাবে। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বেহদের (অসীমের) বাবা হলেন নিরাকার। বেহদের বাবাকেই ভগবান বলা হয়। হদের বাবাকে ভগবান খোড়াই বলা হবে। কৃষ্ণকে খোড়াই জ্ঞান সাগর , পতিত পাবন বলা হবে। ওঁনার মহিমা কেবল তোমরা ব্রাহ্মনরাই জানো। তোমাদের বাবা এসে নিজ সমান তৈরি করেন। বাবাও জানেন, তোমরা বাচ্চারাও জানতে পারো এবং স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর। যেমন লৌকিক পিতার কাছে বাচ্চারা সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত করে। সেসব হল আলাদা। এখানে তোমরা জানো আমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছি। এমন কোনো স্কুল বা সংসদ নেই , যেখানে সবাই বলবে আমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। এখানে বাবা রাজ যোগের শিক্ষা দেন। বলেন তোমরা নয় থেকে নারায়ণে রূপান্তর হবে। তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগ অর্থাৎ কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদি কালের সঙ্গম হবে তবেই তো তোমরা পুরুষার্থ করে নয় থেকে নারায়ণে পরিণত হবে। এই রাজ যোগ আমরা বাবার কাছে শিখছি -- নয় থেকে নারায়ণ , নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হতে। নর-নারায়ণের মন্দিরও তৈরি করে। ওঁনাকে চারটি ভূজা দেওয়া হয়েছে কারণ দুজনে একসঙ্গে আছে। নারী লক্ষ্মীর কোনো মন্দির নেই। নারী লক্ষ্মীকে দিপাবলীতে (দীপমালায়) আহবান করে। ওঁনাকে মহালক্ষ্মী বলা হয়। তোমরা লক্ষ্মীর মূর্তি চারটি ভূজা ধারীই দেখবে। যাঁর পূজো অর্চনা করা হয় তিনি হলেন যুগল বিষ্ণু রূপ , তাই চারটি ভূজা দেওয়া হয়েছে। এই সব কথা বাবা বোঝান। মানুষ তো কিছু জানেনা। ভগবানকে খুঁজতে থাকে। ধাক্কা খেতে থাকে। ভগবান তো আছেন উপরে তবে খুঁজবার কি দরকার। মন্দিরে যে কৃষ্ণের ছবি রয়েছে সেই ছবি ঘরে রেখে কেন পূজো করো না ? বিশেষ করে মন্দিরে যাও কেন ? মন্দিরে যাবে , অর্থ দান করবে। ঘরে কাকে দান করবে ? অর্থাৎ এইসব হল ভক্তি মার্গের নিয়ম। বাবা বলেন তোমাদের কোনো ছবি রাখার দরকার নেই। তোমরা কি শিববাবাকে জানো না যে ছবি রাখো ? ছবি রাখলে কি স্মরণ করতে পারো ? বাবা তো জীবিত আছেন তবে ছবি কেন রাখবে ? বাবা তোমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন তাহলে ছবি নিয়ে কি করবে ? বৃদ্ধজনকে ছবি দেওয়া হয় কারণ তারা শীঘ্র ভুলে যান । যদি অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ কর তবে অন্ত কালে সে-ই স্মরণে আসবে। যদি কিছু মোহ থাকে তবে তোমাদের পিছু টান থাকবে। তারপর যতই শিববাবার ছবি রাখো যদি মোহ থাকে তবে স্মরণে

আসবেই তাই বাবা বলেন বাচ্চারা সম্পূর্ণ নষ্ট মোহ হও। কোনো জিনিসে মোহ থাকবে , ২-৪ জোড়া জুতো যদি থাকে তবে স্মরণে আসবে তাই বলা হয় বেশি জিনিস রেখো না। নাহলে সেই দিকে বুদ্ধি যাবেই। বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। লোভ তো হয় -- যে আমরা নিজের কাছে ভালো পোশাক রাখি , ২-৪ টে জুতো জোড়া রাখি, ঘড়ি রাখি। একটু টাকা পয়সাও রাখি। রাখলেই স্মরণে আসবে। বাবার জানা থাকা উচিত -- তোমাদের কাছে কি কি আছে। বাস্তবে তোমাদের কিছুই রাখা উচিত নয়, যা কিছু প্রাপ্ত করো শুধু সেটুকু রাখা উচিত। একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করবেনা। এতখানি প্র্যাক্টিস করতে হবে -- তবেই বিশ্বের মালিক হবে। এই কথা কেউ বোঝেনা যে রাধে-কৃষ্ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, শুধু বলে দেয় ভারতে রাজত্ব ছিল। যমুনা নদীর তীরে তাঁদের মহল ছিল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক। এই কথাটি শুধু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বেহদের পিতা এসেছেন বেহদের মালিকে রূপান্তর করতে। প্রজা এবং রাজা পদে অনেক তফাৎ আছে। এখানে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছ তাই পুরো ফলো করো। (ফকির) ভিক্ষুক থেকে (অমির) ধনী হতে হবে। এতখানি পুরুষার্থ করতে হবে। খুশি মনে পড়াশোনা করা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান-যোগের দ্বারা সবাইকে সাহায্য করতে হবে। ডবল অহিংসক হতে হবে। কাউকেও দুঃখ দেবেনা।

২) নষ্ট মোহ হতে হবে। কোনো জিনিসে বুদ্ধির টান রাখবেনা। একমাত্র বাবার স্মরণ যেন থাকে সর্বদা তারই প্র্যাক্টিস করতে হবে।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধি দ্বারা ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভবকারী সফলতামূর্ত হও।

ব্যাখা: ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষ উপহার হল দিব্য বুদ্ধি। এই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে, নিজেকে এবং তিনটি কালকে স্পষ্ট ভাবে জানতে পারবে। দিব্য বুদ্ধির সাহায্যে স্মরণ করে সর্ব শক্তিগুলি ধারণ করতে পারবে। দিব্য বুদ্ধি ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভব করায় , তাদের সামনে তিনটি কাল স্পষ্ট থাকে। বলাও হয় যা ভাববে, যা বলবে , আগে পরে ভেবে চিন্তে করবে। পরিণামের কথা মাথায় রেখে কর্ম করলে সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়।

স্লোগান - যথার্থ নির্ণয় (decision) দিতে হলে আত্মিক নেশা (রুহানী ফখুর) দ্বারা চিন্তামুক্ত (বেফিকর) স্থিতিতে স্থিত থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অনেক দূরদেশ থেকে বাবা এসেছেন ধর্ম আর রাজ্য দুটোরই স্থাপনা করতে। যখন দেবতা ধর্মের রাজ্যত্বকাল চলে, তখন রাজ্য-ভার কেবলমাত্র দেবতাদেরই থাকে, সেখানে তখন আর অন্য, কোনও ধর্মের রাজত্বই চলে না।

প্রশ্ন :- সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মারাই থাকে, সেখানে তখন কোনও পাপ আত্মা নেই - এর চিহ্ন কি?

উত্তর :- সত্যযুগে কারও কোনও প্রকারের কর্মভোগ (অসুখ-বিসুখ) হয় না। অসুখ-বিসুখই প্রমাণ করে যে, আত্মারা তাদের পাপের সাজা কর্মভোগের রূপে তা ভুগে থাকে। একেই পূর্বের কর্মফলের হিসাব-নিকাশ বলা হয়।

প্রশ্ন :- বাবার কোন্ ইশারাকে কেবলমাত্র তার দূরদেশী বাচ্চারাই বুঝতে পারে ?

উত্তর :- বাবা ইশারা করেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের বুদ্ধিযোগের দৌড় লাগাও। এখানে বসেই বাবাকে স্মরণ করো। ভালবাসার সাথে স্মরণ করতে পারলে তোমরা বাবার গলার হার হতে পারবে। তোমাদের প্রেমাস্রু মালার পুঁতির-দানা হয়ে যাবে।

গীত :- অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত
দিন এলো যে আজ।

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা- তোমরা যে গীত শুনলে, তার অর্থ তোমরা জানো। এই ভারত ভূ-খণ্ডই একদা খুব বড় আকারের ছিল। তাই সম্পূর্ণ ভারতকে সমান্তরাল ভাবে শিক্ষিত করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু এটা পঠন-পাঠনের ব্যাপার, তাই এর জন্য অনেক কলেজ খোলার বিষয়টিও এসে যায়। তোমাদের এটা বেহদের বাবার ইউনিভার্সিটি। যাকে বলা হয় 'পাণ্ডব গর্ভনমেন্ট'। আর গর্ভনমেন্টের অর্থ - সভারিন্টি অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ-সম্পন্ন, সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন। তোমরা বি.কে.-রা তা জানো, তেমন গর্ভনমেন্টেরই স্থাপনা কার্য চলছে তোমাদের দ্বারা। অর্থাৎ দেব-ধর্মের সাথে সাথে সভারিন্টি বা রিলিজিও পলিটিক্যাল অর্থাৎ দেবী-দেবতা ধর্মেরও স্থাপনা কার্য চলছে। যেহেতু এই সময়কালে আর অন্য কোনও ধর্মের রাজ্য স্থাপনা কার্য চলে না। অন্যেরা কেবল ধর্মই স্থাপন করতে পারে। বাবা জানাচ্ছেন - "আমিই সেই আদি সনাতন ধর্ম আর তার রাজধানী স্থাপনা করছি। তাই একে রিলিজিও পলিটিক্যাল বলা হয়। বাচ্চারা তোমাদেরও তেমন দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন বুদ্ধিদারী হতে হবে। তোমাদের এই বাবা সেই দূরদেশ থেকে এসেছে।" বস্তুতঃ প্রত্যেক আত্মাই সেই দূরদেশ থেকেই আসে। তোমরাও সেই দূরদেশ থেকেই এসেছো এখানে। নতুন নতুন ধর্ম যারা স্থাপন করে, তাদের আত্মারাও সেই দূরদেশ থেকেই আসে। কিন্তু তারা হয় কেবলমাত্র ধর্মস্থাপক। কিন্তু তোমাদের কার্য হলো ধর্ম এবং সভারিন্টির স্থাপনা। পূর্বের ভারত সভারিন্টি-ই ছিল। তখন এখানে ছিল মহরাজা-মহারানী-রা। যেমন, মহরাজা শ্রী নারায়ণ, মহারানী শ্রী লক্ষ্মী। অতএব বাচ্চারা, এখন তো তোমরা অবশ্যই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে চাইবে। এর সাথে আরও বলবে- বাবা, আমরা সব ভারতবাসীরা যে কারণে তোমাকে ডাকতে থাকি- "বাবা তুমি এসে এই পুরোনো দুঃখ-কষ্টের দুনিয়াকে বদলে দিয়ে নতুন সুখের দুনিয়া স্থাপন করে দাও।" পুরোনো ঘর আর নতুন ঘরের মধ্যে

তফাৎ তো থাকেই বিস্তর। তাই তোমাদের বুদ্ধিতে কেবল সেই নতুন ঘরের চিন্তাই থাকা উচিত। তার উপর আজকাল ঘর-বাড়ীর ডিজাইন-ও তো কত নতুন নতুন গঠন-প্রণালীর। লোকেরাও ভাবতে থাকে কি করে তা আরও উপযোগী আর সুন্দর বানানো যায়। কিন্তু বি.কে.-রা জানো, তোমরা কেবলমাত্র নিজেদের দৈবী-ধর্ম আর আর স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনার কাজ করছো। সেই স্বর্গ-রাজ্যে তোমরা হীরে-জহরতের মহল বানাবে। অন্য ধর্মের লোকেরা এসবের মর্মার্থই বুঝতে পারবে না। যেমন যীশু-খ্রীষ্ট যখন এসে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার শুরু করেন, তখন কেউ ভাবতেই পারে না যে, ওনার দ্বারা খ্রীষ্টান ধর্ম স্থাপিত হচ্ছে। যখন তার বুদ্ধি হয়, তখন তার নাম রাখা হয় খ্রীষ্টান-ধর্ম। তেমনই ইসলাম ইত্যাদি ধর্মেরও কোনও নাম-গন্ধ থাকে না সেই সময়কালে অর্থাৎ শুরুর দিকে। একমাত্র তোমাদের ধর্মই চিহ্ন বহন করে আসছে শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র- একথা সবারই জানা আছে যে এনাদের রাজত্ব ছিল সত্যযুগে। এইসব জ্ঞান তোমাদের সেখানে লুক্কায়িত হয় না, অতীতে কার রাজধানী ছিল কিম্বা ভবিষ্যতে কার রাজধানী হবে। সাধারণ যারা তারা এখন কেবল তাদের বর্তমানকেই জানতে পারে, এইটুকুই যা। কিন্তু, তোমরা বি.কে.-রা তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-কেও জানতে পারো।

কল্পের শুরুতে কেবলমাত্র তোমাদের দেবতা-ধর্মই থাকে। এর পর অন্য অনেক ধর্ম আসতে থাকে। আর এসব রহস্য জানা যায় এই সঙ্গমযুগেই, যখন বাবা এসে এসবের ব্যাখ্যা করে তা জানান। এইভাবেই বাবার জ্ঞানে তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠো। সত্যযুগে এই ত্রিকালদর্শীর জ্ঞান আর থাকে না মগজে। সেখানে তখন একমাত্র তোমরাই রাজত্ব করতে থাকবে। যেহেতু তখন আর অন্য কোনও ধর্মের নাম-গন্ধও থাকে না। তাই মনের আনন্দে রাজ্য-ভাগ্য ভোগ করতে থাকো।

তোমরা বি.কে.-রা এখন সমগ্র সৃষ্টি-চক্রকেই জেনেছো। কিন্তু অন্য মানুষেরা এটাই মাত্র জানে, এখানেই একদা কখনও দেবী-দেবতা ধর্মের রাজত্ব ছিল। কিন্তু কিভাবে তার স্থাপন হয়েছিল, কত সময় ধরে সেই রাজত্ব চলেছিলো - এসব কিছুই তাদের জানা নেই। তোমরা তো এও জানো, সত্যযুগে কত জন্ম রাজ্য-ভাগ্য লাভ করে, আবার ত্রেতাতেই বা কত জন্ম। এসব জানা খুবই জরুরী। বি কে বাচ্চারা এসব কিছুই জানতে পারে। যেহেতু বেহদের বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে এই পাঠ পড়ান। তাই তো তোমরা বাচ্চারা এটাও জানো যে, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে কৃষ্ণের আত্মাও তার শেষ জন্ম এই সময়েই নেয়। আর এনার (ব্রহ্মার) শরীরেই প্রবেশ করে। সেই হিসাবেই এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়। এই ব্রহ্মাই আবার বিষ্ণু হন। বিষ্ণুই আবার পরবর্তিতে ব্রহ্মা হন। যদিও এই ত্রিমূর্তির জ্ঞান খুবই সরল। আবার ইনিই হন নিরাকার বাবা শিব, যার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন জাগে, নিরাকারের থেকে তবে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যাবে কিভাবে ? --প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে। আবার তোমরা বি.কে.-রাও ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হও - এই ব্রহ্মার দ্বারাই। সেই দেবতারাই আবার ৮৪ জন্মের পরে ব্রাহ্মণ হয়। এই চক্রকে নিজেদের বুদ্ধিতে ধারণ করে রাখতে হবে। তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার (দওক) সন্তান। আর এক হিসাবে তোমরা আবার রুদ্র শিবেরও বাচ্চা। তোমরা আত্মারা নিরাকার শিব পরমাত্মার বাচ্চা। তাই সেই (নিরাকার) বাবাকেই স্মরণ করো তোমরা। চিত্রের দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। সত্যযুগে যাবার জন্য তোমাদের এই তপস্যা। অতএব তোমাদের বুদ্ধিতে একথা অবশ্যই থাকা উচিত - তোমরা বি.কে.-রাই মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। এরপরেই তোমরা তোমাদের দেবতা-ধর্মের রাজ্য-ভাগ্য পাবে।

একমাত্র যোগের দ্বারাই তোমাদের বিকর্মগুলি বিনাশ হবে। আর এখনও যদি পাপ করতেই থাকো, তবে তার কি যে পরিণতি হবে! তীর্থ-যাত্রায় যখন লোকেরা যায়, কৈ তখন তো তারা কোনও পাপ-কর্ম করে না। তীর্থ-যাত্রীরা নিজেদেরকে খুবই পবিত্র রাখে। যেহেতু তখন ভাবে, তারা দেবতার কাছে যাচ্ছে। তাই সর্বদাই তারা স্নানাদি সেরে তারপরেই মন্দিরে যায়। কিন্তু মন্দিরে ঢোকার পূর্বে, তারা স্নান কেন করে ? তার প্রধান কারণ, যেহেতু তারা বিকারের কাজ-কর্মও করে। দ্বিতীয়তঃ শৌচাগারে যায় বলে। তাই স্নান সেরে স্বচ্ছ হয়ে দেবতা দর্শন করতে যায়। কিন্তু তীর্থ-যাত্রাকালে কেউ কখনও পতিত হয় না। পবিত্র হয়েই চারধামের পরিক্রমা করে। অতএব পবিত্রতাই মুখ্য বিষয়। দেবতারাও যদি পতিত হয়, তবে মানুষ আর দেবতার মধ্যে তফাৎ আর কি বা থাকবে। দেবতারা পবিত্র আর মানুষেরা পতিত।

শিববাবা বলছেন- তোমরা তো এটাও বুঝেছো যে, শিববাবাই তোমাদেরকে ব্রহ্মাবাবার দত্তক সন্তান বি.কে. বানিয়েছেন। বাস্তবে, তোমরা সব আত্মারাই আমার সন্তান। অথচ, এত আত্মাদের আমি পড়াবো বা কি প্রকারে ? কি ভাবেই বা রাজযোগ শেখাবো ? তোমাদের মতন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বা বানাবো কি ভাবে ? যেখানে তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্থাপন করাচ্ছেন। আবার আশীর্বাদী-বর্ষা দেবার জন্য বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে যে। আর তা কোন সময়কালের মধ্যেই বা তোমাদেরকে তেমন উপযুক্ত করে গড়ে তুলবো ? --অবশ্যই তা সঙ্গমযুগেই। তাই বাবা জানাচ্ছেন - উনিও আসেন তাই এই সঙ্গমযুগেই। মানুষ আর দেবতার মধ্যবর্তী সঙ্গমের সময়কালে এই ব্রাহ্মণ ধর্মকে তাই পৃথক ধর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়। যা অন্যান্য সব ধর্ম থেকেই স্বতন্ত্র। যেমন কলিযুগ শূদ্র-ধর্মের। সত্যযুগ দেবতা-ধর্মের। আর তোমাদের হলো ব্রাহ্মণ-ধর্ম। বর্তমানের এই সঙ্গম-যুগ খুবই ছোট সময়কালের যুগ। এসব জেনে তোমরা বি.কে.-রা এখন সমগ্র চক্রকেই জেনে ফেলেছো, অর্থাৎ দূরাদেশী হয়ে গেছো। তোমরা বুঝতে পেরেছো, এই ব্রহ্মাবাবার শরীর শিববাবার রখ। তাই ব্রহ্মাকে নন্দী-ষাঁড় বলা হয়। কিন্তু কেউ তো আর সারাদিনই ষাঁড়ে চড়ে থাকতে পারে না। অথচ আত্মা কিন্তু সারাদিনই শরীরে অবস্থান করতে পারে। আত্মা পৃথক হয়ে গেলেই শরীরও আর থাকে না। বাবা যেমন যখন-তখন ওনার শরীরে আসতেও পারেন আবার শরীর থেকে বেড়িয়েও যেতে পারেন। তবুও ব্রহ্মাবাবা ওনার মতনই থাকেন। যেহেতু ব্রহ্মাবাবার নিজেরও যে আত্মা আছে। তাই শিববাবা সদা ওনার শরীরে অবস্থান করেন না। এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই যেমন প্রবেশও করতে পারেন, তেমনি বেড়িয়েও যেতে পারেন। ওনার মতন দ্রুতগতি-সম্পন্ন কোনও রকেটও হতে পারে না। আজকাল তো রকেট, এরোপ্লেন ইত্যাদি কতকিছুই আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু আত্মার মতন দ্রুতগতি সম্পন্ন আর কোনও কিছুই নেই। তাই তো, তোমরা বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথেই বাবা এসে হাজির হন। যদি আত্মার কর্মফলের হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী তাকে লন্ডনে গিয়ে জন্ম নিতে হয়, তবে সেকেণ্ডেই সেখানে গিয়ে গর্ভে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ সবচেয়ে দ্রুতগামী তো তবে আত্মাই হলো। বর্তমানে আত্মা তার নিজের ধামে ফিরে যেতে পারে না, যেহেতু আত্মার সেই শক্তি যথেষ্ট হ্রাস হয়েছে। এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, সে আর বেশীদূর উড়তেই পারে না। যেহেতু আত্মাতে তার অনেক জন্মের পাপের বোঝা চেপে আছে যে। যদি সেই বোঝা শরীরের উপর থাকতো, তবে তা অগ্নি দ্বারাই পবিত্র হতে পারতো। কিন্তু আত্মাতে যে জং-ময়লার পুরু আস্তরণ জমা হয়ে আছে। আবার আত্মা তার সাথেই সেই কর্মফলের হিসেব-নিকেশ তার সাথেই নিয়ে যায়,

তাই তো বলা হয় যে, পূর্বের কর্মভোগ। সংস্কারও তার সাথেই নিয়ে যায় আত্মা। যদি কেউ ল্যাংড়া হয়ে জন্মায়, তখন লোকে বলে - তার পূর্ব জন্মের কর্মের ফলেই এমনটা হয়েছে। জন্ম-জন্মান্তরের, অনেক জন্মেরই কর্মের ফল আত্মাকেই ভোগ করতে হয়। কিন্তু সত্যযুগের সবাই থাকে পুণ্যাত্মা। সেখানে এসব ঘটে না। আর বর্তমান সময়ে সবাই পাপাত্মা। এমন কি কোনও সন্ন্যাসীরও যদি প্যারালাইসিস হয়, তখন তার উদ্দেশ্যেও বলা হয়, সে তার কর্মভোগ ভুগছে। তখন সবাই মিলে বলবে, আরে, আরে, মহাত্মা শ্রী শ্রী ১০৮-জগতগুরুর আবার এই রোগ কেন ? উত্তরে সবাই বলবে - এ তো কর্মভোগ। কিন্তু দেবতাদের ক্ষেত্র এমনটা বলার কোনও অবকাশ নেই।

গুরুর মৃত্যু হলে তার অনুগামীদের অনুশোচনা তো অবশ্যই হবে। তেমনি লৌকিক বাবার মৃত্যু হলেও সন্তানেরা কাঁদতে থাকে, যেহেতু তারা তার লৌকিক বাবাকে খুব ভালবাসে বলে। তেমনি আবার স্ত্রীও কাঁদতে থাকে, যদি তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। আবার সেই পতি যদি স্ত্রীর দুঃখের কারণ হয়, সেক্ষেত্রে কান্না-কাটির ব্যাপার তেমন ঘটে না। তার প্রতি মোহ না থাকলে তখন ভাববে, এ তো ভবিষ্যৎ অর্থাৎ হওয়ারই ছিলো, তাই হয়েছে। তেমনি তোমাদেরও এই বাবার প্রতিও অনেক গভীর ভালবাসার সম্পর্ক। পরে যখন বাবা চলে যাবে - তখন কেবল বলবে আহাঃ! বাবা চলে গেলেন! যিনি আমাদের এত সুখ দিয়েছেন। শেষ বেলায় এমনও অনেক থাকবে। তাই বাবার প্রতি খুবই ভালবাসা থাকা উচিত। তখন কেবলই বলবে, বাবা আমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্য দিয়েই চলে গেলেন। তখন কেবলই প্রেমাত্ম বইতে থাকবে। যদিও তা দুঃখের কান্না নয়। এখানেও বাচ্চারা অনেক সময় বাদেই বাবার সাথে যখন মিলনের সুযোগ হয়, তখন কেবলই প্রেমাত্মই বইতে থাকে। এই প্রেমাত্মর ফোঁটাই পরে যা বাবার গলার মালার পুঁতি হয়ে যায়। তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্যই হলো, বাবার গলার হারে স্থান পাওয়া। তাই তো তোমরা এত স্মরণ করতে থাকো বাবাকে।

বাবা এবার বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন- বাচ্চারা, লাগাতার স্মরণের যোগ করতে থাকো। দৌড় প্রতিযোগীতায় যেমন কোনও এক নির্দিষ্ট খুঁটিকে স্পর্শ করে আবার ফিরে আসতে হয়, আর তার নিরিখেই প্রতিযোগীদের ক্রমিক ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড নির্ধারণ হয়, ঠিক সেভাবেই এখানেও যে যত বেশী বাবার স্মরণে থেকে (পরমধাম থেকে) প্রথমে ফিরতে পারবে, সেই আত্মাই প্রথমে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছে রাজ্য-ভাগ্য লাভ করবে। এখন তোমরা সব আত্মারাই সেই বুদ্ধি-যোগের দৌড় প্রতিযোগীতায় দৌড়াচ্ছে। এখানে বসে বসেই সেখানে দৌড়াচ্ছে। তোমরা সবাই শিববাবার বাচ্চা। তাই বাবা স্বয়ং তোমাদের ইশারা করে জানাচ্ছেন- ওনাকে স্মরণ করতে আর দূরদেশী হতে। তোমরা আত্মারা তো সেই দূরদেশ থেকেই এখানে এসেছো। তাই এই দুনিয়া তোমাদের জন্য বিদেশ ভূমি। যা অতি শীঘ্রই ধ্বংস হতে চলেছে। বিদেশ অর্থে বর্তমান জগতটা তো রাবণের রাজত্ব, যেখানে এখন তোমরা আছো। এরপর তোমরা যখন বেহদে বাবার ধামে যাবে, যেটা পাবে রামরাজ্য। যা স্থাপন করেন বাবা। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে অর্ধেক কল্প রাবণের রাজত্ব-কাল। এসব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারবে। আর এই কারণেই অন্যদেরকে তা প্রশ্ন করলে, তারা তার উত্তর দিতে পারবে না। যদি এমন কেউ বলে যে, আত্মার ফাদার - গড়, যিনি আবার ফাদার। আচ্ছা, তার থেকে তবে তোমরা কিভাবে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো ? যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো পতিত দুনিয়া। পরমাত্মা বাবা তো আর এমন পতিত দুনিয়ার রচনা করেন না। এইভাবেই অন্যদের বোঝানো খুবই সহজ। অবশ্য তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত চিত্রগুলিও দেখাতে হবে। ত্রিমূর্তির চিত্রটা খুবই সুন্দর। যুক্তি-যুক্ত এমন সম্পূর্ণ ত্রিমূর্তি-শিবের চিত্র আর কোথাও এমনটি নেই। লোকেরা তো

ব্রহ্মাকে দাঁড়িওয়ালা বুড়ো হিসাবে দেখায় চিত্রে। অথচ, বিষ্ণু ও শংকরকে তা দেখায় না। কারণ তাদের দুজনকে দেবতা মনে করে। অথচ ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা, অর্থাৎ প্রজাদের পিতা। এই ব্রহ্মাকে যে যেমন পেরেছে সে তেমনি বানিয়েছে, ইচ্ছানুসারে তেমন সাজিয়েছে। কিন্তু বাচ্চারা, কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই এসবের প্রকৃত তথ্যগুলি আছে। অন্যদের বুদ্ধিতে তো এসবের কোনও ধারণা মাত্রও নাই। তাদের মস্তিষ্কে কেবল আবোল-তাবোল ভাবনা-চিন্তা। তাই তো তারা প্রতি বছরই রাবণকে জ্বালাতে থাকে, অথচ তার কারণ বা প্রকৃত তথ্য কিছুই যেখানে জানা নেই তাদের। রাবণ কে ? কখন তার উপস্থিতি এই দুনিয়ায় ? লোকেরা তো সহজেই বলে দেয়, অনাদি কাল থেকেই তাকে জ্বালিয়ে আসছে তারা। কিন্তু তোমরা বি. কে.-রা তা জানো, এই রাবণ শত্রুর অবস্থান অর্দ্ধ-কল্প ধরে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুনিয়াতে অনেক প্রকারের মতামত প্রচারিত হয়েছে, যে যেমনটা ভেবেছে, তেমনটাই প্রচার করেছে। তারা তাদের হিসেবে নামও রেখেছে। যেমন মহাবীরের নাম। কেউ আবার হনুমানকেই মহাবীর হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই তারা আবার আদিদেবকেও মহাবীর বলে আখ্যা দিয়েছে ? মন্দিরে মহাবীর, মহাবীরনী আর তোমরা তাদের বাচ্চারা সব বসে আছো। যারা মায়ার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে, তাদেরকেই মহাবীর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তোমরাও তেমনি এখন নিজের নিজের স্বস্থানে উপস্থিত হয়েছে। এসবই তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। যদিও তা জড়-বস্তুতে। তবুও তোমাদের কিন্তু চিত্রাদির সাহায্যে অবশ্যই বোঝাতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সে চৈতন্য না আসছে। দিলবারা মন্দিরের রহস্যগুলিকে সহজ-সরল ব্যাখ্যায় বোঝাতে পারো। তোমরা এসব পাঠ কখনও করেছে বলেই তো তোমাদের স্মৃতিতেই এইসব স্মৃতিচিহ্ন ছিল বলেই তো ভক্তিমার্গে তা বানাতে পেরেছো। তোমাদের নতুন রাজধানী স্থাপনার জন্য এখনও যথেষ্ট পুরুষার্থের প্রয়োজন। কত নিন্দা-গালমন্দও সহ্য করতে হয়, যেহেতু তোমাদের কলংগীধর-ও হতে হয় আবার। (যেমন কৃষ্ণকে অযথা কত কলঙ্ক সহ্য করতে হয়েছিলো) অনেক জায়গাতেই তোমাদের কত গ্লানিও সহ্য করতে হয়। তার মধ্যে সবচাইতে বেশী গ্লানি হয় এই শিববাবার। এর পরেই প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবার। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই বিরুদ্ধ হয়ে যায়। অথচ বিষ্ণু বা শংকরের গ্লানি করে না কেউ। বাবা আরও বলছেন, আমার গ্লানি তো হয়েই থাকে, তার সাথে সাথে তোমাদেরও যথেষ্ট গ্লানি করে তারা। যেহেতু তোমরাও আমার বাচ্চা, তাই তার ভাগীদারও হতে হয় তেমাদের। ব্রহ্মাবাবার নিজেরই তো কত সুন্দর সাজানো-গোছানো ব্যবসাই ছিল। যা খুবই সম্মানেরও ছিল। তবুও সবচাইতে বেশী গালমন্দ ও গ্লানি তো ওনাকেই সহ্য করতে হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ায় মানুষেরা তাদের নিজের ধর্ম-কর্মকেই যে ভুলে গেছে। বাবা তো কত ভাবেই বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মা-বাবা বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন - নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দূরাদেশী হতে হবে। যোগ-যাত্রার দ্বারা বিকর্মগুলিকে বিনাশ করতে হবে। তীর্থ-যাত্রায় কোনও প্রকারের পাপ-কর্ম করা চলবে না।

২) মহাবীর হয়ে মায়াকে হারাতে হবে। গ্লানির কারণে ভয় না পেয়ে কলংগীধর হতে হবে।

বরদান :- সংকল্পরূপী বীজের দ্বারা বাণী আর কর্মে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধি-স্বরূপ হও

বিস্তার :- বুদ্ধিতে যেসব সংকল্প আসে, সেগুলি বীজ-স্বরূপ। বাচা আর কর্মণা সেই বীজের বিস্তার ঘটায়। কিন্তু যদি সংকল্প অর্থাৎ বীজকে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে চেক্ করে তাকে শক্তিশালী বানাও, তখন বাণী আর কর্মে স্বতঃই সহজ সফলতা আসবেই আসবে। আর যদি বীজ শক্তিশালী না হয়, তখন বাণী আর কর্মেও সেই সিদ্ধির শক্তি থাকে না। তোমাকে অবশ্যই চৈতন্য (প্রতিমূর্তি) রূপে সিদ্ধি-স্বরূপ হয়ে জড়-চিত্রের দ্বারা অন্য আত্মাদেরও সিদ্ধি প্রাপ্ত করাতে হবে।

স্লোগান :- যোগ-অগ্নির দ্বারা ব্যর্থের আবর্জনাগুলিকে ভস্ম করতে পারলেই বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা – নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করে কখনো পড়াশুনা ছেড়ে দিও না, পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া মানে বাবাকে ছেড়ে দেওয়া।

প্রশ্ন:- সেবার বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর:- যখন নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তখন সেবার বৃদ্ধি হয় না। কোনো কোনো বাচ্চা এই মতবিরোধের জন্য পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বাবা সাবধান করছেন – বাচ্চারা, মতবিরোধের মধ্যে যেও না, পরনিন্দা-পরচর্চা সম্পর্কিত কোনো কথা শুনো না। কেবল বাবার কথা শোনো এবং একমাত্র বাবাকে-ই নিজের খবরাখবর দাও, তাহলে বাবা তোমাকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার মত দেবেন।

প্রশ্ন:- পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার প্রথম মূখ্য কারণ কি?

উত্তর:- ‘নাম-রূপ’-এর রোগ। যখন কোনো দেহধারীর নাম-রূপে ফেঁসে যায়, তখন পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ থাকে না। এই বিষয়েই মায়া হারিয়ে দেয় – এটাই হল অনেক বড় বিঘ্ন।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অন্তরে এই নিশ্চয় নিয়ে বসে আছে যে বেহদের বাবা বেহদের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তোমরা সম্মুখে বসে আছ। তোমরা জানো যে তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা, যিনি এই শরীরের দ্বারা বোঝাচ্ছেন। প্রতি কল্পে তিনি এইভাবেই বোঝান এবং উত্তরাধিকার দেন। অন্য কেউ এই জ্ঞান দিতে পারবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, কখনো কোনো দেহধারীকে স্মরণ করোনা। পাঁচ ত্বয়ের এই শরীরকে ভূত বলা হয়। তাই পাঁচ ত্বয় দ্বারা নির্মিত এই শরীরকে স্মরণ করা উচিত নয়। হয়তো মায়া অনেক বিঘ্ন দেয়, কিন্তু হেরে গেলে চলবে না। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, কেবল বাবা-ই হলেন আমার, আর কেউ নয়। বাবার এই শরীরের প্রতিও তোমাদের ভালোবাসা থাকা উচিত নয়। কোনো শরীরের সাথে লাভ (ভালোবাসা) রাখলেই আটকে যাবে। বাবা জানেন যে, অনেকক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যেও এমন বন্ধুত্ব হয়ে যায় যে একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। তাদের মধ্যে এতটাই ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায় যে শিববাবাকেও ভুলে যায়। দুজন কন্যার (ফিমেল) মধ্যেও এত লাভ (ভালোবাসা) হয়ে যায় যেন একে অপরের প্রেমিকা। তাদেরকে যতই জ্ঞানের বিষয় বোঝানো হোক, কিন্তু মায়া তাদেরকে ছাড়ে না। কারণ তারা ঈশ্বরীয় মতের বিরুদ্ধাচরণ করে। জ্ঞান বুঝতে পারলেও তাদের টলমল অবস্থা হবে। যোগের দ্বারা যতটা বিকর্ম বিনাশ হওয়ার কথা, সেটাও হয় না। বাবা তাদের নাম বলছেন না, কিন্তু এইরকম অনেকেই আছে।

দ্বিতীয়ত বাবা বোঝাচ্ছেন যে, কখনো পড়াশুনা ছেড়ে দিও না। যদি ব্রাহ্মণীর সাথে বনিবনা না হয়, তাহলেও অবশ্যই পড়তে হবে। বাবাকে খবরাখবর দিতে হবে। বাবা এই মতপার্থক্য ঠিক মিটিয়ে দেবেন। মতপার্থক্যের জন্য অনেক বাচ্চা নিজের খাবারকে খারাপ করে দেয়, অর্থাৎ রেজিস্টারে দাগ লাগিয়ে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। অনেকেই এইভাবে পড়ে যায়। বাবা সাবধান করে দিচ্ছেন যে কারোর কাছ থেকে পরচর্চা-পরনিন্দার কথাবার্তা শোনা উচিত নয়। কেবল বাবার কথা-ই শুনতে হবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা দেহ-অভিমানের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সর্বদা বাবাকে স্মরণ কর এবং তাঁর গুণগান কর – এটাই হল বাচ্চাদের প্রতি বাবার

নির্দেশ। শিববাবা-ই পতিত কলিযুগী দুনিয়াকে পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী বানান। বাচ্চাদের প্রতি বাবার খেয়াল থাকে যাতে মায়া বাচ্চাদেরকে মেরে দিতে কিংবা রোগী বানাতে না পারে। কোনো বাচ্চা যদি খবরাখবর না দেয়, তাহলে বুঝতে পারি যে মায়া খুব জোরে থাপ্পড় মেরেছে। তাই মুরলির মাধ্যমে বোঝানো হয়। ভাগ্যে না থাকলে নিজের পেশাতেই ব্যস্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ তো আশিক-মাশুকের মতো একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। তারপর মাশ্মা-বাবাকেও আর স্মরণ করে না। একে অপরের কথা মনে করে। মায়া এইরকম বিঘ্ন নিয়ে আসে। বাবা যতই বোঝান যে বাহ্যিক কথাবার্তা বলো না, কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে, সে তারপরেও করতে থাকে। অজ্ঞানকালে কেউ কেউ জীবন কাহিনী লেখে। আমাদেরকে কি ঐরকম জীবন কাহিনী বানানো উচিত। আমাদের তো কেবল বাবা ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করা উচিত নয়। নেহেরু মারা যাওয়ার পর, তাকে সবাই কত স্মরণ করে। তোমরাও যদি ঐরকম স্মরণ করো, তাহলে ওদের সাথে তোমাদের পার্থক্য কি থাকল? জ্ঞানমার্গে খুব সমঝদার হতে হবে। যতক্ষণ শিববাবার সাথে যোগযুক্ত না হবে, ততক্ষণ বুদ্ধির তালা খুলবে না। সার্ভিস না করে পদপ্রস্তুত করে দেয়, তাই বাবা সাবধান করছেন যে, কোনো মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে বাবাকে লিখে জানাও। সকলে তো ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়নি। কেউ হয়তো এমন আছে যে বাচ্চার মতো ভুল করে ফেলে। যে বিচক্ষণ বাচ্চা হবে, সে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে খবর দেবে। কেউ যখন দেখে যে এর মধ্যে এখনো ক্রোধ আছে, তখন তার প্রতি আর কোনো আন্তরিক টান থাকে না, এবং সে ঘরেই বসে থাকে। কোনো কোনো ব্রাহ্মণীও বলে দেয় যে আপনি আর সেন্টারে আসবেন না।

বাবাকে সেবার খবরাখবর দেওয়া উচিত। বাবা খুশি হবেন যে বাচ্চা সেবার খবরাখবর দিচ্ছে। বাবা, আজকে আমি অমুক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। ৫ হাজার বছর আগেও দিয়েছিলেন। সামনেই লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, যদি কেউ দেখে যে এর জন্য কোনো ডিস-সার্ভিস হচ্ছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে হবে। সবাই তো সম্পূর্ণ হয়নি। বাচ্চাদেরকে সবকিছু বোঝাতে হয়। বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই। অনেক বাচ্চা, যারা আমাকে জানেই না, তাদের সামনে কিভাবে আসব? বাচ্চাদেরকে বলি - মিষ্টি বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চলে, পুরুষার্থ করে নিজের জীবনকে উঁচু বানাও। তুমি সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। যত বেশি আমাকে স্মরণ করবে, তত উঁচু পদ পাবে। এতে তো কোনো খরচের ব্যাপার নেই, এটা তো কেবল এডুকেশন। যার ভাগ্যে আছে, সে শক্তপোক্ত হয়ে যায়। মায়া এমনই যে ৬-৮ বছরের বাচ্চাও আজকে নেই। বাবার সাথে তাদের মনোমালিন্য হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণীদের সাথে মনোমালিন্য হয়। বাবা তো এখানে বসে আছেন। শিববাবার প্রতি নারাজ হলে শেষ হয়ে যাবে। বাবা ব্যতীত মুরলি শুনবে কিভাবে?

দ্বিতীয়ত, কারোর যখন ধ্যানের পার্ট চলে যে অমুকের মধ্যে মাশ্মা এসেছেন, বাবা এসেছেন - এটাও হল মায়া। খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কিভাবে কথা বলছে সেটা দেখেই বুঝে যেতে হবে। কারোর মধ্যে মায়ার ভূত এসে যায়, আর বলে যে শিববাবা এসেছেন, মুরলি চালান - মায়া এইরকম বিঘ্ন নিয়ে আসে। অনেকই বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। খুব ঠকিয়ে দেয়। এই সব ব্যাপারে অতি সাবধান হতে হবে। পড়াশুনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। নাহলে মায়া খুব নাজেহাল করে দেবে। অনেক ঝড় আসবে। বৈদ্যরা বলে, রোগ বাইরে বেরিয়ে আসবে, ভয় পেওনা। বাবা বোঝাচ্ছেন, চলতে চলতে মায়া এমনভাবে ঠেলা মারবে যে বাবাকে ভুলিয়ে দেবে। হারানোর জন্য অনেক চেষ্টা করবে। ৫ বিকার রূপী রাবণের সাথেই যুদ্ধ। যত বাবাকে স্মরণ করবে, তত

তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। মায়াজিৎ হয়ে জগৎজিৎ হয়ে যাবে। এছাড়া কোনো স্থূল লড়াইয়ের ব্যাপার নেই। যোগবলের দ্বারাই বিশ্বের রাজত্ব পাওয়া সম্ভব। বর্তমান সময়ে যোগবল এবং বাহুবল দুই-ই আছে। এই খ্রিস্টানরা যদি দুজনে মিলে যায় তাহলে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। এদের মধ্যে এত শক্তি রয়েছে। কিন্তু সেইরকম 'ল' (আইন) নেই। দুই বিড়ালের একটা গল্পও আছে। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও দেখ তার হাতে কেমন গোলা দেখিয়েছে। তোমাদেরকে স্মরণ জারি রাখতে হবে। কোনো কারণেই পড়াশুনা ছাড়া চলবে না। বিদ্ব তো অবশ্যই আসবে। মায়া এমনই যা মাথা মুড়িয়ে দেবে, হার্টফেল করিয়ে দেবে। তাই বাবা বলছেন, অন্য সমস্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। বীজকে স্মরণ করলে বৃক্ষও স্মরণে এসে যাবে। গৃহস্থ থেকেও এই কোর্সটা কর। ভক্তরা ভোরবেলা উঠে ভক্তি করে। কাশীতে কুঠরী বানানো আছে। প্রত্যেকটা কুঠরীতে বসে বিশ্বনাথ গঙ্গা বলতে থাকে। কিছুই জানে না। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। নিজেকে তন্ত্রযোগী, ব্রহ্মযোগী বলে। এই বাবা সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। ঐর রথে বসে বলেন, এই সমস্ত কিছু পরিত্যাগ কর। খেলনা তো অনেক বানিয়ে দিয়েছে। বিষ্ণু, শঙ্কর কিংবা কৃষ্ণের খেলনা বানিয়ে বসে বসে পূজা করে। কাউকেই সঠিকভাবে জানে না, অথচ পূজাতে অনেক খরচ করে। পাথরের মূর্তি বানিয়ে তাকে সাজায়। ধনী ব্যক্তির তো গয়নাও পড়ায়। এটা তো তোমরা জানো যে ভক্তিতে ভাবনা নিয়ে যা কিছু করে, তার ফলস্বরূপ আমি কিছু না কিছু দিয়ে দিই। পরবর্তী জন্মে খুব ভালো ভক্ত হয়ে যায়। কেউ যদি ধন-সম্পত্তি দান করে তাহলে ধনীর ঘরে জন্ম নেয়। আর যদি অনেক দান করে তাহলে রাজার ঘরে জন্ম হয়। কিন্তু এই দুনিয়ায় তো সদাকালের জন্য সুখ নেই। তাই সন্ন্যাসীরা এই সুখকে অস্বীকার করে। কাক-বিষ্ঠার সমান বলে মনে করে। সুতরাং ওরা কিভাবে রাজযোগ শেখাবে। বেহদের বাবা ছাড়া তো অন্য কেউ সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাতে পারবে না। বাবা এখন তোমাদের মত বাচ্চাদেরকে সামনাসামনি বোঝাচ্ছেন। আমি পুনরায় তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মের অন্তিমে আমি এসে প্রবেশ করেছি এবং এর নাম রেখেছি ব্রহ্মা। ব্রহ্মা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা দুইজনকেই আমার প্রয়োজন। যার মধ্যে প্রবেশ করে আসব। নাহলে আসব কিভাবে? এটা হল আমার নির্দিষ্ট রথ। প্রতি কল্পে আমি এর মধ্যেই আসি। লেখাও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। কিসের স্থাপন? বিষ্ণুপুরীর। তোমরা এখন ভারতকে বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছ। অন্য কেউ এই কথাটা বোঝে না যে পরমপিতা পরমাত্মার একটা ভূমিকা রয়েছে। ওরা কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে। কিন্তু নরক থেকে স্বর্গ তো বাবা-ই বানান, তাই না? যে ব্রাহ্মণ হয়ে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে, সে-ই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। গায়ন আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মা তিনটি ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ধর্ম স্থাপন করেন। ওখানে দুই যুগে একটাই ধর্ম আছে। অন্য কোনো ধর্ম নেই। বাকি দুই যুগে দেখ কতগুলো ধর্ম। বাচ্চাদেরকে পড়াশুনার ওপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। নাহলে অনেক কাঁদতে হবে। সবার জন্য বিচারসভা বসবে যেখানে বলা হবে যে তুমি এই এই পাপ করেছ। তাই আমি তোমাদেরকে অনেকবার বোঝাই যে পাপ করো না, পুন্যাত্মা হও। পাপ করলে একশ গুণ শাস্তির নিমিত্ত হয়ে যাবে। আমার সন্তান হয়ে যদি বিকারের বশীভূত হও, বাবার শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন কর, তাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে। এইসব শাস্তি খুব কঠিন হয়। বাবা বলছেন, আমি হলাম পরমধামের নিবাসী। এই পুরাতন দুনিয়াতে এসে তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দিই। তাও তোমরা নাম বদনাম করে দাও। সেইজন্যই কথিত আছে, সদগুরু নিন্দুক সূর্যবংশী ঘরানায় স্থান পাবে না। পড়ে যায়। অনেক প্রতিজ্ঞা করে যে আমি তোমার সুযোগ্য সন্তান হয়ে দেখাব। রক্ত দিয়েও লিখে দেয়। পরমপিতা পরমাত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে সন্তান হয়ে তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেব। কিন্তু মায়া এমনই যে আজ তারা নেই। প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় অপবিত্র হলে খুব ঠকে যাবে।

ঈশ্বরের অবজ্ঞা করা হয়, তাই না? বাবা ইশারায় সবকিছু বুঝিয়ে দেন। মায়া খুব নাজেহাল করবে। নাহলে আর যুদ্ধ কিসের। বিশ্বের মালিক হওয়া তো কম কথা নয়। গাফিলতি করা যাবে না। কখনোই পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বাবার কাছ থেকে রায় নিলে বাবা জবাবদার হয়ে যাবেন। পড়াশুনার জন্য মানুষ কত পরিশ্রম করে। পরীক্ষার সময়ে অনেক পরিশ্রম করে। ভবিষ্যতে তোমরাও যখন দেখবে যে সময় অতি নিকটে, তখন দিনরাত পড়াশুনা করতে লেগে যাবে। অতি শীঘ্রই সেই সময় চলে আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ কথাবার্তা বলা উচিত নয়। কখনো মতবিরোধের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়।

কোনো অবস্থাতেই পড়াশুনা ছাড়া যাবে না।

২) কখনোই বাবার অবজ্ঞা করা উচিত নয়। প্রতিজ্ঞা করার পর সেই প্রতিজ্ঞাকে ধরে রাখতে হবে। সর্বদা সার্ভিসের শখ রাখতে হবে।

বরদান:- অসীমের অধিকারের স্মৃতি দ্বারা অপার খুশিতে থেকে সদা নিশ্চিত হও।

আজকাল দুনিয়াতে যদি কেউ কোনো আইনগত অধিকার পায়, তাহলে কত পরিশ্রম করে সে অধিকার নিয়ে নেয়। তোমরা তো বিনা পরিশ্রমেই অধিকার পেয়ে গেছ। বাচ্চা হওয়া মানে অধিকার নেওয়া। নিজের বলে মনে করেছ আর অধিকার পেয়ে গেছ। সুতরাং, বাঃ আমি কত শ্রেষ্ঠ অধিকারী আছো! এই অসীমের অধিকারের খুশিতে থাক। এই অবিনাশী অধিকার নিশ্চিত আছে। আর যেখানে নিশ্চয়তা থাকে, সেখানে নিশ্চিত থাকে।

স্লোগান:- সকলের আশীর্বাদের দ্বারা তীব্র গতির জ্বালানি ভরলে, সমস্যার পাহাড়কে সহজেই অতিক্রম করতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যোগেশ্বর বাবা এসেছেন তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিতে, এই যোগের দ্বারা তোমরা বিকর্মজীত হয়ে বিশ্বের মহারাজা মহারানী হও "

প্রশ্ন:- বিকর্ম থেকে রক্ষা পেতে কোন্ প্রতিজ্ঞা মনে রাখবে ?

উত্তর :- আমার তো একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। এক বাবার সঙ্গে সত্যিকারের রহানী ভালোবাসা রাখতে হবে। এই প্রতিজ্ঞাটি যদি মনে থাকে তবে বিকর্ম হবে না। মায়া দেহ অভিমানে এনে উল্টো কর্ম করায়। বাবা হলেন দক্ষসম্পন্ন , ওঁনার স্মরণে থেকে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করলে পরাজয় হতে পারেনা ।

প্রশ্ন:- বাবার নিজের বাচ্চাদের কাছে কি আশা আছে ?

উত্তর :- যেমন লৌকিক পিতা নিজের বাচ্চাদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে চান ঠিক সেইরকম বেহদের বাবাও বলেন আমি আমার বাচ্চাদের স্বর্গের দেবদূত বা ফরিস্তা করি। বাচ্চারা শুধু আমার শ্রীমং অনুসারে চললেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে ।

গান : ভাগ্য উদয় করে এসেছি।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে আমরা নিজের নতুন ভাগ্য নির্ধারণ করতে এখানে এসেছি। কার কাছে ? যোগেশ্বরের কাছে, যিনি শিখিয়ে দেবেন সে-ই ঈশ্বরের কাছে। যাকে বলে রাজ যোগ। ঈশ্বর শেখান , কোন্ যোগ ? দৈহিক হঠ যোগ তো অনেক রকমের আছে। এইটি দৈহিক যোগ নয় । সন্ন্যাসীদের হল তন্ত্র যোগ , ব্রহ্ম যোগ। তাদের ঈশ্বর যোগ শেখান না। তোমরা বাচ্চারা জানো পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের কল্প পূর্বের ন্যায় রাজ যোগের শিক্ষা দেন। সন্ন্যাসী কখনোই এমন বলতে পারেনা। এই যোগ কল্প পূর্বেও শিখিয়ে ছিলেন এবং এখনও শেখাচ্ছি। তোমরা বাচ্চারা বলতে পারো , তারা হঠযোগী রাজযোগ শেখাতে পারেনা। আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন শিববাবা , যাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। মানুষ ভুল করে কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলে দিয়েছে। কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স , সেখানে যোগের কোনো কথা নেই। এইটি খুব ভাল পয়েন্ট, বোঝানোর পদ্ধতি শেখ। যুক্তি দ্বারা বোঝান হয়। তোমাদের সমস্ত কিছু নির্ভর করে যোগের উপরে, যত যোগে থাকবে তত বিকর্মজীত হবে। ভারতের প্রাচীন যোগ গায়ন রয়েছে। এই রাজ যোগ পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউ শেখাতে পারেনা , তাই এঁনার নাম যোগেশ্বর। ঈশ্বর স্বয়ং রাজ যোগের শিক্ষা দেন। কি জন্যে রাজ যোগ শেখান ? ভারতকে কি রাজত্ব প্রদান করেন ? না, শুধু ভারতের কথা নয় । বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিকে পরিণত করতে রাজ যোগ শেখান। এই মূখ্য অবজেক্ট একেবারে ক্রিয়ার রয়েছে। যদিও কোনো একটি খন্ডে রাজত্ব করবে , সম্পূর্ণ বিশ্বে তো করবেনা তবু বলা হয় বিশ্বের মালিক।

বাচ্চারা তোমরা জানো নতুন দুনিয়ার জন্যে আমরা ভাগ্য তৈরি করে এসেছি। সম্পূর্ণ বিশ্ব নতুন রূপ ধারণ করে। ক্যাপিটল হয় ভারত। তোমাদের নতুন বিশ্বেও ক্যাপিটল হবে দিল্লি। তার নাম

গায়ন আছে পরীক্ষান। তোমরা হলে জ্ঞান পরী। জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে মানুষ থেকে স্বর্গের পরী হয়ে যাও। এই হল মান সরোবর কিনা। বলে সেখানে স্নান করলে নাকি মানুষ পরী হয়ে যায়। তোমরা এখানে এসেছ স্বর্গের পরী হতে। তোমরা বাদশাহী নাও। তোমাদের কাছে অলঙ্কার ইত্যাদি অটেল থাকবে। তোরা বলবে আমরা রাজ যোগ শিখছি , যার দ্বারা ভবিষ্যতে মহারাজা মহারানী হব। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে ঠিক ভাবে চলবে তবে। এমন ভেবনা যে প্রজা পদ প্রাপ্ত করলে তাদের পরী বলা হবে , না। শ্রীমৎ অনুসারে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। লৌকিক পিতার নিজের সন্তানের প্রতি মোহ থাকে তাই বলে বাচ্চারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক। এই বাবাও বলেন বাচ্চাদের একেবারে স্বর্গের পরী বানাই। যত শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তত শ্রেষ্ঠ হবে। কোনো কষ্ট নেই। ধনী ব্যক্তির এইসব শোনার সময় নেই , শুধু দরিদ্রদের সময় আছে। তোমাদের মতন অফুরন্ত সময় কারো নেই , যাদের ঝামেলা বেশি তাদের যোগ লাগতে পারেনা।

আজ বাবা বাচ্চিকে জিজ্ঞাসা করছিলেন তুমি কি জানো যে আমি কার রথের সেবা করছি। যে অশ্ব সেবা করবে সে জানবে আমি অমুক সাহেবের অশ্বের সেবা করি। তুমিও জানো এইটি কার রথ। যদি শিববাবাকে স্মরণ করে তুমি এই রথের সেবা করো তবে অনেকের চেয়ে ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। এই হল রথ, স্মরণ তো শিববাবাকে করতে হবে। এই কথাটি স্মরণে থাকলেও ভবসাগর পার হয়ে যাবে। বাবা কোথাকার জন্যে রাজ যোগ শেখাচ্ছেন ? ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ার জন্যে, এবং শেখান এই সঙ্গমে। কৃষ্ণ রাজ যোগ শেখাবেন কিভাবে ? তিনি তো ছিলেন সত্যযুগের রাজত্বে, কিন্তু সেই রাজত্ব স্থাপন কে করেছে ? বাবা করেছেন। প্রাচীন দেবী দেবতাদের এমন স্বরূপ কে প্রদান করেছেন ? রাজ যোগ কে শিখিয়েছেন ? তারা কৃষ্ণের নাম নেয়। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের এখন শেখাচ্ছি। তোমরা ভাগ্য উদয় করে এসেছ , ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে আর কোনো উপায় নেই। এক দিকে স্মরণ করে পতিত পাবন আসুন। অন্য দিকে নদীকে বলে পতিত পাবনী.... কত ভুল , খুব ছোট কথা কিন্তু মানুষের চোখ খুলতে হবে। বাবা যখন আসেন এসে বোঝান যে আমি হলাম পতিত পাবন। আমি-ই তোমাদের জ্ঞান স্নান করিয়ে পবিত্র করি। এইটি হল পতিত দুনিয়া। সন্ন্যাসী অনেক রকমের যোগ শেখান। কিন্তু রাজ যোগ তো কেবল আমি- ই শেখাই। পরম পিতা পরমাত্মাকেই পতিত পাবন বলা হয়। ওঁনাকে কত স্মরণ করা উচিত, তার সাথে ম্যানার্সও ভাল চাই। আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হই। থাওয়া দাওয়া শুদ্ধ হওয়া উচিত। কেউ চট করে ধারণা করে। গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। জনক একজন খোড়াই হবে। একজনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। দ্রৌপদী কি একজন , সবার লজ্জা ঢাকেন। স্ত্রী পুরুষ দুজনকেই পতিত হতে দেন না , রক্ষা করেন। গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এই সময়ে তোমরা বাচ্চারা যা কর , ভক্তিতে সেসব হল স্মরণীয় । শিববাবার কত বিশাল মন্দির তৈরি হয়। যারা সার্ভিস করে তাদের খবর বেরোয়। দিলবাড়া মন্দির হল তোমাদের একুরেট স্মরণিকা। নীচে তপস্যা করছ এবং উপরে রাজত্বের ছবি আছে। এখন তোমরা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হচ্ছে, স্বর্গের মালিক হতে। স্বর্গকেও স্মরণ কর। কেউ মরলে বলা হয় স্বর্গে গেছে , কিন্তু স্বর্গ কোথায় , কেউ জানেনা। ভাবে ভারত স্বর্গ ছিল তারপর বলে দেয় উপরে ছিল। বাবা বোঝান সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন আছে। তবু বলে জ্ঞানের সাগর। জঙ্গল কে কলম বানাও , সাগর কে কালি ... তবুও শেষ হবেনা , অন্ত পর্যন্ত চলবে। তাই পরিশ্রম করা হয় কিনা। সেকেন্ডের কথাও ঠিক কথা। বাবাকে জানলে বাবার বর্সা হল জীবনমুক্তি। তার সঙ্গে এই কথাও বোঝান হয় যে চক্র কিভাবে ঘোরে, ধর্ম কিভাবে

স্থাপন হয় । কত কথা আছে বোঝানোর জন্যে। সাথে বাবাকে স্মরণ করো , বর্সাকে স্মরণ করো। তোমরা স্মরণ করো , নিশ্চয় করো-- আমরা বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি। তাহলে ভুলে যাও কেন ? বাবা বলেন যত স্মরণ করবে , ততই বিকর্মের বিনাশ হবে, কর্মভীত অবস্থা হতে সময় লাগে । কর্মভীত অবস্থা হলে তোমরা এখানে থাকতে পারবেনা। বাচ্চাদের কত বছর ধরে বোঝান হয় -- কথাটি খুব সহজ। অল্ফ আর বে , চক্রের রহস্যও বাবা বুঝিয়ে দেন। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে গেলে অন্যদেরও বোঝাতে হবে। সম্পূর্ণ বৃক্ষ বুদ্ধিতে এসে যায়। বাবার কাছে সহজ থেে সহজ বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। বলে বাবা যোগ লাগেনা। মায়া বিকর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বলেন বাচ্চারা যদি বিকর্ম করবে তাহলে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। মায়া দেহ অভিমানে এনে উল্টো কাজ করায়। বাবা বলেন বাচ্চারা আমার আপন হয়ে কোনো বিকর্ম করবেনা। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ -- এক শিববাবা অন্য কেউ নয়। যেমন কন্যার বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদ হয়ে গেলে স্বামীর সঙ্গে কত প্রেম থাকে। তাহলে বেহদের বাবার সঙ্গে কত প্রেম থাকা উচিত। তোমাদের প্রেম কত গুপ্ত , সে হল দৈহিক এবং এই প্রেম হল রুহানী। সেই সবার প্র্যাক্টিস হয়ে গেছে। এই কথাটি নতুন তাই তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে খোদাই খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাধারী। তোমরা হলে রুহানী সেবাধারী। তোমরা যুদ্ধ স্থলে দাঁড়িয়ে আছ। দক্ষ সম্পন্ন বাবাও দাঁড়িয়ে আছেন। বলেন মায়ার সঙ্গে পূর্ণ রূপে যুদ্ধ করো , যাতে এই পাঁচ বিকার প্রবেশ না করতে পারে। লিখে দেয় বাবা এই ভূত এসেছিল। বাবা বলেন এই ভূতদের ভাগাও। এই সব তো শেষ পর্যন্ত আসবে আরও জোরে ঝড় আসবে। অজ্ঞানকালেও আসেনি এমন ঝড় আসবে। তোমরা বলবে বানপ্রস্থে ছিলাম , কখনও খেয়াল আসেনি। জ্ঞানে এসে কাম বিকারের নেশা এসেছে। স্বপ্নও আসে , এইসব কি ? এই হল ওয়ান্ডার ফুল জ্ঞান। কেউ বিভ্রান্ত হয়ে ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলে দেন -- ঝড় আসবে। যত বীর হবে মায়া তত সামনে আসবে , তাই মহাবীর রূপে স্থির থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কর্মে আসতে দেবেনা। কর্ম করলেই বিকর্ম হয়ে যাবে। অনেক পুরুষার্থ করবে হবে , খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। অবিনাশী সার্জেন জানেন, এই বাবাও জানেন। মায়ার অনেক রকমের বিঘ্ন আসে। এখানে খুব শুদ্ধ হতে হবে। সূর্যবংশী হতে চাও তো যোগ্য হতে হবে। এইটি হল রাজ যোগ , প্রজা যোগ নয়। অর্থাৎ পুরুষার্থ করে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা যুক্তি দ্বারা গুপ্ত রীতি যেখানে খুশি যেতে পারো। বলো -- আমরা কাকে স্মরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাব ? বলে দেয় -- ভারতের প্রাচীন যোগ, সেসব কি ? আমাদের রাজ যোগ শেখাতে পারবে যার দ্বারা আমরা রাজা হই ? এমন কথা বলে জ্ঞানে নিয়ে আসা উচিত। তোমরা এমন বাহাদুরি দেখাও যে তোমাদের একটি কথাতে তাদের বুদ্ধি যেন গ্রহণ রতে সক্ষম হয়। যুক্তি যুক্ত হতে হবে , তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন এতটা সার্ভিসেবল হয়েছে ? অনেক খেয়াল রাখতে হয়। দুনিয়াটা এইসময় খুব খারাপ। এও তো একটি কাহিনী। দ্রোপদীর পিছনে কিচক অর্থাৎ কুচক্রী পড়ে তাই বাবা বলেন খুব সাবধানে থাকতে হবে। মুখ্য কথা হল রাজ যোগের। কাউকেও বোঝাও যে রাজ যোগ শিখিয়েছেন বাবা (শিববাবা) , নাম দিয়েছে বাচ্চার (কৃষ্ণ)। দ্বিতীয় কথা প্রমাণ করো যে কৃষ্ণ ভগবান নয়। গীতার ভগবান হলেন শিব, যাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বোঝানোর যথেষ্ট যুক্তি চাই।

তোমাদের সার্ভিস হল রুহানী। তারা দৈহিক সোশ্যাল সার্ভিস করে। ঐ হল দৈহিক সোসাইটি। এই হল রুহানী সোসাইটি । আত্মাকে ইনজেকশন লাগলে তখন বলা হয় জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু দিয়েছেন এখন আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে। মানুষ যখন মরে তখন প্রদীপ জ্বালানো হয়। ভাবে যে

আত্মা অন্ধকারে যাবে। নিশ্চয়ই এই হল বেহদের অন্ধকার। অর্ধকল্প ঘৃত ঢালা হয়নি। আত্মার জ্যোতি নিভে আছে। এখন জ্ঞানের ঘৃত পড়লে আলো হয়ে যায়। এবারে বাবা বলেন যে মামেকম স্মরণ করো। এইরূপ কৃষ্ণ বলতে পারেন না। আমরা আত্মারা হই ভাই ভাই , বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। আত্মা - আমরা কতক্ষণ স্মরণে থাকি -- এই চার্ট রাখা ভাল। প্র্যাক্টিস করতে করতে অবস্থা পাকা হয়ে যাবে। এই যুক্তি টি ভাল, সার্ভিসও করতে থাকো। চার্টও রাখো , তাহলে উন্নতি হতে থাকবে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনো রকমের ভূত যেন ভিতরে প্রবেশ না করে, তার খেয়াল রাখতে হবে। কখনও মায়ার ঝড়ে বিভ্রান্ত হবেনা। খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

২) স্মরণের চার্ট রাখতে হবে, তার সাথে রুহানী সেবাধারী হয়ে আত্মাদের জ্ঞান ইনজেকশন লাগাতে হবে।

বরদান :- নিজের জীবনকে হীরে তুল্য মূল্যবান করে স্মৃতি ও বিস্মৃতির চক্র থেকে মুক্ত হও।

ব্যাখ্যা: এই সঙ্গমযুগ হল স্মৃতির যুগ এবং কলিযুগ হল বিস্মৃতির যুগ। যদি নিজের শ্রেষ্ঠ পার্ট , শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সদা স্মৃতি আছে তবে তোমরা হলে হীরে সমান মূল্যবান এবং যদি বিস্মৃতি আছে তবে হলে পাথর। এই হল স্মৃতি ও বিস্মৃতির খেলা। সঙ্গমযুগের নিবাসী কখনও কলিযুগের চক্র লাগাতে যাবেনা। যদি বুদ্ধি একটুও সেদিকে যায় তাহলে চক্রে ফেঁসে যাবে কারণ কলিযুগে অনেক চাকচমক আছে কিন্তু সেই চাকচমক রূপ খুব ধোকা দেয়।

স্লোগান - নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে নিয়ম এবং আদেশ অনুসারে যে চালায় সে-ই হল প্রকৃত রাজযোগী। ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়াশুনায় আওয়াজ নিষ্প্রয়োজন - এখানে বাবা একটাই মন্ত্র দিয়েছেন যে বাচ্চারা মৌন থেকে কেবল আমায় স্মরণ করো "

প্রশ্ন - যে বাচ্চারা ঈশ্বরীয় নেশায় বঁদ হয়ে থাকে, তাদের লক্ষণ কি ?

উত্তর -১) ঈশ্বরীয় নেশায় বঁদ হয়ে থাকা বাচ্চাদের চাল -চলন অত্যন্ত রয়্যাল হবে ২) তারা খুব কম কথা বলবে ৩) তাদের মুখ দিয়ে সর্বদা রল্লই বেরোবে। এমনতেও রয়্যাল মানুষেরা খুব কম কথাই বলেন। তোমরা তো ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের রয়্যালিটিতে থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি। বেহদের বাবা বসে বেহদের বাচ্চাদের বোঝান। এমন তো কেউ হয় না যে বলতে পারে যে বেহদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা বোঝে আমাদের বেহদের বাবা তিনিই, যাকে শিববাবা বলা হয়। এমনতে অনেক মানুষ আছে যাদের নাম শিব। কিন্তু তারা কেউ বেহদের বাবা নয়। বেহদের বাবা একজনই যিনি পরামধাম থেকে এসেছেন। সেই নিরাকারকেই ডাকা হয়। তাঁকে ভগবান বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর এঁরা হলেন দেবতা। ভগবান যিনি পরমধামে থাকেন, তিনি সব আত্মাদের পিতা। তোমরা কেউ গুরু বা গোঁসাইয়ের কাছে আসোনি। তোমরা জানো যে তোমরা বেহদের বাবার সামনে বসে আছো। বেহদের বাবা মধুবনে এসেছেন। লোকেরা বলে, কৃষ্ণ মধুবনে এসেছেন, কিন্তু তা না। বেহদের বাবার মুরলিই মধুবনে বাজে। বাবা বোঝান, আমি প্রতি কল্পে সঙ্গম যুগেই আসি, যুগে - যুগে না। এই ভুলটি তারা করে যারা বলে যুগে - যুগে আসেন। এই যে সব শাস্ত্রাদি আছে, এগুলি সবই হল ভক্তির। এমন নয় যে এ সব অনাদি। বাবা বুঝিয়েছেন এই সাগর এবং নদী সকল অনাদিই। তাছাড়া এমন নয় যে ভক্তি অনাদি। তোমরা জানো সত্য যুগ এবং ত্রেতা যুগে ভক্তি হয় না। ভক্তি আরম্ভই হয় দ্বাপর থেকে। বেহদের পিতা যিনি জ্ঞানের সাগর, এই ব্রহ্মার মাধ্যমে বসে জ্ঞানের কথা শোনান। সূক্ষ্ম লোকে তো শোনাবেন না, বাবা এখানে সামনে বসে শোনান এবং তাই তো গীত গাওয়া হয়, "দূর দেশ নিবাসী।....."তোমরা জানো আমরা আত্মারা ভাই - ভাই, দূর দেশে থাকি, এই গান যারা গায়, তারা কিছুই বোঝেনা। তোমরা সকলেই যাত্রী (মুসাফির)। দূর দেশ থেকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে এসেছো। তোমরা জানো এটা কর্মক্ষেত্র। এখানে হার -জিতের খেলা আছে। এটাও বাবা বসে বোঝান। প্রত্যেকটা মানুষ চায় -শান্তি। শান্তি কেউ মুক্তিধামের জন্য বলে না। এখানে থাকাকালীনই শান্তি চাই। কিন্তু এখানে তো মনের শান্তি পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসীরা শান্তির জন্য বনে চলে যায় ওরা এটা জানেই না যে আমরা আত্মারা, শান্তি একমাত্র অশীরীরী দুনিয়াতেই পাই। তারা মনে করে আত্মা ব্রহ্মা বা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তারা এটা বোঝেই না যে আত্মার স্বধর্মই হল শান্তি। এই আত্মা কথা বলে। আত্মা শান্তিধামে থাকে। সেখানেই তারা শান্তি পাবে। এই সময় সকলেই শান্তি চায়। কোনো সন্ন্যাসী সুখকে স্বীকার করে না। নিন্দা করে, কেননা শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে সত্য এবং ত্রেতা যুগেও কংস এবং জরাসন্ধ ছিল। লক্ষী- নারায়ণকে ভুলে গেছে। বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা বলেন, আমি নিরাকার। তারা বলে পরমাত্মা নাম ও রূপ থেকে হীন। একদিকে তো তারা ঈশ্বরের মহিমা গান করে বলে তিনি সর্বব্যাপী, যদি নাম ও রূপ হীন হয় তাহলে সর্বব্যাপী কি করে হন। আত্মারও নিশ্চয় নাম ও রূপ আছে। কেউ বলতে পারে না যে আত্মা নাম ও রূপ হীন। বলে ব্রুকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আশ্চর্য নক্ষত্র তাহলে আত্মাই এক শরীর ত্যাগ

করে অন্য শরীর গ্রহণ করে। পরমাত্মার পুনর্জন্ম হয় না। মানুষই হল জন্ম মৃত্যুর আধীন। এ হলো তোমাদের পড়াশুনা। এখানে কোনো গান বাজনা চলে না। তোমরা পড়াশুনা করো সকালে। সকালে মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে। আসলে তোমাদের রেকর্ড বাজানোরও দরকার নেই। আমরা তো আওয়াজের উদ্দেশ্যে যাই। এ তো কেবল সকলকে জাগানোর জন্য বাজানো হয়। মুরলি পড়লে বা শুনলে কোনো আওয়াজ বাইরে যায় না। পড়াশুনার কোনো আওয়াজ হয়ই না। বাবা বসে মন্ত্র দেন - বাচ্চারা মৌন থেকে আমাকে স্মরণ কর। এখানে কানে মন্ত্র বলার জন্য কোনো গুরু ইত্যাদি নেই, যিনি মন্ত্র দান করে কাউকে শোনাতে নিষেধ করবেন। এখানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। বাবা তো জ্ঞানের সাগর।

এটা হল গীতার পাঠশালা। পাঠশালাতে আবার মন্ত্র দেওয়া হয় নাকি ? তুমি যখন কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে বোঝাও তখন কি রেকর্ড বাজাও ? নয় না ? ক্লাসেও এভাবে বোঝাবে। ছবিও সামনে আছে। যদি কেউ কোনোদিন ম্যাপ না দেখে থাকে তাহলে সে কি করে বুঝবে ইংল্যান্ড কোথায় আর নেপাল কোথায় ? যদি আগে থেকে ম্যাপ দেখে থাকে তাহলে বুঝতে পারবে। বাচ্চারা তোমাদের চিত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ সৃষ্টি নাটকের রহস্য বোঝানো হয়েছে। এই জ্ঞান এমন যা ছবির সাহায্য ছাড়াও বোঝাতে পারো। মানুষ ভগবানের সম্পর্কে কিছুই জানে না। কল্পের আয়ু অনেক বেশি ধরে নিয়েছে। তোমাদেরকে তো বাবা বুঝিয়েছেন। তোমাদেরকে আবার অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। চারটি যুগকে চার ভাগ করতে হয়, তারপর আবার অর্ধেক - অর্ধেক করতে হয়। অর্ধেকে নতুন দুনিয়া, অর্ধেকে পুরানো দুনিয়া। এমন নয় যে নতুন দুনিয়ার আয়ু বড় করে দেওয়া যাবে। মনে করো কোনো বাড়ির বয়স ৫০ বছর, তো অর্ধেক সময়কালেই তাকে পুরানো বলা হবে। দুনিয়ার ক্ষেত্রেও তাই। এ সবই বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান। এতে তাই গীত গাওয়ার বা কবিতা ইত্যাদি শোনানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এই সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণদের আচার - অনুষ্ঠান একেবারেই আলাদা। কারো তো এটা জানাই নেই যে এই সঙ্গমযুগ কাকে বলা হয়। সঙ্গমযুগে কি হয়? তোমার জানো যে দূর দেশ নিবাসী বাবা পতিত দুনিয়াতে এসেছেন। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকর দূর দেশের নন। দূর দেশ হল শিববাবার আর আত্মাদের। আমরা সবাই নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী। প্রথমে নিরাকারী দুনিয়া, তারপর হল আকারী দুনিয়া আর তারপর সাকারী দুনিয়া। নিরাকারী দুনিয়া থেকে প্রথমে দেবী-দেবতাদের ধর্মের আত্মারা আসে। প্রথমে সূর্যবংশী ঘরানা এখানে ছিল, তারপর চন্দ্রবংশী ঘরানার আত্মারা আসবে। সূর্যবংশী থাকলে চন্দ্রবংশী থাকবে না। চন্দ্রবংশী যখন থাকবে তখন বলা হবে সূর্যবংশী অতীত হয়ে গেছে। ত্রেতাতে বলবে লক্ষ্মী - নারায়ণের পার্ট পাস্ট হয়ে গেছে। বাকি এমন বলা হবে না যে আমরা আবার বৈশ্য শূদ্র হব। না। এই নলেজ এখন তোমাদের হয়েছে। বাবা তোমাদেরকে চক্রের রহস্য বোঝান। যদিও তিনিই ত্রিমূর্তিকে বানিয়েছেন। কিন্তু শিবকে সেখানে রাখেননি। শিবকে জানলে চক্রকেও জানা হবে। শিবকে না জানার কারণে চক্রকেও জানতে পারে না। গায়ও - দূর দেশের নিবাসী এসেছেন, এসেছেন পরের দেশে...। কিন্তু এটা জানে না যে ভগবান স্বয়ং হলেন পতিত পাবন। তোমরা জানো যে এটা হল আমাদের অনেক বড় যজ্ঞ। ওই যজ্ঞে তিল, জব ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হয়। এটা হল "রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ"। এই যজ্ঞে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার সব সামগ্রী স্বাহা হয়। যে রাজ্য লাভ করবে, সে-ই যোগে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকে। সিলভার এজ-এও দুই কলা কম হয়ে যায়। প্রথম ১২৫০ বছর হল সত্যযুগের। তারপর ৬২৫ বছরে (১২৫০÷২=৬২৫) এক কলা কম হয়ে যায়, অবতরণ কলা যে। ত্রেতাতে আরও খাদ পড়ে যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয় যে - বাবার সাথে যত বেশি বুদ্ধি যোগ রাখবে

ততই খাদ বেড়িয়ে যাবে। নইলে সাজা পেয়ে আবার সিলভার এইজে এসে যাবে (সত্যযুগে যেতে পারবে না)। কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে। দোলনায় দোলায়। রামকে এত দোলাবে না। আজকাল তো হল প্রতিযোগিতার যুগ। কিন্তু এটা কেউ জানে না যে লক্ষ্মী - নারায়ণই ছোটবেলায় রাধা - কৃষ্ণ। রাধা - কৃষ্ণের উপরে অনেক কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে। লক্ষ্মী - নারায়ণের উপরে কোনো দোষ নেই। কৃষ্ণ তো হল ছোট বাচ্চা। বাচা আর মহাত্মা দুটোই সমান বলা হয়। মহাত্মারা তো সল্যাস গ্রহণ করে। কৃষ্ণ তো সত্যপ্রধান - রজো - তমো-তে আসে। কৃষ্ণকে সবাই স্মরণ করে। বাবার মনমনাভব তো খুবই প্রসিদ্ধ। দেহী-অভিমানী হও। দেহের সব ধর্মকে ছাড়া। এই জ্ঞান তোমরা যে কোনো ধর্মের লোকেদেরই দিতে পারো। বেহদের বাবা বলেন আল্লাহ-কে স্মরণ করো। আল্লাহ হল আল্লাহ-র সন্তান। আল্লাহ বলে খুদা তালা। আল্লা সাই। যখন আল্লাহ বলে তো নিশ্চয়ই আল্লাহর বাবা হলেন নিরাকার। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। আল্লাহ বললে নিশ্চয়ই দৃষ্টি উপরের দিকেই যায়। বুদ্ধিতে আসে যে আল্লাহ উপরে থাকেন। এটা তো সাকারি সৃষ্টি। আমরা হলাম সেখানকার অধিবাসী।

বাবা বলেন - আমিও তো মুসাফির (যাত্রী), তুমিও মুসাফির। কিন্তু তোমরা মুসাফিররা পুনর্জন্মে আসো। আমি মুসাফির পুনর্জন্মে আসি না। আমি তোমাদেরকে ছিঃ ছিঃ পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত করি। এই রাবণ রাজ্যে তোমরা অত্যন্ত দুঃখী, তাই তো আমাকে ডাকো। বাবা কত ভালো ভালো কথা তোমাদের বোঝান। বাচ্চারা এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে কেবল দুঃখ। প্রতিটি জিনিস দুর্মূল্য হয়ে গেছে, আর কি সম্ভব হবে! আগে তো সম্ভবই ছিল। সকলের কাছেই পর্যাপ্ত পরিমাণে আনাজ-পাতি থাকত। সত্যযুগকে গোল্ডেন এজ বলা হয়। সেখানে স্বর্ণ-মুদ্রা ছিল। সেখানে সোনা-ই সোনা থাকবে, চাঁদিও না। সেখানে বাজারও ঝলমলে হবে। হিরে-পাল্লা কি না পড়ত, ওখানে হিরে - পাল্লারই খেলা। চাষ -বাসও প্রচুর হবে। এখানে আমেরিকায় এতো বেশি আনাজ উৎপাদন হয় যে অতিরিক্তটা পুড়িয়ে দেয়। এখন তো যা উদ্ধৃত হয় তা বিক্রি করে দেয়। ভারতকে দান করে দেয়। ভারতের অবস্থা দেখো কি হয়েছে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলাম। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম তোমাদেরকে প্রচুর সুখ প্রদান করবে। সেটাকেই বলা হয় গোল্ডেন এজ। মুহম্মদ গাজনী নিজের সাথে কত হিরে-পাল্লা লুট করে উঁটে ভরে নিয়ে চলে গেছে। কত মাল উঠিয়েছে ভাব ? কেউ হিসাব করতে পারবে না। এখন পুনরায় তোমরা মালিক হোচ্ছ। এক মুসাফির সমগ্র দুনিয়াকে অপূর্ব সুন্দর বানাতে যাচ্ছে। কবরখানাকে পরীদের দেশে পরিবর্তিত করছেন। তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো রিক্রেশ হতে। মুসাফিরকে স্মরণ করে থাকো। তোমরাও হলে যাত্রী। এখানে এসে পঞ্চতন্ত্রের শরীর ধারণ করেছো। সুস্মলোকে পঞ্চ তন্ত্র হয় না। পাঁচ তন্ত্র এখানে হয়, যেখানে তোমরা তোমাদের ভূমিকা পালন করতে এসেছো। আমাদের আসল দেশ সেটাই। এখন আল্লা পতিত হয়ে গেছে তাই বাবাকে ডাকছে। বাবা এসো - এসে আমাদের পবিত্র করো। রাবণ আমাদেরকে পতিত বানিয়ে কালো করে দিয়েছে। যখন থেকে রাবণ এসেছে আমরা পতিত হয়ে গেছি। এখন বুঝতে পারি আমরা পবিত্র ছিলাম, তাই তো স্মরণ করি - হে পতিত পাবন , এসো। কেউ তো আছে যাকে আমরা ডাকি। বাচ্চারা বাবাকে ডাকে, ও গড ফাদার। ওঁনার তো নামই হেভেনলি গডফাদার। তাহলে নিশ্চয় হেভেনেরই রচনা করবেন।

বাবা বুঝিয়েছেন, পড়াশুনায় গান - বাজনার প্রয়োজন নেই। বাবা বলে দিয়েছেন অনেক ভালো - ভালো রেকর্ড আছে, যেগুলি উনি তৈরী করিয়েছেন - যখন কোনো কারণে বিষন্নতা আসবে তখন

নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্য এই রেকর্ড বাজাতে পারো। কিন্তু যত আওয়াজ কম হয় ততো ভালো। রয়্যাল মানুষরা কম আওয়াজ করেন। মুখের দ্বারা কম কথা বলবে, বললেও যেন রল্ল নিঃসৃত হয়। তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান, তাই তোমাদের রয়্যালিটিই আলাদা, তোমাদের তো কত নেশা হওয়া উচিত। রাজার সন্তানেরও এই গর্ব থাকেনা যা তোমাদের থাকা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) নিজেকে সর্বদা রিফ্রেশ রাখবে। তোমার মুখ দিয়ে যেন রল্লই নিঃসৃত হয়। যদি কখনো বিষণ্ণতা অনুভব হয় তাহলে বাবার তৈরী গান শুনো।

২) দেহী - অভিমানী হওয়ার প্রাকটিস করতে হবে। স্মরণে থেকে খাদ বের করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- শান্তির শক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভবকারী যোগী তুমি আত্মা হও

শান্তির শক্তিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। অন্য সমস্ত শক্তির উৎস এই শক্তি। শান্তির শক্তি দ্বারা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারো। যাকে দুনিয়া অসম্ভব বলে, তোমাদের যোগী আত্মাদের জন্য সেটা সহজেই সম্ভব। তারা বলবে পরমাত্মা অনেক উঁচু হাজার সূর্যের থেকেও তেজপূর্ণ, কিন্তু তোমরা নিজেদের অনুভবের দ্বারা বলো - আমরা তো তাঁকে পেয়ে গেছি, শান্তির শক্তির দ্বারা স্নেহের সাগরে সমায়ািত হয়ে গেছি।

স্লোগান :- নিমিত্ত হয়ে যে নির্মাণ কার্য করে, সে - ই সত্যিকারের সেবাধারী।

পরচিন্তন তথা পরদর্শন দ্বারা নৈতিক ক্ষতি

তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মারা সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ মিলনোৎসব পালন করতে এসেছ অর্থাৎ হীরে তুল্য অমূল্য জীবনের নিরন্তর অনুভব করার বিশেষ সাধন আবারও একবার তোমাদের স্মৃতিস্বরূপ এবং সমর্থ স্বরূপ বানাচ্ছে, তোমরা বাবার থেকে, তোমাদের পরিবারের থেকে এবং বরদান ভূমি থেকে তা' প্রাপ্ত করতে এখানে এসেছ। তোমাদের জন্ম মুহূর্ত থেকে তোমরা প্রত্যেকে হীরে সমান অমূল্য জীবন লাভ করেছে। যাই হোক, হীরে যাতে অনুক্ষণ ঝকঝক করে এবং কোনো রকম ধুলো বা দাগ না পড়ে সেইজন্য বারেবারে পালিশ করাতে আসে, এইজন্যই তো আসো, তাই না? তাইতো বাপদাদা নিজের হীরে সমান বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হন এবং কোনো বাচ্চা এখনও ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে কিনা বা কারও সঙ্গে রঙে তাদের ওপর ছোট বা বড় দাগ লেগেছে কিনা সেটা চেক করেন। কোন সঙ্গ দাগ লাগায়? তার মূল কারণ দুটো তথা দুটো মুখ্য বিষয়।

এক হলো অন্যদের সম্বন্ধে চিন্তা যা পরচিন্তন, আর দুই হলো অন্যদের দিকে দেখা যা পরদর্শন। পরচিন্তনে ব্যর্থ চিন্তাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই দুই বিষয়ই সঙ্গে রঙে স্বচ্ছ হিরেকে দাগি বানিয়ে দেয়। এই পরদর্শন, পরচিন্তনের ওপর ভিত্তি করেই পূর্ব কল্পের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রামায়ণ - কাহিনী গড়ে উঠেছে। গীতা জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছে। গীতা জ্ঞান অর্থাৎ স্ব-চিন্তন। স্ব-দর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ হওয়া। গীতা জ্ঞানের সার ভুলে রামায়ণ কাহিনীকেই প্র্যাকটিস করা হয়েছে। যারাই আচরণ বিধির রেখা পার করে বার হয়েছে তারাই সীতা হয়েছে। সীতার দুই রূপ দেখানো হয়েছে, এক, যে সদা সঙ্গে থাকে এবং দুই যে শোক বাটিকায় থাকে। সঙ্গদোষের প্রভাবে তোমরা শোকবাটিকায় থাকা সীতা হয়ে গেছ। এক হলো অভিযোগের রূপ আরেক হলো স্মরণের রূপ। তোমরা যখন অভিযোগের রূপ নাও, ফার্স্ট স্টেজ থেকে সেকেন্ড স্টেজে যাও। এইজন্য সদা দাগহীন স্বচ্ছ হীরে, ঝকঝকে হীরে, অমূল্য হীরে হও। সেই বিষয় দুটো থেকে দূরে থাকলে তোমাদের কখনও ধুলো বা দাগ লাগবে না। তোমরা কিছু করতে না চাইলেও তোমরা এটা করো! তোমরা অনেক নতুন আর মজাদার কাহিনী বলো। যদি সেই সমস্ত কাহিনী শোনাতে হয় সেগুলো তবে অনেক লম্বা শাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কারণ কি? নিজের দুর্বলতা। তোমরা তোমাদের দুর্বলতাকে হোয়াইট ওয়াশ করে নাও আর গোপন করার জন্য অন্যদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লম্বা চওড়া কাহিনী বানিয়ে দাও। এর থেকেই শুরু হয়ে যায় পরদর্শন, পরচিন্তন। সুতরাং, এখন এই বিশেষ মূল আধার, মূল বীজ সমাপ্ত করো। এইভাবে বিদায়ের অভিনন্দন জাঁকজমক করে উদযাপন করো। লোকে মেলা ঘিরে উৎসব অনুষ্ঠান করে, তাই না! এই উৎসব পালনই মিলন মেলা অর্থাৎ বাবা সমান হওয়া। আচ্ছা, তোমরা তো নিজেদের মহিমা অনেক শুনেছ। তোমাদের মহিমার মধ্যে কোনো খামতি নেই, কারণ যা বাবার মহিমা সেটাই বাচ্চাদের মহিমা। বাপদাদার বিশেষ স্নেহ এই, যে সব বাচ্চা বাবা সমান সম্পন্ন হয়ে যায়। সময়ের আগেই নম্বর ওয়ান হীরে হয়ে যায়। এখন রেজাল্ট ঘোষণা হয়নি। যা হতে চাও, যে নম্বরে আসতে চাও, এখনও আসার মার্জিন আছে। এইজন্য উড়তি কলার পুরুস্বার্থ করো। দাগহীন, নাম্বার ওয়ান ঝকঝকে হীরে হয়ে যাও। বুঝেছ তোমরা কি করতে হবে তোমাদের? এখান থেকে তোমরা ফিরে গিয়ে শুধু বোলোনা, তোমরা মধুবন থেকে অনেক অনুষ্ঠান উদযাপন করে ফিরেছ,

বরং কিছু হয়ে ফিরেছ ! যখন সংখ্যায় তোমাদের বৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলে পুরুষার্থের বিধিতেও এখন বৃদ্ধি করো । আচ্ছা !

এইরকম সর্ব উড়তি কলার পুরুষার্থী, সর্ব ব্যক্ত সঙ্গ থেকে দূরে থেকে, একই সম্পূর্ণতার রঙে রঙিন হওয়া আত্মারা, সময়ের পূর্বে নিজেকে সম্পন্ন বানায়, এমন প্রাপ্তিস্বরূপ বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে সাক্ষাৎকার: -

১) সর্ব সম্বন্ধে বাবাকে আপন করেছ ? অন্য কোনো সম্বন্ধে তোমার মোহ নেই তো ! কারণ কোনো একটা সম্বন্ধও যদি বাবার সাথে তুমি না জুড়তে পারো তবে নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ হওয়া সম্ভব নয় । তোমাদের বুদ্ধি রাস্তা ভুলে এদিক ওদিক চলে যাবে । বসবে বাবাকে স্মরণ করতে আর স্মরণে আসবে তোমার নাতিপুতি । যার প্রতিই মোহ থাকবে সেই স্মরণে আসবে । কারও অর্থের প্রতি তো কারও অলঙ্কারের প্রতি কারও বা আবার বিশেষ কোনো সম্বন্ধের প্রতি । বুদ্ধি তোমাকে সেখানেই টানবে যেখানে তোমার মোহ থাকবে । বুদ্ধি যদি বারবার সেদিকে চলে যায় তবে একরস স্থিত হতে পারবেনা । অর্ধেক কল্প ভুলপথে চলতে চলতে কি হাল হয়েছে, দেখেছ তো ? সবকিছু খুইয়েছ ! শরীরও গেছে । মনের সুখ শান্তিও গেছে, ধনও গেছে । সত্যযুগে কত ধন ছিল, সোনার মহলে থাকতে । এখন ইঁটের বাড়ী, পাথরের বাড়ীতে থাকো, তাহলে সবকিছু খুইয়েছ তো ! সুতরাং এখন তোমাদের ভুলপথে ঘুরে বেড়ানো শেষ ! এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, হৃদয়ভরে এই গীত গাও । কখনও এইরকম বলোনা যে এর তো পরিবর্তনই হচ্ছেনা, এতো চলছে না, কিভাবে চলছে, কি করবো...মনের ভিতর এই বোঝা রেখোনা, লাইট থাকো । তোমার ভাবনা যদি ভালোও হয় যে, কেউ এই পথে এগিয়ে চলবে, কারও রোগের উপশম হবে, কিন্তু তোমার এইরকম বলায় তো এটা ঘটবে না ! এর পরিবর্তে নিজে যদি হালকা হয়ে উড়তি কলার অনুভবে থাকো তবে সেটাও শক্তি পাবে । বাকি এই ভাবনা বা বলা ব্যর্থ । মাতারা বলবে আমার স্বামী ঠিক হয়ে যাক, তাদের বাচ্চারা এই পথ অনুসরণ করুক, তাদের ব্যবসা ভালোভাবে চলুক, এই কথাই ভাবে বা বলে । কিন্তু এই চাওয়া তখনই পূর্ণ হবে, যখন নিজে হালকা হয়ে বাবার থেকে শক্তি নেবে । এইজন্য বুদ্ধিরূপী পাত্র খালি থাকা চাই । কি হবে, কখন হবে, এখনো তো হলোই না, এইসব ভাবনা থেকে নিজেকে খালি করো । তুমি যদি সকলের কল্যাণ চাও তবে নিজে অবশ্যই শক্তিস্বরূপ হয়ে সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে শুভ ভাবনা রেখে চলতে থাকো । চিন্তন বা চিন্তা কোরোনা, বন্ধন জালে জড়িও না । যদি বন্ধন থাকে, সেইসব কাটার একমাত্র উপায় স্মরণ । তোমরা সেইগুলো থেকে রেহাই পাবেনা, নিজেই নিজেকে রেহাই দিলে তুমি রেহাই পাবে ।

২) সঙ্গমযুগের সর্ব ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত করেছ তোমরা ? কখনো নিজেদের কোনোরকম ভাণ্ডার থেকে খালি মনে হয়না তো ? কারণ খালি থাকার সময় এখন চলে গেছে । এখন নিজেদের পূর্ণ করার সময় । ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তির অনুভবও এই সময়েই । যা তোমার অপ্রাপ্য ছিল সেটারই যখন প্রাপ্তি হয় তখন সেটার নেশা থাকে । তাহলে ভরপুর আত্মা তোমরা হয়েছে ? এইরকম তোমরা বলো না তো যে তোমাদের সর্বশক্তি আছে কিন্তু সহন শক্তি নেই, শান্তির শক্তি নেই ! একটু ক্রোধ বা তেজের উদ্বেক হয় । ভরপুর জিনিসে কখনো কোনকিছুর জায়গা হয়না । যদি মায়া দ্বারা অস্থির হও, এর অর্থ তুমি খালি । তুমি যত ভরপুর হবে মায়ার ঝাকানি ততই কম হবে । তাহলে ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি

সব কিছু বিদায় দিয়েছ নাকি তোমার শত্রুকে তোমার অতিথি বানাও ? এই শত্রু তখনই জবরদস্তি ভিতরে ঢুকে যায় যখন অমনোযোগী হও । লক যদি মজবুত হয় তবে শত্রু প্রবেশ করতে পারেনা । আজকাল সেফ থাকার জন্য লকের কাছে গুপ্ত লক থাকে । এখানেও ডবল লক আছে স্মরণ এবং সেবা হলো ডবল লক । এইগুলো দিয়েই তোমরা সেফ থাকবে । ডবল লক অর্থাৎ ডবল বিজি । বিজি অর্থাৎ সেফ থাকা । বারবার এই স্মৃতিতে থাকাই লকের প্রয়োগ করা । এইরকম ভেবোনা আমি তো বাবারই, বরং স্মৃতিস্বরূপ হও । যাই হোক, যখন তোমরা বাবার হয়েছই, তোমাদের স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে, সেইরকম খুশি থাকতে হবে । যদি তোমরা বাবার হও, তবে তোমাদের উত্তরাধিকারও নেওয়া উচিত । আমি তো বাবারই শুধু এই অমনোযোগে থেকোনা, বরং প্রতি সেকেন্ড নিজেকে ভরপুর সমর্থ অনুভব করো । একে বলা হয়ে থাকে স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থস্বরূপ । তোমাদের আক্রমণ করতে নয় বরং মায়া যেন তোমাদের স্যালুট করতে আসে ।

৩) সবাই তোমরা নিজেদের পূজ্য আত্মা অনুভব করো ? পূজারী থেকে তোমরা পূজ্য হয়েছ, তাই না ? পূজ্যকে সদা উঁচু স্থানে রাখা হয় । কোনও পূজার মূর্তি কখনো মাটিতে রাখা হয়না । সুতরাং, তোমরা পূজ্য আত্মারা কোথায় থাকো ! তোমরা ওপরে থাকো । ভক্তিতেও পূজ্য আত্মাদের কত রিগার্ড দেওয়া হয় । যখন জড় মূর্তির এত রিগার্ড তবে তোমাদের কত হবে ! তোমরা নিজেদের কত রিগার্ড জানো ? তোমরা নিজেরা নিজেদের রিগার্ড সম্বন্ধে যতটা অবগত থাকো, অন্যেরাও তোমাদের ততটা রিগার্ড দেয় । নিজের জন্য রিগার্ড রাখা অর্থাৎ নিজেকে সদা মহান শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করা । সুতরাং কখনো মহান আত্মা থেকে সাধারণ আত্মা হয়ে যাওয়া তো ! পূজ্য তো সবাই পূজ্যই হবে, তাই না ! এইরকম নয় তো যে আজ পূজ্য কাল পূজ্য নও ! সদা পূজ্য অর্থাৎ সদা মহান, সদা বিশেষ । তোমরা বাচ্চারা কেউ কেউ ভাবো যে তোমরা সামনে এগোচ্ছ কিন্তু অন্যেরা তোমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য রিগার্ড দেয়না । এর কারণ কি ? এর কারণ তোমরা সদা নিজেরা নিজেদের রিগার্ড দাওনা । যারা নিজেদের রিগার্ড বজায় রেখে চলে, তারা অন্যদের থেকে রিগার্ডের প্রত্যাশা রাখেনা, কিন্তু স্বতঃই পেয়ে যায় । যারা সদা পূজ্য নয় তারা সদা রিগার্ড পায় না । যদি মূর্তি নিজের আসন থেকে সরে যায় অথবা মূর্তিকে মাটিতে রেখে দেয় তবে তার কি ভ্যালু থাকবে ! মূর্তিকে মন্দিরে রাখলে মহান রূপে সবাই তাকে পূজা করে । অতএব, সদা মহত্বের আসনে অর্থাৎ উঁচু স্থিতিতে থাকো, নিচে এসোনা । লোকে আজকাল দুনিয়ায় কি বিশেষত্ব প্রদর্শন করে ? হত্যা করা এবং হত হওয়া, এই বিশেষত্বই দেখায়, তাই না ! তো এখানেও তোমাদের সেকেন্ডে মৃত্যু, ধীরে ধীরে নয় । এটা তেমন হবেনা যে আজ মোহ ছাড়লে, একমাস বাদে ক্রোধ ছাড়বে, বছর পার হলে মোহ ত্যাগ করবে ! এইরকম হবেনা । এক আঘাতেই তোমরা বলিদান হয়ে যাও । তাহলে তোমরা সবাই বলিদান হয়ে মরজীবা হয়েছ নাকি কখনো বেঁচে কখনো মরে আছ ? কখনো কখনো এমনও হয় যে চিতা থেকেও উঠে যায় । সেই সময়ে সে জেগে ওঠে । তোমরা সবাই তো এক আঘাতেই মরজীবা হয়ে গেছ, তাই না ! লৌকিক সংসারে যেমন ওই মানুষজনেরা নিজের শো দেখায়, সেইরকম অলৌকিক সংসারেও তোমরা তোমাদের শো দেখাও । সদা শ্রেষ্ঠ, সদা পূজ্য হও যাতে সবাই তোমাদের সব কর্ম, সব গুণের কীর্তন গায় । কীর্তনের অর্থই হলো কীর্তি গাওয়া । যদি সদা তোমাদের কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং পূজার যোগ্য হয় তাহলে নিরন্তর সবাই তোমাদের কীর্তন গাইতে থাকবে । যখন কোথাও হাস্যামা হয় তো সেই ঝগড়া অশান্তির সময় শান্তির শক্তির চমৎকার দেখাও । সবার বুদ্ধিতে যেন আসে এখানে শান্তিকুণ্ড আছে । শান্তিকুণ্ড হয়ে শান্তির শক্তি ছড়িয়ে দাও । যদি চারিদিকে আগুন জ্বলে আর এককোনে শীতল কুন্ড থাকে তো সবাই সেইদিকে দৌড়ে যায় এইরকম শান্তিস্বরূপ

হয়ে শান্তিকুন্ডের অনুভব করাও। সেই সময় তোমরা বচন দ্বারা সেবা করতে পারবেনা কিন্তু মন্মা দ্বারা নিজেকে শান্তিকুন্ডরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারো। শান্তির সাগরের বাচ্চারা যে স্থানে থাকে সেই স্থান যেন পবিত্র শান্তিকুন্ড হয়ে যায়। যখন বিনাশী যন্তুকুন্ড অন্যদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তখন এই শান্তিকুন্ড অন্যদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করেনা, এটা হতে পারেনা। এখান থেকেই যেন শান্তি খুঁজে পাওয়ার ভাইব্রেশন সবাই লাভ করতে পারে, এইরকম বায়ুমন্ডল বানাও। সবাই যেন তোমার কাছে এসে বলে, দিদি শান্তি দাও; এমন সেবা করো।

সেবাধারী টিচার্স বোনেদের প্রতিঃ - টিচার্স অর্থাৎ সেবাধারী। সেবাধারী অর্থাৎ ত্যাগ এবং তপস্যার প্রতিমূর্তি। যেখানে ত্যাগ এবং তপস্যা নেই সেখানে সফলতাও সম্ভব নয়। ত্যাগ আর তপস্যা উভয়ের সহযোগে সেবায় নিরন্তর সাফল্য পাওয়া যায়। তপস্যা অর্থাৎ এক বাবার হওয়া, দ্বিতীয় কেউ নয়। এটা হলো নিরন্তর তপস্যা। সুতরাং যে কেউই আসুক, তোমাকে শুধুমাত্র কুমারীরূপে নয়, তপস্বী কুমারীরূপে যেন দেখে। যে স্থানে তুমি থাকো সেটা যেন তপস্যাকুণ্ড অনুভূত হয়। এটা ভালো স্থান, শুদ্ধ স্থান বলে তারা বুঝতে পারে ঠিকই কিন্তু এটা তপস্যাকুণ্ড অনুভব হতে হবে। তপস্যা কুণ্ডে যারা আসবে তারাও তপস্বী হয়ে যাবে। যখন তোমরা প্র্যাকটিকাল তপস্যার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে তখন জয়জয়কার হবে। লোকে তোমার তপস্যার সামনে এসে নত হবে। তারা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদের সামনে মহিমা গায়, কিন্তু তপস্যাকুমার তপস্যাকুমারীদের সামনে তারা নত হবে। তপস্যাকুণ্ড বানাও, তারপর দেখ কত পতঙ্গ নিজে থেকেই ছুটে আসবে। তপস্যাও জ্যোতি, আর পতঙ্গ নিজে থেকেই জ্যোতির দিকে ছুটে আসবে। তোমাদের সেবাধারী হওয়ার ভাগ্য তৈরি হয়ে গেছে, এখন তপস্যাকুমারী হওয়াতে নম্বর নাও। সদা শান্তির দান দিয়ে মহাদানী হও। বর্তমানে বাপদাদা বিশেষভাবে মন্মা সেবার ওপর তোমাদের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করেন। বাণীর সেবা দ্বারা অনেক শক্তিশালী আত্মা প্রত্যক্ষ হবে। বাণী তো চলতেই থাকে কিন্তু এখন সেবায় শুভ সঙ্কল্পের ভাবনা অ্যাডিশন করে নাও। সুতরাং সেবার প্রতিমূর্তি হয়ে অন্যকে প্রতিমূর্তি বানানোর সেবা করো, এখন এটার আবশ্যকতা আছে। এখন সবার অ্যাটেনশন এই পয়েন্টে থাকতে হবে, এর থেকেই নাম মহিমাম্বিত হবে। যারা অনুভাবীমূর্ত তারা অনুভব করাতে সমর্থ হবে, এর ওপরেই বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। এর দ্বারা তোমরা কম মেহনতে অধিক সফলতার প্রাপ্তি করবে। মন্মা ধরিত্রীর পরিবর্তন করে দেয়। এটাই এখন উন্নতির একমাত্র উপায়। আচ্ছা।

১২ ঘন্টা বাচ্চাদের সাথে মিলনোৎসব পালন করার পরে বাপদাদা সকাল ৬ টার সময় সদগুরুবারের স্মরণ-স্নেহ সব বাচ্চাদের দিয়েছেন

বৃহস্পতির দশপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরেখাপ্রাপ্ত আত্মাদের বাপদাদা আজ বৃহস্পতি দিবসে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। বৃহস্পতি বাবা অবিনাশী তোমরা সব বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়ে দিয়েছেন। এই অবিনাশী ভাগ্য দ্বারা সদা নিজেও সম্পন্ন থাকবে এবং অন্যকেও সদা সম্পন্ন বানাবে। বৃহস্পতি দিবস বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন দিবস যেখানে তোমরা সব বাচ্চারা তোমাদের শিক্ষায় সম্পন্ন হও। এই শিক্ষার স্মৃতিচিহ্ন দিবসে শিক্ষকের রূপে বাপদাদার লক্ষ্য সব বাচ্চাদের প্রত্যেক সাবজেক্টে সদা ফুল পাস করানোর তৎসহ পাস উইথ অনার হওয়ার। অন্যদের মধ্যেও একই প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ভরে দেন। এই শিক্ষায় তোমাদের সম্পন্ন বানানোর জন্য তিনি এই শিক্ষার সাথে তোমাদের স্মরণ-স্নেহ দেন।

ভাগ্যবিধাতা বাবারূপে, যিনি তোমাদের বৃহস্পতির ভাগরেখা টেনেছেন, তিনি তোমাদের সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানান। আচ্ছা - স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

প্রশ্ন:- এমন কোন্ স্মৃতি সদা থাকলে জীবনে কখনো নিরুৎসাহ হবেনা ?

উত্তর:- আমি সাধারণ আত্মা নই, আমি শিবশক্তি, বাবা আমার আর আমি বাবার। এই স্মৃতিতে থাকলে কখনও একাকীত্ব অনুভব হবেনা। কখনও নিরুৎসাহ হবেনা। সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে। 'শিবশক্তি'র অর্থই হলো শিব আর শক্তি কস্মাইন্ড। যেখানে সর্বশক্তিমান, হাজারহস্ত বাবা আছেন সেখানে সদাই উৎসাহ-উদ্দীপনা সাথে থাকে।

বরদানঃ - স্বমানে স্থিত থেকে দেহভাব সমাপ্ত করে অকাল তথতাসীন, অকাল মূর্ত ভব

সঙ্গমযুগে বাবার থেকে তোমরা অনেক স্বমান প্রাপ্ত করো। রোজ এক নতুন স্বমান স্মৃতিতে রাখো তো স্বমানের সামনে দেহভাব এমন দৌড়ে পালাবে যেমন আলোর সামনে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। না সময় লাগে না মেহনত লাগে। তোমাদের কাছে ডাইরেক্ট পরমাত্মলাইটের কানেকশন আছে, শুধু স্মৃতির সুইচ ডাইরেক্ট লাইনের সাথে অন করো। তাহলেই এত লাইট এসে যাবে যে শুধু তুমি আলোকিতই হবে না, অন্যদের জন্য লাইটহাউজ হয়ে যাবে। যারা এমন স্বমানে থাকে, তাদেরই অকাল সিংহাসনাসীন, অকালমূর্ত বলা হয়ে থাকে।

স্লোগানঃ - নিজের স্থিতি উঁচু বানাও তবে পরিস্থিতি ছোট হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন কলিযুগের রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, নবযুগ নির্মাণ করতে বাবা এসেছেন, তাই তোমরা জাগো, বাবার স্মরণে নিজের বিকর্ম বিনাশ করো।"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চাদের বুদ্ধি সতোপ্রধান হতে চলেছে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- তাদের সবসময় অন্যকে নিজের সমান করে তোলার প্রবণতা থাকবে। তারা নিজের সাথে সাথে অন্যের কল্যাণ করার যুক্তি রচনা করবে। রাতদিন সেবায় লেগে থাকবে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা তোমরা বড়র থেকেও বড় কোন্ কাজ পেয়েছো ?

উত্তর :- সারা দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়ার কাজ খুব বড়। কোনো আত্মাই যেন বাবার পরিচয় জানতে বাকি না থাকে। রাত - দিন কেবল এই চিন্তাই যেন চলে যে, কিভাবে অন্যকে বোঝাবো, শঙ্খধ্বনি করতে হবে।

গীত - সজনীরা এবার জাগো.....

ওম্ শান্তি। এ কে জাগালো ? কে সজনী বলে সম্বোধন করে ? বাচ্চারা বুঝতে পারে যে বেহদের বাবা হলো একজনই, যাঁর আসল নাম শিব। বাকি যে অনেক নাম রাখা হয়েছে, সে সবই ভক্তিমার্গের। প্রকৃত নাম হলো শিব। জয়ন্তীও পালন করা হয়, সে হয়ে গেলো পরমাত্মার জয়ন্তী। গায়নও আছে..... নিরাকার শিব জয়ন্তী। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে তখন সেই শরীরের নাম রাখা হয়, আর শিব তো আত্মারই নাম। তাঁকে বলা হয় সুপ্রীম সোল (আত্মা)। এই আত্মার নাম কি ? 'শিব' এই নামেরই গায়ন আছে। শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে। আত্মার জয়ন্তী, এমন কথা বলা হয় না। গীতার ভগবান তো নিরাকার শিব। শ্রীকৃষ্ণ তো শরীরের নাম, তিনি তো দেহধারী। এ তো একমাত্র শিববাবা এসেই তাঁর সজনীদের জাগান এবং নিজের পরিচয় দেন যে আমি এসেছি নতুন দুনিয়া বানাতে। এখন আমাকে স্মরণ করো। মায়াকে তো জয় করতে হবে। বাবাকে বলা হয় পতিত - পাবন। দেবতার যাঁরা পবিত্র ছিলো তারা এখন পতিত হয়েছে, তাই সকলেই ডাকতে থাকে হে পতিত পাবন এসো, এসে আমাদের উদ্ধার করো। কার থেকে ? মায়া রাবণের হাত থেকে অথবা শয়তানের থেকে। মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না যে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। নবযুগ, সত্যযুগ এই এলো বলে। গানেও বলা হয় নবযুগ, সে হলো পবিত্র দুনিয়া। বাবা আসেনই পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য। নতুন দুনিয়াকে নতুন যুগ অথবা সত্যযুগ বলা হয়। এ হলো কলিযুগী পুরানো দুনিয়া। কুস্কর্কের নিদ্রায় সকলেই এখন শায়িত, তাদের এসে বাবা জাগান। মায়া অস্তান অন্ধকারের রাতে সকলকেই ঘুম পারিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন বলছেন বাচ্চারা, এখন তোমরা কুস্কর্কের নিদ্রা থেকে জাগো। এখন এই পুরানো দুনিয়ার অন্তিম সময়, মৃত্যু সামনে উপস্থিত। এখন রাত সম্পূর্ণ হবে আর দিন শুরু হবে তাই তোমরা জাগো। তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা এসেছেন। আমরাও ঘোর অন্ধকারে নিদ্রিত ছিলাম এখন বাবা এসেছেন রাতকে দিনে পরিণত করতে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের জন্য দিন অর্থাৎ নবযুগ বানাতে এসেছি। এখন তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে কেননা এইসময় সকলেই পতিত। সবাই বলে যে আমাকে এই রাবণের

হাত থেকে উদ্ধার করো । এ কথা কেউই জানে না যে শয়তানের রাজত্ব কবে থেকে শুরু হয় । বাবা এসেই রাবণের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, কিন্তু কিভাবে ? এ তো একমাত্র বাবা যখন আসেন, তখনই তিনি এসে শোনান, সেই অনুভবেই আমরা কাউকে বোঝাতে পারি । সবাইকে নীচে নামতে নামতে পতিত হতেই হবে তাই আমি পতিত পাবনকে এই সঙ্গমেই আসতে হয় । দুনিয়ার মানুষ তো ঘোর অন্ধকারেই আছে । তারা ভাবে এই কলিযুগের আয়ু লাখ বছরের কেননা শাস্ত্রে উল্টো কথা লিখে দিয়েছে । এখন দৈব গুণের স্থাপনা হতে হবে । নরককে স্বর্গ একমাত্র বাবাই বানান । বাবা থোড়াই নরকের রচনা করবেন । বাচ্চারা এখন পাক্ষা নিশ্চিত যে বাবাই আমাদের পড়ান । তিনি অনেকদিন ধরে পরিষে আসছেন ।

এখন ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী আসবে । শিব জয়ন্তীই গীতা জয়ন্তী এই কথা লিখতে হবে । শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী যখন পালন করা হয় তখন গীতা জয়ন্তী পালন করা হয় না । কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, যখন বড় হবে তখনই তো গীতা শোনাবে । ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর অর্থ গীতা জয়ন্তী । এ খুবই বোঝার কথা । মানুষ তো গীতা জয়ন্তীতে আলাদা করে দিয়েছে, কেননা মানুষ ভেবেছে কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, কিভাবে গীতা শোনাবে । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি এই গায়নও আছে । মানুষ ব্যারিস্টারী স্কুলে গেলে ব্যারিস্টারী পড়তে শুরু করে, এতে তাদের মূল লক্ষ্য হলো - আমি ব্যারিস্টার হবো । বাকি এতে উঁচু পদ পাওয়া এই পড়ার উপর নির্ভর করে । তোমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হতে এসেছো । কিন্তু দেবতাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পদধারী আছে । কেউ ফার্স্ট ক্লাস, কেউ সেকেন্ড ক্লাস, কেউ আবার থার্ড ক্লাস । এ সবই গুপ্ত কথা । কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা আসে না । কিভাবে আমরা নিজের রাজ্য স্থাপন করছি । মহাভারতের যুদ্ধও শুরু হবে । কিন্তু পান্ডব সম্প্রদায় তো লড়াই করে না । অসুর আর কৌরব সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে শেষ হয়ে যায় । তাই বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । বোঝাতেও হবে বাবা প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ দিয়ে থাকেন । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন ? অবশ্যই তিনি কারোর শরীরে আসবেন । বাবা তাঁর শ্রীমত দিচ্ছেন -- বাচ্চারা, তোমাদের এই স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । আমাকে তোমরা স্মরণ করো । এ হলো যোগ অগ্নি যার দ্বারা বিকর্মের বিনাশ হবে । প্রতিদিন তোমরা নতুন নতুন পয়েন্ট পেয়ে থাকো । 'পতিত পাবন' এই পয়েন্ট খুব ভালো । মানুষ পতিত পাবন বাবাকে ডাকে আবার গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে আসে । তোমরা বড় বড় অক্ষরে এই কথাও লিখতে পারো যে, পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনিই সমস্ত দুনিয়াকে পবিত্র করেন । সারা দুনিয়ার প্রশ্ন হলো ...দুনিয়া কিভাবে পবিত্র হবে ? গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি নদী তো পূর্ব থেকে চলেই আসছে । এখন কলিযুগের সময় তাই কিছু সমস্যা তো হবেই । সত্যযুগে আবার সব নদী নিজের সঠিক দিশায় চলেবে । কিন্তু এই নদীর দ্বারা কেউ তো পবিত্র হতে পারে না । খুব পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে । পর্চাও বিলি করতে হবে । সেও মানুষ বুঝেই দিতে হবে । মুখ্য দু - তিনটি পয়েন্ট অবশ্যই বোঝাতে হবে । বাস্তবে এই সময় সকলেই পতিত আর বিকারী । সকলেরই এখন অবরোহন কলা । গুরু নানকও শরীর রূপী ময়লা বস্ত্র পরিষ্কার করার কথা বলেছিলেন ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী তো হতেই হবে । এই দুনিয়াকে ব্রহ্মাচারী বলা হয়, শ্রেষ্ঠাচারী তো কেবল দেবতারা । এই সময় আর কেউ এমন হতে পারবে না কারণ এ হলো মায়ার রাজ্য । হ্যাঁ, বাকি ভক্তির সুখ তো পাওয়া যায় । এখানে রচনা কোনো যোগবলের সাহায্যে হয় না, বিকারের দ্বারা জন্ম হয় । প্রথমে অল্প থাকে তারপর বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে লড়াই থাকে । প্রত্যেকেই প্রথমে সুখ পরে দুঃখ দেখতে হয় । এ হলো

মানুষের কথা । সত্যযুগে মানুষ সুখী থাকে তাই জন্তু - জানোয়ারও সুখী থাকে । তাই বাবা বোঝান এমন ভাবে তোমরা লেখো । ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীই হলো শ্রীমত ভগবত গীতা জয়ন্তী । তা বোঝাতেও হবে, আর যারা বুঝবে তাদেরও মনে হবে অন্যদের বোঝাই । এই কথা না বোঝালে কিভাবে বৃদ্ধি হবে । ড্রামা অনুসারে যার যা পার্ট ...বোঝার আর বোঝাবার তারা তাদের নিজের পার্ট করতে থাকে । ভক্তির পার্টও দিন প্রতিদিন জোরদার হয়ে যাচ্ছে । গায়ন আছে যখন খড়ের গাদায় আগুন লাগে তখনই মানুষের চোখ খোলে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন শঙ্খধ্বনি করতে হবে । তোমাদের রাতদিন এই চিন্তা চলবে যে কিভাবে মানুষকে বোঝানো যায় । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া এ কতো বড় কাজ । এই দুনিয়া কতো বড় । এখানে নানা ধর্ম আর নানা ভূখণ্ড আছে । সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকে তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে । তোমরা এও বোঝো যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণের জন্ম হয় । ব্রাহ্মণ বর্ণ দেখানো হয় না তাই যে জন্ম দেয় তাঁকেও দেখানো হয় না । তাই এই কথা বুঝতে হবে যে কৌরব আর পাণ্ডবদের দেখানো হয় । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার, কুমারী হলে প্রজাপিতা তো অবশ্যই প্রয়োজন যার থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি হয় । দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র দেখানো হয় । বাকি সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের লুপ্ত করে দিয়েছে । গায়নও আছে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার অর্থ কেউ বলে নি । তাঁদের এই পদ কে দিয়েছেন ? তোমরা বুঝতে পারো, নিরাকার বাবা এসে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা বুঝিয়েছেন । ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্ম হয় । যখন তিনি তোমাদের শোনাচ্ছেন তখন ব্রহ্মাও শুনছেন । তোমরা না থাকলে শিববাবা কি করতো । একজনের জন্য তো শোনানো হয় না । শাস্ত্রে কিন্তু এক অর্জুনের নামই লিখে দিয়েছে । তাই যেই সময় যে পয়েন্ট বের হয়, সেই সময় সেই সেবাতেই লেগে যাওয়া উচিত । তোমাদের প্রতিটি কথা খুব পরিষ্কার করে বোঝানো হয় । কিন্তু যোগে থাকা বা পবিত্র হওয়া এতেই যত পরিশ্রম । বিষ ত্যাগ করা তো কত পরিশ্রমের । এই বিকার বিষের উপরই ঝগড়া হয়ে থাকে । তাই বাচ্চাদের এই সেবাতে নজর দিতে হবে যে, নিজে পড়ে তারপর পড়াতে হবে । এই সেবাতেই যত কল্যাণ । সতর্ক থাকা উচিত । নতুনদের দিয়ে খুব ভালোভাবে ফর্ম পূরণ করা উচিত । ফর্ম পূরণ করার সময় এই কথা অবশ্যই জিগ্জোস করো, তোমরা তো সাধনা করো, অবশ্যই তো মুক্তিধামে যেতে চাও । মুক্তিধামের মালিক তো একজনই, পরমপিতা পরমাত্মা । সেই বাবা এসেই আমাদের পবিত্র বানান । এই যে পুণ্য স্নান ইত্যাদি ভারতেই করা হয়, অন্য ধর্মে করা হয় না । তারা তাদের ধর্ম স্থাপকের সামনে মাথা নত করে, ফুল নিবেদন করে । তাঁদের মহিমা করে । তারা তো জানেই না যে পতিত পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । এখন খৃস্টমাসের সময় ক্রাইস্টকে কত মান দেওয়া হয় তবুও গড ফাদারকে স্মরণ করতে থাকে, মানুষ বলে থাকে ও গড ফাদার, তাঁকে ডাকতে থাকে । খৃস্টানদেরও এই স্তান মিলবে । বাবা তো বলতে থাকে, ছবি তৈরী করো বিলেতেও পাঠানো যাবে । বেহদের এই সৃষ্টির কল্যাণের জন্য বুদ্ধিকে ব্যবহার করা উচিত । বাবার বুদ্ধি এই কাজেই লাগতো সবসময় । খুব অল্পসংখ্যকই এই চিত্রের কদর করতো । বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারাই এই চিত্র বানিয়েছেন । এই চিত্রকে কত সম্মান করা উচিত । এই ছবি দিয়ে তো একনম্বর সার্ভিস করা যায় । ড্রামা অনুসারে কেউ না কেউ এই চিত্র ইত্যাদি বানাতে । এরপরে এমন বুদ্ধিমান বাচ্চারা আসবে যারা এই সেবায় নতুন নতুন আবিষ্কার করতে থাকবে, যা দেখে মন খুশী হয়ে যাবে । ইংরাজী ভাষা তো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, আরো কত রকমের ভাষা আছে । সমস্ত দেশেই ইংরেজী ভাষার মানুষ অনেক আছে তাই বাবা ইংরেজী আর হিন্দী ভাষাকেই গুরুত্ব দিতেন । শেষকালে সব ভাষাতেই বের হবে । কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । কিন্তু দেখা যায়, কারোর বুদ্ধিতে ঠিকভাবে না বসলে সে আর কি কাজ করবে ! ধন থাকা স্বত্তেও

দান না করলে তাকে কৃপণ বলা হয়। তারা এক কান দিয়ে শোনে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। প্রত্যেকেই তাদের উল্লতির খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে। সঙ্গদোষে যেও না। এই সেবাতে ব্যস্ত থাকতে হবে, না হলে অনেক বড় বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। নিজের উল্লতির জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। বাবা, আমি অনেকেই আমার সমান বানানোর সেবা করবো, এমন খেয়াল মনে আসা উচিত। একেই বলা হয় সতোপ্রধান বুদ্ধি। তমোপ্রধান বুদ্ধি না নিজের না অন্যের খেয়াল রাখে, তাদের অবুঝ বা বুদ্ধিহীন বলা হয়। সতোপ্রধান বুদ্ধিই হলো বুঝদার। অনেকের হিসেব - নিকেশও অনেক কড়া। বুঝেও তারা ফেসে থাকে। এই সময়তো রাতদিন এই সেবায় লেগে থাকা উচিত। এ তো নিজেরই রোজগার। আমি তোমাদের বাবা, আমার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। না হলে কল্পে কল্পে তোমরা হারিয়ে ফেলবে। প্রথমে নিজের কল্যাণ করতে হবে তখনই অন্যের কল্যাণ করতে পারবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান ধন দান করাতে কৃপণ হয়ো না। নিজের এবং অন্যের উল্লতির জন্য যুক্তি খুঁজে বের করতে হবে।

২) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া পড়তে হবে আর পড়াতে হবে। সেবা আর পড়ার উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। কর্মের কড়া হিসেব - নিকেশকে যোগবলের সাহায্যে শোধ করতে হবে।

বরদান :- সহযোগী সাথীর দ্বারা সদা মনোরঞ্জনের অনুভবকারী কস্মাইন্ড রূপধারী হও।

যখনই একাকীত্বের অনুভব হবে, তখন বিন্দু রূপকে স্মরণ করো না। এতে মুশকিল আছে, বোর হয়ে যাবে। সেই সময় নিজের রমণীয় অনুভবের কাহিনী স্মৃতিতে আনো, নিজের স্বপ্ন, প্রাপ্তির লিস্ট সামনে নিয়ে এসো। কেবল বুদ্ধির দ্বারাই স্মরণ করো না, মন থেকেও সাথীর সাথে কস্মাইন্ড হয়ে সর্ব সস্বন্ধের স্নেহের অনুভব করো -- এ হলো 'মনমনাভব' আর এই 'মনমনাভব' হওয়াই হলো মনোরঞ্জন।

স্লোগান :- বাবার শ্রীমত অনুসারে 'জী হাজির' করতে থাকলে সর্বশক্তির অধিকার প্রাপ্ত করবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান রত্নের যত দান করবে খাজানা বা ভান্ডার ততই ভরতে থাকবে, বিচার সাগর মন্ডন চলতে থাকবে, খুব ভালো ভাবে ধারণ করতে পারবে"

প্রশ্ন:- যে আত্মাদের ভাগ্যে বেহদের সুখ নেই, তার লক্ষণ কি ?

উত্তর :- তারা জ্ঞান শুনবে কিন্তু এমন যেন উল্টো করা কলসি। বুদ্ধিতে কিছুই টিকবে না। ভালো ভালো বলবে, প্রশংসা করবে। বলবে সবাইকে এই জ্ঞান শোনানো উচিত, এই পথ খুব ভালো। কিন্তু নিজে এই পথে চলবেনা। বাবা বলেন এও ভাগ্য। বাচ্চারা তোমাদের কর্তব্য হল সার্ভিস করা। হাজার হাজারকে শোনাতে থাকো। প্রজা তো তৈরি হবেই। মাতা পিতার ন্যায় বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করো। জ্ঞানকে ধারণ করে নিজের মতন পরিণত করতে থাকো ।

গান : ভাগ্য উদয় করে এসেছি।

ওম্ শান্তি । ভাগ্য সর্বদা দুই প্রকারের হয়। এক সৌভাগ্য, দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য। একটি সুখের দ্বিতীয়টি দুঃখের। ভারতের সুখের ভাগ্যও আছে তো দুঃখের ভাগ্যও আছে। ভারত-ই সুখধাম ছিল, ভারত-ই দুঃখধাম হয়েছে। বাড়ি নতুন তখন ভাগ্য ভালো। পুরানো হলে ভাগ্য খারাপ । ভারত-ই নতুন ছিল , এখন আবার পুরানো হয়েছে। এইসব কথা তোমরা বাচ্চাৱাই বুঝতে পারো , দুনিয়া জানে না। তোমাদের এইসব কথায় আকৃষ্ট করা হয় যে বাচ্চারা তোমরা কর ভাগ্যবান ছিলে। দেবী দেবতারা বিশ্বের মালিক ছিল , এখন নেই। সৌভাগ্য এখন দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছে। সৌভাগ্য কখন এবং কিভাবে হয় , এইসব বুঝবার কথা। একমাত্র বেহদের বাবা এই কথা বোঝাতে পারেন। ভারতের ভাগ্য উঁচুতে কবে ছিল ? যখন স্বর্গ ছিল। এখন হয়েছে দুর্ভাগ্য। গায়নও আছে হে পতিত পাবন এসে আমাদের ভাগ্য পবিত্র করো। ভারত যখন পবিত্র ছিল তখন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ছিল। এখন সেই ভারত পতিত হয়েছে কারণ বিকারগ্রস্ত । বিকারী ও নির্বিকারী দুই রকমই হয়। আমরা যদি এই সময়ে নির্বিকারী হব তাহলে দেবতায় পরিণত হব। এখন বাবাকে আহবান করতে থাকে। কুস্তের মেলায় নিশ্চয়ই গায়ন করে-- পতিত-পাবন সীতারাম । পতিত পাবনী কোনো নদী নয়। মানুষের ভাগ্য খারাপ হলে পাথর বুদ্ধি হয়ে যায়। এই হল দুঃখ ও সুখের খেলা। দুঃখ কে দেয় ? সুখ কে দেয় ? দুটি ছবি খুবই বিখ্যাত। সুখের জন্য পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। হে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে বাবা কখনও দুঃখ দেন না। তারা ভাবে ভগবান-ই সুখ দুঃখ প্রদান করেন। বিন্দু মাত্র কথা কেউ বোঝেনা। এখন বাবা তোমাদের পারস বুদ্ধি করেছেন। বুদ্ধির তালা খুলেছেন। তোমরা জানো সৃষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে। সৃষ্টি পুরানো হয় তখন দুঃখ বাড়ে। এখন তোমরা তিনটি চোখ পেয়েছ। তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো যখন পতিত পাবন আসুন বলে গান গাও তাহলে নদীর তীরে গিয়ে কেন বস ? এই যজ্ঞ জপতপ ইত্যাদি করা , বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া সবই হল ভক্তি মার্গ। বাবা বলেন -- এই সবার দ্বারা আমায় প্রাপ্ত করতে পারবেনা। যখন তোমাদের ভক্তি পূর্ণ হয় তখন আমি এসে সদগতি প্রদান করি। যোগেরও জ্ঞান চাই। পবিত্র হওয়ার জন্যেও জ্ঞান চাই। শাস্ত্র পাঠ করে পবিত্র হওয়ার কথাই নেই। বিবেক বলে ভারত যখন পবিত্র ছিল , সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল তখন বিত্তশালী ছিল। এমন বিত্তবান ও পবিত্র কে করে ? তাহলে গঙ্গা স্নান করে পবিত্র হয়েছে নাকি শাস্ত্র পাঠ করে ? এইসব তো তোমরা অনেক করেছ

তবুও ডেকেছ হে পতিত পাবন আসুন। যখন পতিত দুনিয়ার সময় পুরো হবে তখনই বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করবেন। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ , পতিত দুনিয়া হল কলিযুগ। এই কথা কেউ বোঝেনা যে কেবল এক পরমাত্মা হলেন পতিত পাবন। গায়ন আছে পতিত পাবন সীতারাম ... তার অর্থও বাবা-ই বোঝাচ্ছেন যে সকল সীতাদের রাম হলেন এক পরমাত্মা। বলা হয় সকলের দাতা রাম। দাতা অর্থ কি ? তাও বুঝতে পারেনা। বাবা বলেন সকলের দাতা রাম হলেন একমাত্র নিরাকার। বুদ্ধিতে একেবারে তালা লেগে আছে। বুদ্ধিতে বসে না। সত্যযুগে সবাই হয় পারস বুদ্ধি , নাম-ই হল পারসনাথ , পারসপুরী। তোমরা বাচ্চারাও এখন পারসনাথে পরিণত হও। আত্মা গোল্ডেন এজ হয়। এখন বুদ্ধি হল আয়রন এজ। গোল্ডেন এজ বুদ্ধি সুখ ভোগ করে, আয়রন এজ বুদ্ধি দুঃখ। মানুষের বিষের জন্যে (কাম বিকার) অশান্তিতে থাকে। পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে দেখো কত হাস্যামা করে। গায়ন আছে কংস , জরাসন্ধ , দুঃশাসন, পুতনা , সূর্যনখা এরা সবাই অতীতের কথা কাহিনী । এইসব নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগের গায়ন । সঙ্গমের প্রতিটি কথার গায়ন আছে। বাবা বলেন -- আমিও পতিতদের পবিত্র করতে একবার-ই আসি। তোমরা জানো যে বাবার পেশা -ই হল পতিতদের পবিত্র করা। বাবা হলেন রচয়িতা সুতরাং নতুনের রচনা করবেন। রাবণ পতিত করে , বাবা পবিত্র করেন। ঔনারযথার্থ নাম হল শিব। শিবরাত্রিও পালন হয়। রাত্রির অর্থও তোমরা বুঝতে পারো। বাবা আসবেন তখন যখন ভক্তি অর্থাৎ রাত্রি পূর্ণ হয়ে দিবসের আগমন হবে।

বাবা বলেন বাচ্চারা পবিত্র হও। এখন ফিরে যাওয়ার সময়। সত্যযুগ ছিল এখন আবার চক্র রিপিট হবে। বাচ্চারা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তর করি। দেবতারাও মানুষ ছিল অন্য কোনো তফাৎ ছিলনা। শুধু তারা গৌর বর্ণ অর্থাৎ পবিত্র ছিল এবং এখনকার মানুষ হল শ্যাম বর্ণ অর্থাৎ পতিত। ভারত গোল্ডেন এজেড ছিল , এখন হয়েছে আয়রন এজেড। আত্মাতে খাদ পড়ে গেছে -- সেসব বেরোবে যোগ অগ্নি দ্বারা। আগে মন্মনাভব শব্দ পাঠ করা হত। অর্থ জানা ছিলনা। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাতে হবে , কিন্তু ঔনার স্বরূপ জানা না থাকলে যোগ লাগবে কিভাবে। বলা হয় পরমাত্মা হলেন নাম রূপ বিহীন তাহলে যোগ লাগাবে কার সঙ্গে ? ভগবানুবাচ -- মন্মনাভব। দেহের অভিমান ত্যাগ কর , নিজেকে আত্মা ভাবো। আত্মার রূপ কি ? বলা হয় আত্মা হল স্টার, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যখানে বিরাজিত। তাহলে আত্মার পিতারও এই রূপ-ই হবে। ওনাকে আবার নাম রূপ বিহীন বলা হয়। পিতার সম্বন্ধে বলা হয় তিনি হলেন ব্রহ্ম, অখন্ড জ্যোতি তত্ত্ব। ব্রহ্ম তো অনন্ত । যেমন আকাশের কোনো অন্ত নেই। আত্মা, যদিও বা অন্ত পেয়েও যায় , তবুও তার দ্বারা মুক্তি জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হবেনা। মুক্তি জীবনমুক্তির অর্থও তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। দুনিয়া তো কিছুই জানেনা। গায়নও করে জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি হলেন সত্য, চৈতন্য, পতিত পাবন , নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়াতেই আসবেন। তোমরা বোঝাও যে যখন জ্ঞান আছে তখন ভক্তি হতে পারেনা। জ্ঞান হল দিন , সত্যযুগ - ত্রেতা যুগ। ভক্তি হল রাত। জ্ঞানের সাগর হলেন পরম পিতা পরমাত্মা , জল নয় -- এই কথাটি সবাইকে বোঝাতে হবে। সম্পূর্ণ ভারতকে কিভাবে সংবাদ দেওয়া যায় তারই জন্যে বাবা ভালো ভালো যুক্তি বলে দেন। মেলা তো বাস্তবে আত্মা ও পরমাত্মার গায়ন রয়েছে। পরমাত্মা হলেন একজন-ই। পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী -- এর কোনো হিসাব নেই। বাবা স্বয়ং এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। দুঃখে স্মরণ সবাই করে। কত চিৎকার কত আর্তনাদ করে। জিজ্ঞাসা করো এইসব কবে থেকে করছ ? বলবে পরম্পরা থেকে । তাহলে পবিত্র তো কেউ হয়নি বরং আরও পতিত হয়েছে।

তোমার বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে। জ্ঞানকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন। বিষ্ণুর দিন বলা হয়না কারণ জ্ঞান তো এখনই প্রাপ্ত হয়। দিন প্রতিদিন পয়েন্টস রিফাইন হয়ে বেরোচ্ছে। জীবনমুক্তি হল সেকেন্ডের কথা, তারপর বলে জ্ঞানের সাগর , যতই লিখে যাও এর কোনো অন্ত নেই। বাবা যখন বুঝিয়ে পূর্ণ করেন তখন পরীক্ষাও পূর্ণ হয়। শুরু থেকে কত শুনে আসছ। গীতা তো খুব ছোট করে দিয়েছে। কত জ্ঞানের কথা রয়েছে। বোঝানো খুব সহজ। নিশ্চয়ই সত্যযুগে একটি ধর্ম ছিল। এখন তো অনেক ধর্ম হয়েছে। কত হাস্যামা। নিজেদের মধ্যেই কত হাস্যামা হয়েছে। একটি ধর্ম ছিল তখন লড়াই ইত্যাদি ছিলনা, সুখ ভরপুর ছিল। চক্রে রহস্য এখন বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নাও। চক্র রিপিট হয়। এখন তোমরা তম প্রধান থেকে সত প্রধান হচ্ছ , যোগবল দ্বারা। তোমরা এখন আস্তিক হয়েছ। ত্রিকালদর্শীও হয়েছ। দুনিয়ায় আর কেউ রচয়িতা ও রচনাকে জানে না। তোমরা বাচ্চারাই জানো কিন্তু ধারণা করে অন্যদের বোঝাও না তাই পয়েন্টস ভুলে যাও। একটি পয়েন্ট বুদ্ধিতে না ঢুকলে দ্বিতীয়-টিও ঢুকবেনা। দান করলে খাজানা বা ভান্ডার ভরবে। বিচার সাগর মন্থন চলবে। কিভাবে কাউকে বোঝানো যায়। ভক্তির মহিমা তখন থাকে যখন জ্ঞান থাকেনা। যারা সার্ভিসে ব্যস্ত থাকে তাদের বুদ্ধিতে নেশা থাকে। নশ্বর অনুযায়ী আছে তো। মহারথী হল সে , যে অন্যদের নিজের মতন পরিণত করতে থাকে। নলেজ ধারণ করে। তারা সেরূপ পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত করে। এই হল গুপ্ত পরিশ্রম। তোমরা বাবার আপন হয়েছ তাই বুঝতে পারো বাবার কাছে নিশ্চয়ই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হবে। সেখানে রাবণ থাকেনা। রাবণের রাজ্য একেবারেই আলাদা, রাম রাজ্যও আলাদা। তোমরা বাচ্চারাই এখন বুঝতে পারো যে রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদিতে সবকিছু এই সময়ের কথাই লেখা আছে। পুতুলের খেলা। বাবা বোঝান এই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ হল তম প্রধান। শেষ হওয়ার মুখে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্য বিদ্যমান আছে। বোঝানোর জন্যে অনেক যুক্তি দেওয়া হয়। বুঝবে তবুও কোটিতে কেউ, স্যাপলিং লাগছে অর্থাৎ ছাড়া গাছ লাগছে। যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা সবাই বেরিয়ে আসবে। হিন্দুরা আসলে হল দেবী দেবতা ধর্মের । বোঝাতে হবে তোমরা ভারতবাসীরা হলে দেবী দেবতা কুলের কিনা। দেবী দেবতাদের পূজা অর্চনা করা হয়। দেবতা ধর্ম হল তোমাদের ধর্ম। প্রথমে তোমরা দেবতা ছিলে, তারপরে ঋত্রিয় , বৈশ্য, শূদ্র হয়েছ। এখন তোমরা পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হও। আমরা বোঝাব ভারতবাসীদের। এখন স্যাপলিং লাগছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন কিভাবে আমি শূদ্র বর্ণ থেকে কনভার্ট করি। ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হবে। কত ভালো করে বোঝান হয়। তোমাদের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে শাস্ত্র পড়েছ ? বলা, ভক্তিমার্গে শাস্ত্র সবাই পড়েছে, কিন্তু একমাত্র বাবা এসে সকলের সদগতি করেন , তবেই তো তোমরা ওঁনার আহ্বান কর যে হে পতিত পাবন আসুন। যুক্তি দিয়ে বোঝাও তাহলে নিশ্চয়ই বুঝবে। বোঝানোর জন্যে বাচ্চাদের মনে সাহস থাকা উচিত। ড্রামা তোমাদের দিয়ে সার্ভিস করিয়ে নেবে -- এমন দেখা গেছে । কল্প পূর্বেও অমুক এত পুরুষার্থ করে পদ লাভ করেছিল , বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তির জন্যে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। যখন বাবার বর্সা প্রাপ্ত হয় তখন আমরা রাবণের বর্সায় হাত দেব কেন ? মিষ্টি মধুর হতে ক্ষতি কি । সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। এইটি হল রাজ যোগ -- নয় থেকে নারায়ণ হওয়ার অর্থাৎ রাজত্ব প্রাপ্তির যোগ।

বাবা বলেন আমি কল্প কল্প , প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এই হল উত্তরণ কলার যুগ। অন্য গুলি হল অবনমন কলার যুগ। অবনমন কলা ও উত্তরণ কলা হয়। এই চক্র বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা বসে বাচ্চাদের সঙ্গে অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন যে আমায় স্মরণ কর। এই অন্তিম

জন্মে পতিত হয়োনা তাহলে আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দেব। তোমরা কি আমার কথা শুনবেনা ? তবেতো তোমরা বেহদের সুখও প্রাপ্ত করতে পারবেনা। তোমরা অন্তত এই জন্মে তো পবিত্র হও। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি , তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দেব। বাবার কথাও শুনবেনা নাকি ? যে পুষ্পে পরিণত হবে তার জ্ঞানের বাণ লাগবে। ভাগ্যে না থাকলে শুনবে এমন ভাবে যেন উল্টো করা কলসি। প্রদর্শনীতে তোমরা কতজনকে বোঝাও , তারা ভালো ভালো বলে। বলবে এই পথ খুব সহজ , কিন্তু নিজে কিছু করবেনা। শুধু প্রশংসা করবে অন্যদের বলবে ভালো ভালো কিন্তু নিজে চলবেনা, ফল কি হবে। বলা হবে ভাগ্যে নেই। এমন আত্মারা প্রজা হবে। কিন্তু বাচ্চাদের মনে সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। হাজার হাজারদের শোনাতে হবে। বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তির জন্যে মাতা পিতার ন্যায় পুরুষার্থ করা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে খুব মধুর, সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। রাবণের বর্সায় হাত দেওয়ার দরকার নেই।

২) জ্ঞানকে ধারণ করে রুহানী নেশায় থেকে সার্ভিস করতে হবে। বেহদের সুখ প্রাপ্ত করতে বাবার প্রতিটি পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

বরদান :- যোগের কারেন্টের ভাইব্রেশন দ্বারা দুর্গ শক্তিশালীকারী যন্তু রক্ষক হও।

ব্যাখা: যেমন ব্রাহ্মণ পরিবারের বৃদ্ধির চিন্তা কর, তেমনই এখন এই প্ল্যানও করো যে কোনো আত্মা যেন ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে দূরে না সরে যায়। দুর্গ এমন শক্তিশালী করো যে কেউ যেন দূরে যেতে না পারে। যেমন চারিদিকে বিদ্যুতের তার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় তোমরাও ঠিক সেভাবে যোগের ভাইব্রেশনের দ্বারা কারেন্টের তার লাগিয়ে দাও। যখন এই যন্তুর দুর্গকে নিজের যোগের পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন দ্বারা শক্তিশালী করার সঙ্কল্প নেবে তখনই বলা হবে যন্তু রক্ষক।

স্লোগান - জ্ঞানী আত্মা হবে সে যার কর্ম সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও স্থিতি হবে পুরুষোত্তম ।

২৭-১২-১৭ : প্রাতঃমুরলী
ওঁ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

*"মিষ্টি বাচ্চারা - কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে তিন বাবার রহস্য সবাইকে জানাও। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত বেহদের এই বাবাকে সঠিক ভাবে জেনে পবিত্র না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাবার অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না"

প্রশ্ন :- একেবারেই নতুন এই বাবা। উনি ওনার নিজের কি এমন নতুন পরিচয় দিচ্ছেন তোমাদেরকে ?

উত্তর :- মানুষেরা তো বলে থাকে, বাবা হাজার সূর্যের চাইতেও তেজস্বী, কিন্তু বাবা স্বয়ং বলেন, উনি তো সামান্য বিন্দু-স্বরূপ মাত্র। এই হিসাবে এটা তো বাবার নতুন স্বরূপ। শুরুতেই যদি সেই বিন্দুরূপের সাক্ষ্যাংকার হয়, তবে তো কেউ তাকে মানতেই চাইতো না। এই কারণেই যার মনে যেমন ভাবনা আসে, তেমনই সাক্ষ্যাংকার হয়ে থাকে তার।

A *গীত :- ওঁ মনঃ শিবায়ঃ*

ওঁ শান্তি! নিরাকার ভগবানউবাচঃ - কেবলমাত্র ভগবানউবাচঃ বললে তখন কৃষ্ণের নাম মনে পড়ে যায়। যেহেতু আজকাল সবাই তাকেই ভগবান বলে জানে। তাই এভাবে বলা হয়ে থাকে, নিরাকার শিব ভগবানউবাচঃ। তাকেই প্রকৃত গড়-ফাদার বলা হয়। আচ্ছা, তবে নিরাকার ভগবানউবাচঃ কাকে বলা হবে ? -নিরাকার বাচ্চাদের অর্থাৎ রুহদের প্রতি। রুহানী ভগবানউবাচঃ বা ঈশ্বর-উবাচঃ এই সম্ভাষণ তো আর শোভা পায় না। তাই নিরাকার ভগবানউবাচঃ এটাই হলো উপযুক্ত সম্বোধন। কিন্তু তাই বলে বারে বারে তো আর তা বলবেন না। যেহেতু উনি হলেন খুবই গুপ্ত-স্বরূপ। যার কোনও চিত্রও হয় না। আবার কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটি বিন্দু ঐকে সেখানে যদি ভগবাববাচঃ লেখা হয়, তাতেও লোকেরা মানবে না। ভগবানের যথার্থ নাম, রূপ, দেশ, কাল, ইত্যাদি কেউ-ই জানে না যেখানে। এছাড়া আত্মারা যদি তাদের প্রকৃত বাবাকে জানতে পারে, তবে তো রচনার রহস্যকেও জেনে যাবে। কিন্তু এই না জানাটাও ঘটে থাকে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারেই। যা বহু পূর্বেই তা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তাই তো আবারও বাবাকে এসেই তার নিজের পরিচয় নিজেকেই জানাতে হয়। বাবা জানাচ্ছেন- সময় অনুসারে ওনার এই পার্ট, যা পতিতদের পবিত্র বানাবার, তা ওনাকেই করতে হয়। আর তখনই উনি এসে ওনার পরিচয় জানান। আর এই প্রক্রিয়ায় পুরোনো দুনিয়াকেও নতুন দুনিয়া বানিয়ে দেন। এই কারণেই পুরোনো দুনিয়ার মানুষেরা নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত পবিত্র মানুষদের পূজা-অর্চনাও করে। বাবা বাচ্চাদের আরও জানাচ্ছেন, এসব তথ্যগুলি যুক্তিসহকারে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। প্রশ্ন আসতে পারে, যেখানে ঋষি-মুনিরাও স্বীকার করেন যে, তারা রচয়িতা ও রচনাকে জানতে পারে না, সেখানে তোমরা বি.কে.-রা তা জানলে কিভাবে ? আর সত্যিই যদি তোমারা বি.কে.-রা সেই রচয়িতা বাবাকে আর তার রচনাকে জেনেই থাকো, তবে সেই জ্ঞান শোনাও আমাদের। তারা (মুনী-ঋষিরা) যেমন সেই জ্ঞান কারওকে জানাতেই পারে না, না পরে কোনও প্রকার আশীর্বাদী বর্সা দিতে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তো সেই অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো তোমাদের একান্ত আপন নিরাকারী বাবার থেকে।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো, বেহদের বাবা এখন এসেছেন এই দুনিয়ায়, নতুন দুনিয়ার জন্য আশীর্বাদী-বর্সা দিতে অথবা সুখ দিতে। তবে তো অবশ্যই তোমাদের এই দুঃখের দুনিয়ার পরি-সমাপ্তি ঘটবে। নতুন সেই দুনিয়া হবে সুখধাম, যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়া কেবলই দুঃখধাম। অতএব এবার এই দুঃখধামের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়াও একদা নতুন দুনিয়াই ছিল, যা এখন অতি পুরোনো হয়ে গেছে। এই দুনিয়াই আবার নতুন দুনিয়ায় পরিণত হবে। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় সত্যযুগ আর পুরোনো দুনিয়াকে কলিযুগ। নতুন দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা অতি অল্পই থাকে। সত্যযুগে কেবলমাত্র একটাই ধর্ম থাকে। যা বর্তমানে এত অনেক ধর্মের সমাবেশ, তাই দুঃখও এত বেশী। সুখ থেকে দুঃখ - আবার দুঃখ থেকে সুখ। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নাটকের এই খেলা এমন ভাবেই তৈরী হয়েছে। কিন্তু তোমাদের এই দুঃখ দেন কে, এটাই কারও জানা নেই। -- অবশ্যই রাবণ, যাকে আবার মায়া-ও বলা হয়। ধন-সম্পদকে মায়া বলা চলে

না। বিকারী মানুষেরাও জানে দেবতারা নির্বিকারী। কিন্তু লোকেদের সংস্কার যে বিকারের নেশায় মত্ত হয়ে আছে, আর দেবতারা থাকেন নির্বিকারী নেশায়। দেবতারা মোটেই অপবিত্র হয় না। পবিত্রতা কি, তোমাদের অর্থাৎ বি.কে.দেরকে তা বোঝানোও হয়, যা একমাত্র এই সঙ্গম সময় কালেই। তোমাদেরকেও আবার তা অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। একমাত্র এই বাবা তো আর সমগ্র দুনিয়াকে তা বোঝাতে পারবে না। বাচ্চাদেরকেই তা বোঝাতে হবে। কিন্তু তা আবার যথেষ্ট যুক্তি-গ্রাহ্য হিসেব তৈরী করে নিয়ে অন্যদেরকে তা বোঝাতে হবে। সবাইকে অবশ্যই জানাতে হবে, এই ভারত-ভূমি যখন নতুন ছিল, তখন তা ছিল স্বর্গ-রাজ্য। যা বর্তমানে অতি পুরোনো হয়ে গেছে। যার রচয়িতা স্বয়ং এই বাবা। উনি স্বয়ং বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন, উনি ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা-কার্য করান। উনি-ই বি.কে.দেরকে দত্তক নিয়ে নিজের বাচ্চা হিসাবে স্বীকার করেন আর ব্রহ্মাকে করেন প্রজাপিতা। ব্রহ্মার মাধ্যমে দত্তক নিয়ে এভাবে এত বিশাল সংখ্যক সন্তান ওনার। যেমন সন্ন্যাসীরা তার অনুগামীদের দত্তক নিয়ে থাকে। স্বামী যেমন তার স্ত্রীকে দত্তক নিয়ে বলে যে, এখন থেকে তুমি আমার হলে। এখানেও তেমনি তোমরা বাবাকে (আমাকে) বলো- শিববাবা, আমি তো তোমারই। ঘরে বসেই এমন অনেকের টাচ (সাক্ষ্যাৎকার) হয়ে যায়। তাদেরকে তখন আর কি বা বলা যায় ? যেমন - "বাবা, যদিও অদ্যাপি আপনাকে চাক্ষুস দেখিনি, যেহেতু সাংসারিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি, এখানে আসার অবসর বা সুযোগটুকুও পর্যন্ত পাই না, কিন্তু আমি যে মনে-প্রাণে আপনারই। তাই আমাকেও পবিত্র হতে হবে অবশ্যই।" পতিতেরা মুক্তি বা জীবন-মুক্তিতে যেতে পারে না। তাই তো পতিতেরা বাবাকে ডাকতে থাকে, "বাবা এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও।"

"বাচ্চারা, অন্যদেরকে বোঝাতে হবে যে, এই ভারত ভূমিই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ, এরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। তাদেরও নিশ্চয় একটা রাজত্ব-কাল চলেছিল অবশ্যই। যেটা ছিল নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য। যা এখন আর নেই। যেমন এখন এত ধর্ম, অথচ দেবতা ধর্মই নেই। বর্তমানের এই এত পুরোনো দুনিয়া, তা আর কদিনই বা চলবে ? লোকেরা তো সত্যযুগের আয়ু লাখ-লাখ বছর বলে। মহাযুদ্ধের এই লড়াইয়ের কাহিনীরও কত প্রচলিত মুখোরাচক বাক্যও আছে। যেমন দুপক্ষের মধ্যে কোনও প্রকার ব্যামেলা হলেই, উদাহরণ হিসাবে তখন অন্যেরা বলে, এটা যে মহাভারতের লড়াই-এর সময়। কাহিনীতেও আছে যাদবরা নিজেদের মধ্যে লড়াইতে (মুসল-পর্বে) মিসাইল দ্বারা এক-পক্ষ কিভাবে অন্য-পক্ষকে বিনাশ করেছিলো। কোথাও কোথাও লেখা আছে, পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ, কোথাও বা লেখা আছে অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ। আসুরী দুনিয়ার বিনাশের সাথে সাথেই অনতিবিলম্বেই দৈবী দুনিয়া শুরু হয়ে যায়। ওগুলি সব হলো পতিত দুনিয়ার আর দৈবী দুনিয়া হলো পবিত্র দুনিয়া। তবে সেক্ষেত্রে পবিত্র দুনিয়ার দেবতারা অসুরদের সাথে লড়াই বা কি প্রকারে ? দুটো যুগের অবস্থানের সময়কালেও যে বিস্তর তফাৎ। দেবতারা সত্যযুগের আর অসুরেরা কলিযুগের। অতএব এই দুই-পক্ষের লড়াই বাস্তবে মোটেই সম্ভব নয়। এছাড়াও দেবতারা যে অহিংসক আর অসুরেরা হিংসক। অসুরদের নরকে দেবতারা আসবেই বা কি প্রকারে ? বাচ্চারা, তোমাদের অবস্থান এখন সঙ্গমযুগে। ধীরে ধীরে নতুন দুনিয়া স্থাপনার কাজ চলতে থাকে। যার জন্য তোমরাই সেই পুরুষার্থ করে চলেছো। দুই-বাবার রহস্যটাকে গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে হবে। সত্যযুগে কিন্তু কেবলমাত্র একজন বাবা থাকে। কারণ, তখন কারও বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে হয় না, যেহেতু সেটা সুখধাম। দ্বাপরযুগ থেকেই দুই বাবার অস্তিত্ব শুরু হয়। তখন যেমন তারা তাদের লৌকিক বাবাকে স্মরণ করে, তেমনি পারলৌকিক বাবাকেও স্মরণ করতে থাকে তারা। অর্থাৎ আত্মাই তার বাবা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। যেহেতু তখন থেকেই আত্মা দুঃখ-কষ্ট সহিতে থাকে। এই আত্মাই পুণ্যাত্মা হয়, আবার পাপাত্মাও হয়। এই আত্মাই সব কিছু শোনে ও বোঝে। সংস্কারগুলির কু এবং সুগুলিও এই আত্মাই ধারণ করে। যার মধ্যে দৈবী সংস্কারের অভাব থাকে, সে দৈবী সংস্কারধারীদের গুণ-কীর্তন করে। তাই তো এমনটা বলা হয়ে থাকে, যে ছিল পূজ্য - সে নিজেই হয় পূজারী। গুণ-শক্তি হারিয়ে, পূজারী-স্বরূপে, নিজেরাই তখন বলতে থাকে - "আমি তো গুণ-হারা এক আত্মা দেবতা অবস্থায় যে গুণ-শক্তি ছিল, তা আজ আর নাই।" এখন যারা পূজারী হয়েছে - তারাই একদা পূজ্য ছিলে। অর্থাৎ তোমরা যারা পূজ্য ছিলে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন সেই তোমরাই পূজারী। নিয়মটাই এমন যে, কল্প শুরুর অর্দ্ধ-কল্প পূজ্য, আর শেষের অর্দ্ধ-কল্প পূজারী। এইভাবে হিসেব বোঝাতে হবে। আরও বোঝাতে হবে, দেবতা-ঋত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের বিষয়টাও আর এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কেবলমাত্র বি.কে.-রা, যারা এখন দুনিয়া পরিবর্তনের কার্যে নিয়োজিত।

বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে তোমাদের সবারই তিন বাবা। সাকারী লৌকিক বাবা, নিরাকারী পারলৌকিক বাবা আর তৃতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। এই ব্রহ্মার দ্বারাই তোমাদের অর্থাৎ বি.কে.দের জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে ব্রাহ্মণ

বানানো হয়। প্রজাপিতা নামের সাথে তোমাদের পরিচয় তো অবশ্যই আছে। যেহেতু ব্রহ্মার দ্বারাই প্রজার রচনা হয়ে থাকে। তাই তোমরাও এখন ব্রাহ্মণ। অতএব অবশ্যই তোমরা তোমাদের (শিব) বাবাকে নিয়মিত স্মরণ করবে। বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন, উনি তো এসেছেন, তোমাদের স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। নিরাকার পরমাত্মাই আত্মাদের জানান এসব কথা। অবশ্য তোমরা নিজেরাও তা বলে থাকো, *এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে অবস্থান নেয় এই আত্মাই। তখন কেবলমাত্র শরীরের নাম-রূপের বদল ঘটে। আত্মা কিন্তু একই থাকে। যেমন আত্মাদের পিতা পরমাত্মার যে নাম 'শিব', তাও সর্বদা একই থাকে। পরমাত্মা শিবের কোনও শরীর থাকে না* এই পয়েন্টটাকে অবশ্যই মনে রেখে অন্যদেরকে তেমন ভাবেই বোঝাতে হবে, যারা যেমন তোমার সামনে আসবে। তাদেরকে এও জানাতে হবে, তোমরা বি.কে.-রা, তোমাদের দাদুর কাছ থেকেই অমূল্য আশীর্বাদী-বর্মা পেয়ে থাকো। উনি একাধারে যেমন রাজযোগের শিক্ষা দেন, তেমনি আবার জ্ঞানের পাঠও পড়ান। এই পাঠের মূল কথাই হলো, কি ভাবে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। আর এই জ্ঞান পাওয়া যায় কেবলমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গম-যুগেই। এই জ্ঞানের সাহায্যেই নতুন দুনিয়ায় পৌঁছবার আশীর্বাদী-বর্মা পাওয়া যায়। শিববাবা এই পতিত দুনিয়ায় এসে দুনিয়াকে পবিত্র করার জ্ঞান ও যোগ শিখিয়ে সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। বাবা স্বয়ং এখন এই সময়ে ধরায় এসেছেন, তার বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের ড্রামা অনুসারে সবাইকেই (আত্মাদের) ঘরে ফিরে যেতে হয়। এরপর একে একে প্রথমে সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী ও শূদ্রবংশীরা এসে যুক্ত হতে থাকে এই নাটকে। পরমধামেই থাকে নিরাকার আত্মাদের ঝাড়-বৃক্ষ। আর এখানে থাকে সাকারী মানুষদের ঝাড়-বৃক্ষ। এতে থাকে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ঝাড় বা ডাল-পালা। যার সম্পূর্ণতার বিভিন্নতা হলো। বিরাট-রূপ। বর্তমানে এই সময়কালে ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধি হতে থাকে। যেহেতু রুদ্র-মালা এবং বিষ্ণু-মালা তৈরী হবার আছে। ব্রহ্মার কোনও মালা তৈরী হয় না কিন্তু। যেহেতু ব্রাহ্মণদের পুরুষার্থের নামা-ওঠা চলতে থাকে। তাই তারা উপযুক্ত হয়ে রুদ্র-মালায় স্থান পায়, ফলে পূজিতও হয়। এমন অনেক নতুন নতুন পয়েন্টও আছে। জাগতিক বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিতেও এসব ধারণা নেই মোটেই। তারা তো কল্পের আয়ুকেই লাখ-লাখ বছর বলে থাকে। তাই তো তোমাদের যুক্তিগুলি তাদের কাছে নতুন নতুন মনে হয়।

দুনিয়া যখন নতুন, তবে সেখানে অবশ্যই সব কিছু নতুনই হবে। বাস্তবে বাবাকেও তোমরা আবার নতুন রূপেই পাও। তাই তো লোকেরা বলে থাকে, নিরাকার পরমাত্মার না আছে নাম, না আছে কোনও রূপ। যিনি হাজার-হাজার তারার সমন্বয়ে অর্থাৎ হাজার-হাজার সূর্যের সম্মিলিত ত্যেজের চাইতেও বেশী ত্যেজময়। তাদের তেমন তেমন সাক্ষ্যাংকারও হয়ে থাকে, যাদের যেমন ভাবনা। কিন্তু বিন্দুর কোনও সাক্ষ্যাংকার যদি তাদের হয়, সে তো তারা মনে নিতেই পারবে না। এসব তথ্য তাদের কাছে নতুন বলেই তারা ধন্ধে পড়ে যায়। যারা এখানকার অর্থই বি.কে. (আগামীতে দেবতা-ধর্মের), কেবলমাত্র তাদেরই মধ্যেই নিড়ানী = স্যাপলিং (নামা-ওঠা) হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন খুব ভালভাবেই বুঝেছো যে, পারলৌকিক বাবার বিষয়ে কিভাবে বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। তোমরা বি.কে.-রাই অর্দ্ধ-কল্প ধরে এই বাবাকেই স্মরণ করে আসছো। যিনি সুখদাতা কেবলমাত্র তাকেই তো স্মরণ করবে তোমরা। রাবণকে অবশ্যই নয়। যেহেতু, রাবণ যে তোমাদের সবারই শত্রু। তাই তো তোমরা প্রতি বছরই রাবণের পুতলিকা জ্বালিয়ে থাকো। লোকদের কাছে যদি জানতে চাও, রাবণকে জ্বালানোর এই রীতি কবে থেকে শুরু হয়েছে, -তাদের উত্তর হবে, তা তো অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে। আসলে তাদের এই ধারণাটাই নেই, কখন থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। সত্যযুগে তো রাবণের নাম-নিশানাও থাকে না। যদিও ভারতের সবচেয়ে পুরোনো শত্রু এই রাবণ। যার কাজই হলো আত্মাদের পতিত বানানো। তবে আত্মাদের প্রকৃত শত্রু কে হলো ? -- অবশ্যই রাবণ! সেই আত্মা আবার শরীরেই অবস্থান করে। সেই হিসেবে তবে শরীর ও আত্মা উভয়েরই শত্রু কে হলো ? -- (রাবণ)। তবে কি রাবণের কোনও আত্মা আছে ? রাবণ আবার কি বস্তু বা তার আকারই বা কি ? *-রাবণ অর্থাৎ বিকার। রাবণের মধ্যে কোনও আত্মা থাকে না। ৫-বিকারকে রাবণ বলা হয়। আত্মাতেই এই ৫-বিকার আসে।* তারই একটা পুতলিকা বানানো হয়। তোমরা তো জানোই, বর্তমান সময়টা খুবই দুঃখের, এর পরেই বাবা এসে সেই সুখের দিশায় অবশ্যই নিয়ে যাবেন। যেহেতু এক ও একমাত্র এই বাবা যে মোদের পতিত-পাবন বাবা। যেমন অন্য আত্মারা আসে, উনিও ঠিক তেমন ভাবেই আসেন। আত্মাকে শ্রদ্ধ-ভোজ খাওয়াবার জন্য লোকেরা মন্ত্রাদির সাহায্যে মিনতিপূর্বক আহ্বান করে। ব্রাহ্মণকেই তারা তাদের সব দ্বায়িত্ব অর্পণ করে দেয়। তাদের বিশ্বাস আত্মা নিশ্চয় আসে এবং কথাও বলে। তবে পরমাত্মার আগমনের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক ও চমকপ্রদ, যেহেতু ব্রহ্মাবাবার এই শরীর-রথ হলো স্বয়ং ঈশ্বরের। তাই ব্রহ্মাকে ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যবানের রথ বলা হয়। যা কোনও জলের নদীর ব্যাপার মোটেই নয়। যার প্রকৃত অর্থ জ্ঞানের নদী। বাবা বুঝিয়ে বলছেন, উনি প্রবেশ করেন সাধারণের শরীরে এবং তার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। অথচ ওনাকে দত্তক নেওয়া হয়

না। উনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেই বি.কে.বাচ্চাদেরকে দত্তক নেন। তাই তোমরা যা কিছু বলো তা শিববাবাকেই বলো, -"বাবা আমরা তো তোমারই সন্তান।" তাই তোমাদের বুদ্ধির যোগ উপরের দিকেই যায়, কারণ বাবা স্বয়ং বলেন, ওনাকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করতে থাকলেই আত্মার বিকর্মগুলি বিনাশ হবে। সুতরাং এই যোগ-যাত্রায় ব্যস্ত রাখো নিজেকে। একথা মনে রেখো, এই ব্রহ্মাবাবা এদিক-ওদিক যেখানেই যাক না কেন, তোমরা কিন্তু একই ভাবে বসে থেকে শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। শিববাবাও এই ব্রহ্মারূপী রথে করে দিল্লী গিয়েছিলেন, কানপুরেও গিয়েছিলেন তোমাদের মন-বুদ্ধিতে সর্বদা যেন শিববাবাই স্মরণে থাকে। নীচে অর্থাৎ এই জাগতিক যা কিছু তার মধ্যে নিজেকে আসক্ত রেখো না, তোমাদের মন-বুদ্ধি যেন উন্নত-মার্গে থাকে। আত্মা যেন লাগাতর পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকে। বাবা জানাচ্ছেন, ওনার ধাম উঁচু থেকেও অনেক উঁচুতে। ওনার অবর্তমানে এখানে তোমরা যেন ভুল-ভুলাইয়াতে ফেঁসে যেও না। তোমরা যখন যেখানেই থাকবে, আমাকে সেখানেই স্মরণ করবে। তোমরা বি.কে. আত্মারা সেখানেও বাবার সাথেই থাকবে। এমনটা মোটেই নয়, বাবার থাকার জায়গা একটা আর তোমরা থাকবে অন্যত্র। তা যে কখনও হতেই পারে না, একথা মন-বুদ্ধিতে পাকা করে নাও। করাচীতে যেমন তোমাদের এক একজনকে পৃথক পৃথক ভাবে বোঝানো হতো, সেটাই বরং ভাল ছিল। কিন্তু যখন একত্রে তা করা হয়, তাতে একে অন্যের স্পন্দন সঠিক ভাবে স্থিত হয় না সবার কাছে। ভক্তিও তো একান্তেই বসেই করে। তেমনি এই স্ত্রানের পাঠও একান্তে নিরিবিলিতে করতে হয়। সর্বাগ্রে বাবার পরিচয় জানাতে হবে অন্যদেরকে। তারপর জানাতে হবে, এক ও একমাত্র এই বাবাই পতিত-পাবন, যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হতে পারছো।

বাবা বলছেন - "বাচ্চারা, তোমাদের এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে পারলে সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। কত বিশাল এই প্রাপ্তি।" বাবা আবার বলছেন, "চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি সব কিছুই করার সাথে সাথে আমাকেও লাগাতর স্মরণ করতে থাকো। আর পবিত্র হয়ে যোগবলের দ্বারা তোমাদের আত্মার ময়লাগুলিকে ভেঙ্গে পরিণত করে তা বের করে দিতে হবে। তবেই তুমি সত্যপ্রধান হতে পারবে। তখন তুমি একরস স্থিতি ও কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছতে পারবে। আর মন-বুদ্ধিতে স্ত্রানের পয়েন্টগুলিকে মন্থন করতে থাকবে। পাত্র-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব, সম্বন্ধ-সম্পর্কের যারা আছে, তাদেরকেও স্ত্রানের পয়েন্টগুলি বোঝাতে থাকো। কল্প-পূর্বেও তোমাদেরকে এভাবেই বোঝানো হয়েছিল। তাই এ কোনও নতুন কিছু নয় তোমাদের কাছে।" কল্পে-কল্পে, প্রতি কল্পেই বাবা স্বয়ং এসে ঠিক এভাবেই তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। তোমরা আবার সেটাই জগতের অন্যদেরকে বোঝাও। প্রতি কল্পের শুরুতেই এই ভারতভূমিই স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। গত কল্পেও তা ছিল আবার আগামী কল্পেও এই ভারতভূমিই স্বর্গ-রাজ্য হবে। ডামার পটচিত্র অবিরাম এই ভাবেই ঘুরতেই থাকে। এটাই তাদের বোধগম্য হয় না, লোকেরা সত্যযুগের আয়ু লাখ-লাখ বছর বলে কি হিসাবে। আদমসুমারীর লোক গননাতে সেই সংখ্যা এখন তবে তো লোকসংখ্যা অগুনতিক হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃত তথ্য হলো :- চার (৪) যুগ, প্রত্যেক যুগের আয়ু ১২৫০ বছর। তোমরা যেভাবে যা জানলে-বুঝলে, তেমনি ভাবেই অন্যদেরকেও বোঝাতে থাকবে। এইভাবেই বি.কে.-ব্রাহ্মণদের ডালপালা বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাচ্চাদের ভাগ্যে কখনও বা গ্রহের প্রকোপ বাড়ে আবার তা কেটেও যায়। বাবা জানাচ্ছেন, এসব বোঝানো খুবই সহজ। আসল কথা হলো আল্ফ আর বে অর্থাৎ পরমাত্মা আর আত্মা। যা বোঝানো খুবই সহজ। আর মূল কথা স্মরণের যাত্রা। যদিও তা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। যেহেতু এক কল্প বাদে এই স্মরণের যাত্রার অভ্যাস করতে হয়। যা একেবারেই গুপ্ত। এটাই খুব মুষ্কিলের ব্যাপার। তোমরা যে আল্ফকে এতদিন ধরে ভুলে আছো, তাকেই স্মরণ করতে হয়। অন্যেরা কেউ সঠিক ভাবে ভগবানকেই তো চেনেও না, জানেও না। যদিও তার গুণগান কীর্তন করে -সদগুরু বিনা জীবন যে ঘোর অন্ধকারময়। আলোর দিশা দেখিয়ে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে কেবলমাত্র এক ও একমাত্র সেই সদগুরু- (যিনি শিববাবা)। *আচ্ছা !*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে সত্যপ্রধান বানিয়ে একরস স্থিতিতে কর্মাজীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। স্মরণের যাত্রার গুপ্ত পুরুষার্থ করতে হবে। একান্তে বসে স্ত্রানের পাঠ পড়তে হবে।

২) ঈশ্বরীয় বাবার থেকে মুক্তি-জীবনমুক্তির আশীর্বাদী-বর্ষা পাবার জন্য এই অন্তিম জন্মে তোমাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

বরদান :- সর্ব-প্রকার বিকারের সামান্য অংশকেও ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া আত্মা নস্বর ওয়ান বিজয়ী হও

বিস্তার :- সম্পূর্ণ পবিত্র সে, যার মধ্যে অপবিত্রতার অংশ মাত্রও থাকে না। পবিত্রতাই ব্রাহ্মণ জীবনের বৈশিষ্ঠ্য। আর এই বৈশিষ্ঠ্যই সেবা কার্যে সহজ সফলতা আনে। কিন্তু যদি কোনও বিকারের সামান্যতম অংশও থেকে থাকে, তখন বিকারের অন্য সাথীও তার সাথে অবশ্যই যুক্ত হয়। যেমন, পবিত্রতার সাথে সুখ-শান্তি, তেমনি অপবিত্রতার সাথেও পাঁচ-বিকারের খুব গভীর সম্বন্ধ। এই কারণেই কোনও বিকারের সামান্যতম অংশও যদি না থাকে তার, তবেই সে নস্বর ওয়ান বিজয়ী হতে পারে।

স্লোগান :- হিন্মৎ সহকারে এক কদম রাখতে পারলেই, হাজার গুণ সাহায্য পাওয়া যায়।

“মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদেরকে ভালো সংস্কার ধারণ করে পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে, অন্ধের লাঠি হতে হবে।”

প্রশ্ন:- অস্তিমে কেমন অবস্থা আসবে?

উত্তর:-অস্তিমে নিরন্তর আধ্যাত্মিক যাত্রা করতে থাকবে। বসে বসেই সাক্ষাৎকার হবে। বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণে আসতে থাকবে। বৈকুণ্ঠ দেখতে থাকবে – ব্যাস, আমরা আমরা এখনই এই ফল পাব। অনেক খুশি হবে। কিন্তু ভালো পুরুষার্থ না করলে অনুতাপ হবে। শাস্তিরও সাক্ষাৎকার করবে।

গীত:- হে রাতের পখিক ক্লান্ত হও না...

ওম্ শান্তি। এটা হল আধ্যাত্মিক যাত্রা। এই আধ্যাত্মিক যাত্রা হল সবথেকে মহত্বপূর্ণ। এটা হল ঈশ্বরীয় ভাষা বা ভাষণ। তোমরাও তো ভাষণ কর, তাই না? বাবা বলেন, আমি সবথেকে বেশি ভাষণ করি। কারণ আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। আবার আমিই হলাম পতিত-পাবন সদগতিদাতা। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। বাবা বলেন, বাস্তবে আমার একটাই নাম। জ্ঞানের সাগর এবং সদগতিদাতা তো একজনকেই বলা যাবে। অনেকজনকে তো বলা যাবে না। অন্যান্য মানুষেরাও বোঝে যে এটা একটা নাটক। চক্রও দেখায়। কিন্তু চক্রের আয়ুকে বিভিন্ন দেখিয়ে দেয়। চক্রের জ্ঞানও প্রয়োজন। লাথ বছর বলে দিলে তো কোনো কথার বিচার মাত্র করতে পারবে না। বাবাকে সকলের সদগতিদাতা, লিট্রের (মুক্তিদাতা) বলা হয়। এই যে এত আত্মারা ওপর থেকে এসেছে, যারা আগে ছিল না, তারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতেও থাকবে না। তাহলে কে এসে এত আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কেবল পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন গাইড। গাইড মানে যিনি আগে আগে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যান। পতিত-পাবন, গাইড ইত্যাদি গায়নও করে। তিনি হলেন সকলের সদগতিদাতা। গুরু মানে হল – যিনি গতি করেন। গরুকে আগে এবং ফলোয়ার্সকে পেছনে রাখা হয়। এখানে সেইরকম কোনো ব্যাপার নেই। এখানে তো বাবা বলেন – বাচ্চারা, তোমরা আগে আগে চল। কারণ এটাতো গোশালা, তাই না? গোশালা গরুদের পেছনে থাকে, নাহলে গরুগুলো এদিকে ওদিকে চলে যাবে। বাবাও পেছনে থাকেন। আজকাল ভক্তরা মনে করে – মহাত্মাজী আগে থাকুন। তার থেকে আগে যাওয়াকে সম্মানহানিকর মনে করে। বাবা বলেন – বাচ্চারা, তোমরা আগে থাক। পেছন থেকে বাবাকে সবকিছু নজরদারি করতে হয় যাতে কোনো কিছু না খেয়ে নেয়। একটা গল্পে আছে – বাঘ বাঘ বলছিল, কিন্তু কোনো বাঘ ছিল না। তোমাদের ক্ষেত্রেও অনেকে বলে যে এই বি.কে.-রা তো বলে বিনাশ হবে, কিন্তু হয় না। কিন্তু হবে তো নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতে মানুষ বুঝতে পেরে যাবে যে এটা আসলে বিনাশের সময়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বিনাশ কেন হবে। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। আত্মা, মহাভারতের যুদ্ধের পর কি হয়েছিল? কেউই জানে না। তোমরা বাচ্চারাও পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জেনেছ। বাবা আমাদের সহায়।

তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য। তাই বাচ্চাদেরকেও এইরকম সেবা করে উঁচু পদ পেতে হবে, পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। বাবা

এবং বাদশাহীর কথা শোনানো হয়। পাঠক্রম তো খুবই সহজ। কল্পবৃক্ষ সামনেই আছে। শিববাবার সাথে ত্রিমূর্তির ছবি তো নম্বর ওয়ান। ত্রিমূর্তি হল মুখ্য। পরমাত্মা শিব হলেন তাদের থেকেও উঁচু। ওরা তো হলেন সূক্ষ্ম। তাদের থেকেও উঁচু হলেন পরমাত্মা। কিন্তু তাঁর নাম-রূপ-দেশ-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারাও আগে জানতে না। দিনে দিনে সবকিছু বোঝানো হচ্ছে। এখন তোমরা বুঝে গেছ যে আমরা হলাম আত্মা। আত্মার মধ্যেই সংস্কার ভর্তি হয়। আত্মার মধ্যেই ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার ভর্তি হয়। এখন ভালো সংস্কার খুব কম আছে। বাকি সবার মধ্যে খারাপ বা নিচে নামার সংস্কার। এখন কারোর মধ্যেই ভালো সংস্কার আছে এটা বলা যাবে না। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। মায়াবী দুনিয়াতে কেউ ভাল এবং কেউ খারাপ হয়। কেউ পাপ কর্ম করলে বলা হয় যে এর সংস্কার ভাল নয়। যাদের সংস্কার খারাপ, তারা উত্তম সংস্কার বিশিষ্ট দেবতাদের সামনে গিয়ে তাদের গুণগান করে। ভারত সম্পূর্ণ ভালো সংস্কার বিশিষ্ট ছিল। এখন খারাপ সংস্কারে ভরে গেছে। এটাও মানুষ জানে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, ওপর থেকে যেসব নূতন আত্মারা আসে, তাদের সংস্কার প্রথমে ভাল থাকে, পরে খারাপ হয়ে যায়। তারপর তারাই আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হবে। ভারতের চিত্র-ই সামনে রয়েছে। যাদের সংস্কার খারাপ, তারা বসে বসে দেবতাদের গুণগান করে, কারণ ওরা দৈবী গুণ সম্পন্ন। মানুষ বোঝে যে বিকারের বশীভূত হওয়া একটা আসুরি স্বভাব। তাই জন্যই তো সন্ন্যাসীরা পালিয়ে যায়। তারপর বলে যে, আমি অমুক সন্ন্যাসীর শিষ্য। কিন্তু সবাই তো ফলো করে না। তোমরা জানো যে, এই দেবী-দেবতার প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারাই এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছ। দৈবী দুনিয়া এবং আসুরিক দুনিয়ার গায়ন রয়েছে। তোমরা এখন বুঝেছ যে, রাবণের জন্যই এত দুঃখ হয়েছে। বাবা সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরাই পূজ্য ছিলে, এবং তোমরাই এখন পূজারী হয়ে গেছ। তারপর আমি এসে পূজ্য বানাই। বাবা তো সদা-পূজ্য। কিন্তু ব্রহ্মাকে সদা-পূজ্য বলা যাবে না। কেবল বাবা-ই হলেন সদা-পূজ্য, যিনি বলেন, আমি এসে তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য পূজ্য বানিয়ে দিই। অনেকজন দেবী রয়েছে। তোমরা অনেকজন মিলে ভারতকে পবিত্র বানিয়েছ। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে ফার্স্টক্লাস নলেজ আছে যে সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। বাবা-ই সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে নিজের সাথে আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিয়ে যান। তিনি হলেন স্পিরিচুয়াল ফাদার, সকল আত্মার পিতা। তাঁর উদ্দেশ্যই মহিমা করা হয় – হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। অনেক মানুষই বোঝে যে আত্মা পতিত হয়ে যায়। অনেকে আবার বোঝে না। ভাল এবং খারাপ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। আত্মাই দুঃখ অনুভব করে। তো বাবা এখন বলছেন, বাচ্চারা, তোমরা সার্ভিস করো। পাপ আত্মাদেরকে পবিত্র পূজ্য আত্মা বানাও। ভারতের সম্বন্ধে গায়ন আছে যে, ভারতের মতো এত পুণ্যবান আর কেউ নেই। ভারতেই শিবের কাছে সব সমর্পণ করে, কিন্তু কোনো অর্থ বোঝে না। বোঝার যে আমরা শিবপুরী বা মুক্তিধামে চলে যাব। এমন না যে ওরা এক সেকেন্ডে মুক্তি পেয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, ওরা যেসব পাপ করেছে, সেইগুলো থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু সুইট হোমে তো কেউ ফিরে যেতে পারবে না। সুইট হোম হল মাতা পিতার ঘর। মানুষ তো কিছুই জানে না। অন্ধশ্রদ্ধার জন্য কেবল ঈশ্বরের নাম বলে দেয়। ঈশ্বর তো একজন, তাহলে মাতা-পিতা কেন বলা হয়? যেহেতু তিনি রচয়িতা, তাই মাতাও নিশ্চয়ই আছেন। নাহলে রচনা হবে কিভাবে। তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক... শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমাদেরকে নিজের সন্তান বানান। এর মধ্যে প্রবেশ করে দত্তক নেন। এখন তোমরা সম্মুখে বাবার কাছ থেকে শুনছ। এরপর আবার ৫ হাজার বছর পরে শুনবে। এখন তোমরা যা কিছু লিখছ, সব বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর এইসব কথা কে বলবে? কেউ হয়তো নীচ থেকে সেই পুরাতন কাগজ বার করে,

সেটা থেকে শাস্ত্র বানাবে। কিন্তু তা সঙ্গেও ভক্তিমার্গে সেই একই শাস্ত্র বানাবে। নুতন কিছু বানাবে না। ডামার প্ল্যান অনুসারে নীচ থেকে সেগুলোই বেরিয়ে আসবে। গীতা, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি পুনরায় একইরকম তৈরি হবে। স্বর্গের জিনিসপত্রও সেইরকমই হবে যেমন আগের কল্পে হয়েছিল। এখন মনে করে যে স্বর্গে গিয়ে এইরকম এইরকম মহল বানাব। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে স্থায়ী খুশি থাকা উচিত। আমরা গিয়ে রাজকুমার হব। যদি নিশ্চয় নেই তাহলে স্কুলে যেন কোনো অবুঝ ছাত্র বসে আছে। এখানেও যদি জ্ঞান বুঝতে পেরেও কাউকে না বোঝাও, তাহলে অবুঝ বলা হবে। রাজা তো হবে। কিন্তু কেউ সূর্যবংশের রাজা হয়, কেউ চন্দ্রবংশের। পড়াশুনাতেই অনেক তফাৎ হয়ে যায়। বাবা তো ভালোভাবে বোঝান। বাচ্চাদেরকে ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা আর কি করবেন? বোঝাবেন যে আধ্যাত্মিক যাত্রা করো। অন্য কিছু বোঝাতে না পারলে, ছবি দেখে বোঝাও। এটাও দেখা যায় যে, যাকে বোঝানো হয়, সে তীব্র গতি সম্পন্ন হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আসে।

বাবা তো আগেই সাক্ষাৎকার করিয়েছেন যে ইব্রাহিম, বৌদ্ধ এবং যিশুখ্রিস্টও আসবে। এইগুলো খুবই সহজ অথচ বোঝার বিষয়। সৃষ্টিচক্রকে বুঝতে পারা তো খুবই সহজ। কেবল মুষ্কিল হল - বাবার স্মরণে থাকা। পবিত্রও হয়ে যায়। ডিফিকাল্ট হল রুহানি যাত্রা, এতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। যদি সারাদিন স্মরণ থাকে, তাহলে তো কর্মাজীত অবস্থা হয়ে যাবে। স্কুলে তো যখন রেজাল্ট বেরোয়, তখন পাস হয়। রুহানি যাত্রাই হল মুখ্য বিষয়। 'রুহানি যাত্রা' - এটা খুব সুন্দর কথা। যোগেই পরিশ্রম। হঠযোগ তো অনেকেই শেখায়। কিন্তু এটা হল রুহানি যোগ। তোমরা ছাড়া অন্য কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। এই রাজযোগের দ্বারা-ই মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে। কেবল বাবা এবং তোমরা বাচ্চারাই এই যোগ শেখাতে পারবে। বাইরের সবাই এটা শুনে বলবে যে আমাদের যোগটাই সঠিক, বাকি সবকিছু মিথ্যা। বাইরেও বাচ্চাদেরকে যেতে হবে। এই যোগ তো কেউই জানে না। ওইসব যোগের নাম হল হঠযোগ। এটা হল রাজযোগ। ভগবানুবাচ হল, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। ওইসব হঠযোগ তো মানুষ শেখায়। কিন্তু ভগবান কে? কৃষ্ণ তো যোগের দ্বারা-ই এত উঁচু পদ পেয়েছিল। ভগবান তো হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, নিরাকার। অতএব, বীজ এবং বৃক্ষের জ্ঞান খুবই সহজ। কিন্তু স্মরণে থাকতে পারে না। কাউকে কল্পবৃক্ষ ইত্যাদির রহস্য বোঝানো তো খুব সহজ। অনেক বাচ্চাই ভালোভাবে বোঝায়। কিন্তু যোগেই পরিশ্রম। প্রতি মুহূর্তে যদি একে অপরকে সাবধান করতে থাকে, তাহলেও অতি ভাগ্যবান।

বাচ্চারা বোঝে যে, এটা সহজ কিন্তু আবার কঠিনও। অনেকেই অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। তাই বলে যে, আমাকে যোগ শেখাও, আমার শান্তি ভালো লাগে। শান্তির নাম তো শুনেছ, তাই না? কেউ কেউ বলে যে, যোগ করে আমি শান্তি অনুভব করি। এটাও মিথ্যা কথা। আধ ঘন্টা যোগ করে চলে গেলাম - ওটা কোনো শান্তি নয়। ওটা তো অল্প সময়ের ব্যাপার হয়ে গেল। শান্তি তখনই পাওয়া যাবে, যখন গৃহস্থ থেকেও পবিত্র হয়ে রুহানি যাত্রা করবে। অফিসে বসে, ঘরে বসে যাত্রা করতে থাকবে। অস্তিমে তোমাদের এইরকম অবস্থা আসবে। বসে বসেই সাক্ষাৎকার করবে। বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে। বৈকুণ্ঠ দেখতে পাবে। ব্যস এখন আমরা এই প্রালব্ধ পাব, পরে অনেক সাক্ষাৎকার হবে। অনুতাপও হবে। যখন দেখবে এই ভাই বোন, ওই ভাই বোন কী হয়েছে ! আর আমি হয়েছি! সাজা-ও অনেক পাবে। বাবা বলেন আমি তো তোমাকে বুঝিয়েছিলাম। তুমি বুঝতে চাওনি। প্রমাণ ছাড়া কেউই সাজা পাবে না। সাক্ষাৎকার করিয়ে তবেই সাজা দেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকে খুব

ভালো করে বোঝানো হচ্ছে। এখন যদি পুরুষার্থ না করো, তবে কল্প কল্প এমনই টিলা পুরুষার্থ হবে। এখন তোমরা বুঝতে পার যে অমুক আত্মা আমার থেকে অনেক উঁচু পদ পাবে। তার সার্ভিসের ব্যাপারে খুব আগ্রহ রয়েছে। কেউ আসলে তাকে ওই আত্মা রাস্তা দেখিয়ে থাকে, খুব খুশিতে থাকে। ডুবন্ত মানুষকে পার করাতে হবে, যে সাঁতরে পার হতে চায়, সে ঝট করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর গীত গাইতে থাকে - আমার নৌকা পার লাগিয়ে দাও। বাবা আমাকে সত্যিকারের পথ দেখাচ্ছেন। আমি আদেশ পেয়েছি যে যে-ই আসুক তাকে নিজের লক্ষ্য বলে দিতে হবে। বাকি সব কিছুই হল ভক্তি কান্টের। পতিত পাবন হলেন বাবা - ই, যিনি এসে গীতা জ্ঞান শোনান। শ্রী শ্রী ১০৮ হল রুদ্র অর্থাৎ শিব নিরাকারের মালা। নিরাকার এসে পড়ান। এটা কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। আমাদের তো বাবা - ই জ্ঞান শোনান। মহিমা তো বাবার - ই। জ্ঞানের সাগর হলেন তিনি। এমনভাবে বোঝাতে হবে যাতে মাঝখানে কোনো কথাই না বলতে পারে। আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে পড়ি। সকলের সদগতি দাতা হলেন বাবা। এর ওপরে জোর দেওয়া উচিত। তারপরেও যদি না বোঝে তাহলে ছেড়ে দাও। তাকে বলে দাও, তুমি দেবতা ধর্মের নও। এই পথ ছেড়ে দাও। তবে বোঝানোর জন্যে সাহসের দরকার। সন্ন্যাসীরাও কেউ কেউ চলে আসে। পরবর্তী কালে আরও আসবে। কুস্ত্র মেলায় তো প্রচুর আসে, স্নান করে। দিনদিন ভক্তি তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। একে ঐতিহ্যের অবনমন (fall of pomp) বলা হয়। এও এক খেলা। যাতে দেখানো হয় যে কীভাবে দুনিয়ার বিনাশ হয়। এখন সেটাই রমরমা। বাচ্চারা, তোমাদের সব সময় নেশা থাকা উচিত যে বাবা আমাদেরকে পড়ান। বাবা আমাদেরকে সুখধামের রাস্তা বলে দেন। আমরা যদি অন্যদের রাস্তা না বলে দিই আমাদেরকে বাচ্চা কীভাবে বলা হবে! উল্টো চালচলন হলে বাবার সমানহানি হয়। অনেক বাচ্চা ভাবে যে আমি পাপ করছি, বাবা কী করে জানবেন! আরে ভক্তি মার্গেও আমি সব জানতে পেরেছি, তবেই তো তোমরা ভক্তির ফল পেয়েছ। বাবার খুব দয়া হয় যে - বাচ্চারা এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে ভুল কাজ করে। বোঝে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রুহানি যাত্রায় থাকতে হলে একে অপরকে সাবধান করতে হবে। কর্মজীবিত অবস্থাতে যাওয়ার জন্য সারাদিন স্মরণে থাকার মেহনত করতে হবে।

২) কোনো রকম উল্টো চালচলন করা চলবে না। সকলকে সুখধামের রাস্তা বলে দিতে হবে। সার্ভিসের আগ্রহ বা শখ রাখতে হবে।

বরদান :- দেহের অহংকার বা দম্ভের সূক্ষ্ম অংশেরও পরিত্যাগ কারী আকারী তথা নিরাকারী ভব

অনেকেরই স্থূলভাবে কারো প্রতি মোহ অথবা দম্ভ হয়তো নেই, কিন্তু নিজের বিষয়ে কিছু অহংকার রয়েছে। অর্থাৎ কোনো বিশেষ সংস্কার, নিজের কোনো বিশেষ বুদ্ধিমত্তা, গুণ, বিশেষ কোনো কলায় দক্ষতা, কোনো বিশেষ শক্তির বিষয়ে নিজের অহংকার রয়েছে বা সেই বিষয়ের প্রতি নেশা রয়েছে বা কর্তৃত্ব ফলাতে চায় - এ সবই হল সূক্ষ্ম দেহ-অভিমান। তো এই অভিমান কখনোই আকারী

ফরিস্তা বা নিরাকারী হতে দেবে না। সেইজন্য এর অংশমাত্রেরও ত্যাগ করো। তবেই সহজে আকারী
তথা নিরাকারী হতে পারবে।

স্লোগান :- প্রয়োজনের সময় সহযোগী হও - তবেই পদমণ্ডল রিটার্ন পাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রুহানী প্রেমিক - একমাত্র প্রেমিকা - এক পরমাত্মার, তোমাদের কেবল একজনকেই অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে, অন্তরের ভালোবাসা এক বাবার সাথেই রাখতে হবে "

প্রশ্ন:- মহাবীর বাচ্চাদের স্থিতি ও পুরুষার্থ কেমন হবে - তার লক্ষণ গুলি বোলা ?

উত্তর :- তারা যোগের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র অর্থাৎ সতোপ্রধান করার পুরুষার্থ করবে। তাদের অন্য কোনো কথায় আসক্তি থাকেনা। তাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে এখন পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হতে হবে। তারা বিনাশকে ভয় করবেনা। তাদের মনে রুহানী ভালোবাসার আগুন জ্বলবে। তারা পুরুষার্থ করতে করতে রুদ্র মালার দানা হয়ে যাবে ।

গীত : - না সে আমাদের থেকে আলাদা হবে, না আমাদের হৃদয়ে দুঃখ অনুভব হবে।

ওম্ শান্তি। একেই বলা হয় রুহানী প্রেম অর্থাৎ আত্মাদের (রুহানী পিতা) আত্মিক পিতার সঙ্গে প্রেম। দুনিয়া সেই রুহানী পিতাকেই স্মরণ করে যে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। এবারে দুঃখ মুক্ত করুন এইরূপ বলার পরে সুখ ময় করুন এরকমও বলবে। সুখ হল সত্যযুগ আদিতে সূতরাং কলিযুগের অন্তে নিশ্চয়ই দুঃখ হবে। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো জানেনা। তোমাদের মধ্যেও অনেক কম সংখ্যা আছে। কোটিতে কেউ বলা হয় কিনা। এই হল আত্মাদের পরমাত্মার সঙ্গে রুহানী ভালোবাসা । সম্পূর্ণ দুনিয়ার একমাত্র প্রিয়তমা হলেন পরমাত্মা। তিনি সকল আত্মাদের প্রিয়তম , ওঁনাকেই সবাই আহবান করে। আত্মা ছোট বড় হয়না। এখন তোমাদের প্রেম হয়েছে এক পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে। একে-ই রুহানী প্রেম বলা হয়। দুনিয়ায় যে প্রেমিক প্রেমিকা থাকে তাদের মধ্যে হয় দৈহিক প্রেম। তোমাদের তো হল রুহানী প্রেম। বাবা এসে তোমাদের দুঃখ দূর করে সুখ প্রদান করেন। তোমরা কত সুখ প্রাপ্ত কর তারপরে অনেক দুঃখও ভোগ কর । বাবা বলেন -- যে বাচ্চারা , এখন আমার সঙ্গে তোমাদের ভালোবাসা আছে কেননা তোমরা জানো বাবা আমাদের সুখধামের মালিক করেন। মুক্তি ও জীবনমুক্তির দাতা হলেন তিনি। বাবা বলেন তোমরা থাকো যদিও নিজের নিজের ঘরে, যেমন দৈহিক প্রেমিক প্রেমিকারা আলাদা আলাদা নিজের ঘরে থাকে , এখানেও সেই রকম। আমি দূর দেশ থেকে আসি তোমাদের পড়াতে। তোমরা ডেকেছ হে পতিত পাবন আসুন , হে দুঃখ হতা সুখ কর্তা এবার আসুন। বাস্তবে আমি নিজের নির্দিষ্ট সময়ে আসি। এমন নয় যে তোমাদের ডাক শুনেই চলে আসি। আমি তখন আসি যখন কলিযুগ থেকে সত্যযুগে ট্রান্সফার হতে হয় বা মানুষ থেকে দেবতায় , ব্রহ্মাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হয়। সূতরাং এখন তোমাদের হল রুহানী বাবার সঙ্গে রুহানী প্রেম। তোমাদের হৃদয়ে রুহানী প্রেমের আগুন জ্বলছে। যেমন অজ্ঞান-কালে কাম-ক্রোধ রূপী বিকারের আগুন জ্বলে। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের প্রেম হয়েছে বাবার সঙ্গে। দুনিয়া তো কিছুই বোঝেনা। বলে দেয় পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, নাম রূপ বিহীন। এক দিকে বলে নাম রূপ বিহীন , অন্য দিকে বলে সর্ব ব্যাপী। অর্থাৎ তাতে মানুষ পশু ইত্যাদি সবাই এসে যায়।

এখন বাচ্চারা তোমরা জানো -- আত্মাদের প্রিয়তম হলেন পরমাত্মা, ওঁনার সঙ্গেই প্রীতি থাকা উচিত। এই কথা তো জানো যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে অনেক। বিভিন্ন রকমের বিপ্লবও আসবে। বিপ্লব তো সবার সামনে আসে। সে কোনো নতুন কথা নয় কারণ নতুন দুনিয়ার স্থাপনার জন্যে বাবা একেবারে নতুন কথা শোনাচ্ছেন। লেখা আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করা হয়। কিন্তু স্থাপনা ও বিনাশের কথা কেউ বুঝতে পারেনা। কিসের স্থাপনা ? বলা হয় রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞের রচনা হয়। নিশ্চয়ই যজ্ঞের রচনা হয় স্বরাজ্যের জন্যে। নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হতে রাজযোগ শেখানো হয়। আচ্ছা তাহলে তার রেজাল্ট কোথায় ? এই হল নতুন কথা তাই মানুষ বিভ্রান্ত হয়। গুরু বা সন্ন্যাসী জন কাউকে মুক্তি বা জীবনমুক্তি দিতে পারেন না। এইসব শুধু গল্প বলে দেয় যে অমুক পার নির্বাণ গেছে অথবা বৈকুণ্ঠ বাসী হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন দিলওয়াল মন্দিরে উপরে দেখানো হয়েছে বৈকুণ্ঠের চিত্র, নীচে তপস্যার। এখন তোমরা বুঝেছ যে এই ভারত বৈকুণ্ঠ ছিল। কখন ছিল সেসবও তোমরা জানো। পূজারী জন কি জানে ! মানুষ কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়। আগে এইসব কথা খেয়ালেও ছিলনা। বাবা বলে দিয়েছেন যে পুরুষার্থ দ্বারা উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করলে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হবে।তোমাদের জন্যে স্বর্গ একেবারেই দূরে নয়। যেমন স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা করে পাস করে এবং এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হয়। তোমরাও ট্রান্সফার হও পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায়। তোমরা জানো আমরা পুরুষার্থ করতে করতে গিয়ে প্রথমে রুদ্র মালার পুঁতি রূপে পরিণত হব। স্কুলেও পাস করে ক্রম অনুসারে গিয়ে বসে। এখানেও তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা পড়াশোনা করি তারপরে আমরা মূলবতনে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যাব , পরে আমরা নতুন দুনিয়ায় আসব। শেষের দিকে সবাই জানবে। শেষ সময়ে রেজাল্ট বেরোবে। যারা মহাবীর হবে তারা কোনো কথায় আসক্ত হবেনা। কারণ তারা জানে যে বিনাশ তো হবেই । ভয়ের কিছু নেই। ভূমিকম্প তো হবেই। তোমাদের তো যেতে হবে নতুন দুনিয়ায়। যেমন স্টুডেন্টরা বোঝে আমরা অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হব । এখন আমাদের আত্মা পড়াশোনা করছে -- পরম পিতা পরমাত্মার কাছে। তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত কে জেনেছ। তোমরা তম প্রধান থেকে সত প্রধান হবে, পড়াশোনাও ফাইনাল হয়ে যাবে , তারপর আমরা পাস করে বাবার কাছে পৌঁছে যাব। এই কথা তো জানো যে কল্প পূর্বে যা হয়েছে এখনও তাই হবে। পুরুষার্থ তো বাচ্চাদের প্রতিটি বিষয়ে করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা যোগ বলের দ্বারা নিজেকে পবিত্র করছ। যোগের দ্বারা-ই আত্মার খাদ বের হয়। আমাদের সম্পূর্ণ যোগী হতে হবে। আমরা হলাম অর্ধকল্পের প্রেমিক। এখন আমরা প্রেমিকাকে কাছে পেয়েছি। আমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে যোগ্য করছেন। কর্মও করতে হবে। এই সবকিছু করতে করতে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- যোগের দ্বারা আমরা নিজেদের পবিত্র করি। যোগের দ্বারা আত্মার খাদ বেরোয় , আমাদের সম্পূর্ণ যোগী হতে হবে। এর জন্যেই খুব বাহাদুরি চাই। প্রেমিক প্রেমিকা নিজের ব্যবসা ইত্যাদিও করে এবং প্রেমিকাকে স্মরণও করে। ঐ প্রেমিক প্রেমিকা বিকারের সম্পর্কে থাকেনা। তারা হয় দেহের প্রতি প্রেমিক তাই তাদের গায়ন রয়েছে। এই হল রুহানী প্রেমিক প্রেমিকা। তোমরা অর্ধকল্প আমায় পূর্ণ রূপে স্মরণ করেছ। এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মানুষ ভাবে ভগবানের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন তোমাদের জন্যে মুক্তির সঙ্গে জীবনমুক্তিও যুক্ত আছে। মুক্তিতে গিয়ে জীবনমুক্তিতে নিশ্চয়ই আসবে। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি হয় , তারপরে আসে সত্যপ্রধান দুনিয়ায়। প্রথমে সুখ তারপরে দুঃখ এইরকমই কায়দা। সবাইকে সত, রজ , তমতে আসতেই হবে। এখন তমোপ্রধান জর্জরিভূত অবস্থা এই বৃক্ষের। এবার তার থেকেই চারা লাগাতে হবে। দৈবী বৃক্ষের চারা লাগানো হচ্ছে। তারা স্যাপলিং করে

গাছপালার। সেসবের সেরিমনি উৎসব পালন করে। তোমাদের কিরূপ সেরিমনি হবে ? তাদের হল জঙ্গলের সেরিমনি। তোমাদের হল স্বর্গের সেরিমনি। তোমরা কাঁটা কে ফুলে পরিণত কর। এই সবই হল সঙ্গমের কথা। এবারে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। নিরন্তর স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে। তাতে তোমাদের অনেক লাভ হবে। শ্রেষ্ঠ বর্সা প্রাপ্ত হবে। বাবার সঙ্গে যোগ অথবা সম্পূর্ণ প্রেম থাকা প্রয়োজন। তার দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হয়। তোমাদের ভিতরে যে খাদ পড়েছে সেসব যোগের দ্বারা-ই বের হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণের উপরে। নাহলে মায়া বিকর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বলেন যে কিছু বিকর্ম করেছে সেসব বাবার সামনে রেখে ক্ষমা চাইতে হবে। বাবা সামনে এসেছেন তাই ক্ষমা চেয়ে নাও। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে যারা বাবাকে পূর্ণরূপে ভালোবাসে। যারা ভালোবাসে তারা বাবার পরামর্শ অনুসারে চলবে। তোমরা সবাই হলে সীতা , তোমাদের রাম হলেন একমাত্র বাবা। তোমরা তো বুঝেছ এখন অন্যদের বোঝাতে হবে। বাকি ভক্তি অর্থাৎ একরকমের দোকানদারি করা। এইসব করতে করতে মৃত্যু হবে। যুদ্ধ লাগবে, বিনাশ হবে। তখন আর কিছু করতে পারবেনা। ভক্তিমার্গ এইভাবেই শেষ হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত করছ। বাবা বলেন বাচ্চারা ভুলে যেওনা। তোমরা হলে সবচেয়ে বেশি লাভলী অর্থাৎ প্রিয়। তোমাদেরই সবচেয়ে উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। না পড়লে পদ প্রাপ্তিও হবেনা।

বাবা বলেন রোগ ইত্যাদি যা কিছু হয় সেসব তোমাদের কর্মের হিসাব নিকাশ । তোমাদের তো পড়তে হবে ও পড়াতে হবে। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তাতে ধনী , নির্ধন, প্রজা, চাকর বাকর ইত্যাদি সবাই থাকবে। যারা সম্রাট হয় তারা নিশ্চয়ই সু-কর্ম করেছে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে তবে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করে, খুব দামী স্কুল । নম্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা রয়েছে। কোনো ব্যারিস্টার লক্ষ টাকা আয় করে , কোনো ব্যারিস্টার পাঁচশ' টাকাও যায় করেনা। বলা হবে ভাগ্য। পড়াশোনা না করলে বলা হবে ড্রামা অনুযায়ী এদের ভাগ্য হল এইরকমই। পড়াশোনা অনুসারে পদ লাভ হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের পুরো সাক্ষাৎকার হবে। বলবেন তোমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করা হল তবুও তোমরা পড়লে না। এবারে দন্ড ভোগ করতে হবে। জন্ম জন্মান্তরের দণ্ডের সাক্ষাৎকার হয়। কর্মভীত অবস্থায় যেতে হলে শেষের দিকে সবকিছু দেখতে পাবে। এমন এমন কর্মের দন্ড হল এই - এইরকম। দণ্ডের সাক্ষাৎকারও করানো হয়। এখন তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম সন্তান। ভক্তি মার্গে প্রেমিকার প্রেমিক রূপে ছিলাম। এখন তো ওঁনাকে কাছে পেয়েছি। এই প্রেমিকার কাছে কি প্রাপ্তি হয় ? ওহো ! তিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। তোমরা এখন বাবা এবং বর্সাকে জেনেছ , তাই বাবা বলেন যে আসবে তাকে বোঝাও -- তোমাদের দুইজন পিতা আছে -- এক হল দেহের , দ্বিতীয় জন বেহদের অর্থাৎ আত্মার। বেহদের পিতার কাছে ২১ জন্মের সুখের অধিকার প্রাপ্ত হয়। রাবণের রাজ্যে অনেক দুঃখ আছে তাই বাবাকে স্মরণ করে -- হে দুঃখ হর্তা সুখকর্তা আসুন। এই কথা কত সহজ । শুধু ব্রহ্মার মুখ দেখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কেউ তো হবেন তাইনা। নাহলে কথা থেকে আসবে। বী. কে. দেব ফ্রফ দেবে। আমরা বী. কে. বাবার কাছে বসে আছি। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ আছে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাও এখানেই হবে।

বাবা বলেন -- মায়া তোমাদের সঙ্গে খুব যুদ্ধ করবে। বাবাকে স্মরণ করতে দেবেনা তাই খুব সাবধানে থাকবে। মায়া বাবার কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরাবার পুরুষার্থ করবে। কিন্তু

তোমাদের দূরে সরে চলবে না। তোমাদের চরণ থাকবে নরকের দিকে এবং মুখ থাকবে স্বর্গের দিকে। এখন বৈকুণ্ঠে যেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) পড়াশোনা ভালো ভাবে করতে হবে ও করাতে হবে। প্রকৃত প্রেমিক রূপে এক বাবার সঙ্গে রুহানী ভালোবাসা অনুভব করতে হবে। কোনো রকম বিকর্ম করবেনা।

২) কোনো রকমের বিদ্ব বা বিপদের আগমন হলেও বাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেনা। বিদ্ব গুলিকে পার করে বীর হতে হবে।

বরদান :- নির্মাণ স্বরূপের মহানত্ব দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী মাস্টার সুখদাতা ভব।

ব্যাখা: মহান হওয়ার প্রমাণ হল নির্মাণ স্বরূপ, যত নির্মাণ স্বরূপ হবে ততো সবার হৃদয়ে স্বতঃই মহান হবে। নির্মাণ স্বরূপ সহজ ভাবে নিরহঙ্কারী করে দেয়। নির্মাণ স্বরূপের বীজ দ্বারা স্বতঃই মহানত্বের ফল প্রাপ্ত হয়। সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার সহজ সাধন হল নির্মাণ স্বরূপ। নির্মাণ স্বরূপ মহিমা যোগ্য করে। নির্মাণ স্বরূপের দ্বারা সবার মনে ভালোবাসার স্থান প্রাপ্ত করা যায়। সে আত্মা বাবা সম মাস্টার সুখদাতা রূপে পরিণত হয়।

স্লোগান - শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করার জন্যে নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন শক্ত হওয়া উচিত ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা এই কর্মক্ষেত্রে এসেছ অভিনয় করার জন্য, তোমাদের অবশ্যই কর্ম করতে হবে, আত্মার স্বধর্ম হলো শান্তি, তাই শান্তি চাইবে না, এই স্বধর্মতেই টিকে থাকতে হবে"

প্রশ্ন :- এই অনাদি, নির্দিষ্ট ড্রামা জানা সম্বন্ধে বাবা তোমাদের কোন্ কথা বলেন না ? তার কারণই বা কি ?

উত্তর :- বাবা জানেন -- কাল কি হতে চলেছে তবুও তিনি বলেন না । এমন নয় যে কাল ভূমিকম্প হবে আর আজ তিনি তা বলে দেবেন । যদি বলেই দেবেন, তাহলে তো রিয়েল ড্রামা থাকবে না । তোমাদের সবকিছুই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । যদি আগে থেকেই সব জেনে যাও তাহলে তোমরা সেই সময় বাবার স্মরণও ভুলে যাবে । পরের দিকের দৃশ্য দেখার জন্য তোমাদের মহাবীর হতে হবে । অচল - অডল হয়ে থাকতে হবে । বাবার স্মরণে যাতে শরীর ত্যাগ করতে পারো তারজন্য পরিপক্ব অবস্থা বানাতে হবে ।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে । মানুষ বলে থাকে যে, মনের শান্তি চাই, কিন্তু তা কি করে পাওয়া যাবে ? সম্ভবত এর উপর একটি বইও লেখা আছে । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, তোমরাও বলো ওম্ শান্তি । এখন এর অর্থ কি ? কেউ তো ওম্ এর অর্থ 'ভগবান' মনে করে । বাবাও বলেন, ওম্ শান্তি । ওম্ অর্থাৎ অহম (আমি আত্মা)। পরে আবার বলো, আমার শরীর । আত্মা নিজেই বলে ওম্ শান্তি । আমার স্বধর্মই হলো শান্তি, আর আমার নিবাস নির্বাণধাম বা শান্তিধাম । আত্মা নিজেই নিজের পরিচয় দেয় যে আমি শান্তি স্বরূপ তাহলে জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজনই নেই যে মনের শান্তি কিভাবে মিলবে ? বাবাও বলেন - ওম্ শান্তি । আমি হলাম পরমাত্মা, তোমাদের সকল বাচ্চাদের আমি বাবা । আমি শান্তিধামে থাকি । তোমরা আত্মারা এখানে শরীর ধারণ করে এসেছো অভিনয় করার জন্য । তাহলে মনের শান্তির তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না । ওম্ এর অর্থও কেউ জানে না, এই কারণে ধাক্কা খেতে থাকে - মনের শান্তি খোঁজার জন্য । আত্মা অশরীরী থাকাকালীন শান্তিই থাকে । শরীরে প্রবেশ করলে কর্মেন্দ্রিয় তো অবশ্যই কাজ করবে । এই কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই কাজ করতে হবে তাই শান্তির উপর কোনো বইয়ের দরকার নেই । এ তো বোঝার জন্য এক সেকেন্ডের কথা । আত্মা নিজেই বলে ওম্ শান্তি । বাদবাকি কি চাই ? কোথা থেকে এই শান্তি আসবে ? আত্মার দেশ তো শান্তিধাম । এখন তো আত্মা সেখানে গিয়ে থাকবে না । অভিনয় তো অবশ্যই এখানে করতে হবে । এমনিতেও পরমপিতা পরমাত্মার থেকে জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো বই ইত্যাদির প্রয়োজন নেই । এ তো এক সেকেন্ডের কথা । বই ভক্তিমার্গে লেখা হয় নাকি জ্ঞানমার্গে ? তবুও বাইরের মানুষদের প্রকৃত সত্য জানানোর জন্য - মনের প্রকৃত শান্তির জন্য, সত্য গীতার উপর কিছু লিখার প্রয়োজন হয় । না হলে বুদ্ধি বলবে - নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো , সুখধাম আর শান্তি ধামকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মোতি সেই গতি হয়ে যাবে । বাকি খোড়াই এখানে মনের শান্তি আসতে পারে । শান্তিধাম হলো নির্বাণধাম, যেখানে বাবাও থাকেন আর সঙ্গে আত্মারাও থাকে । রুদ্র মালাও বলা হয় আর রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও একই । জ্ঞানের সাগর বাবাই এই জ্ঞান শোনাতে পারেন । বাকি জ্ঞান তো অনেক প্রকারের । সাইন্সের জ্ঞান, কারিগরীর জ্ঞানও হয় । কিন্তু সে হলো ব্যবহারিক জ্ঞান । মানুষ বুদ্ধিতে অনেক চতুর হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা এই সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান পেয়েছো । এ হলো এক ঈশ্বরীয় পাঠশালা যেখানে পড়ানো হয় ।

শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তিনি সব বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদিকে জানেন। ভুল বা ঠিক, সত্য বা মিথ্যা কি তা আমি বুঝিয়ে বলি। এখন বলো, সত্য কি? সর্বব্যাপী বলা এ কি সত্য? আমি তো তোমাদের বাবা। সর্বব্যাপীর থেকে তো কোনো জ্ঞানই পাওয়া যায় না। পুরুষার্থও হয় না। সর্বব্যাপী হয়ে তিনি কি করবেন? তিনি তো মালিক, ভগবান তো কখনোই পতিত হন না। তিনি তো যখন চাইবেন, তখনই ফিরে যাবেন। এখানে তো সবাই পতিত, তাই কেউই ফিরে যেতে পারে না। পতিত হলে সমস্ত জ্ঞান উড়ে চলে যায়, বুদ্ধিও মলিন হয়ে যায়। যোগ লাগে না, স্মরণে বিঘ্ন আসে, তাই কোনো পাপ কমই করা উচিত নয়। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। বাবা ছাড়া পুরানো পাপ দূর হবে না। এমন নয় যে হরিদ্বারে থাকলেই পাপ মুক্ত হয়ে যাবে, না এমন নয়। পাপ তো করতেই থাকে। সাধু - সন্তরা যদি জানতেন যে আমাদের ঘর শান্তিধাম তাহলে সেখান থেকে ঘুরে আসতেন। বাবা কিন্তু তোমাদের সমস্ত সাক্ষাৎকার করান। তেমন তোমরাও ঘুরে আসো। ভক্তিমার্গেও দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে সাক্ষাৎকার হয়। তোমরা যখন সত্যযুগে থাকো তখন এই চোখেই লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখবে। তাঁরাও তোমাদের দেখবেন। এখন সাক্ষাৎকারে দেখতে পাও। বাবার কাছে দিব্যদৃষ্টির চাবি আছে তা আর কেউই পায় না। বাবা বুঝিয়েছেন এই চাবি আমি কাউকেই দিই না। এদের পরিবর্তে আমি স্বর্গের রাজত্ব করি না। তিনি ব্যলেস সমান রাখেন। তোমরাই এই বিশ্বের মালিক হও, আমি কিন্তু হই না। ভক্তিমার্গে যে মূর্তির সাক্ষাৎকার করো তাতে খোড়াই শক্তি আছে।

বাবা বলেন -- আমি মনোকামনা পূরণ করানোর জন্য সাক্ষাৎকার করিয়ে থাকি। গণেশ, হনুমান ইত্যাদি যাদের পূজা তোমরা করো, আমিই তাদের সাক্ষাৎকার করাই। কিন্তু ওইসব মানুষরা ভাবে, পরমাত্মা সবকিছুর মধ্যে আছেন, তাই আমাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, ভুল জ্ঞান নিয়ে ফেলেছে। বাস্তবে এরা সকলেই হলো ভাই - ভাই। সবার মধ্যেই আত্মা আছে। সকলেই তো আর বাবা হতে পারে না। মানুষ ডাকতে থাকে, হে গড ফাদার দয়া করো, তাহলে সবাই তো বাচ্চাই হয়ে গেলো। বাচ্চাদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হলে দেহ - অভিমান ত্যাগ করতে হবে। ব্যস, আমি আত্মা আমার বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি। আত্মাকে মেল বা ফিমেল কিছুই বলা হয় না। যদিও শরীর রূপী বস্ত্র মেয়েদের হয়, তবুও এটাই বলা ঠিক যে আমি আমার আশীর্বাদী বর্সার অধিকার নিচ্ছি। বাবার থেকে এই স্বর্গের বর্সা নেওয়ার অধিকার সকলের আছে। আমি খৃস্টান, আমি অমুক। এ হলো সব শরীরের ধর্ম। আত্মা কিন্তু একই। শরীরের পরিবর্তন হয়, তখন বলে, এ মুসলমান, এ হিন্দু। আত্মার নামের পরিবর্তন হয় না কেবল শরীরের পরিবর্তন হয়। বাবা হলেনই পতিত - পাবন, জ্ঞানের সাগর। বাবার মহিমাই আলাদা। তিনি শান্তির সাগর আবার জ্ঞানেরও সাগর। তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে আমরা শান্তিধামে যেতে পারবো, তাও এখন। এমন যোগ কেউই কখনো লাগাতে পারে না। তোমরা শান্তিধামকে জানো। বাকি স্মরণ তো শিব বাবাকেই করো। সন্ন্যাসীরা বলে যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী। তারা ব্রহ্মের সাথে যোগ লাগায় কিন্তু তাতে কোনো বিকর্ম বিনাশ হয় না। সেই যোগই হলো ভুল। ব্রহ্ম হলো থাকার জায়গা। ব্রহ্মজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী একই কথা। বাবা বলেন, এ হলো তাদের ভ্রম। ব্রহ্মা কখনোই পতিত পাবন হতে পারেন না। আত্মাদের বাবা হলেন শিব, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয়। বাকি ঘরে তো কেউই ফিরে যেতে পারে না। সকলকেই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতেই হবে। যখন এক নম্বর নারায়ণ, তিনিই এমন হন, তখন সকলকে অবশ্যই তমোপ্রধান হতে হয়। পুনর্জন্মও নিতে হয়। এও বুদ্ধিতে রাখতে হয়।

তোমরা জানো যে, প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ কতগুলো জন্ম নেয় ? দেবতাদের জন্য বলা হয়, তারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন। অন্যদের জন্ম এমন এক হতে পারে না। কেউ হিসেব করলে বের করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন নেই। আমাদের নিজেদের পুরুষার্থ নিয়েই চিন্তা করা উচিত বাকি বেশী বিষয়ের বিশ্লেষণে যাওয়ার দরকার নেই। তোমাদের মুক্তি বা জীবনমুক্তির জন্য 'মনমনাভব' (মন আমার সঙ্গে যুক্ত করো) হও। আমি হলাম পতিত পাবন, আমি এসেই রাজযোগ শেখাই। পতিত পাবন অবশ্যই কলিযুগের অন্তেই আসবে নাকি দ্বাপরে আসবে? শুধুমাত্র শিবরাত্রি লিখলেই তার সঠিক অর্থ আসবে না। ত্রিমূর্তি শিবরাত্রি লেখা উচিত। ভক্তিতে হয় ঘোর অন্ধকার, তাই বলা হয় জ্ঞানসূর্য প্রকট হয়েছে.....অবশ্যই তা কলিযুগের অন্তিমেরই হবে। প্রকাশ হলো সত্যযুগে। বাবা অবশ্যই এই সঙ্গমেই আসবেন। সবাই যখন পতিত হয়ে যাবে তখনই তো বাবা এসে তাদের পবিত্র করবেন কারণ সকলেরই তো বাবার সঙ্গেই সম্পর্ক। অনেক সন্ন্যাসীরাও বলে থাকে, মনের শান্তি কিভাবে হবে? আত্মার স্বধর্মই তো হলো শান্ত। ভারতবাসী যেমন দেবী - দেবতাদের ভুলে গেছে তেমনই আত্মা নিজের স্বধর্মকে ভুলে গেছে। আত্মাই জানে যে - আমাকে রাবণ অশান্ত করেছে। এই জ্ঞান এখন আমরা পেয়েছি। এখানে তো কখনোই শান্তি পাওয়া যাবে না। শান্তিধামেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে। সেখানে তো সবাইকেই যেতে হবে। আমরা শান্তিধামে যাবো তারপর সুখধামে আসবো। অন্য ধর্মের লোকদের শান্তি অধিক মেলে, আমাদের মেলে অধিক সুখ। তারা না বেশী সুখ না বেশী দুঃখ পাবে। এ হলো বিস্তারিত কথা। কেউ কেউ খুব ভালোভাবে লক্ষ্যকে ধরে রেখেছে, এর পরিমাণও অনেক। ঘরে থেকেই বাবা আর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু প্রজা বানাতে পারবে না। যারা প্রজা বানাবে তারাই রাজা - রানী, মালিক হতে পারবে। এতেই তো পরিশ্রম। প্রজেক্টরের সাহায্যে বোঝানো খুব সহজ। বড় বড় মানুষদের নিমন্ত্রণ করে তাদের বোঝানো উচিত। তোমরা বাচ্চারা অনেকের কল্যাণ করতে পারো। এর পদ্ধতিও নতুন ভাবে বের হচ্ছে। ইংরেজীতেও প্রজেক্টর স্লাইডে বিদেশে গিয়ে দেখাতে পারো। যখন তারা এই গোলার চিত্র ইত্যাদি দেখবে তখন বুঝতে পারবে এ হলো ভারতের ফিলসফি। এই জ্ঞান একমাত্র বাবাই দিতে পারেন। এ হলো রুহানী জ্ঞান। রুহ (আত্মা) থেকেই এই রুহানী জ্ঞান পাওয়া যায়। প্রকৃত ফিলোসফির ডাক্তার হলে তোমরা। বাবা হলেন রুহানী সার্জন। তিনি রুহ অর্থাৎ আত্মাদের ইঞ্জেকশন দেন। তোমাদের হলো সকলই গুপ্ত। দুনিয়ার মানুষ তো বসে কেবল শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, তাই তাদের অনেক মানও হয়। তারা রুহ বা আত্মাকে পতিত মনে করে না, নির্লিপ্ত বলে দেয়। তাই প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র তোমরাই দিতে পারো। এও তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে দুনিয়ার মানুষের হলো হদের সন্ন্যাস আর তোমাদের হলো বেহদের সন্ন্যাস, যা একমাত্র বেহদের বাবাই এসে শেখাতে পারেন। ওদের হলো হঠযোগ আর তোমাদের হলো রাজযোগ। ওরা হঠযোগের দ্বারাই কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করতে চায়। তোমরা রাজযোগের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করো। এ অনেক পার্থক্য। এখন বাবার সাহায্যে তোমরা নলেজফুল হচ্ছে। কিন্তু এও হবে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। এমন বাবার সঙ্গে কতো ভালোবাসা থাকা উচিত। এ হলো গুপ্ত প্রেম। আত্মাও তো গুপ্ত। আত্মারা জানে যে আমরা বাবাকে পেয়েছি। তিনি আমাদের এখন দুঃখ মুক্ত করাচ্ছেন। বাবা আপনি তো আশ্চর্য করে দেখাচ্ছেন। কল্পে কল্পে আপনি আমাদের জ্ঞান দেন আবার আমরা ভুলে যাই। বাবা বলেন -- হ্যাঁ বাচ্চারা, আমি তো বলেই ছিলাম যে এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। এই সম্পূর্ণ নাটক বানানোই আছে। এর কিছু তফাৎই হয় না। এই নাটক পূর্ব নির্ধারিত, যা কিছুই হচ্ছে সব সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো। বিনাশও হবে, স্থাপনাও হবে, সবই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। মনে করো কাল যদি ভূমিকম্প হয়, আমি কিন্তু বলবোই না যে ভূমিকম্প হবে। তাহলে তো সবাই ব্যবস্থা করে নেবে

উদ্ধারের । তাই সাক্ষী হয়ে সব দেখতে থাকো । আসল কথাই হলো, আমাকে স্মরণ করো । নাহলে আমাকেও তোমরা ভুলে যাবে । বাচ্চারা, তোমাদের যে মহাবীর হতে হবে । মহাবীর - মহাবীরকে জ্ঞানের দেব আর জ্ঞানের দেবী বলা হয় । ভগবান তোমাদের যোগ শিখিয়ে জ্ঞানের দেব - দেবী করেন । পরে যখন ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে সেই সময় তোমাদের মহাবীরত্বের প্রয়োজন । এখন তো তোমরা পুরুষাৰ্থী । তোমাদের অচল - অডল হয়ে থাকতে হবে আর সাথে সাথে বাবাকে স্মরণে রাখতে পারলে তো খুবই ভালো । যারা এই জ্ঞানে অচল - অডল স্থিতিতে থাকবে তারা বসে বসেই শরীর ত্যাগ করবে । তারপর কর্মভীত অবস্থায় গিয়ে সেবা করবে । বাচ্চাদের পরিপক্ক অবস্থায় শরীর ত্যাগ করে তারপর সূক্ষ্মবতনে গিয়ে নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে ।

আচ্ছা -- বাচ্চাদের সর্বদা নিজেদের চার্ট দেখতে হবে যাতে আমরা বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা পেতে পারি । কোনো বিষয়ের সংশয়ে এসে এই পড়া কখনোই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । বাবা বার বার বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিষয়েই সংশয় বুদ্ধি হয়ে এই পড়া ছেড়ে দিও না । নিজের স্থিতি অচল - অটল করতে হবে । এক বাবার সঙ্গেই প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে ।

২) কোনো বিস্তারের কথায় নিজের সময় নষ্ট করো না । কোনো কর্মেই বুদ্ধি যাতে মলিন না হয়, এর সম্পূর্ণ ধ্যান (খেয়াল) রাখতে হবে ।

বরদান :- 'আমি' এই স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা নিজের অরিজিনাল স্বরূপে স্থিত হয়ে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হও

এক 'আমি' শব্দই ওড়াতে পারে, আবার এই 'আমি' শব্দই আবার নীচে নিয়ে আসে । 'আমি' বললেই অরিজিনাল নিরাকার স্বরূপ স্মরণে এসে যায়, এ যখন স্বাভাবিক হয়ে যায়, দেহ ভাবের আমিষ যখন সমাপ্ত হয়ে যায় তখনই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে কেননা এই 'আমি' শব্দই দেহ - অহংকারে এনে কর্ম বন্ধনে বেঁধে ফেলে । কিন্তু 'আমি নিরাকারী আত্মা' যখন এই স্মৃতি আসে তখন দেহভাবের উর্ধ্বে, কর্মের সম্বন্ধে আসবে কিন্তু বন্ধনে নয় ।

স্লোগান :- নিশ্চিত বিজয় আর নিশ্চিত স্থিতির অনুভব করার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি হও ।

সকল অলৌকিক ফ্রেন্ডসের জন্য বাপদাদার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

আজ, সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের হৃদয়-সখা, ওয়ান্ডারফুল রীতিতে রুহানী গোলাপ বাগিচায় এসেছেন, হৃদয়ের গান গাইতে এবং বন্ধুত্বের দায়িত্ব পূরণ করতে। তোমাদের সাথে মিলিত হতে আল্লা তাঁর বাগিচায় এসেছেন। সখা বলো বা ফ্রেন্ডস, সাধারণত বাগিচায় পরস্পর মিলিত হয়। সারা কল্পের অন্য কোনো সময়ে তোমরা এমন বাগিচা খুঁজে পাবেনা। আজ চারিদিকের বাচ্চারা একই আকাঙ্ক্ষা রাখে, তারা তাদের হৃদয়-সখার সাথে এই নিউ ইয়ার্স ডে'র উৎসব পালন করবে। বাপদাদা আজ শুধু তোমাদের সাকার স্বরূপে তাঁর সামনে বসা রুহানী ফ্রেন্ডসের সাথে মিলিত হচ্ছেন না, বরং হৃদয়-সখা সাকার সভা থেকে আকার রূপধারী বাচ্চাদের এবং স্নেহী আত্মাদের খুব বড় সভা দেখছেন। এত রুহানী ফ্রেন্ডস, সত্য ফ্রেন্ডস আর কার হতে পারে? বাপদাদারও রুহানী নেশা যে এইরকম এত ফ্রেন্ডস না আর কেউ পেয়েছে আর না কেউ পাবে। সকলের হৃদয়-সঙ্গীত দূর থেকে এবং কাছের থেকেও শোনা যাচ্ছে। কোন সঙ্গীত? "ও বাবা!" "বাবা বাবা" এই গীত একই সুরে একই অর্থে চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। বাচ্চা বলো বা ফ্রেন্ডস, তোমাদের সকলেরই একই বোল - "তুমি আমার!" আর খুদা দোস্তও একেকজনকে বলেন, "তুমি আমার! বাহ, আমার ফ্রেন্ডস!" গীত গাও! (বোনেরা সাকার বাবার প্রিয় গীত গেয়েছে, তুমিই আমার)

মুখের এই গীত তো তোমরা অল্প সময়ের জন্য গাইতে পারো কিন্তু মনের গীত তো অনন্তকাল বাজতে থাকে। আজ, আজকের নিউ ইয়ার্স ডে'তে অনেক বাচ্চাদের খুব ভালো সঙ্কল্প, স্নেহের বোল বাপদাদার কাছে আগে থেকেই পৌঁছে গেছে। লোকে আজকের দিন অনেক খুশির সাথে উদযাপন করে। তারা একে অপরকে অভিবাদন জানায়। বাপদাদাও তাঁর মনের সকল অলৌকিক রুহানী মিত্রদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

সদা সঠিক বিধি দ্বারা তোমরা নিরন্তর উন্নতি করতে থাকবে। সদা সকল প্রকার ধনভাণ্ডারে সম্পন্ন থাকবে। সদা ফারিস্তা হয়ে শারীরিক সমস্ত সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে উড়তে থাকবে। সদা তোমাদের নয়নে, অন্তরের অন্তস্তলে বাবাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ে, এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই নিষ্ঠাতে মগ্ন থাকবে। তোমরা সদা সব পরীক্ষা, সমস্যা, ব্যর্থ সঙ্কল্পকে জলের ওপর টানা রেখার মতো পার করে পাস উইথ অনার হয়ে যাবে। বাবা এই শ্রেষ্ঠ শুভ ভাবনার সাথে তোমাদের অভিবাদন করছেন। একেক অমূল্য রতনের বিশেষত্বের গীত গাইছেন। আজকের দিনে লোকে নাচে গায়, তাই না! শুধু আজ নয় সদা নাচতে আর গাইতে থাকো। সদা সবাইকে অলৌকিক গিফ্ট দিয়ে যাও। যেমন বিশেষ ব্যক্তিত্বের বড় কোনো মানুষ কোথাও গেলে বা তাঁর কাছে কেউ এলে খালি হাতে যায়না। তোমরাও তো সবাই বড় থেকেও বড়, তাই না! কখনো যদি কোনও ব্রাহ্মণ আত্মার সাথে বা অন্য কারও সাথে দেখা করো তো কিছু না দিয়ে তোমরা তাদের সাথে কিভাবে দেখা করবে। প্রত্যেককে শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনার গিফ্ট সদা দিতে থাকো। বিশেষত্ব দাও আর বিশেষত্ব নাও। গুণ দাও আর গুণ নাও। এইরকম গডলি গিফ্ট সবাইকে অবিরত দিতে থাকো। কোনো ব্যাপার না কে কোন রকমের ভাবনা বা কামনা নিয়ে তোমার কাছে আসছে, তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে শুভ ভাবনার গিফ্ট দাও। শুভ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনার গিফ্টের স্টক যেন সদা ভরপুর থাকে। এমন সঙ্কল্পমাত্রও যেন না উৎপন্ন

হয় যে শেষ পর্যন্ত আমাকে কতখানি অন্যদের শুভ ভাবনার সাথে দেখতে হবে ! পরিশেষে এর কোনো সীমা আছে কি নেই ! এই সঙ্কল্প এটাই প্রমাণ করে এই গোল্ডেন গিস্টের স্টক জমা নেই ।

দাতা, বিধাতা, বরদাতার বাচ্চারা ভাগ্যের রেখা টানা ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী তোমরা, এইজন্য সম্পদের ভাণ্ডার সদা ভরপুর থাকতে হবে । এই বছর কাউকে খালি থাকতে দিওনা । না কেউ খালি হাতে যাও, না খালি হাতে আসো । সবাইকে দিতেও হবে আর সবার থেকে নিতেও হবে । এটা গিস্ট দেওয়ার বছর । শুধু একদিন নয়, সারা বছর, প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টা প্রতি সেকেন্ড এবং প্রতি সঙ্কল্প যা হয়ে গেছে তাতে আবার অলৌকিক নতুনত্ব নিয়ে আসবে তোমরা । নতুন দিন, নতুন রাত তো সবাই বলে কিন্তু শ্রেষ্ঠ আত্মাদের যখন নতুন সেকেন্ড, নতুন সঙ্কল্প থাকবে একমাত্র তখনই আগত নতুন দুনিয়ার নতুন ঝলক বিশ্বের আত্মাদের স্বপ্নরূপে বা সাক্ষাৎকার রূপে তোমরা দেখতে পারবে । এখনো পর্যন্ত বিশ্বের আত্মারা জানতে ইচ্ছুক যে বিনাশের পরে কি হবে ? যাই হোক, এই বছর সকল আধার স্বরূপ আত্মাদের প্রতিটা সেকেন্ড এবং প্রতিটা সঙ্কল্প নতুন থেকেও নতুন, উঁচু থেকেও উঁচু , ভালো থেকেও ভালো থাকলে চারিদিক থেকে নতুন দুনিয়ার ঝলক দেখার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে আর তখন তারা দেখবে, ০ 'কি হবে' এর পরিবর্তে 'এইরকম হবে' । তারা উপলব্ধি করবে এইরকম ওয়ান্ডারফুল দুনিয়া শীঘ্রই আসবে এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি বিজি হয়ে যাবে সেইরকম দুনিয়ার প্রস্তুতিতে । স্থাপনার আদিতে স্বপ্ন এবং সাক্ষাৎকারের বিশেষ ঐশ্বরিক লীলা ছিল, সেইরকম অন্তেও এই বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষতার তোমরা নিমিত্ত হবে । চারিদিকে ইনিই তো, ইনিই তো, রব গুঞ্জরিত হবে এবং এই আওয়াজ অনেকের ভাগ্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত হবে । এক থেকেই অনেক দীপক জ্বলে উঠবে ।

অতএব, এই বছর কি করতে হবে ? প্রকৃত দীপমালার উদযাপনের প্রস্তুতি নিতে হবে । পুরানো কথা, পুরানো সংস্কারের দশহরা পালন করো কারন দশহরার পরেই দীপমালা আসে । সুতরাং, আজ বাবা তাঁর হৃদয়-সখা আত্মাদের সাথে মনের কথা বলছেন । তোমরা মনের কথা কার কাছে বলো ? বন্ধুদের কাছেই তো বলো, তাই না? আচ্ছা, তোমরা অভিনন্দন পেয়েছ তো ! অভিনন্দনের সাথে সাথে নতুন বছরের উপহারও সঙ্গে সদা রেখো । কত উপহার চাই ? সবার মধ্যে অনেক আছে এবং একের মধ্যে অনেক মিশে আছে । সবচেয়ে বড় উপহার বাপদাদা সব বাচ্চাদের ডায়মন্ড কি দিয়েছেন যা দিয়ে তোমরা যে ভান্ডার চাও তা তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে । 'ডায়মন্ড কী ' একটাই বোল, বাবা । এই চাবি থেকে ভালো চাবি কোথাও পাবে তোমরা ? এমনকি সত্যযুগেও এমন চাবি পাবেনা । তোমাদের সবার কাছে এই ডায়মন্ড কী সাবধানে আছে, তাই না ! চুরি তো হয়নি, হয়েছে ? চাবি হারিয়েছ তো সব ঐশ্বর্য হারালে, এইজন্য সদা চাবি সাথে রাখতে হবে । কি চেইন আছে তোমাদের ? নাকি শুধু চাবিই আছে ? 'কী'-র চেইন, সদা সর্ব সঙ্কল্পের স্মৃতিস্বরূপ হতে থাকো । তাহলে তো তোমরা 'কী চেইন '-এর গিস্ট পেয়েছ, তাই না ! সবচেয়ে বড় গিস্ট এই চাবি । এর সাথে বাবা বছরের জন্য তোমাদের নির্মিত প্রতিজ্ঞার বালাও দিচ্ছেন । প্রতিজ্ঞার বালা কি ? তোমাদের আগেই এটা বলা হয়েছে, যখন তোমরা অন্যান্য আত্মাদের সম্পর্কে থাকো, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প অনুক্ষণ নতুন থেকেও নতুন অর্থাৎ উঁচু থেকেও উঁচু হওয়া উচিত । নিচের জিনিস না দেখবে আর না নিচের স্টেজ আপন করবে, তোমরা নিচে থাকাকালীন । সদা উঁচুতে থাকো । উঁচু বাবা, উঁচু বাচ্চা, উঁচু স্টেজ এবং তখন উঁচু থেকেও উঁচু সবার সেবা হবে । এটাই প্রতিজ্ঞার বালা ।

একইসঙ্গে সকল গুণের শৃঙ্গারের বক্স । ভ্যারাইটি সেটের শৃঙ্গার বক্স । যে সময় যে শৃঙ্গার চাই সেই সময় সেই সেট ধারণ করে সদা সুশোভিত থাকো । কখনো সহনশীলতার সেট প'রো, কিন্তু ফুলসেট প'রো । শুধুমাত্র সেটের একটা অংশ প'রোনা । তোমাদের কানে সহনশীলতার শৃঙ্গার হতে হবে, হাতেও সহনশীলতার শৃঙ্গার হবে । এইরকম বিভিন্ন সময়ে রকমারি শৃঙ্গার করে বিশ্বের সামনে ফরিস্তা রূপ এবং দেব রূপে তোমরা প্রখ্যাত হয়ে যাবে । এই ত্রিমূর্তি উপহার সদাসর্বদা সাথে রেখো ।

তোমরা জানো, কিভাবে ফ্রেন্ডশিপের দায়িত্ব পালন করা হয়, তাই না ? ডবল বিদেশিরা খুব ভালো ফ্রেন্ডস্ তৈরি করে, তোমরা কিন্তু অবশ্যই অবিনাশী ফ্রেন্ডশিপ রেখো । ডবল বিদেশিরা বিচ্ছেদ ঘটতেও তৎপর, বন্ধুত্ব করতেও পটু । এই মুহূর্তে তোমরা বন্ধু তো পরমুহূর্তে নও, তোমরা এইরকম করবে না তো ! করবে ? বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হন, চতুর্দিক থেকে সঙ্কেত পাওয়ার সাথে সাথে তোমরা পুরানো পরিচিতি উপলব্ধি করতে পেরেছ । বাবা বাচ্চাদের খুঁজে পেয়েছেন আর বাচ্চারা তাঁকে চিনে নিয়েছে । এই বিশেষত্ব দেখে বাপদাদাও অভিনন্দন জানাচ্ছেন এইজন্য সদা মায়াজিৎ হও । আচ্ছা ।

হারানিধি বাচ্চাদের অবিনাশী ফ্রেন্ডশিপের দায়িত্ব পালনকারী অবিনাশী ফ্রেন্ডদের হাতে হাত দিয়ে সাথী হয়ে অবিরত গডলি গোল্ডেন গিস্ট কার্কে প্রয়োগকারী সদা সম্পন্ন , সদা মাস্টার দাতা, সবার জন্য মাস্টার ভাগ্য বিধাতা, চারিদিকের এইরকম স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদের সাকার রূপে এবং সূক্ষ্ম রূপে স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

বিদেশী টিচারদের সাথে :- নিমিত্ত শিক্ষকদের দেখে বাপদাদা অতি পুলকিত হচ্ছেন । কত নিষ্ঠা এবং স্নেহের সাথে তোমরা তোমাদের নিজেদের জায়গায় থেকে সদা শক্তিস্বরূপের স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্বশক্তির অনুভব করতে থাকো । এখন তোমরা সাধারণ নারী বা কুমারীর রূপ নও বরং সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাধারী আত্মা । বাপদাদার শো- কেসের শোপিস তোমরা । তোমাদের সবাইকে দেখে সকল আত্মারা বাপদাদাকে চিনতে পারে । প্রত্যেক নিমিত্ত শিক্ষকের ওপর বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্ব আছে । তোমাদের নিজেদের বেহদের সেবাধারী বলে মনে হয় ? তোমরা নিজেদের এক এরিয়ার কল্যানকারী মনে করোনা তো, তাই না ! হয়তো এক জায়গাতেই বসে থাকবে কিন্তু তোমরা তো লাইট হাউজ, তাই না ! চতুর্দিকে তোমরা লাইট ছড়িয়ে দাও । তবে কি তোমরা ছোট বাচ্চা হয়ে শুধু এক স্থানেই আলো দেবে নাকি লাইট হাউজ হয়ে সারা বিশ্বকে আলোকিত করবে ? তোমরা শুধুই লাইট বা সার্চলাইট নাকি লাইট হাউজ ? তোমরা তো খুব ভালো সাহসিকতা বজায় রেখেছ । তোমরা সবাই খুব ভালো করছ । ভবিষ্যতেও ভালো থেকে ভালো করতে থাকো । তোমরা টিচাররা সদাই মায়াজিৎ, তাই না ! যদি টিচারদের কাছে মায়া আসবে তো স্টুডেন্টের দশা কি হবে ? তোমার কাছে মায়া যদি একবার আসে তো তাদের কাছে দশবার আসবে, এইজন্য শুধুমাত্র স্যালুট জানাতেই মায়ার আসা উচিত, তোমাদের অর্থাৎ টিচারদের কাছে, নয়তো নয় !

নিমিত্ত শিক্ষকের স্বরূপ সদা আনন্দিত , সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান, এইরকম সীটে সদা সেট থাকো । টিচারদের থাকার স্থানই উঁচু স্থিতি । তোমরা সেন্টারে থাকনা কিন্তু উঁচু স্টেজে থাকো । উঁচু স্টেজ অর্থাৎ হৃদয় সিংহাসনে মায়া আসতে পারেনা । যদি নিচে নামো তো মায়া আসবে । তোমরা পাণ্ডবরা বাপদাদারও সহযোগী রাইট হ্যান্ড , তাই না ! তোমরা সব পাণ্ডবরা তো বিজয়ী , তাই না ! এতকাল ধরে মায়ার সাথে অনেক খেলা খেলেছ । এখন বিদায় দাও , সদাকালের জন্য তার বিদায়ী

উৎসব উদযাপন করো । তোমাদের খুব ভালো চান্স দেওয়া হয়েছে এবং তোমরাও সেই চান্স নিয়েছ । আচ্ছা ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার: -

বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্য দেখে আনন্দিত হন । তোমরা বাচ্চারা প্রত্যেকে নিজের ভাগ্য লাভ করছ । সঙ্গমে প্রত্যেক আত্মার ভাগ্য আলাদা আলাদা এবং প্রত্যেকের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ । কেন ? কারণ যখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাবার বাচ্চা হয়েছে তখন ভাগ্য তো শ্রেষ্ঠই হয়ে গেল, তাই না ! এই একের থেকে না কোনো বাবা শ্রেষ্ঠ আর না এই ভাগ্যের থেকে কোনো ভাগ্য শ্রেষ্ঠ । বাবা হলেন উচ্চতম । এটা তোমাদের মনে থাকে, তাই না ! ভাগ্যবিধাতা আমার বাবা ! এর থেকে বড় নেশা আর কি হতে পারে ! লৌকিকে একজন বাচ্চার নেশা থাকে যে আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, জজ অথবা প্রাইম মিনিস্টার । কিন্তু তোমাদের নেশা থাকে আমার বাবা ভাগ্যবিধাতা । উচু থেকে উঁচু ভগবান । সদা এই নেশা থাকে তোমাদের নাকি কখনো কখনো ভুলে যাও ? যদি তোমরা তোমাদের ভাগ্য ভুলে যাও, তবে কি হবে ? তাহলে তোমাদের ভাগ্য পাওয়ার জন্য আবার মেহনত করতে হবে । হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাওয়ার জন্য মেহনত তো করতেই হয় । বাবা এসে তোমাদের মেহনত থেকে বাঁচিয়েছেন । অর্ধেক কল্প মেহনত করেছে,, তোমাদের পারস্পরিক ব্যবহারেও মেহনত করেছে, ভক্তিতে, ধর্মক্ষেত্রে, সবকিছুতে মেহনতই করেছে । আর এখন তোমরা সব মেহনত থেকে রেহাই পেয়েছ । এখন পারস্পরিক ব্যবহারও পরমার্থের আধারে সহজ হয়ে যায় । তোমরা নামেমাত্র নিমিত্ত হয়ে সবকিছু করো । যারা নামে নিমিত্ত হয়ে সবকিছু করবে সদা তাদের সবকিছু সহজ অনুভব হবে । এটা পরস্পরের ব্যবহার নয় বরং শুধু একটা খেলা । মায়ার তুফান নয় বরং ড্রামা অনুসারে তোমাদের উপহার দেওয়া হয়েছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহায্যে । সুতরাং, মেহনত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে তো ! উপহার নিতে কোনো মেহনত হয়না তো ? তাহলে এইভাবে যারা মেহনত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে সদা ভাগ্যবিধাতার সাথে মাস্টার ভাগ্যবিধাতা হয়ে থাকে, তাদের বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ আত্মা ।

স্যান অ্যান্টিনিও থেকে আসা গ্রুপের সাথে : -

সবাই তোমরা নিজেদের বিশেষ আত্মা বলে মনে করো ? কোন স্থানে এসে তোমরা পৌঁছেছ ? একবার শুধু ভাবো যে এমন ভাগ্য বিশ্বের কত আত্মাদের হবে যারা সামনে এসে মুখোমুখি মিলনোৎসব পালন করতে পারে ! এর থেকে বড় ভাগ্য তোমরা কি চাইতে পারো ! সদা নিজের এই ভাগ্যকে স্মৃতিতে রাখো, তবে তোমার ভাগ্যের প্রাপ্তির খুশি দেখে আত্মারা আরও কাছে আসবে এবং তারাও তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়বে । সদা খুশি থাকো । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছে তো উত্তরাধিকার সূত্রে কি লাভ করেছে ? খুশির প্রাপ্তি তো হয়েছে, তাই না ? সদাসর্বদা এই খুশি তোমরা সাথে রেখো, ফেলে রেখে যেওনা । তোমরা খুশির ভাণ্ডারের মালিক হয়ে গেছ । সুতরাং, সদা খুশিতে উড়তে থেকো । এতে ট্রাই করার কোনো ব্যাপার নেই ! যদি বলো ট্রাই করবে তো সদাই ক্রাই করবে । বাবার বাচ্চা হয়েও তোমাদের ট্রাই করতে হবে ? 'ট্রাই করব' এই শব্দ এখানে ছেড়ে দিয়ে যাও । বাবা এবং বরসা সদা যেন সাথে থাকে । কন্সাইন্ড থাকো । কেননা বাবা যেখানে ঐশ্বর্য ভান্ডার স্বতঃই সেখানে থাকবে । এই একটা কথা সদা স্মরণে রেখো, বাবা সদা আমার সাথে আছেন । বরসা আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার ।

নববর্ষের শুভেচ্ছা(রাত বারোটায়):- নতুন বছরের সব বাচ্চাদের সারা বছরের জন্য অভিনন্দন । এমন অমূল্য রত্ন যারা বাবাকে চিনেছে এবং বাবাকে প্রত্যক্ষ করার দায়িত্বের মুকুট ধারণ করেছে, এমন সদা সেবাধারী অনন্য মুকুটধারী সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের নিজের নিজের নামসহ অভিনন্দন গ্রহণ করো ।

লন্ডন নিবাসী নিমিত্ত জনক বষ্টি এবং সাথে আদি রত্ন রজনী বষ্টি আর মুরলি বষ্টিও এবং সবচেয়ে অতি স্নেহী, বাবা সমান ছোট বষ্টি জয়ন্তী এবং যে সকল বাচ্চারা সেবাতে উপস্থিত আছে, যেমন বৃজ রানী, তোমরা সবাই তোমাদের উজ্জ্বল দীপ্তি খুব ভালো শো করছ । তোমরা যে সেবা করছ, সেই সেবাতে অলৌকিকতা ভরা আছে । এইভাবে সব বাচ্চারা তোমাদের নিজের নিজের নামে অভিনন্দন গ্রহণ করো ।

এটা নতুন বছর, নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ । এই বছর প্রতিদিন সদাই উৎসব মনে করে উৎসাহ দিতে থাকো । এই সেবাতে সদা তৎপর থাকো । আচ্ছা - সব বাচ্চাকে বাপদাদার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্নেহ এবং স্মরণ ।

বরদান :- বাণীর সাথে বৃত্তি দ্বারা রুহানী ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করে ডবল সেবাধারী ভব

যেমন বাণী দ্বারা সেবা করছ, সেইরকম বাণীর সাথে বৃত্তি দ্বারা সেবা করলে ফাস্ট সেবা হবে । কারণ বোল কোনো সময় ভুলে যেতে পারে কিন্তু ভাইব্রেশনের দ্বারা মন এবং বুদ্ধিতে ছাপ লেগে যায় । সুতরাং, এই সেবা করার জন্য বৃত্তিতে কারও জন্যও ব্যর্থ ভাইব্রেশন যেন না হয় । ব্যর্থ ভাইব্রেশন রুহানী ভাইব্রেশনের সামনে এক প্রাচীর তৈরি হয়ে যায় । এইজন্য মন -বুদ্ধিকে ব্যর্থ ভাইব্রেশন থেকে মুক্ত রাখো, তবেই ডবল সেবা করতে পারবে ।

স্লোগান:- অনুযোগ করার পরিবর্তে স্মরণে থাকো তো সর্বাধিকার প্রাপ্ত হবে ।